ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

১

আলতামাশ

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আ গে প ড়ু ন

দ্বাদশ শতাব্দির কাহিনি। ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করে পৃথিবী থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার গভীর চক্রান্তে মেতে ওঠে খ্রিস্টান দুনিয়া। ইসলামের পতন ঘটিয়ে বিশ্বময় ক্রুশের রাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেছে নেয় নানা কুটিল পথ। অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসি নারীর ফাঁদ পেতে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। এক দল গাদ্দার তৈরি করে নেয় মুসলমানদের মাঝে। সেইসঙ্গে চালায় বহুমুখী সশস্ত্র অভিযান। মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে দখল করে রাখে ইসলামের মহান স্মৃতিচিহ্ন প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস।

সেই বিজাতীয় ক্রুশেডার ও স্বজাতীয় গাদ্দারদের মোকাবেলায় গোপনে-প্রকাশ্যে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যান ইতিহাসের অমর নায়ক বিজয়ী মর্দে-মুমিন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। ১১৬৯ সালে শুরু-হওয়া তাঁর ওই লড়াই বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত থামেনি মুহূর্তের জন্যও।

একদিকে মনকাড়া রূপসি নারীর ফাঁদ, অন্যদিকে ঈমানের ওপর অটল দাঁড়িয়ে থাকার অনুপম উদাহরণ। একদিকে ইসলাম ও মুসলমানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ঘৃণ্য মহড়া, অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার জানকবুল সংগ্রাম।

সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দচিত্র
সিরিজ উপন্যাস **'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'**।
ছোটো-বড়ো, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব পাঠকের সুখপাঠ্য বই।
শুরু করুন।
এক আকাশ ভালো লাগার মাঝে কখন যে
শেষ হয়ে যাবে টেরই পাবেন না।
ইতিহাসের নিখুঁত জ্ঞান। উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ।
উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান-আলোকিত উপাদান।

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

১

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ
প্রখ্যাত উরদু ঔপন্যাসিক, ভারত

অনুবাদ
মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)
মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দরিশমণি
প্র কা শ ন
দোকান নং ৪৩, ইসলামী টাওয়ার (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৭১৭৮৮১৯

www.pathagar.com

পরিমার্জিত ত্রয়োদশ সংস্করণ : আগস্ট ২০১৬
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০১

পৃষ্ঠা : ২৪০ (ফর্মা ১৫)

পরশমণি প্রকাশনা : ৭

© : সংরক্ষিত

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন

বর্ণবিন্যাস : পরশ কম্পিউটার

মুদ্রণ : জাহানারা প্রিন্টিং প্রেস

ডিজাইন : সাজ ক্রিয়েশন

ISBN-984-70063-0004-5

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র / US $ 5

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১১৭৫ সালের এপ্রিল মাস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি তাঁর চাচাত ভাই, খলীফা আস-সালেহ-এর গভর্নর সাইফুদ্দীনকে লিখলেন–

'তোমরা খাঁচাবন্দি রংবেরঙের পাখি নিয়েই ফুর্তি করো। মদ আর নারীর প্রতি যাদের এত আসক্তি, সৈনিকগিরি তাদের জন্য খুবই বেমানান।'

খলীফা আস-সালেহ ও তাঁর গভর্নর সাইফুদ্দীন ইসলামি খেলাফতের চিরশত্রু ক্রুশেডারদের চক্রান্তে ফেঁসে গেলেন। খেলাফতের রাজভান্ডার– দিনার-দেরহাম, মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত দিয়ে এই দুই শাসক আইউবির বিরুদ্ধে ক্রুশেডারদের প্ররোচিত ও সহযোগিতা করতে লাগলেন। তারা সুলতান আইউবিকে হত্যার চক্রান্ত আঁটলেন।

একদিন ক্রুশেডারদের হাতে ঠিক কাঙ্ক্ষিত সুযোগটা এসে গেল। তারা মুসলিম শাসকদেরই মাঝে তালাশ করছিল দোসর। খলীফা আস-সালেহ স্বেচ্ছায় তাদের সেই ভয়ানক চক্রান্তে পা দিলেন। খলীফা ও ক্রুশেডারদের সমন্বিত চক্রান্তে হত্যার উদ্দেশ্যে আইউবির ওপর দুবার আক্রমণ হলো। কিন্তু সৌভাগ্যবশত উভয়বারই তিনি বেঁচে গেলেন। তিনি ঘাতকদের সব চক্রান্তজাল ছিন্ন করে দিলেন। আঘাতে-প্রত্যাঘাতে শত্রুদের পরাস্ত করলেন। ফাঁস হয়ে গেল গভর্নর সাইফুদ্দীনের ষড়যন্ত্রের খবর।

গ্রেফতারির ভয়ে ক্রুশেডারদের দোসর গাদ্দার সাইফুদ্দীন ঘরবাড়ি, বিত্ত-বৈভব পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। তার বাসভবন থেকে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও বিলাস-উপকরণ। পাওয়া গেল বহুসংখ্যক দেশি-বিদেশি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতি ও তরুণী। এদের কেউ রক্ষিতা, কেউ নর্তকী, কেউ গায়িকা, কেউ বিউটিশিয়ান, কেউ ম্যাসেঞ্জার। সবই ছিল সাইফুদ্দীনের মনোরঞ্জনের নোংরা সামগ্রী এবং ইসলামি খেলাফত ধ্বংসের জঘন্য উপাদান।

সাইফুদ্দীনের বাড়িতে আরো পাওয়া গেল নানা রঙের, নানা প্রজাতির অনেকগুলো পাখি। দেওয়ালে-দেওয়ালে ঝুলানো ছিল বিভিন্ন ভঙ্গিমার নগ্না ও অর্ধনগ্না নারীর উত্তেজনাকর ছবি আর সুরাভর্তি অসংখ্য পিপা।

সালাহুদ্দীন আইউবি পাখিগুলোকে মুক্ত করে দিলেন আর রক্ষিতা, সেবিকা, নর্তকী, বিউটিশিয়ান ও শিল্পী-তরুণীদের আপনজনদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

www.pathagar.com

পরে সাইফুদ্দীনকে লিখলেন–

'তোমরা দুজন কাফের-বেঈমানদের দ্বারা আমাকে হত্যা করাবার অপচেষ্টায় মেতেছ। কিন্তু একবারও ভেবে দেখনি, তোমাদের এই চক্রান্ত খেলাফতের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। তোমরা আমাকে হিংসা করছ। তাই আমাকে তোমরা দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাও। দু-দুবার আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে লোক পাঠিয়েছ; কিন্তু কামিয়াব হওনি। আবার চেষ্টা করে দেখো; হয়তো সফল হবে। তোমরা যদি আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পার, আমার মৃত্যুতে ইসলামের উন্নতি হবে, মুসলমানদের কল্যাণ হবে, তা হলে কাবার প্রভুর কসম খেয়ে বলছি, দীনের জন্য নিজের জীবনটা কুরবান করে দিতে আমি প্রস্তুত আছি। আমি তোমাদের শুধু একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তা হলো, কাফের-বেঈমান কখনো মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না।...

'ইতিহাস তোমাদের চোখের সামনেই আছে। নিজেদের সোনালি অতীতের পানে একবার চোখ ফিরে তাকাও। আশ্চর্য! রাজা ফ্রাংক-রেমন্ডের মতো ঘোর ইসলামবিদ্বেষী অমুসলিম শাসকরা তোমাদের সাথে একটুখানি বন্ধুত্বের অভিনয় করল আর অমনি তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে তাদের সাহস জোগালে! তারা যদি সফল হতো, তা হলে তাদের পরবর্তী প্রথম শিকার তোমরা-ই হতে। তারপর হয়তো পৃথিবী থেকে ইসলামি খেলাফতের নামটুকু মুছে ফেলার কাজটাও সমাধা হয়ে যেত!...

'তোমরা তো যোদ্ধা জাতির সন্তান। সেনাপতিত্ব ও যুদ্ধপরিচালনা তোমাদের ঐতিহ্যের অংশ। অবশ্য প্রত্যেক মুসলমানই আল্লাহর সৈনিক আর আল্লাহর সৈনিক হওয়ার পূর্বশর্ত ঈমান ও কার্যকর ভূমিকা। তোমরা খাঁচাবন্দি রংবেরঙের পাখি নিয়েই ফুর্তি করো। মদ আর নারীর প্রতি যাদের এত আসক্তি, সৈনিকগিরি তাদের জন্য খুবই বেমানান। আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা আমাকে সহযোগিতা করো; আমার সঙ্গে জিহাদে শরীক হও। যদি না পার, অন্তত আমার বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকো। তোমাদের বিগত অপরাধের কোনো প্রতিশোধ আমি নেব না। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আমীন।

ইতি

সালাহুদ্দীন আইউবি।'

গভর্নর সাইফুদ্দীন গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে নতুন চক্রান্তে মেতে উঠলেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির পত্র তার মাঝে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিল। যোগ দিল ইহুদি হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতক স্কোয়াডের সঙ্গে। শুরু হলো নতুন ষড়যন্ত্র।

www.pathagar.com

হাসান ইবনে সাব্বাহর স্কোয়াড দীর্ঘ দিন যাবত ফাতেমি খেলাফতের আস্তিনের তলে কেউটের মতো বিরাজ করছিল।

হাসান ইবনে সাব্বাহ একজন স্বভাব-কুচক্রী। বন্ধুর পোশাকে সর্বনাশী ষড়যন্ত্রের হোতা। ফাতেমি খেলাফতের শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইসলামি খেলাফতের ধ্বংসসাধনে অতি সঙ্গোপনে গড়ে তুলেছে একটা ঘাতকদল। বিস্ময়কর জাদুময়তায় জনমনে সজ্জন হিসেবে আসন গেড়ে নিয়েছে তার বাহিনী। সাধারণ মানুষের মাঝে সেনাবাহিনী সম্পর্কে জন্ম দিয়েছে বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাস। অন্তর্কলহ ও বিরোধ সৃষ্টি করেছে ইসলামি ভূখণ্ডের অতন্দ্র প্রহরী সৈনিকদের মাঝে।

হাসান ইবনে সাব্বাহর গুপ্ত বাহিনীতে রয়েছে চৌকস নারী-ইউনিট। তারা যেমন রূপসি, তেমনি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী। প্রাঞ্জল ভাষা ও বাক্‌পটুতায় দক্ষ তারা। তাদের সংস্পর্শে যেকোনো পাষাণহৃদয় আর আদর্শবান পুরুষও মোম হয়ে যায়। চক্রান্ত বাস্তবায়নে মাদক, নেশা, আফিম, হাশিশ, নাচ-গান ও ম্যাজিকের আশ্রয় নেয় তারা।

এমনকি উদ্দেশ্যসাধনে হাসান-বাহিনীর নারী গোয়েন্দারা আপন দেহটা পর্যন্ত বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। দীর্ঘ ও কঠোর প্রশিক্ষণ-অনুশীলনের মাধ্যমে উপযুক্ত হওয়ার পর শুরু হয় তাদের আসল কাজ। হাসান-বাহিনী তাদের প্রতিপক্ষ ইসলামি খেলাফতকে নির্মূল করতে এমন একটা ঘাতক বাহিনীর জন্ম দিয়েছে যে, এই বাহিনীর প্রশিক্ষিত গোয়েন্দারা বেশ ও ভাষা বদল করে কৌশলি আচার-ব্যবহার দ্বারা ফাতেমি খেলাফতের শীর্ষ ব্যক্তিদের একান্ত বডিগার্ডের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও হাত করে নিয়েছে। এর ফলে বড়ো-বড়ো সামরিক কর্মকর্তারা গুপ্তহত্যার শিকার হতে থাকেন। কিন্তু ঘাতকের কোনো সন্ধান বের করতে তারা ব্যর্থ হন।

অল্পদিনের মধ্যেই হাসান-বাহিনীর গুপ্তদল 'ফেদায়ি' নামে ভয়ংকররূপে আবির্ভূত হয়। এদের প্রধান কাজ রাজনৈতিক গুম-খুন। একাজে এরা বেশি ব্যবহার করে মদ আর সুন্দরী মেয়েদের। মদের সঙ্গে উচ্চমানের বিষ মিশিয়ে আসর গরম করার পর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে তারা। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবির বেলায় এই অস্ত্র তাদের অকার্যকর। অবৈধ নারীসম্ভোগ আর হারাম মদ-সুরায় আইউবির ঘৃণা আজন্ম। তাই আইউবিকে হত্যা করার একমাত্র উপায় হঠাৎ আক্রমণ। কিন্তু এ মোটেও সহজ কাজ নয়। সুলতান আইউবি প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত থাকেন সব সময়। তা ছাড়া তিনি নিজেও খুব সাবধানে চলাচল করেন।

www.pathagar.com

দুটা আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর সুলতান আইউবি ভেবেছিলেন, আমীর সালেহ ও গভর্নর সাইফুদ্দীন হয়তো তাঁর আহ্বানে তাওবা করেছে। ওরা হয়তো আর তাঁর সঙ্গে দুশমনি করবে না। কিন্তু-না; ওরা প্রতিশোধের নেশায় অন্ধ হয়ে আছে। নতুনভাবে তৈরি করেছে আইউবিকে খতম করার সুগভীর চক্রান্তফাঁদ।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ক্রুশেডার ও সাইফুদ্দীনের হামলা প্রতিহত করে বিজয়োল্লাসের পরিবর্তে পালটা আক্রমণ অব্যাহত রাখলেন। সামরিক অভিযান চালিয়ে শত্রুপক্ষের আরো তিনটা অঞ্চল জয় করে নিলেন। সেই বিজিত অঞ্চলগুলোর একটা হলো গাজা।

একদুপুরে গাজার প্রশাসক জাদুল আসাদির তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সালাহুদ্দীন আইউবি। মাথায় তাঁর লোহার শিরস্ত্রাণ। শিরস্ত্রাণের তলে মোটা কাপড়ের পাগড়ি। তাঁবুর বাইরে প্রহরায় নিয়োজিত রক্ষীদল।

আইউবির দেহরক্ষীরা যেমন লড়াকু, তেমনি চৌকস।

রক্ষীদলের কমান্ডার কেন যেন প্রহরীদের রেখে একটু আড়ালে চলে গেল। একরক্ষী আইউবির তাঁবুর পরদা ফাঁক করে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল। ইসলামের অমিততেজা সিপাহসালার তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন। চোখদুটো তাঁর মুদিত। চিত হয়ে শুয়ে আছেন সালাহুদ্দীন। প্রহরী চকিত নয়নে খাস দেহরক্ষীদের একবার দেখে নিল। রক্ষীদের তিন-চারজন দেখল ওই প্রহরীর উঁকি মারার দৃশ্য। চোখাচোখি হলো পরস্পর। কিন্তু তারা বিষয়টাকে আমলে নিল না। অন্যান্য প্রহরীদের নিয়ে গল্পগুজবে মেতে রইল।

বাইরের প্রহরী এই সুযোগে তাঁবুতে প্রবেশ করল। কোমরে তার ধারালো খঞ্জর। সে অস্ত্রটা বের করে একনজর দেখে নিল। তারপর বিড়ালের মতো পা টিপেটিপে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে হাতের খঞ্জর দ্বারা আঘাত করল চিত-হয়ে-শুয়ে-থাকা আইউবির ওপর। ঠিক তখনই পার্শ্ব বদল করলেন আইউবি। খঞ্জরটা বিদ্ধ হলো তাঁর মাথার খুলি ঘেঁষে মাটিতে।

সালাহুদ্দীন আইউবি ধড়মড় করে শোওয়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘটনাটা কী ঘটছে বুঝে ফেললেন তিনি। ইতিপূর্বে আরও দুবার একই ধরনের আক্রমণ হয়ে গেছে তাঁর ওপর। কালবিলম্ব না করে তিনি ঘাতকের চিবুকে পূর্ণ শক্তিতে একটা ঘুষি মারলেন। লোকটার চিবুকের হাড় ভেঙে যাওয়ার মট্‌মট্ শব্দ শোনা গেল এবং পেছনের দিকে ছিটকে পড়ে ভয়ানক একটা চিৎকার দিল। এই ফাঁকে আইউবি খঞ্জরটা তুলে হাতে নিলেন। প্রহরীর ভয়ার্ত চিৎকারে বাইরে থেকে দৌড়ে আরও দুজন রক্ষী তাঁবুতে প্রবেশ করল। তাদের হাতে খাপখোলা তলোয়ার। সুলতান বললেন– 'ওকে গ্রেফতার করো'। কিন্তু সুলতানের আদেশ পালন না করে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরাও। আইউবি খঞ্জর দ্বারাই দুটা তরবারির মোকাবেলা করলেন। মুহূর্তের মধ্যে ধরাশায়ী হয়ে গেল ঘাতকদল।

www.pathagar.com

এতক্ষণে বাইরের রক্ষীসেনাদের সবাই তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। তীব্র একটা লড়াই বেঁধে গেল। আইউবি দেখলেন, তাঁর দেহরক্ষীরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পর যুদ্ধ করছে। বোঝার উপায় ছিল না, এদের কে তাঁর অনুগত আর কে শত্রুর এজেন্ট। সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিপক্ষের তরবারির আঘাতে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ল উভয় পক্ষের কয়েকজন। গুরুতর আহত হয়ে কাতরাতে লাগল কতিপয়। বাকিরা পালিয়ে গেল আহত শরীর নিয়ে।

লড়াই থেমে যাওয়ার পর অনুসন্ধানে বেরিয়ে এল, আইউবির দেহরক্ষীদের সাতজনই হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতকসদস্য। যে-লোকটা প্রথমে আঘাত হেনেছিল, তাকে আইউবি নিজেই দেহরক্ষী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। হতভাগা তাঁবুতে প্রবেশ করার পর ভেতরের পরিস্থিতি পরিকল্পনার বিপরীত হয়ে গেল। ওর আর্তচিৎকারে বাকিরাও তাঁবুতে প্রবেশ করলে প্রকৃত প্রহরীরাও ঘটনা আঁচ করতে পেরে দ্রুত প্রতিরোধে এগিয়ে গেল। ফলে শত্রুদের পরিকল্পনা এবারও ভন্ডুল হয়ে গেল।

এ-যাত্রায়ও বেঁচে গেলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি।

ঘাতকের বুকে তরবারি ঠেকিয়ে আইউবি জিগ্যেস করলেন– 'তুমি কে? এখানে কোথা থেকে কীভাবে এসেছ? আর কে তোমাকে একাজে পাঠিয়েছে?'

সত্য স্বীকারোক্তির বিনিময়ে আইউবি ঘাতকের প্রাণরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঘাতক বলে দিল, সে ফেদায়ি এবং আমীর সালেহ-এর দুর্গপতি গোমস্তগিন তাকে একাজে নিযুক্ত করেছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি মুসলিম মিল্লাতের একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। খ্রিস্টানদের কাছেও কখনোই বিস্মৃত হওয়ার নন তিনি।

সালাহুদ্দীন আইউবির কীর্তি-কাহিনি ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। তবে তাঁর জীবন ও কর্মের বাঁকে-বাঁকে আপনজন ও স্বগোত্রীয়দের হিংসাত্মক শত্রুতা, চরিত্রহননের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা, চারপাশের মানুষদের দ্বারা বিছানো বহু বিস্তৃত ভয়ংকর চক্রান্তজাল, শত্রুপক্ষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আঘাত আর তাঁর মিশন ব্যর্থ করতে ইহুদি-খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র ও সুন্দরী নারীদের বিছানো ফাঁদের কথা ইতিহাসের পাতায় সবিস্তারে বিবৃত হয়নি। এই উপাখ্যানে আমি সেসব অজানা ইতিহাসই বলার ইচ্ছা রাখি।

◆◆◆

১১৬৯ সালের ২৩ মার্চ। সালাহুদ্দীন আইউবি সেনাপ্রধান হয়ে এদিন মিশর এলেন। ফাতেমি খেলাফতের কেন্দ্রীয় খলীফা এপদে নিযুক্ত করে তাঁকে বাগদাদ থেকে পাঠিয়েছেন।

www.pathagar.com

মিশরের সেনাপ্রধান ও শাসকের গুরুত্বপূর্ণ পদে আইউবির মতো তরুণের নিযুক্তি স্থানীয় প্রশাসকদের দৃষ্টিতে ছিল অনভিপ্রেত। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকদের দৃষ্টিতে আইউবি হলেন যথোপযুক্ত ব্যক্তি। বয়সে তরুণ হলেও আইউবি শাসকবংশের সন্তান। বাল্যকাল থেকেই কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছেন রণবিদ্যা। অল্প বয়সেই যুদ্ধের ময়দানে প্রমাণ করেছেন নিজের বিরল প্রতিভা ও অসামান্য দূরদর্শিতা।

সালাহুদ্দীন আইউবির দৃষ্টিতে দেশশাসন রাজত্ব নয়– জনসেবা। জাতির সম্মান-সমৃদ্ধি, উন্নতি-অগ্রগতি এবং নাগরিকদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা-ই শাসকদের দায়িত্ব। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তিনি মুসলিম শাসকদের মাঝে দেখে আসছেন বিচ্ছিন্নতা, অনৈক্য ও একে অন্যকে ঘায়েল করার লক্ষ্যে খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা।

শাসকদের সিংহভাগ জাগতিক বিলাস-প্রমোদে মত্ত। মদ-নারী আর নাচ-গানে শাসকশ্রেণি আকণ্ঠ নিমজ্জিত। জীবনকে জাগতিক আরাম-আয়েশের বাহারি রঙে সাজিয়ে রেখেছে কর্তারা। মিল্লাতে ইসলামিয়ার ঐতিহ্য, মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যত ও সম্ভাবনাকে শাসকশ্রেণি নিক্ষেপ করেছেন অতল খাদে।

আমীর, উজীর, উপদেষ্টা ও পদস্থ আমলাদের হেরেমগুলো বিদেশি সুন্দরী তরুণীদের নৃত্য-গীতে মুখরিত। শাসকদের হেরেমগুলোকে আলোকিত করে রেখেছে ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা কিশোরীরা। শাসকদের বোধ ও চেতনা সবটুকুই ওদের হাতের মুঠোয়। গোয়েন্দা মেয়েরা মুসলিম শাসকদের হেরেমে অবস্থান করে মদ-সুরা, নাচ-গান আর দেহ দিয়ে তাদের শুধু কবজা করেই রাখছে না– মুসলিম খেলাফতের প্রাণরস ভেতর থেকে উঁই পোকার মতো খেয়ে-খেয়ে অসাড় করে দিচ্ছে।

খ্রিস্টান রাজারা ইসলামি রাজ্যগুলোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। মুসলিম শাসকদের মাঝে বপণ করছে সংঘাত ও প্রতিহিংসার ধ্বংসাত্মক বীজ। একাজে খ্রিস্টানরা এতই সাফল্য অর্জন করেছে যে, কিছুসংখ্যক মুসলিম শাসক খ্রিস্টান সম্রাট ফ্রাংককে ট্যাক্সও দিতে শুরু করেছেন। পরস্পর প্রতিহিংসাপরায়ণ মুসলিম শাসকদের ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলোতে গোপন সন্ত্রাস ও হামলা চালিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করে নিরাপত্তাচাঁদাও আদায় করছিল তারা। প্রজাদের নিরাপত্তাদানে ব্যর্থ হলেও ক্ষমতার মসনদ রক্ষা করতে প্রজাদের রক্ত শুষে কর আদায় করে খ্রিস্টান রাজাদের বাৎসরিক সেলামি পরিশোধ করছিল মুসলিম শাসকরা।

সামাজিক সংঘাত, আত্মকলহ ও শ্রেণিগত বিরোধে তখন মুসলমানদের একতা-সংহতি বিলীন। ধর্মীয় দলাদলি ও মাযহাবি মতবিরোধে মুসলিম সম্প্রদায় শতধাবিভক্ত। হাসান ইবনে সাব্বাহ নামক এক কুচক্রী ইহুদিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির লোভে মিশরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী

www.pathagar.com

শক্তিরূপে আবির্ভূত হলো। গোপনে গড়ে তুলল নিজস্ব গোয়েন্দা, সেনা ও সুইসাইড বাহিনী। এরা জঘন্য গুপ্ত হত্যায় এতই প্রসিদ্ধি লাভ করল যে, 'হাশিশ বাহিনী' নামে সারা মিশরে এরা বিখ্যাত।

এই সাব্বাহ-বাহিনীর সাথে সালাহুদ্দীন আইউবির পরিচয় বাগদাদে। মাদরাসা নিজামুল মুল্‌কে পড়াশোনাকালে সালাহুদ্দীন জানতে পারলেন, সাব্বাহ বাহিনীর ঘাতকরা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল নিজামিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা নিজামুল মুল্‌ককে।

নিজামুল মুল্‌ক ছিলেন মুসলিম খেলাফতের একজন যশস্বী গভর্নর। সুশাসক ও গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন তিনি। মুসলমানদের সর্বাধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে এবং ইহুদি-খ্রিস্টানদের বিপরীতে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতেই গভর্নর নিজামুদ্দীন গড়ে তুলেছিলেন 'মাদরাসা নিজামিয়া'। অল্পদিনের মধ্যেই নিজামিয়া মাদরাসা বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিতদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হলো এবং শিক্ষা ও দীক্ষায় খ্যাতি অর্জন করল। ওখানকার শিক্ষার্থীরা ইসলামবিরোধীদের উপযুক্ত মোকাবেলা করার যোগ্য হিসেবে গড়ে উঠল। সামরিক প্রশিক্ষণ ও সমরকলা মাদরাসা নিজামিয়ার একটি বাধ্যতামূলক বিষয়ে পরিণত হলো।

খ্রিস্টানদের কাছে এ-বিষয়টি তাদের অস্তিত্বের জন্যে মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিল। তারা চক্রান্ত আঁটল। তাদের যোগসাজশে নিজামুল মুল্‌কের দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হলো সাব্বাহ-বাহিনী। এই বাহিনীর মাধ্যমে খ্রিস্টানরা হত্যা করাল নিজামুল মুল্‌ককে।

এ-ঘটনা সালাহুদ্দীন আইউবির জন্মের প্রায় একশো বছর আগের।

কিন্তু নিজামুল মুল্‌কের অবর্তমানেও মাদরাসা নিজামিয়ার অগ্রযাত্রা বহাল থাকল। অব্যাহত রইল ইসলামের সৈনিক তৈরির এই সুমহান ধারা। এখানেই জাগতিক ও ধর্মীয়– বিশেষ করে যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণ নিলেন সালাহুদ্দীন। রাজনীতি, কূটনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ও সমরকলায় আইউবির গভীর আগ্রহের ফলে সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি ও চাচা শেরেকোহ তাঁর জন্যে স্পেশাল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্যে ছাত্রজীবনেই তাঁকে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি অসাধারণ যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। তাঁর অনুপম কর্মকৌশলে বিমুগ্ধ হয়ে নুরুদ্দীন জঙ্গি তাঁকে মিশরের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এখান থেকেই তাঁর সংগ্রামী জীবনের সূচনা।

♦♦♦

সেনাপ্রধান ও গভর্নর হয়ে মিশর এলেন সালাহুদ্দীন আইউবি। রাজকীয় অভিষেকের আয়োজন করা হলো তাঁর সম্মানে। স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা করল জমকালো অনুষ্ঠানের। সার্বিক আয়োজনের নেতৃত্ব দিলেন অধিনায়ক নাজি।

www.pathagar.com

নাজি মিশর প্রতিরক্ষা-বাহিনীর প্রধান এবং পঞ্চাশ হাজার নিয়মিত সৈনিকের অধিনায়ক। মিশরে নাজি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব, একজন মুকুটহীন সম্রাট। ভবিষ্যত গভর্নর হিসেবে নিজেকেই একমাত্র ফাতেমি খেলাফতের যোগ্য উত্তরসূরি মনে করতেন তিনি। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবির নিয়োগে স্বপভঙ্গ হলো তার। আশার গুড়ে বালি পড়ল। তবে দমলেন না। আইউবিকে দেখেই নাজি আশ্বস্ত হলেন, এই বালক আমার জন্যে মোটেও সমস্যা হবে না। নিজের দাপট যথারীতি বহাল রাখতে পারব আমি।

আইউবির আগমনে বড়ো-বড়ো সেনা-অফিসার ও গুরুত্বপূর্ণ আমলাদের অনেকেরই ভুরু কুঞ্চিত হলো। অনেকেই নিজেকে ভাবছিল মিশরের ভাবী গভর্নর হিসেবে। তরুণ সালাহুদ্দীনকে দেখে চোখাচোখি করল তারা। অনেকের দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্যের ভাব। আইউবির যোগ্যতার খবর জানত না তারা। শুধু জানত, আইউবি শাসকপরিবারের সন্তান, চাচা শেরেকোহ'র স্থলাভিষিক্ত করে পাঠানো হয়েছে এবং নুরুদ্দীন জঙ্গির সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা আছে।

এক প্রবীণ অফিসার টিপ্পনী কাটল– 'ছেলে মানুষ; আমরা গড়ে নেব।'

অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন আর অফিসারদের সমাবেশে আইউবি প্রথমে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন। নাজির কটাক্ষ চাউনি আর কর্মকর্তাদের বিদ্রূপ আইউবি উপলব্ধি করলেন কি-না বলা মুশকিল। তবে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের ভিড়ের মধ্যে নিজেকে নিতান্তই আনাড়ি বালক মনে হচ্ছিল তাঁর। দ্রুত নিজেকে সামলে অফিসারদের প্রতি মনোযোগী হলেন আইউবি। পিতার বয়সি জেনারেল নাজির প্রতি হাত বাড়িয়ে দিলেন মোসাফাহার জন্যে। তোষামোদে সিদ্ধহস্ত নাজি পৌত্তলিকের মতো মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করলেন আইউবিকে। তারপর কপালে চুমো খেয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বললেন–

'বুকের শেষ রক্তবিন্দুটি দিয়ে হলেও আমি তোমাকে আগলে রাখব। তুমি আমার কাছে শেরেকোহ ও জঙ্গির পবিত্র আমানত।'

'আমার জীবন ইসলামের মর্যাদার চেয়ে বেশি মূল্যবান নয় সম্মানিত জেনারেল! আপন দেহের প্রতি ফোঁটা রক্ত সংরক্ষণ করে রাখুন। ক্রুশেডারদের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ঘন কালো মেঘের মতো ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে।' নাজির হাতে চুমো খেয়ে বললেন আইউবি।

জবাবে মৃদু হাসলেন নাজি, যেন আইউবি তাকে মজার একটা কৌতুক শোনালেন।

নাজি অভিজ্ঞ সেনানায়ক। মিশর-সেনাবাহিনীর অধিপতি। তার বাহিনীতে আছে পঞ্চাশ হাজার সুদানি, যারা সবাই প্রশিক্ষিত ও সুনিপুণ লড়াকু। নাজির

www.pathagar.com

মুচকি হাসির ভেদ আইউবি বুঝতে না পারলেও এতটুকু অনুধাবন করলেন যে, এই কুশলী ও বিজ্ঞ সেনাপতিটা তাঁর বড্ড প্রয়োজন।

নাজি মিশরেই শুধু নয়– গোটা ইসলামি খেলাফতে একজন ধুরন্ধর সেনাপতি। আপন দক্ষতায় পঞ্চাশ হাজার সুদানি সৈনিকের একটা স্পেশাল বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তার নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্যরাই পালন করত শাসকদের দেহরক্ষীর দায়িত্ব। মিশর গভর্নরের নিরাপত্তার দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল নাজির স্পেশাল বাহিনীর ওপর। এই বাহিনীর প্রতিজন সৈনিক নাজির অনুগত। তার নির্দেশে অকাতরে জীবন দিতে প্রস্তুত সবাই। সুবিশাল একটি বাহিনীর কর্তৃত্বের বদৌলতে নাজি মিশর ও আশপাশের অন্যান্য শাসকদের জন্য ছিলেন একটা ত্রাস। শক্তিশালী সেনাবাহিনী আর কূটচালে নাজি এ-অঞ্চলের মুকুটবিহীন সম্রাট। তাকে চ্যালেঞ্জ করে এমন শক্তি কারো নেই। কূটকৌশলে নাজি এতই দক্ষ যে, সরাসরি সিংহাসনে আসীন না হলেও তাকে মনে করা হতো মসনদের কারিগর। নিজের কূটচালে যাকে খুশি ক্ষমতায় বসাতেন আবার মন চাইলে সরিয়ে দিতেন। প্রশাসনে নাজিকে বলা হতো সকল দুষ্টবুদ্ধির আধার।

সালাহুদ্দীন আইউবির কথার জবাবে নাজির মুচকি হাসির তাৎপর্য অন্যদের বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু আইউবি অত গভীরে যেতে না পারলেও এতটুকু ঠিকই ধরে নিলেন, এই শক্তিধর সেনাপতিটা তার বড়ো বেশি দরকার।

'অনেক পথ ভ্রমণ করে এসেছেন মহামান্য গভর্নর! খানিক বিশ্রাম নিন।' বলল প্রবীণ এক অফিসার।

'আমার মাথায় কর্তব্যের যে-বোঝা চাপানো হয়েছে, সেই গুরুদায়িত্ব পালনের আমি যোগ্য নই। এই দায়িত্ব আমার চোখের ঘুম আর দেহের আরাম কেড়ে নিয়েছে। আপনারা আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে চলুন, যেখানে কর্তব্যসমূহ আমার অপেক্ষা করছে।' বললেন আইউবি।

'দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগে আহারটা সেরে নিলে ভালো হয় না মাননীয় গভর্নর?' আইউবির উদ্দেশে বলল নাজির সহকারী।

একটু কী যেন ভাবলেন আইউবি। তারপর হাঁটা দিলেন সামনের দিকে।

বিশাল একটা হলরুম। আইউবির ডানে নাজি, বাঁয়ে নাজির সেকেন্ড-ইন-কমান্ড আদরোশ। সামনে ও পেছনে সশস্ত্র বডিগার্ড। দু-পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে, গার্ড-অব-অনার দিচ্ছে নাজির স্পেশাল বাহিনীর নির্বাচিত সদস্যরা। স্পেশাল বাহিনীর সৌকর্য, সৈনিকদের সুঠাম দেহ, উন্নত অস্ত্র, অভ্যর্থনা আর গার্ড-অব-অনারের বিন্যস্ত আয়োজন দেখে আইউবির চোখদুটো আনন্দে চিকচিক করে উঠল। এমন একটি সুগঠিত বাহিনীর স্বপ্নই দেখছিলেন তিনি।

www.pathagar.com

কিন্তু হলের প্রবেশদ্বারে গিয়ে আইউবি থমকে দাঁড়ালেন। সহসা তাঁর মুখের আনন্দ-দ্যোতি উবে গেল। চিন্তার গতিতে ছেদ পড়ল।

সুরম্য হলঘর। প্রবেশপথে উন্নত গালিচা বিছানো।

দরজায় পা রেখেই মলিন হয়ে গেল আইউবির চেহারা। মুখের ওপর নেমে এল একরাশ বিষাদের ছায়া। তাঁকে দেখামাত্র চারটা উর্বশী তরুণী নৃত্যের ভঙ্গিতে শরীর দুলিয়ে ঝুঁকে অভিবাদন জানাল। তাদের হাতে ডালিভরা তাজা ফুল। ফুলগুলো শৈল্পিক ভঙ্গিতে ছিটিয়ে দিতে থাকল আইউবির পদতলে, তাঁর যাত্রাপথে।

মেয়েগুলোর পরনে মিহি রেশমের ধবধবে শাদা ঘাগরি। পিঠে ছড়ানো সোনালি চুল। ঝুলেপড়া জুলফি বাড়িয়ে তুলেছে মুখের জৌলুস। তরুণীদের শরীরের দ্যুতি ফিনফিনে পোশাকের ফাঁক গলে বাইরে ঠিকরে পড়ছে। পাশাপাশি ওদের নৃত্যভঙ্গিমার তালে বেজে উঠল তবলার আওয়াজ, সানাইয়ের সুর, সঙ্গীতের মূর্ছনা।

তাজা ফুল পায়ের কাছে নিক্ষিপ্ত হতেই দ্রুত পিছিয়ে গেলেন আইউবি। ডানে নাজি আর বাঁয়ে তার সহকারী। তারা আইউবিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালেন।

'মোলায়েম ফুল-পাপড়ি মাড়াতে আসেনি সালাহুদ্দীন।' ঠোঁটে রহস্যময় হাসির আভা ছড়িয়ে দিয়ে বললেন আইউবি। এমন নির্মল হাসি আর কখনো দেখেননি নাজি।

'আমরা জনাবের চলার পথে আকাশের তারকাও এনে বিছিয়ে দিতে পারি মাননীয় গভর্নর!' বললেন নাজি।

'আমার যাত্রাপথে শুধু একটা জিনিস বিছানো থাকলেই আমি খুশি হব।' গম্ভীর মুখে বললেন আইউবি।

'আদেশ করুন হুজুর কেবলা!' – গদগদ চিত্তে নাজির সহকারী বলল – 'কী সেই জিনিস, যা আপনার পায়ের তলায় ছড়িয়ে দিলে আপনাকে আনন্দ দেয়?'

'ক্রুশেডারদের লাশ।' ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সুরে মুচকি হেসে বললেন আইউবি।

নিমিষেই তাঁর মুখখানি কঠিন হয়ে গেল। চোখ থেকে ঠিকরে বেরুতে থাকল অগ্নিদৃষ্টি। ভর্ৎসনামাখা অনুচ্চ আওয়াজে বললেন– 'মুসলমানদের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয় জেনারেল!'

মুহূর্তের মধ্যে পাণ্ডুর হয়ে গেল অফিসারের মুখ।

আইউবি বললেন– 'আপনারা কি জানেন না, খ্রিস্টানরা মুসলিম সালতানাতকে ইঁদুরের মতো কুরেকুরে টুকরো-টুকরো করছে? বিচ্ছিন্ন করে

www.pathagar.com

দিচ্ছে আমাদের? জানেন কি, কেন সফল হচ্ছে ওরা? যেদিন থেকে আমরা যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে ফুলের পাপড়ি মাড়াতে, আপন যুবতি কন্যাদের নগ্ন করে ওদের সম্ভ্রম ধুলোয় মিশিয়ে দিতে শুরু করেছি, সেদিন থেকে ব্যর্থতা-ই হয়ে গেছে আমাদের বিধিলিপি। আমরা মাতৃত্বের মর্যাদা আর নারীর ইজ্জত রক্ষা করতে ব্যর্থ। আপনারা জেনে রাখুন, আমার চোখ ফিলিস্তিনের ওপর নিবদ্ধ। আমার পথে ফুল বিছিয়ে মিশরেও কি আপনারা ইসলামের পতাকা ভূলুণ্ঠিত করতে চান?'

তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকটা একনজর দেখে জলদগম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠলেন আইউবি–

'আমার পথ থেকে ফুলগুলো সরিয়ে নাও। ফুল মাড়িয়ে গেলে এই ফুলের কাঁটা আমার হৃদয়টাকে ঝাঁজরা করে দেবে। আমার পথ থেকে তরুণীদের হটাও। আমি চাই না, ওদের চুলের তারে আটকা পড়ে আমার তরবারি অকেজো হয়ে যাক। আর– আর আমাকে কখনও 'হুজুর কেবলা' বলে সম্বোধন করবেন না।' কঠোর ঝাঁজের স্বরে বললেন আইউবি। তাঁর তিরস্কারে অফিসারদের দেহ থেকে মাথাগুলো যেন সব আলাদা হয়ে গেছে।...

"'হুজুর কেবলা' তো তিনি, যার আনীত কালেমা পড়ে আমরা সবাই মুসলমান হয়েছি। এই অধম তাঁর নগণ্য অনুগত উম্মতিমাত্র। আমি তাঁর পয়গাম বুকে ধারণ করেই মিশর এসেছি। তাঁর আদর্শের সুরক্ষায় আমি আমার জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি। খ্রিস্টানরা আমার বুক থেকে এই পবিত্র পয়গাম ছিনিয়ে নিতে চায়, মদের জোয়ারে রোমসাগরে ডুবিয়ে দিতে চায় ইসলামের পতাকা। আমি আপনাদের রাজা হয়ে আসিনি – এসেছি আমি ইসলামের একজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক হয়ে।'

নাজির ইশারায় তরুণীরা ফুলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সরে গেল। এবার দ্রুত পায়ে হলরুমে প্রবেশ করলেন সুলতান আইউবি।

রাজকীয় দরবারহল। মাঝখানে একটা লম্বা টেবিলে থোকা-থোকা ফুলের তোড়া। দীর্ঘ ও চওড়া টেবিলের চারপাশে সাজানো রাজসিক খাবার। আস্ত মুরগি, খাসির রান, দুম্বার বক্ষদেশের মোলায়েম গোশ্তের রকমারি আয়োজন। কক্ষময় খাবারের মৌতাত গন্ধ।

টেবিলের একপাশে সাজানো আইউবির জন্যে বিশেষ আসন। আইউবি ধীরপায়ে আসনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। পাশের এক অফিসারকে জিগ্যেস করলেন– 'মিশরের সব নাগরিক কি এই মানের খাবার খেতে পায়?'

'না সম্মানিত গভর্নর! সাধারণ মানুষ তো এ-রকম খাবার স্বপ্নেও দেখে না।'

www.pathagar.com

'তোমরা কি সেই জাতির সদস্য নও, যে-জাতির সাধারণ মানুষ এমন খাবার স্বপ্নেও দেখে না?'

কারো মুখ থেকে কোনো জবাব বেরুল না।

'এখানে ডিউটিরত যত কর্মচারী আছে, সবাইকে ভেতরে ডেকে আনো। এ-খাবার তারা খাবে।' আদেশ জারি করলেন আইউবি।

সালাহুদ্দীন আইউবি একটা রুটি হাতে নিয়ে তাতে দু-টুকরো গোশত যোগ করে খেয়ে নিলেন। তারপর নাজিকে নিয়ে গভর্নরের দফতরে চলে গেলেন।

জাঁকজমকপূর্ণ গভর্নর হাউজ। দফতর নয়, যেন একটি জান্নাতি বালাখানা। দাফতরিক প্রয়োজনের চেয়ে আয়েশি আয়োজন-উপকরণই বেশি। দফতরের বিন্যাসে মারাত্মক বৈষম্য। গভর্নর হাউজের দাফতরিক পরিস্থিতি গভীরভাবে নিরীক্ষা করলেন আইউবি। তাঁর আগেই এখানে চলে আসা আলী বিন সুফিয়ান ততক্ষণে দেখে নিয়েছেন গভর্নর হাউজের খুঁটিনাটি। আইউবি নাজির কাছ থেকে জেনে নিলেন বিভিন্ন বিষয়।

দু-ঘন্টা পর নাজি গভর্নর হাউজ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং দ্রুত পায়ে নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর একলাফে ঘোড়ায় চড়ে লাগাম টেনে ধরলেন। প্রশিক্ষিত ঘোড়া ক্ষিপ্রগতিতে চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

নিঝুম রাত। নাজির খাস কামরায় জমে উঠেছে মদের আসর। আসরে যোগ দিয়েছে নাজির একান্ত সহযোগী দুই কমান্ডার। আজকের আসরের আমেজ ভিন্ন। কোনো নৃত্য-গীত নেই। সবার মুখাবয়ব রুক্ষ মরুভূমির মতো। গ্লাসের-পর-গ্লাস ঢেলে দিচ্ছে সাকী। গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে তিনজন।

নীরবতা ভেঙে নাজি বললেন–

'এসব যৌবনের তেজ; বুঝলে? দেখবে, কদিনের মধ্যেই সব ঠান্ডা হয়ে গেছে।'

অভাগা কথায়-কথায় বলে, 'কা'বার প্রভুর কসম! ইসলামি সালতানাত থেকে খ্রিস্টানদের বিতাড়িত না করে আমি বিশ্রাম নেব না।'

'হু! সালাহুদ্দীন আইউবি!' – তাচ্ছিল্যভরে উচ্চারণ করল এক কমান্ডার – 'সে জানে না, ইসলামি সালতানাতের নিঃশ্বাস ফুরিয়ে আসছে। এখন হুকুমত চালাবে সুদানিরা।'

'আপনি কি বলেননি, স্পেশাল বাহিনীর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সবাই সুদানি?' – নাজিকে জিগ্যেস করল অপর কমান্ডার – 'বলেননি, যাদের তিনি নিজের সৈন্য মনে করছেন, ওরা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়বে না?'

www.pathagar.com

'তোমার মাথাটা কি খারাপ হয়েছে আদরোশ! আমি বরং তাকে আশ্বস্ত করেছি, এই পঞ্চাশ হাজার সুদানি শার্দূল তাঁর আঙুলের ইশারায় খ্রিস্টানদের ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে। ওদের নিশানা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। অচিরেই ওদের বিশ্বাসের প্রতীক ক্রুশ ভূলুণ্ঠিত হবে। কিন্তু...'

থেমে গেলেন নাজি।

'কিন্তু আবার কী?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল দুই কমান্ডার।

নাজি বললেন– 'কিন্তু সে আমাকে বলল, মিশরের নাগরিকদের নিয়ে একটি সেনা-ইউনিট গড়ে তুলুন। এক অঞ্চলের মানুষের ওপর বাহিনীকে সীমিত রাখা উচিত নয়। সে আমাদের বাহিনীর সঙ্গে মিশরীয়দের মিশ্রণ ঘটাতে চায়।'

'তা আপনি কী বললেন?'

'আমি তাকে বলেছি, শীঘ্রই আপনার হুকুম তামিল করা হবে। কিন্তু বাস্তবে আমি কখনই এমনটা করব না।' বললেন নাজি।

'সালাহুদ্দীন আইউবির মেজাজ-মর্জি কেমন দেখলেন? কী বুঝলেন?' নাজিকে জিগ্যেস করল আদরোশ।

'দেখেই বোঝা যায়, খুব জেদী হবে।'

'আপনার অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা আর কৌশলের কাছে সালাহুদ্দীন কোনো ফ্যাক্টরই নয়। নতুন গভর্নর হলো তো; তাই কিছুটা গরম-গরম ভাব। দেখবেন, অল্প দিনের মধ্যেই ঠান্ডা হয়ে যাবে।' বলল অন্য কমান্ডার।

'আমি তার মনোভাব বদলাতে দেব না। তাকে আমি ঘোরের মাঝেই রাখতে চাই। ক্ষমতার নেশায় বুঁদ করে রেখেই আমি তাকে শায়েস্তা করব।' নাজি বললেন।

নাজির খাসভবনে গভীর রাত পর্যন্ত সুরাপান আর সালাহুদ্দীন আইউবি সম্পর্কে নানা কথাবার্তা চলল। নাজি সহকর্মীদের নিয়ে কর্তব্য ঠিক করলেন। সালাহুদ্দীন আইউবি যদি তার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে ওঠেন, তবে তারা কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো।

একদিকে চলছে নাজির চক্রান্ত। অপরদিকে সালাহুদ্দীন আইউবি গভর্নর হাউজে অফিসারদের তাঁর নিয়োগ ও কর্মকৌশলের কথা ব্যাখ্যা করছেন। আইউবি অফিসারদের জানালেন– 'আমি মিশরের রাজা হয়ে আসিনি আর অন্যায় রাজত্ব করতে কাউকে আমি দেবও না।'

আইউবি বললেন– 'সামরিক শক্তি বাড়ানো ব্যতীত ইসলামি খেলাফতের দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।' এখানকার সেনাবাহিনীর কাঠামো ও বিন্যাস তাঁর পছন্দ নয় সেকথাও তিনি অফিসারদের জানালেন। বললেন– 'পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের স্পেশাল বাহিনীর সবকজন সদস্যই সুদানি। এটা যুক্তিসঙ্গত

www.pathagar.com

নয়। রাষ্ট্রের কোনো কাজে আঞ্চলিকতার প্রাধান্য থাকা অনুচিত। আমরা সব অঞ্চলের মানুষকেই সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে চাই, যাতে সবাই আপন-আপন যোগ্যতা অনুসারে দেশের সেবায় কাজ করতে পারে। তাতে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক বৈষম্যও দূর হবে। সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নতিকল্পে এই পদক্ষেপ ফলপ্রসূ অবদান রাখবে।'

আইউবি অফিসারদের জানালেন– 'আমি জেনারেল নাজিকে বলে দিয়েছি, তিনি যেন অতিদ্রুত সেনাবাহিনীতে মিশরিদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন, নাজি আপনার নির্দেশ পালন করবে?' আইউবির কাছে জানতে চাইলেন একজন প্রবীণ সচিব।

'কেন? সে আমার নির্দেশ অমান্য করবে নাকি?'

'এড়িয়ে যেতে পারেন' – সচিব বললেন – 'এই সামরিক কার্যক্রমে তাঁর একক আধিপত্য। এ-ব্যাপারে তিনি কারো হুকুম পালন করেন না। বরঞ্চ তিনি তার আদেশ মানতে অন্যদের বাধ্য করেন।'

আইউবি চুপ হয়ে গেলেন, যেন কথাটা তিনি বুঝতে পারেননি। সচিবের কথায় তাঁর কোনো ভাবান্তর ঘটল না। কিছুক্ষণ ভাবলেশহীন নীরব বসে থেকে সবাইকে গভর্নর হাউজ থেকে বিদায় করে দিলেন।

আলী বিন সুফিয়ান খানিক দূরে উপবিষ্ট। আইউবি তাঁকেই শুধু থাকতে ইশারা করলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর তাঁকে কাছে ডাকলেন।

আলী একজন সুদক্ষ গোয়েন্দা। বয়সে আইউবির বড়ো। কিন্তু শরীরের শক্ত গাঁথুনি, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা আর দীর্ঘ প্রশিক্ষণ তাঁকে যুবক বানিয়ে রেখেছে। নুরুদ্দীন জঙ্গির বিশ্বস্ত গোয়েন্দা-কর্মকর্তা ও দূরদর্শী কমান্ডার হিসেবে আলীর অবস্থান সবার ওপরে। মিশরের স্থানীয় প্রশাসনের দুর্নীতি আর অনাস্থার দিকটা বিবেচনায় রেখে মুহতারাম জঙ্গি আলীকে আইউবির সহকর্মী হিসেবে মিশর পাঠিয়েছেন। আইউবির অধীন হয়ে আলী শুধু নিজেই আসেননি, সঙ্গে করে এনেছেন তাঁরই হাতেগড়া সুদক্ষ একটি গোয়েন্দা ইউনিট। এরা কমান্ডো আক্রমণ, গেরিলা অভিযান ও গুপ্তচরবৃত্তিতে বড়োই পটু। প্রয়োজনে আকাশ থেকে তারকা পেড়ে আনতেও এর বেশ পারঙ্গম।

আলীর সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয় গুণটি হলো, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবির একই আদর্শে বিশ্বাসী। ইসলামি খেলাফত ও মুসলমানদের কল্যাণে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে আলী আইউবির মতো সদাপ্রস্তুত।

'তুমি কি লক্ষ্য করেছ আলী!' – সালাহুদ্দীন আইউবি বললেন – 'ওই অফিসার বলে গেল, নাজি কারো হুকুম তামিল করে না – সবাইকে আদেশ মানতে বাধ্য করে শুধু?'

www.pathagar.com

'শুনেছি বই কি' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'আমার মনে হয়, স্পেশাল বাহিনীর প্রধান নাজি নামের এই লোকটা খুবই কুটিল। এর সম্পর্কে আমি আগে থেকেই অনেক কথা জানি। পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আমাদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা নেয়; অথচ প্রকৃতপক্ষে ওরা নাজির ব্যক্তিগত বাহিনী। ব্যক্তিস্বার্থে লোকটা দেশের প্রশাসনিক কাঠামোটাই নষ্ট করে দিয়েছে। প্রশাসনের পদে-পদে তার অনুগত চর বসিয়ে রেখেছে।...

'সেনাবাহিনীতে সব এলাকার মানুষ ঢোকানোর সিদ্ধান্তে আপনার সঙ্গে আমি একমত। অচিরেই আমি এ-ব্যাপারে আপনাকে বিস্তারিত জানাব। সুদানি সৈন্যরা খেলাফতের আনুগত্যের জায়গায় নাজির অফাদারি করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেনাবাহিনীর কাঠামোটাই আমাদের বদলে ফেলতে হবে কিংবা এই পদ থেকে নাজিকে সরিয়ে দিতে হবে।'

'প্রশাসনে আমি আমার শত্রু তৈরি করতে চাই না আলী!' – সালাহুদ্দীন আইউবি বললেন – 'নাজি আমাদের হাড়ির খবর রাখে। এ-মুহূর্তে তাকে অপসারণ করা ঠিক হবে না। নিজেদের রক্ত ঝরাতে আমি তরবারি ধারণ করিনি। আমার তলোয়ার শত্রুর খুনের পিয়াসী। আমি সদাচরণ ও ভালোবাসা দিয়ে নাজিকে বাগে আনার চেষ্টা করছি। তুমি ওর সৈন্যদের মাঝে অনুসন্ধান চালিয়ে আমাকে জানাও বাহিনীটা আমাদের কতটুকু অনুগত।'

নাজি আনাড়ি লোক নয়। ভালোবাসা আর মমতা দিয়ে ওর দুষ্ট মানসিকতা বদলানোর অবকাশ নেই। নাজি এসবের অনেক ঊর্ধ্বে। বেটা একটা সাক্ষাত শয়তান। ক্ষমতা, চালবাজি, দুষ্কর্মই তার পেশা ও নেশা। লোকটা এতই ধূর্ত ও চালবাজ যে, তোষামোদ দ্বারা পাথরকেও মোমের মতো গলিয়ে দিতে পারে।

সালাহুদ্দীন আইউবিকেও ঘায়েল করতে চালবাজি শুরু করলেন নাজি। সামনে কখনো তিনি নিজের আসনে পর্যন্ত বসেন না। 'হাঁ' 'খুব ভালো,' 'সব ঠিক' রাজ্যের যত তোষামোদ ও চাটুকারিতার উপযোগী শব্দ-বাক্য আছে, সবই তিনি আইউবির সঙ্গে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। আইউবির আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে মিশরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনীতে লোক রিক্রুট করতে শুরু করলেন নাজি।

ধূর্তামিপূর্ণ আচরণের ফলে আইউবি নাজির প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেন। নাজি আইউবিকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, স্পেশাল বাহিনীর প্রতিজন সৈনিক খেলাফতের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত। সুদানি ফৌজ আপনার নির্দেশের অপেক্ষায়। তারা আপনাকে পেয়ে খুবই গর্বিত। আমাকে ধরেছে, আমি যেন আপনার সম্মানে একটা সংবর্ধনার আয়োজন করি। ওরা আপনাকে সম্মান জানাতে চায়। আপনাকে কাছে পেতে ওরা খুবই উদগ্রীব।'

www.pathagar.com

সালাহুদ্দীন আইউবি নাজির প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। বললেন– 'আমি আপনার ফৌজের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যাব।'

কিন্তু দাফতরিক কাজের ঝামেলায় আইউবি নাজির অনুষ্ঠানের জন্যে সময় বের করতে পারছিলেন না। তাই অনুষ্ঠান কয়েকদিনের জন্য পিছিয়ে গেল।

♦♦♦

নিঝুম রাত। নাজি তার খাস কামরায় অধীন দুই কমান্ডার নিয়ে সুরাপানে বিভোর। গায়ে হালকা পোশাক, পায়ে নূপুর, চোখে-মুখে প্রসাধনী মেখে অপ্সরী সেজে কামোদ্দীপক ভঙ্গিতে নাচছে দুজন সুন্দরী নর্তকী।

নাজির খাস কামরায় যে-কারুর প্রবেশের অধিকার নেই। যারা নাজির ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আর একান্ত সেবিকা, নর্তকী, সাকী একমাত্র তাদেরই সিডিউলমতো নাজির ঘরে প্রবেশের অধিকার আছে। দারোয়ান জানে, কখন কাদের প্রবেশের অনুমতি রয়েছে।

হঠাৎ নাজির ঘরে প্রবেশ করে কানে-কানে কী যেন বলল দারোয়ান। তৎক্ষণাৎ নাজি দারোয়ানের পেছনে-পেছনে উঠে এল। দারোয়ান নাজিকে পাশের কক্ষটায় নিয়ে গেল।

কক্ষে উপবিষ্ট এক পৌঢ়। সঙ্গে এক তরুণী। যৌবন যেন ঠিকরে পড়ছে মেয়েটার দেহ গলে। নাজিকে দেখেই তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল। চোখের চাউনিতে গলে পড়ল মায়াবী আকুতি। তরুণীর রূপের জৌলুসে তন্ময় হয়ে দীর্ঘক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে রইল নাজি। গায়ে ফিনফিনে হালকা পোশাক। খুব দামি না হলেও বেশ আকর্ষণীয়।

নাজি অভিজ্ঞ নারীশিকারী। নিজের ভোগের জন্যই শুধু নয়, নারীকে তিনি ব্যবহার করেন অন্য বহু কাজে। বড়ো-বড়ো অফিসার, আমীর-শাসককে নারীর ফাঁদে ফাঁসিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা নাজির অন্যতম কৌশল। সুন্দরী তরুণীদের গোয়েন্দাকাজে ব্যবহার করেও নাজি সৃষ্টি করে রেখেছে নিরাপদ একটা জগত। এ-জগতে আধিপত্য শুধুই নাজির।

কসাই জন্তুটা দেখেই যেমন বলতে পারে, এতে কত মন গোশত হবে, নাজিও নারী দেখলেই বলতে পারে, ও কী কাজের হবে, কোন কাজে একে ব্যবহার করলে বেশি লাভবান হওয়া যাবে।

নারী-ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, অপহরণকারীদের সঙ্গে নাজির গভীর সখ্য। ওরা সব সময়ই নাজির জন্যে নিয়ে আসে সেরা চালান। নাজি অকাতর অর্থ দিয়ে কিনে নেয় তার পছন্দনীয় মেয়েদের। এই পৌঢ় লোকটাও নারী-ব্যবসায়ীর মতো। গায়ে আজানুলম্বিত সুদানি পোশাক। নাজিকে বলল, এই মেয়েটা নাচ-গানে বেশ পারদর্শী। মুখের ভাষা জাদুময়। কথার জাদুতে পাথর

www.pathagar.com

গলাতে যে-কাউকে মুহূর্তের মধ্যে বশ করতে পারঙ্গম। আর রূপ-লাবণ্য তো আপনার সামনেই আছে। আমি এমন সুন্দরী মেয়ে জীবনে কমই দেখেছি। আপনিই এর যোগ্য বলে সরাসরি এখানে নিয়ে এসেছি।

তরুণীর সৌন্দর্যে নাজি মুগ্ধ। মেয়েটার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা যাচাই করতে দু-চার কথায় ইন্টারভিউ নিয়ে নিলেন তিনি। তরুণীর সঙ্গে কথা বলে নাজির মনে হলো, এ অনেক এক্সপার্ট। এ-রকম মেয়েই তালাশ করছেন তিনি। সামান্য প্রশিক্ষণ দিলেই একে বিশেষ কাজে ব্যবহার করা যাবে।

দরদাম ঠিক হলো। মূল্য বুঝে নিয়ে চলে গেল ব্যাপারী। নাজি মেয়েটাকে তার খাস কামরায় নিয়ে গেলেন। কক্ষে চলছে তুমুল নৃত্য-গান।

নাজি ঘরে প্রবেশ করতেই ওদের নাচ বন্ধ হয়ে গেল। নাজি নতুন মেয়েটাকে নাচতে বললেন।

পরিধেয় কাপড়ের পাট খুলে দু-পাক ঘুরে হাত-পা-কোমর দুলিয়ে নাচ শুরু করতেই ওর নাচের মুদ্রা আর মনকাড়া ভঙ্গি দেখে হাঁ হয়ে গেল নাজি ও তার সহকর্মীরা। অনির্বচনীয় এই তরুণীর নাচ। এ যেন নাচ নয়– মরুর বুকে তীব্র ঝড়, যে-ঝড় মানুষের কামভাব, দুশ্চিন্তা ও যন্ত্রণাকে একই তন্ত্রিতে পুঞ্জিভূত করে তোলে। মেয়েটার উর্বশী শরীর, কণ্ঠের সুরলহরি আর অঙ্গের পাগলকরা কম্পন মুহূর্তমধ্যে নাজির কক্ষটা মাতিয়ে তুলল।

নাজি ও তার সঙ্গীরাই অবাক্ হলো না শুধু; দুই পুরাতন নর্তকীর চেহারাও পাণ্ডুর হয়ে গেল ওর জাদুময়ী কণ্ঠ আর নাচের তালে। নাজির মনে হলো, বড়ো বেশি সস্তায় বেশ দামি জিনিস পেয়ে গেছেন তিনি। যোগ্যতা ও সৌন্দর্যের বিচারে মেয়েটার দাম আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল।

নাজির প্রতি ঝুঁকে নাচের ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল তরুণী। নাচের ঘূর্ণনে বারবার নাজির গায়ে বুলিয়ে দিচ্ছিল কোমল অঙ্গের মোলায়েম পরশ। তরুণীর সৌন্দর্যে আনমনা হয়ে পড়ল নাজি।

আচমকা সবাইকে বিদায় করে দিল নাজি। দরজা বন্ধ। কক্ষে শুধু তিনি আর তরুণী। নাজি কাছে ডাকল তরুণীকে। বসাল নিজের একান্ত সান্নিধ্যে।

'নাম কী তোমার?'

'জোকি।'

'ব্যাপারী বলল, তুমি নাকি পাথর গলাতে পার। আমি তোমার এই যোগ্যতার পরীক্ষা নিতে চাই।'

'কোন সে পাথর, যাকে পানি করে দিতে হবে বলুন?'

'নয়া আমীর ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক আইউবিকে। তাকে বরফের মতো গলিয়ে দিতে হবে।' বললেন নাজি।

www.pathagar.com

'সালাহুদ্দীন আইউবি?' জিগ্যেস করল জোকি।

'হাঁ; সালাহুদ্দীন আইউবি। তাকে যদি বশে আনতে পার, তবে তোমাকে আমি তোমার ওজনের সমান স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব।'

'তিনি কি মদপান করেন?'

'না। মদ-নারী, নাচ-গান, আমোদ-ফুর্তিকে তিনি এমনই ঘৃণা করেন, যেমন একজন মুসলমান শূকরকে ঘৃণা করে।'

'আমি শুনেছি, আপনার কাছে নাকি এমন যুবতিও রয়েছে, যাদের দেহের সৌন্দর্য আর কলাকৌশল নীলনদের স্রোতকেও রুখে দিতে পারে। ওদের জাদু কি ব্যর্থ?'

'এ-ক্ষেত্রে আমি ওদের পরীক্ষা করিনি। আমার বিশ্বাস, তুমিই এ-কাজের উপযুক্ত। আইউবির আচরণ-অভ্যাস সম্পর্কে আমি তোমাকে আরও বলব।'

'আপনি কি তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করাতে চান?'

'না। এখনই এমন কিছু করতে চাই না। তার প্রতি আমার ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশ নেই। আমি শুধু তোমার রূপের জালে তাকে ফাঁসাতে চাই। নিজের পাশে বসিয়ে আমি তাকে মদ পান করাতে চাই। তাকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকলে সেকাজ হাশিশিদের দ্বারা আরও সহজেই করানো যেত।'

'তার মানে আপনি তাঁর সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তুলতে চান; তাই না?'

জোকির দূরদর্শিতায় অভিভূত হলেন নাজি।

কথার ফাঁকে জোকি আপন দেহের উষ্ণতায় নাজিকে কাছে টেনে নিল। গায়ের মনকাড়া সৌরভ, মাথার সোনালি চুল, মায়াবী চোখের চটুল চাউনি আর মুখের জাদুময়তায় নাজি ক্রমশ এলিয়ে দিচ্ছিল নিজেকে জোকির পানে।

জোকির বুদ্ধিদীপ্ত কথায় নাজি তার রেশমি চুলের গোছা হাতে নিয়ে নাড়তে-নাড়তে বললেন– 'হাঁ; জোকি! আমি তার সঙ্গে দোস্তি করতে চাই। তবে সেই বন্ধুত্ব হবে আমার আনুগত্য ও মর্যাদার ভিত্তিতে। আমি চাই সেও আমার আসরের একজন অতিথি হোক।'

'এর জন্য আমাকে কী করতে হবে বলুন।'

নাজি একটু ভাবলেন। বললেন, বলছি তোমাকে কী করতে হবে। তবে তার আগেই তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, সালাহুদ্দীন আইউবির কথায় রয়েছে আমার চেয়েও বেশি জাদু। যদি তোমার ভাষা, তোমার সৌন্দর্য, তোমার চালাকির জাদু কার্যকর না হয়, তবে তোমাকে জীবন হারাতে হবে। সালাহুদ্দীন আইউবি তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আর আমাকে ফাঁকি দিয়েও তুমি রক্ষা পাবে না। এজন্যই আমি তোমাকে সব খোলাখুলি বলছি। অন্যথায় তোমার মতো

www.pathagar.com

একটা বাজারি মেয়ের সঙ্গে আমার মতো একজন সেনা-অধিনায়ক প্রথম সাক্ষাতেই এত কথা কখনও বলে না।'

'ভবিষ্যতই বলবে কার কথা ঠিক থাকে। আপনি আমাকে শুধু এতটুক বলে দিন, সালাহুদ্দীন আইউবি পর্যন্ত আমি কীভাবে পৌঁছব?' জোকি বলল।

'আমি তাঁর সম্মানে একটি সংবর্ধনাসভার আয়োজন করছি। সেটি হবে রাতের বেলায়। খুবই আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান। ওই রাতে তাঁকে প্যান্ডেলের একটা তাঁবুতে রাখব। তোমাকে সেই তাঁবুতে ঢুকিয়ে দেব। শুধু এতটুকু কাজের জন্যই আমি তোমাকে আনিয়েছি।'

'আচ্ছা; বাকি পরিকল্পনা আমিই ঠিক করে নেব।'

♦♦♦

চক্রান্তের জাল বুনতে-বুনতেই শেষ হলো রাত। রাতের চাদর ভেদ করে বেরিয়ে এল দিন। আবার রাত। সমতালে চলল দেশপ্রেম আর দেশদ্রোহিতার বিপরীতমুখী স্রোতের ধারা। একদিকে আলী ও আইউবি। অপরদিকে নাজি ও তার সহযোগীরা। এভাবে পেরিয়ে গেল আরো কয়েকটা রাত। সালাহুদ্দীন আইউবি প্রশাসনিক কাজে বেজায় ব্যস্ত। নতুন সৈন্য রিক্রুটমেন্টের ঝামেলায় নাজির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদানের অবসর পাচ্ছেন না তিনি।

ইত্যবসরে নাজি সম্পর্কে আলী যে রিপোর্ট দিলেন, তা শুনে আইউবির মনে দেখা দিল গভীর হতাশা। বললেন– 'তার মানে কি তুমি বলতে চাচ্ছ, এই লোকটা খ্রিস্টানদের চেয়েও ভয়ংকর?

'খেলাফতের আস্তিনের তলে নাজি বিষাক্ত একটা কেউটে সাপ।' নাজির দীর্ঘ দুষ্কর্মের ফিরিস্তি শুনিয়ে আলী বললেন। লোকটা খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের কীভাবে চক্রান্তের ফাঁদে ফেলে নিঃশেষ করছে এবং অন্যদের তার নির্দেশ মানতে বাধ্য করছে, তাও জানালেন। বললেন, তার নিয়ন্ত্রিত সুদানি বাহিনীর সিপাইরা আপনার কমান্ড অমান্য করে তারই কথা শুনবে তাতে সন্দেহ নেই। আপনি এ-ব্যাপারে কী চিন্তা করেছেন মাননীয় আমীর!

'শুধু চিন্তা-ই করিনি– আমি কাজও শুরু করে দিয়েছি।' বললেন আইউবি।

'আমি নতুন রিক্রুটমেন্টদের সুদানি সৈন্যদের সঙ্গে মিশিয়ে দেব। তার ফল দাঁড়াবে, এরা না হবে সুদানি, না হবে মিশরি। নাজির একক আধিপত্য ও ক্ষমতা আমি খর্ব করার ব্যবস্থা করছি। এটি সমাপ্ত হলেই তাকে তার উপযুক্ত জায়গায় সরিয়ে আনব।

'আমি বিভিন্ন সূত্রে নিশ্চিত হয়েছি, নাজি খ্রিস্টানদের সঙ্গেও গাঁটছড়া বেঁধেছে। আপনি যে-সময়টায় জীবনের তোয়াক্কা না করে ইসলামি খেলাফতের

www.pathagar.com

শক্তিবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির চেষ্টা করছেন, ঠিক তখন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আপনার এ-প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার চক্রান্ত করছে নাজি।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'এ-ব্যাপারে তুমি কী করছ?'

'প্রতিরোধ কৌশলের ব্যাপারটা আমার ওপরে ছেড়ে দিন। আমার কাজের অগ্রগতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা আমি যথাসময়েই আপনাকে অবহিত করব। আমার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি নাজির চারপাশে গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে দিয়েছি। ওর চলাচলের পথে ও অবস্থানে এমন প্রাচীর দাঁড় করিয়ে রেখেছি, যে শুনতেও পায়, অনুধাবনও করতে পারে। প্রয়োজনে প্রতিরোধও করবে। আমার গোয়েন্দাদের বেষ্টনির বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা নাজির নেই।'

আলী বিন সুফিয়ান সালাহুদ্দীন আইউবির বিশ্বস্ত ব্যক্তি। শুধু বিশ্বস্তই নন, আলীর কর্মদক্ষতার ওপরও আইউবির আস্থা অপরিসীম। তাই তাঁর পরিকল্পনার বিস্তারিত কিছু জানার প্রয়োজন বোধ করলেন না আইউবি।

আলী বললেন– 'আমি জানতে পেরেছি, নাজি আপনাকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যেতে উৎসাহিত করছে। এই তথ্যটা সঠিক হলে আমি না বলা পর্যন্ত আপনি তার সংবর্ধনাসভায় যাবেন না। এটা আমার অনুরোধ।'

উঠে দাঁড়ালেন সুলতান আইউবি। হাতদুটো পেছনে বেঁধে মেঝেতে পায়চারি করতে লাগলেন। পায়চারি করতে-করতে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর কণ্ঠ চিরে। হঠাৎ দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে আলীকে উদ্দেশ করে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–

'আলী! জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। উদ্দেশ্যহীন বেঁচে থাকার চেয়ে জন্মকালেই মরে যাওয়া অনেক ভালো। আমার মাঝেমধ্যে মনে হয়, জাতির ওইসব লোকই ভাগ্যবান ও সুখী, যাদের মাঝে কোনো জাতীয় চিন্তা নেই। তাদের কওমের ইজ্জত-সম্মান, ইসলাম ও মুসলিমের অবনতি-উন্নতি নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই, মাথাব্যথা নেই। তাদের জীবন বড়ো আরামে কাটে। জীবনে তাদের আয়েশের অভাব হয় না।'

'ওরাই হতভাগ্য সম্মানিত আমীর! ওরাই কপালপোড়া!'

'হাঁ; আলী!' – সুলতান আইউবি বললেন – 'ওদের নির্বিকার জীবন দেখে যখন আমার মধ্যে এসব চিন্তা ভর করে, তখন কে যেন আমার কানে-কানে তোমার কথাটিই বলে যায়। আমার ভয় হয় আলী! আমরা যদি মুসলিম মিল্লাতের পতনের এই ধারা রোধ করতে না পারি, তবে অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম জাতি মরু-বিয়াবান আর পাহাড়-জঙ্গলে মাথা কুটে মরবে। মিল্লাত আজ শতভাগে বিচ্ছিন্ন। খেলাফত তিন ভাগে বিভক্ত।

'আমীরগণ নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো দেশ শাসন করছে। খ্রিস্টানদের কাছে তারা মিল্লাতের মর্যাদা বন্ধক রেখেছে। তারা ওদের ক্রীড়নকে পরিণত

www.pathagar.com

হয়েছে। আমার ভয় হয়, এই ধারা অব্যাহত থাকলে সমগ্র জাতি খ্রিস্টানদের গোলামে পরিণত হবে। ওদের হুকুমবরদার হয়ে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরকে। এই অবস্থায় জীবিত থাকলেও জাতি অনুভূতিহীন একটা মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে দেখো আলী! আমাদের শাসকদের অবস্থা কতটা করুণ হয়েছে!'

আইউবি নীরব হয়ে গেলেন। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় গলাটা তাঁর ভারী হয়ে এল। তিনি আবার ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন।

অবনত মাথায় কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন সুলতান। পরে মাথাটা সোজা করে দাঁড়িয়ে গেলেন। আলীর পানে তাকিয়ে বললেন–

'কোনো জাতির ধ্বংস-উপকরণ যখন জাতির ভেতর থেকেই উত্থিত হয়, তখন আর তাদের পতন রোখা যায় না আলী! আমাদের খেলাফতের আমীরদের নৈতিক ও আদর্শিক ধস যদি রোধ করা না যায়, তবে আমাদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের যুদ্ধ করতে হবে না। পারস্পরিক সংঘাত, বিদ্বেষ, লোভ আর হিংসার যে-আগুন আমরা নিজেদের মধ্যে প্রজ্বালিত করেছি, ঈমান ও জাতির মর্যাদা ও কর্তব্যকে ভুলে আত্মঘাতী যে-সংঘাতে আমরা লিপ্ত হয়েছি, খ্রিস্টানরা ক্ষণে-ক্ষণে তাতে ঘি ঢালবে শুধু। ওদের চক্রান্তে আমরা নিজেদেরই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাব। জাতির শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত আমাদের আত্মঘাতী সংঘাতেই ব্যয়িত হবে।...

'জানি না, আমার স্বপ্ন আমি বাস্তবায়ন করতে পারব কি-না। হয়তো খ্রিস্টানদের কাছে আমাকে পরাজিত হতে হবে। আমি আমার জাতিকে শুধু এ-কথাটাই জানিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিতে চাই– "কাফেরের সঙ্গে মুসলমানের সখ্য হতে পারে না। বেঈমানের সঙ্গে ঈমানদারের বন্ধুত্ব হতে পারে না। খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের সমঝোতা হতে পারে না। ওদের শুধু বিরোধিতা নয় – কঠোরভাবে দমন করাই মুসলমানদের কর্তব্য। এতে যদি যুদ্ধ করে জীবনও দিতে হয়, তাতে আমার কোনোই দুঃখ নেই।"'

'আপনার মাঝে হতাশা ভর করেছে মাননীয় আমীর! কথা থেকেই বোঝা যায়, আপনি নিজের সংকল্পে সন্দিহান।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'হতাশা আমাকে ভর করেনি আলী! নিরাশা আমাকে কখনো কাবু করতে পারে না। আমি আমৃত্যু কর্তব্যপালনে সামান্যতম ত্রুটি করব না।' বললেন সালাহুদ্দীন আইউবি।

ফের আলীর দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আইউবি বললেন–

'সৈন্যভর্তির কাজটা বেগবান করো। এমন লোকদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করো, যাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে। আর জরুরি ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী

www.pathagar.com

গোয়েন্দা ইউনিট গড়ে তোলো। তারা গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি শত্রু-এলাকায় রাতে গুপ্ত হামলা চালাবে। তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে, যাতে মরুভূমির উটের মতো দীর্ঘ সময় ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এই ইউনিটের সদস্যরা হবে বাঘের মতো ক্ষিপ্র, বাজের মতো তীক্ষ্ণ, হরিণের মতো সতর্ক আর সিংহের মতো সাহসী। মদের প্রতি তাদের কোনো আসক্তি থাকবে না। নারীর প্রতি হবে তারা নিরাসক্ত। সর্বোপরি ঈমানদার ও নিষ্ঠাবান মুসলমানদের এই স্কোয়াডে প্রাধান্য দেবে।...

'আলী! এই কাজটি তুমি খুব তাড়াতাড়ি সমাধা করে ফেলো। মনে রাখবে, আমি সংখ্যার অধিক্যে বিশ্বাসী নই। আমি চাই জানবাজ যোদ্ধা। অথর্বদের সংখ্যাধিক্য আমার দরকার নেই। আমি চাই এমন যোদ্ধা, যাদের মাঝে আছে দেশপ্রেম, জাতিসত্তার প্রতি যাদের আছে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার, যারা হবে সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, যারা আমার উদ্দেশ্য ও সংকল্পকে অনুধাবন ও ধারণ করতে সক্ষম। যারা কখনও এমন সংশয়াপন্ন হয় না যে, কেন আমাদের প্রাণঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত করা হচ্ছে।'

♦♦♦

দশ দিন চলে গেল। এই দশ দিনে আমীরে মেসেরের সেনাবাহিনীতে দশ হাজারের বেশি অভিজ্ঞ যোদ্ধা ভর্তি হয়েছে।

অপরদিকে এই দশ দিনে নাজি জোকিকে ট্রেনিং দিয়েছে সালাহুদ্দীন আইউবিকে কীভাবে রূপের জালে ফাঁসাতে হবে।

জোকি ভেনাসের মতো সুন্দরী। নাজির যে-সহকর্মী-ই জোকিকে দেখেছে, সে-ই মন্তব্য করেছে, মিশরের ফেরাউন জোকিকে দেখলে তাকে পেতে সে খোদায়িত্বের কথা ভুলে যেত।

নাজির নিজস্ব গোয়েন্দা-বাহিনী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে তৎপর। শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতার বিচারে এরা অসাধারণ।

নাজি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন, আলী বিন সুফিয়ান আইউবির প্রধান উপদেষ্টা। একজন চৌকস আরব গোয়েন্দার মতোই মনে হয় তাঁকে। আলীর সহযোগিতা থাকলে আইউবিকে ঘায়েল করা কঠিন হবে বুঝে নাজি আগে তার গোয়েন্দা-বাহিনীকে আলীর পেছনে নিয়োগ করলেন। তিনি গোয়েন্দাদের নির্দেশ দিলেন– 'আলীর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং সুযোগ পেলেই তাকে হত্যা করে ফেলবে।'

সালাহুদ্দীন আইউবিকে ফাঁসানোর জন্য জোকিকে প্রস্তুত করছিলেন নাজি। অথচ মরক্কোর এই স্বর্ণকেশীর সোনালি চুলে বাঁধা পড়লেন তিনি নিজে। নাজি

www.pathagar.com

বিন্দুমাত্র টের পেলেন না, জোকির মুক্তাঝরা হাসি, অনুপম বাচনভঙ্গি আর মনমাতানো নাচ-গানের ফাঁদে আটকে গেছেন তিনি নিজেই।

জোকি নাজিকে এতই আসক্ত করে ফেলল যে, প্রশিক্ষণের সময় তিনি মেয়েটাকে কোলে বসিয়ে রাখছেন। নাজিরই প্রদত্ত পোশাক, সুগন্ধি আর প্রসাধনী ব্যবহার করে জোকি তাকে বেঁধে ফেলল। নাজি ফেঁসে গেলেন তার রূপ-যৌবনের মাদকতায়, জাদুকরি চাউনি আর দেহের উষ্ণতায়।

এই কদিনে নাজি ভুলে গেলেন তার একান্ত প্রমোদ-সঙ্গিনীদের, যাদের নাচ-গান আর দেহের সুষমা ছিল তার পরম চাওয়া-পাওয়া। চার-পাঁচ দিন চলে গেল। একটিবারের জন্যও তিনি সেবিকাদের একান্তে খাস কামরায় ডাকলেন না। এই কদিন সারাক্ষণ জোকিকে নিয়েই ব্যস্ত থাকলেন নাজি।

এই নর্তকী-সেবিকা-রক্ষিতাদের কাছে নাজি পরম আরাধ্য। এদের কাছে তার সান্নিধ্য ছিল নারীত্বের বিনিময়ে দীর্ঘ ত্যাগের পরম পাওয়া। মুহূর্তের জন্যে তার সান্নিধ্য হাতছাড়া করা ছিল এদের জন্যে মৃত্যুসম যন্ত্রণা।

জোকির আগমনে নাজির এই পরিবর্তন সহ্য করতে পারল না দুই নর্তকী-রক্ষিতা। মেয়েটাকে হত্যা করে পথের কাটা সরিয়ে দেওয়ার ফন্দি আঁটল ওরা। কিন্তু কাজটা সহজ নয় মোটেও।

জোকির ঘরের বাইরে সার্বক্ষণিক দুই কাফ্রিকে পাহারাদার নিযুক্ত করলেন নাজি। জোকি ঘর থেকে বের হচ্ছে না তেমন। অনুমতি নেই নতকীদেরও ঘরের বাইরে যাওয়ার। বহু চিন্তাভাবনা করে ওরা হেরেমের এক দাসিকে হাত করার সিদ্ধান্ত নিল।

তারা ঠিক করল, দাসির মাধ্যমে বিষ খাইয়ে হত্যা করবে জোকিকে।

আলী বিন সুফিয়ান মিশরের পুরাতন গভর্নরের রক্ষীবাহিনী বদল করে আইউবির রক্ষীবাহিনীতে নতুন লোক নিয়োগ দিলেন। এরা সবাই আলীর নতুন রিক্রুটকৃত সৈন্য। যোগ্যতার বিচারে এরা অদ্বিতীয়। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত আর সাহস ও বীরত্বে সকলের সেরা।

নিজের গড়া রক্ষীবাহিনীর পরিবর্তন মেনে নিতে পারলেন না নাজি। কিন্তু প্রকাশ্যে ক্ষোভ দেখালেন না মোটেও। উলটো বাহিনীর রদবদলের সিদ্ধান্তকে মোসাহেবি কথায় ভূয়সী প্রশংসা করলেন তিনি। এরই ফাঁকে বিনয়ের সঙ্গে আবার আইউবিকে সংবর্ধনায় যোগদানের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আইউবি নাজির দাওয়াত গ্রহণ করলেন। বললেন– 'দু-একদিনের মধ্যে জানাব আমার পক্ষে কোনদিন অনুষ্ঠানে যাওয়া সম্ভব হবে।' মনে-মনে কূটচালের সফলতায় উল্লসিত হয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন নাজি।

www.pathagar.com

নাজি চলে যাওয়ার পর আইউবি আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। জানতে চাইলেন কোনদিন নাজির অনুষ্ঠানে যাওয়া যায়।

'এখন যেকোনো দিন আপনি অনুষ্ঠানে যেতে পারেন। আমার সব আয়োজন সম্পন্ন।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

পরদিন নাজি দফতরে এলেই আইউবি জানালেন, এখন থেকে যেকোনো রাতেই আপনার অনুষ্ঠানে যাওয়া যেতে পারে।

নাজি অনুষ্ঠানের দিন-ক্ষণ ঠিক করলেন। আইউবিকে ধারণা দিলেন, অনুষ্ঠানটি হবে অতিশয় জমকালো ও আড়ম্বরপূর্ণ। শহর থেকে দূরে– মরুভূমিতে। উপস্থিত হবে বিশিষ্ট নাগরিক ও সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট কুচকাওয়াজ ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করবে। অন্ধকার রাতে মশালের আলোয় অনুষ্ঠিত হবে পুরো অনুষ্ঠান। নানাবিধ তাঁবু থাকবে। সম্মানিত আমীরসহ সবারই রাতযাপনের ব্যবস্থা করা হবে অনুষ্ঠানস্থলে। রাতে সৈন্যরা একটু আমোদ-ফুর্তি, নাচ-গান করবে।

আইউবি অনুষ্ঠানসূচিটা শুনলেন নাজির মুখ থেকে। নাচ-গানের কথা শুনেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না তিনি।

নাজি একটু সাহস সঞ্চয় করে বারকয়েক ঢোক গিলে বিনয়ী ভঙ্গিতে বললেন– 'সেনাবাহিনীতে বহু অমুসলিম সদস্য আছে। তা ছাড়া দুর্বল ঈমানের অধিকারী নওমুসলিমও আছে অনেক। তারা মহামান্য আমীরের সৌজন্যে সংবর্ধনা সভায় একটু প্রাণ খুলে ফুর্তি করতে আগ্রহী। এজন্য তারা ওই দিন মদপানের অনুমতি চায়। এই বিশেষ দিনটিকে তারা স্মরণীয় ও আনন্দময় করে রাখতে চায়।'

'আপনি তাদের অধিনায়ক। আপনি প্রয়োজন বোধ করলে আমার অনুমতির প্রয়োজন কী?' ভাবলেশহীন গলায় বললেন আইউবি।

'আল্লাহ মহামান্য আমীরের মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিন।' তোষামোদের সুরে বললেন নাজি। সামনে ঝুঁকে অনুগত ভৃত্যের মতো কুর্নিশের ভঙ্গিতে বললেন, 'অধম কোন ছার! আপনি যা পছন্দ করেন না, তার অনুমতি চেয়ে...!

'আপনি ওদের জানিয়ে দিন, সংবর্ধনার রাতে হাঙ্গামা-বিশৃঙ্খলা ছাড়া সামরিক নিয়ম মেনে তারা সবই করতে পারবে। মদ পান করে কেউ যদি হাঙ্গামা বাঁধায়, তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।' বললেন আইউবি।

নাজি কৌশলে মুহূর্তমধ্যে ব্যারাকে খবরটা ছড়িয়ে দিল। সালাহুদ্দীন আইউবি নাজির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছেন। মদ, নাচ, গান সবকিছু চলবে সেখানে। আইউবি নিজেও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। একথা শুনে বাহিনীতে হুলস্থুল পড়ে গেল। একজন আরেকজনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে

www.pathagar.com

লাগল। তাদের চোখে রাজ্যের বিস্ময়, এসব কী শুনছি আমরা! কেউ-কেউ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, এসব নাজির মিথ্যা প্রচার। নিজের ইমেজ বাড়াতে তিনি ভূঁয়া প্রচারণা চালাচ্ছেন।'

কেউ আবার সাবধানে মন্তব্য করল, নাজির জাদু আইউবিকে ঘায়েল করে ফেলেছে। সেনাবাহিনীতে যারা সালাহুদ্দীন আইউবির নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এ সংবাদ তাদের মাঝে কিছুটা হতাশা সৃষ্টি করল।

অপর দিকে এই সংবাদ নাজির ভক্ত সেনা-অফিসারদের হৃদয়-সমুদ্রে বয়ে আনল খুশির বান। আইউবির আগমনের পর থেকেই সেনাবাহিনীতে মদ-সুরা, নাচ-গান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই কদিনে সেনাবাহিনীর মদ্যপ, লম্পট ও প্রমোদবিলাসী অফিসারদের দিনগুলো কেটেছে খুবই কষ্টে। যাক এবার শুকনো হৃদয়মন একটু ভিজিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। তারা এই ভেবে উৎফুল্ল যে, কিছুদিন পরে হয়তো আমীর নিজেও মদ-সুরায় অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।

আলী বিন সুফিয়ান ছাড়া আর কেউ জানতেন না সালাহুদ্দীন আইউবির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মদপান আর নাচ-গানের এই অনুমতিদানের তাৎপর্য।

◆◆◆

অবশেষে একদিন এসে পড়ল কাঙ্ক্ষিত সেই সন্ধ্যারাত। সূর্য ডুবে গেছে। মরু-বিয়াবানে নেমেছে চতুর্দশী জোৎস্নার ঢল। চার দিকের মরুর বালু জোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় চিকচিক করছে। অসংখ্য মশালের আলোয় মরুভূমি উদ্ভাসিত।

মাঠের একধারে বিশাল জায়গা জুড়ে সারি-সারি তাঁবু। মাঝখানে বসানো মঞ্চটা অপরূপ কারুকার্যে সাজানো। রং-বেরঙের ঝাড়বাতি আর প্রদীপ্ত মশাল মঞ্চটাকে করে তুলেছে স্বপ্নীল। পাশেই বিশিষ্ট নাগরিক ও অফিসারদের বসার প্যান্ডেল। চারদিকে হাজার-হাজার সশস্ত্র প্রহরী আর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা।

মঞ্চ থেকে একটু দূরে অনুপম শিল্পসুষমায় তৈরি করা হয়েছে একটি সুদৃশ্য তাঁবু। সেখানে রাতযাপন করবেন স্বয়ং আমীরে মেসের সুলতান আইউবি।

আলী বিন সুফিয়ান রাত নামার আগেই আইউবির জন্য নির্ধারিত তাঁবুর আশেপাশে গোয়েন্দা-বাহিনীর কমান্ডোদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। নাজি তার বিশেষ তাঁবুতে জোকিকে শেষ নির্দেশনাদানে মহাব্যস্ত।

জোকি আজ সেজেছে অপরূপ সাজে। আকাশ থেকে যেন মর্তে নেমে এসেছে একটা রূপের পরী। কড়া সুগন্ধি দ্বারা স্নাত হয়েছে মেয়েটা। সূক্ষ্ম কারুকাজকরা কাশফুলের মতো ধবধবে শাদা কোমল এক প্রস্ত কাপড়ে সেজেছে জোকি। মাথার সোনালি চুলগুলো ছেড়ে দিয়েছে উন্মুক্ত কাঁধে। শ্বেতশুভ্র কাঁধের চুলগুলো এলোমেলো হয়ে জোকিকে করে তুলেছে স্বপ্নকন্যা। পটলচেরা হরিণী চোখে কাজল মেখে যেন হয়ে উঠেছে রহস্যময়ী। কণ্ঠে তো রয়েছেই জাদুর

www.pathagar.com

বাঁশি। নৃত্যে আছে হৃদয় ছিনিয়ে নেওয়ার তাল। মাতালকরা তার সুরলহরি। এমন কোনো দরবেশ নেই আজ জোকিকে দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে। হালকা কাপড় ভেদ করে ঠিকরে বেরুচ্ছে জোকির বিস্ফোরন্মুখ রূপের ছটা। রঙিন ঠোঁটের স্মিত হাসিতে যেন ঝরে পড়ছে গোলাপের পাপড়ি।

জোকির পুরোটা দেহ একবার গভীর নিরীক্ষার চোখে দেখলেন নাজি। সাফল্যের নেশায় মনটা ভরে উঠেছে তার। কিন্তু তারপরও সতর্ক তিনি। জোকিকে আবার সাবধান করে দিলেন–

'যদি তোমার এই অনিন্দ্যসুন্দর দেহখানা দিয়ে আইউবিকে বশ করতে না পার, তা হলে প্রয়োগ করবে মুখের জাদু। আমার শেখানো কথাগুলো ভুলো না যেন। সাবধান! তার কাছে গিয়ে আবার তার দাসি হয়ে যেয়ো না। তার কাছে হবে তুমি ডুমুরের ফুল, যা দূর থেকে দেখা যায়; কিন্তু ছোঁয়া যায় না।...

'এই রূপ-লাবণ্য দিয়ে তুমি তাকে ভৃত্য বানিয়ে নেবে। আমার বিশ্বাস, তুমি পাথর গলাতে সক্ষম হবে। মিশরের এই মাটিই জন্ম দিয়েছিল ক্লিওপেট্রার মতো রূপসিকে। আপন সৌন্দর্য, ছলনা, কূটচাল আর রূপের আগুনে গলিয়ে সিজারের মতো লৌহমানবকেও মরুর বালিতে পানির মতো বইয়ে দিয়েছিল সে। ক্লিওপেট্রা তোমার চেয়ে বেশি সুন্দরী ছিল না। আমি এত দিন তোমাকে ক্লিওপেট্রার কৌশলই শিখিয়েছি। নারীর এ-চাল ব্যর্থ হয় না কোনোদিন।'

নাজির কথায় মুচকি হাসল জোকি। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনল নাজির উপদেশগুলো। মিশরের এই রাতের মরুতে নাগিনির রূপ ধারণ করে ইতিহাসের পুরনো অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তির আয়োজন করল নতুন এই ক্লিওপেট্রা।

সূর্যটা অস্ত গেছে একটু আগে। আঁধারে মিলিয়ে গেছে পশ্চিমাকাশের লালিমা। জ্বলে উঠেছে কয়েক হাজার মশাল।

ঘোড়ায় আরোহণ করে অনুষ্ঠানের দিকে পা বাড়ালেন আইউবি। মিশরের নবনিযুক্ত আমীরের সম্মানে নাজির এই সংবর্ধনা, এই সামরিক মহড়া। এ মিশরের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

আইউবির ডানে-বাঁয়ে, আগে-পিছে আলী বিন সুফিয়ানের অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনী। ওরা আলীর কমান্ডো-বাহিনীর বিশেষ সদস্য। দশজনকে আইউবির তাঁবুর চারদিকে নিযুক্ত করা আছে আগেই।

সংবর্ধনা। এক রাজকীয় অভ্যর্থনা। সুলতান আইউবি ঘোড়া থেকে নামলেন। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। বেজে উঠল দফ। পরক্ষণেই তোপধ্বনি। 'আমীরে মেসের সালাহুদ্দীন আইউবি জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা ভেঙে মুখরিত হয়ে উঠল মরু-উপত্যকা।

www.pathagar.com

পা-পা করে এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে স্বাগত জানালেন নাজি। বললেন, 'ইসলামের রক্ষক ও দীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী সেনাবাহিনী আপনাকে 'খোশ আমদেদ' জানাচ্ছে। তারা আপনার ইঙ্গিতে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। আপনি তাদের প্রাণচাঞ্চল্য দেখুন। আপনাকে পেয়ে তারা ভীষণ গর্বিত।'

সালাহুদ্দীন আইউবি মঞ্চে নিজ আসনের সামনে দাঁড়ালেন। চৌকস সেনাবাহিনীর একটি দল তাঁকে গার্ড-অব-অনার দিল। তিনি তাদের সালাম গ্রহণ করলেন। রাজকীয় মার্চফাস্ট করে ওরা আড়ালে চলে গেল।

রাজকীয় আসনে বসলেন আইউবি। দূর থেকে কানে ভেসে এল এক অশ্বখুরধ্বনি। প্যান্ডেলের আলোর সীমানায় এলে দেখা গেল, দুই প্রান্ত থেকে চারটা ঘোড়া ক্ষীপ্রগতিতে মঞ্চের সামনে ময়দানের মাঝবরাবর এগিয়ে আসছে। প্রতিটা ঘোড়ায় একজন করে আরোহী। সবাই নিরস্ত্র।

দেখে মনে হলো, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু-না; চোখের পলকে মঞ্চের সোজাসুজি এসে থেমে গেল তারা। আরোহীরা একহাতে লাগাম টেনে ধরে অন্য হাত প্রসারিত করে প্রতিপক্ষকে ডিঙিয়ে যেতে চাইল। এক পক্ষ অপর পক্ষের আরোহীকে ঘোড়া থেকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এক আরোহী প্রতিপক্ষের আরোহীকে বগলদাবা করে তার বাহন থেকে নিজের বাহনে নিয়ে দ্রুত দিগন্তে হারিয়ে গেল। ঘোড়া থেকে মাঠে লাফিয়ে পড়ে ডিগবাজি খাচ্ছে দুই আরোহী। অশ্ববাহিনীর এই ক্রীড়া-নৈপুণ্যে উপস্থিত দর্শকদের হর্ষধ্বনিতে মরুভূমি কেঁপে উঠল। ধ্বনিতে-ধ্বনিতে কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো।

এদের পর দুই প্রান্ত থেকে আরো চারজন করে অশ্বারোহী অনুরূপ নৈপুণ্য দেখাল। একে-একে এল উষ্ট্রারোহী ও পদাতিক বাহিনী। এল বর্শা, বল্লম ও তরবারিধারী সৈনিকরা। নানারকম নৈপুণ্য দেখাল তারা। দর্শকদের উচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনিতে অনুষ্ঠানস্থল মুখরিত হয়ে উঠল।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি সৈনিকদের নিপুণতা দেখে খুশি হলেন। এমন সৈনিকের প্রত্যাশা-ই মনে লালন করেন তিনি। আলী বিন সুফিয়ানের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন– 'এই সৈনিকদের যদি ইসলামি চেতনায় উজ্জীবিত করা যায়, তা হলে এদের দ্বারা-ই ক্রুশেডারদের পরাজিত করা যাবে।'

'নাজিকে সরিয়ে দিন; দেখবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে। নাজি না থাকলে এদের ইসলামি চেতনায় উজ্জীবিত করা কঠিন হবে না।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবি নাজির মতো অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সিপাহসালারকে অপসারণ না করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছিলেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সুরাপানের সম্মতি দিয়ে তিনি নিজের চোখে দেখে নিতে চাচ্ছিলেন

www.pathagar.com

নাজির নিয়ন্ত্রিত সৈনিকরা আরাম-আয়েশে, ভোগ-বিলাসিতায় কতটুকু নিমজ্জিত; রণকৌশল ও কর্মদক্ষতায় কতখানি পটু।

বাহিনীর বিভিন্ন ক্রীড়ানৈপুণ্য, অস্ত্রমহড়া, কমান্ডো অভিযানের প্রদর্শনীতে প্রমাণিত হলো যুদ্ধবিদ্যা ও বীরত্ব-সাহসিকতায় তারা অসাধারণ। কিন্তু মহড়া শেষে যখন আহারের পর্ব এল, তখনই ধরা পড়ল তাদের আসল চরিত্র।

বিশাল প্যান্ডেলের একদিকে সৈনিকদের খাওয়ার আয়োজন, অপরদিকে আমীর, পদস্থ অফিসার ও বিশিষ্ট নাগরিকদের আহারের ব্যবস্থা। অনুষ্ঠান তো নয়, যেন সুলাইমানি আয়োজন। হাজার-হাজার আস্ত খাসি, দুম্বা, মুরগি আর উটের রকমারি রান্না। আরো যত রকম প্রাসঙ্গিক খাদ্যসামগ্রী হতে পারে কোনোটিই বাকি রাখেননি নাজি। খাবারের মউমউ গন্ধ গোটা প্যান্ডেল জুড়ে।

সৈনিকদের প্রত্যেকের সামনে একটা করে সোরাহি। খাবারের চেয়ে যেন মদের প্রতিই তাদের আগ্রহ বেশি। আহার শুরু হতে-না-হতেই সৈনিকদের মাঝে সুরাপাত্র দখলের হুড়োহুড়ি শুরু হলো। ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো খাবারে হামলে পড়ল সবাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিঃশেষিত আহারের অবশিষ্টাংশ আর মদের সোরাহি নিয়ে শুরু হলো ওদের চেঁচামেচি, হইহুল্লোড়। উচ্ছৃঙ্খলতা ও হট্টগোল ছড়িয়ে পড়ল ছাউনির বাইরেও।

সুলতান আইউবি নীরবে পর্যবেক্ষণ করলেন সৈনিকদের আহারপর্ব। ভাবলেশহীন তাঁর চেহারা। তিনি গভীরভাবে কিছু ভাবছেন চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। সৈনিকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে তিনি নির্বাক।

নাজিকে জিগ্যেস করলেন– 'হাজার-হাজার সৈনিকের মধ্যে অনুষ্ঠানের জন্যে আপনি এদের কী করে বাছাই করলেন? এরা কি আপনার বাহিনীর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম সিপাই?'

'না; মহামান্য আমীর!' – নাজি ভৃত্যের মতো অনুগত ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন – 'এরা আমার বাহিনীর শ্রেষ্ঠ সৈনিক। আপনি তো এদের মহড়া দেখেছেন। যুদ্ধের ময়দানে এদের দুঃসাহসিক লড়াই দেখলে আপনি বিস্মিত হবেন। দয়া করে এদের এই সাময়িক অনিয়মটুকু ক্ষমার চোখে দেখুন। এরা আপনার ইঙ্গিতে জীবনের বাজি লাগাতে প্রস্তুত। আমি মাঝেমধ্যে এদের একটু অবকাশ দেই, যাতে মরার আগে রূপ-রসে-ভরা-পৃথিবীটার খানিক স্বাদ উপভোগ করে নিতে পারে।'

আইউবি নাজির অযৌক্তিক ব্যাখ্যায় কোনো মন্তব্য করলেন না। আইউবিকে তোষামোদের ঝরনায় স্নাত করে নাজি যখন বিশিষ্ট মেহমানদের কাছে নিজের বাহাদুরি প্রকাশে ব্যস্ত, এই সুযোগে আইউবি আলীকে বললেন–

www.pathagar.com

'আমি যা দেখতে চেয়েছিলাম, দেখেছি। সুদানি ফৌজ মদ আর বিলাসিতায় অভ্যস্ত। তুমি বলেছিলে, এদের মাঝে ইসলামি চেতনা ও দেশপ্রেম নেই। আমি দেখেছি, এদের মাঝে সামরিক দক্ষতাও নেই। এই বাহিনীকে যুদ্ধে পাঠালে যুদ্ধের চেয়ে এরা নিজের জীবন বাঁচানোর ধান্দা করবে বেশি। গনিমতের সম্পদ লুণ্ঠনের নেশায় থাকবে বিভোর। বিজিত এলাকায় নারীদের বাগে নিয়ে তাদের সঙ্গে পাশবিক আচরণ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'এর প্রতিকার হলো, আমাদের নতুন রিক্রুটকৃত মিশরীয় সৈনিকদের আমরা এদের সঙ্গে একীভূত করে দেব। তা হলে ভালোরা ভ্রষ্টগুলোর নৈতিকতাবোধ উন্নত করতে পারবে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

আইউবি মুচকি হাসলেন। বললেন– 'আলী! তুমি দেখছি আমারই মনের কথাটা বলেছ! আমি তা-ই ভাবছিলাম। কিন্তু বিষয়টি আমি এখনই প্রকাশ করতে চাই না। সাবধান! এই পরিকল্পনার কথা যেন কেউ জানতে না পারে।'

আলী বিন সুফিয়ান অসাধারণ মেধা ও অনুপম যোগ্যতার অধিকারী গোয়েন্দা। চেহারা দেখেই মনের লেখা পড়ে ফেলতে পারেন। মানুষ চেনায় কখনো ভুল করেন না। তিনি আইউবিকে কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন। ঠিক এ-সময়ে মঞ্চের সামনে হঠাৎ করে জ্বলে উঠল কতগুলো বাহারি ঝাড়বাতি। মঞ্চের সামনে দামি গালিচা বিছানো। বাদকদলের যন্ত্রে বেজে উঠল মনমাতানো সুর। ব্যান্ডদলের সুরলহরি আর মরুর মৃদু বাতাসে দুলতে শুরু করল মঞ্চের শামিয়ানা। মঞ্চের পেছন থেকে বাজনার সুরে-সুরে, নৃত্যের তালে-তালে এগিয়ে এল একদল তরুণী। সংখ্যায় বিশ। পরনে নাচের ঝলমলে পোশাক। আধখোলা দেহ। উন্মুক্ত কাঁধের ওপর সোনার তারের মতো রেশমি চুল।

মরুর রাতের মৃদুমন্দ বাতাসে উড়ছে তরুণীদের গায়ের কাপড়। চোখ-মুখ ঢেকে দিচ্ছে চুল। সবার পোশাকের রং ভিন্ন; কিন্তু শরীরের গড়ন এক। সবাই উর্বশী তরুণী। আবক্ষ উন্মুক্ত বাহু দিগন্তে প্রসারিত। বকের মতো ডানা মেলে যেন একগুচ্ছ ফুটন্ত গোলাপ উড়ে আসছে। দেখা যাচ্ছে না তাদের পায়ের স্পন্দন। এগিয়ে আসছে নৃত্যের ছন্দে দুলে-দুলে, যেন বাতাসে ভর করে।

মঞ্চের সামনের গালিচায় এসে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গেল তারা। আইউবির দিকে দুহাত প্রসারিত করে একই সঙ্গে মাথা ঝোঁকাল সবাই। ওদের খোলা চুলগুলো এলিয়ে পড়ল কাঁধে, যেন কতগুলো তারা খসে পড়ছে আকাশ থেকে। মাথার ওপর কারুকার্যমণ্ডিত শামিয়ানা। পায়ের তলে মহামূল্যবান কার্পেট। নর্তকীদের লতানো শরীর আর অপূর্ব সুরের মূর্ছনায় সৃষ্টি হলো এক স্বপ্নীল নীরবতা। মঞ্চের একপ্রান্ত থেকে দৈত্যের মতো এক হাবশি ক্ষীপ্রগতিতে এগিয়ে এল। পরনে চিতা বাঘের চামড়ার মতো পোশাক। হাতে বিশাল একটা ডালা।

www.pathagar.com

ডালায় আধফোটা পদ্মের মতো কী একটা বস্তু। তরুণীদের অর্ধবৃত্তের সামনে এসে ডালাটা রেখে দ্রুত আড়াল হয়ে গেল সে।

সঙ্গীতদলের বাজনা তুঙ্গে উঠল। বেজে উঠল আরো জোরে। ডালা থেকে ধীরে-ধীরে উত্থিত হলো একটা কলি। দেখতে-দেখতে সবগুলো পাপড়ি মেলে ফুটন্ত গোলাপের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল একটা অপ্সরী।

মনে হচ্ছিল, লাল মেঘের আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে দ্বাদশীর চাঁদ। এক অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী। ঠোঁটে মুক্তাঝরা হাসির ঝিলিক। এ যেন মাটির মানুষ নয়, যেন হীরে-পান্নার তৈরী ভিন গ্রহের এক মায়াবিনী।

হাতদুটো প্রসারিত করে নৃত্যের তালে এক পাক ঘুরে অভিবাদন জানাল তরুণী। আইউবির দিকে চোখের পটলচেরা কটাক্ষ হেনে পলক নেড়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। অভ্যাগত দর্শকরা নৃত্যের তাল, সঙ্গীতের বাজনা আর তরুণীদের আঁখি মুদিরায় তন্ময়। নিঃশ্বাসটি বেরুচ্ছে না কারো।

আইউবির দিকে তাকালেন আলী বিন সুফিয়ান। ঠোঁটে রহস্যপূর্ণ মুচকি হাসি। বললেন– 'মেয়েটা এত রূপসি হবে ধারণা করিনি।'

'আমীরে মেসেরের জয় হোক' বলতে-বলতে এগিয়ে এলেন নাজি। আইউবির সামনে এসে গদগদ চিত্তে বললেন– 'ওর নাম জোকি। আপনার খেদমতের জন্যে ওকে আমি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আনিয়েছি। ও পেশাদার নর্তকী বা বারবণিতা নয়। মেয়েটা ভালো নাচতে ও গাইতে জানে। এটা ওর শখ। কখনো কোনো অনুষ্ঠানে নাচে না।

'ওর পিতা আমার পরিচিত এক মাছব্যবসায়ী। পিতা-কন্যা দুজনই আপনার খুব ভক্ত। মেয়েটা আপনাকে পয়গম্বরের মতো শ্রদ্ধা করে। কোনো একটা কাজে আমি ওর পিতার সঙ্গে দেখা করতে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন মেয়েটা আমাকে বলল– "শুনেছি, সালাহুদ্দীন আইউবি মিশরের আমীর হয়ে এসেছেন। আপনি দয়া করে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন। তাঁর পায়ে উৎসর্গ করার মতো আমার জীবন আর নাচ ছাড়া কিছুই তো নেই। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য হতে চাই।" মহামান্য আমীর! আপনার কাছে নাচ-গানের অনুমতি চেয়েছিলাম শুধু ওই মেয়েটাকে আপনার খেদমতে পেশ করার জন্য।'

'আমি নগ্ন নারী আর নাচ-গান পছন্দ করি না একথা কি আপনি ওকে বলেছিলেন? আর যে-মেয়েগুলোকে আপনি পোশাকপরিহিতা বলছেন, ওরা তো উলঙ্গ।' বললেন আইউবি।

'মাননীয় আমীর! আমি ওকে বলেছিলাম, মিশরের আমীর নাচ-গান পছন্দ করেন না। ও বলল, মাননীয় আমীর আমার নাচে অসন্তুষ্ট হবেন না। আমার

www.pathagar.com

নাচে কোনো নোংরামি থাকবে না– থাকবে শৈল্পিক উপস্থাপনা। মাননীয় আমীরের সামনে আমি নৃত্যের শিল্পসুষমাই উপস্থাপন করব। ও আরো বলল, হায়! আমি যদি ছেলে হতাম, তা হলে মহামান্য আমীরের রক্ষীবাহিনীতে যোগ দিয়ে নিজের জীবনটা তাঁর জন্যে কুরবান করে দিতাম।' সলাজ কম্পিত কণ্ঠে বললেন নাজি।

'আপনি চাচ্ছেন, আমি মেয়েটাকে কাছে ডেকে ধন্যবাদ দিয়ে বলি, তুমি হাজার-হাজার পুরুষের সামনে উদ্দাম নৃত্যে চমৎকার নৈপুণ্য দেখিয়েছ, পুরুষের পাশবিক শক্তি উসকে দিতে তুমি খুবই পারঙ্গমতা দেখিয়েছ; এজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, তাই না?'

'না, না আমীরে মেসের! এমন অন্যায় চিন্তা আমি কস্মিনকালেও করিনি' – নাজি কাচুমাচু হয়ে বললেন – 'আমি তাকে নিশ্চয়তা দিয়ে এনেছি, এখানে এলে আপনার সঙ্গে তার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেব। আপনার সাক্ষাতে ধন্য হতে প্রচণ্ড বাসনা নিয়ে সে অনেক দূর থেকে এসেছে। আপনি ওর পানে একটু তাকিয়ে দেখুন। ওর নাচে পেশাদারির নোংরামি নেই। পাপের কোনো আহ্বান নেই। আছে শৈল্পিক কৌশলে আত্মোৎসর্গের বিনয়ভরা মিনতি। একটু চেয়ে দেখুন, মেয়েটা আপনাকে কী অপূর্ব শ্রদ্ধামাখা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। ইবাদাত নিঃসন্দেহে আল্লাহরই উদ্দেশে হয়ে থাকে; কিন্তু ওই মেয়েটা ওর অনুপম নাচ আর মোহনীয় দৃষ্টি সবকিছু উজাড় করে দিয়ে আপনার ইবাদাত করছে। আপনি কয়েকটা মুহূর্তের জন্য ওকে আপনার তাঁবুতে যাওয়ার অনুমতি দিন। ওকে মনে করুন সেই মহীয়সী মা, যার উদর থেকে জন্ম নেবে ইসলামের সুরক্ষক জানবাজ মুজাহিদ। ও হবে সেই বীরপ্রসূ মায়েদের একজন। সন্তানদের কাছে ও গর্ব করে বলতে পারবে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবির একান্ত সান্নিধ্যধন্য ভাগ্যবতী নারী।'

নাজি আবেগময় ভাষায় আইউবিকে বিশ্বাস করাতে চাইল, এই মেয়েটা এক সম্ভ্রান্ত পিতার নিষ্পাপ কন্যা।

'ঠিক আছে; ওকে আমার তাঁবুতে পাঠিয়ে দিন।' নাজিকে আশ্বস্ত করলেন আইউবি।

অপূর্ব নৃত্যকলা দেখাচ্ছে জোকি। ধীরে-ধীরে শরীরটা সঙ্কুচিত করে একবার গালিচার ওপর বসে যাচ্ছে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শারীরিক সঙ্কোচন ও সংবর্ধনের এই প্রতিটি মুহূর্তে জোকির দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকছে আইউবির প্রতি। মেয়েটার ভুবনমোহিনী মধুর হাসির মধ্যেই ফুটে উঠছে বিগলিত মনের হাজারো কথামালা, বিনয়-নম্র আত্যেৎসর্গের আকুতি। জোকির চারপাশে অন্য মেয়েরাও ডানাকাটা পরীর বেশে উড়ছে মনোহারী প্রজাপতির মতো পাখা মেলে। মরুভূমির চাঁদনি রাতের আকাশে কোটি তারার মেলায় অসংখ্য ঝাড়বাতির

www.pathagar.com

আলোয়, শিল্পমণ্ডিত চাদোয়ার তলে মনে হচ্ছে, যেন স্ফটিকস্বচ্ছ পানির পুকুরে রানিকে কেন্দ্র করে সাঁতার কাটছে একদল জলপরি।

সালাহুদ্দীন আইউবি নীরব। কী ভাবছেন বলা মুশকিল। মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে নাজির সৈন্যরা। সবাই যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ধুঁকছে। ড্যাবড্যাবে চোখে তাকাচ্ছে নতর্কীদের প্রতি। দর্শকরা হারিয়ে গেছে এক স্বপ্নীল জগতে। একটানা বেজে চলছে সঙ্গীতের মৃদু তরঙ্গ। মরুভূমির নিশুতি রাতে অল্পক্ষণ মঞ্চস্থ হচ্ছে ইতিহাসের গোপন অধ্যায়, যা জানবে না সাধারণ মানুষ, যা স্থান পাবে না ইতিহাসের পাতায়।

নিজের সাফল্যে নাজি খুব খুশী। জোকি দেখিয়ে যাচ্ছে জাদুকরী নাচ। সমতালে চলছে বাজনা। গভীর হচ্ছে রাত।

◆◆◆

রাতের অর্ধেকটা পেরিয়ে গেল। নৃত্য-সঙ্গীতে বিরতির ছেদ পড়ল। সবাই চলে গেল যার-যার তাঁবুতে। জোকি শৈল্পিক ভঙ্গিতে হেলেদুলে প্রবেশ করল নাজির কক্ষে।

নিজের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন আইউবি। দক্ষ কারিগরের হাতে সাজানো তাঁবু। মেঝেতে ইরানি কার্পেট। দরজায় ঝুলন্ত রেশমি পরদা। রাজকীয় পালঙ্কে চিতা বাঘের চামড়ায় মোড়ানো বিছানা। ঝোলানো ঝাড়বাতির আলোয় তাঁবুর ভেতরটায় চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধতা। বাতাসে দুর্লভ আতরের মনমাতানো সুবাস।

আইউবির পেছনে-পেছনে তাঁবুতে ঢুকলেন নাজি। বললেন– 'ওকে একটু সময়ের জন্যে পাঠিয়ে দেব কি? আমি ওয়াদাখেলাফিকে বড্ড ভয় করি।'

'হাঁ; দিন।' বললেন আইউবি।

শিয়ালের মতো নাচতে-নাচতে নিজের তাঁবুর দিকে ছুটে চললেন নাজি।

কয়েক মুহূর্ত পর প্রহরীরা দেখল, আইউবির তাঁবু-অভিমুখে পা-পা করে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে এক তরুণী। গায়ে তার নর্তকীর পোশাক।

আইউবির তাঁবুর চারপাশে প্রখর আলোর মশাল। ব্যবস্থাটা করেছেন আলী বিন সুফিয়ান। অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্যে এই আয়োজন, যাতে কোনো দুষ্কৃতিকারীর আগমন ঘটলে তাকে দেখা যায়, চেনা যায়। বিশেষ প্রহরার জন্যে তাঁবুর প্রহরীদেরও নিযুক্তি দিলেন আলী।

তাঁবুর কাছে আসতেই মশালের আলোয় প্রহরীরা দেখতে পেল তরুণীকে। এ তো সেই নর্তকী! এখনও গায়ে তার নাচের ফিনফিনে পোশাক আর ঠোঁটে মায়াবী হাসির আভা।

পথ রোধ করে দাঁড়াল কমান্ডার। বলল, থামো; ওদিকে যেতে পারবে না।

www.pathagar.com

'মহামান্য আমীর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।' নর্তকী বলল।

'হু! সালাহুদ্দীন আইউবি তোমার মতো বাজে মেয়েদের নিয়ে রাত কাটানোর মতো আমীর নন।'

'না ডাকলে কোন সাহসে আমি এখানে এলাম?'

'কার মাধ্যমে তোমাকে ডেকে পাঠালেন?'

'সেনাপতি নাজি আমাকে বলেছেন, মহামান্য আমীর তোমাকে তাঁর তাঁবুতে যেতে বলেছেন। বিশ্বাস না হলে তাঁকেই জিগ্যেস করুন। যেতে না দিলে আমি ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু আমীরের নির্দেশ অমান্য করার দায় সবটুকুই আপনার।'

কমান্ডার বিশ্বাস করতে পারছিল না, সালাহুদ্দীন আইউবি এক নর্তকীকে রাতে তার শয়নঘরে ডেকে পাঠাবেন। আইউবির চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে কমান্ডার অবগত। এই আদেশও তার জানা আছে, কেউ নর্তকী-গায়িকাদের সঙ্গে রাত কাটালে তাঁকে একশো দোররা মারা হবে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল কমান্ডার। কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না সে। সাত-পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত কমান্ডার আইউবির তাঁবুতে ঢুকে পড়ল এবং কম্পিত কণ্ঠে বলল, বাইরে একটা নর্তকী দাঁড়িয়ে আছে। ও বলছে, হুজুর নাকি ওকে আসতে বলেছেন?'

'হাঁ; পাঠিয়ে দাও।' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন আইউবি।

কমান্ডার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল।

আইউবির তাঁবুতে প্রবেশ করল জোকি। প্রহরীদের ধারণা, এক্ষুনি সালাহুদ্দীন আইউবি নর্তকীকে তাঁবু থেকে বের করে দেবেন। তারা আমীরের সেই নির্দেশ পালনের জন্যে তাঁবুর কাছেই অপেক্ষা করছে। কিন্তু-না; এমন কোনো আদেশ ভেতর থেকে এল না।

রাত বাড়ছে। সুলতান সালাউদ্দীন আইউবির তাঁবুর ভেতর থেকে ভেসে আসছে ফিস্‌ফিস্ কণ্ঠস্বর। অস্থির মনে পায়চারি করছে রক্ষীকমান্ডার। তার মাথায় কিলবিল করছে আকাশ-পাতাল ভাবনা। একপ্রহরী কমান্ডারকে বলেই বসল– 'ও; যত আইন শুধু আমাদের বেলায়?'

'হাঁ; আইন আর শাসন অধীনদেরই জন্য। শাস্তির যত খড়্গ প্রজাদের ওপর।' বলল এক সিপাই।

'শাস্তির বিধান কি আমীরের জন্য প্রযোজ্য নয়?' বলল আরেক সিপাই।

'না; রাজা-বাদশাহদের কোনো শাস্তি হয় না' – ঝাঁজমেশানো কণ্ঠে কমান্ডার বলল – 'হয়তো সালাহুদ্দীন আইউবি মদও পান করেন। আমাদের ওপর কঠোর শাসনের দণ্ড ঠিক রাখতে প্রকাশ্যে একটা পবিত্রতার ভান ধরেন মাত্র।'

www.pathagar.com

একটামাত্র ঘটনায় সালাহুদ্দীন আইউবির প্রতি সৈনিকদের এত দিনের বিশ্বাস কাপুরের মতো উবে গেল। এত দিন যাদের কাছে আইউবি ছিলেন ইসলামি আদর্শের এক মূর্তপ্রতীক, সেখানে এখন তাদের কাছে তিনি ভালোমানুষির ছদ্মাবরণে আকণ্ঠ পাপাচারে নিমজ্জিত চরিত্রহীন বিলাসী এক আরব শাহজাদা।

নাজি আজ পরম উৎফুল্ল। সালাহুদ্দীন আইউবিকে ঘায়েল করার সাফল্যে আর মদ স্পর্শ করেননি তিনি। আনন্দে দুলছে লোকটা। সহকারী আদরোশও নাজির তাঁবুতে বসা।

'গেল তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। মনে হয় আমাদের তির আইউবির হৃদপিণ্ড পার করেছে।' মন্তব্য করল আদরোশ।

'আমার ছোড়া তির কবে আবার ব্যর্থ হলো শুনি?' – বলতে-বলতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল নাজি – 'ব্যর্থ হলে দেখতে, আমাদের তির সঙ্গে-সঙ্গে আমাদেরই দিকে ফিরে আসত।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। মানুষের আদলে একটা জাদুর কাঠি জোকি' – আদরোশ বলল – 'মনে হয় মেয়েটা হাশিশিদের সঙ্গে কখনো থেকে থাকবে। নাহয় আইউবির এমন শক্ত পাথরের মূর্তিটা ভাঙল কী করে!'

'আমি ওকে যে-প্রশিক্ষণ দিয়েছি, হাশিশিরা তা কল্পনাও করতে পারবে না' – সাফল্যের ভঙ্গিতে বললেন নাজি – 'এখন আইউবির গলা দিয়ে মদ ঢোকানোর কাজটা শুধু বাকি।'

কারো পায়ের শব্দে লাফিয়ে উঠে তাঁবুর বাইরের এলেন নাজি। না; জোকি নয়। এক প্রহরী স্থান বদল করতে হেঁটে যাচ্ছে। নাজি আইউবির তাঁবুর দিকে তাকালেন। দরজায় পরদা ঝোলানো। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী।

নাজির মুখে বিজয়ের হাসি।

ভেতরে ঢুকে বসতে-বসতে বললেন– 'এখন আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি, আমার জোকি এতক্ষণে পাথর গলিয়ে পানি করে ফেলেছে।'

♦♦♦

রাতের শেষ প্রহর। জোকি আইউবির তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু নাজির তাঁবুতে না গিয়ে উলটো দিকে হাঁটা দিল। পথে আপাদমস্তক কাপড়ে আবৃত এক ব্যক্তি দাঁড়ানো। ক্ষীণ আওয়াজে ডাকল– 'জোকি!' জোকি দ্রুত পায়ে লোকটার কাছে চলে গেল। লোকটা জোকিকে নিয়ে একটা তাঁবুতে ঢুকে গেল।

ওই তাঁবুতে জোকি অনেকক্ষণ কাটাল। তারপর বেরিয়ে সোজা হাঁটা দিল নাজির তাঁবুর দিকে।

নাজি তখনও জাগ্রত। বারকয়েক তাকিয়ে দেখেছে আইউবির তাঁবুর পানে। জোকির আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত নাজি। তাঁর ধারণা, জোকি সালাহুদ্দীন

www.pathagar.com

আইউবিকে তার রূপের মায়াজালে আটকে ফেলেছে। আকাশের সুউচ্চ অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে তার মর্যাদাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে।

'আদরোশ! রাত তো প্রায় শেষ। ও তো এখনও এল না!' নাজির অস্থিরতার ব্যারোমিটার তুঙ্গে উঠে গেল।

'ও আর আসবেও না' – আদরোশ বলল – 'আমাদের আমীর ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। এমন হীরকখণ্ড রাজপুত্ররা কখনো ফিরিয়ে দেয় না একথাটা কখনো ভেবেছেন কি মাননীয় সেনাপতি?'

'না তো! এই দিকটা আমি একদম ভাবিনি।'

'এমনও হতে পারে, আমীর জোকিকে বিয়ে করে ফেলবেন' – আদরোশ বলল – 'তখন আর মেয়েটা আমাদের কোনো কাজের থাকবে না।'

'ও খুব সতর্ক মেয়ে। অবশ্য নর্তকীদের ওপর ভরসা রাখাও যায় না। তা ছাড়া জোকি পেশাদার মেয়ে। এ-ধরনের কাজে সে অভিজ্ঞা। আমাদের ধোঁকা দেওয়া ওর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।' নাজি বললেন।

গভীর চিন্তার সাগরে ডুবে গেলেন নাজি। বিপরীত ভাবনা ঘন মেঘমালার আড়ালে ঢেকে দিল তার এতক্ষণকার সাফল্যের ঝিলিক। এমন সময় পরদা ফাঁক করে তাঁবুতে প্রবেশ করল জোকি। হাসতে-হাসতে বলল– 'এবার আমাকে ওজন করুন আর পাওনাটা চুকিয়ে দিন।'

'আগে বলো কী করে এসেছ?' পরম আগ্রহের সঙ্গে জিগ্যেস করলেন নাজি।

'আপনি যা চাচ্ছিলেন, তা-ই করে এসেছি। কে বলেছে, আপনাদের আইউবি পাথর? আবার উনি নাকি ইস্পাতের মত ধারালো? মুসলমানদের জন্যে আল্লাহর রহমতের ছায়া?'

বাঁ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ দ্বারা মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে জোকি বলল, এখন তিনি এই বালুকণার চেয়েও হালকা। এখন সামান্য বাতাসই উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাকে।

'তোমার রূপের জাদু আর কথার মন্ত্র তাকে বালুতে পরিণত করেছে' – বলল আদরোশ – 'নাহয় হতভাগা পাথরের পর্বতই ছিল।'

'ছিলবা হয়তো পাহাড়; কিন্তু এখন বালিয়াড়িও নয়।'

'আমার ব্যাপারে কোনো কথা হয়েছে কি?' জিগ্যেস করলেন নাজি।

'হয়েছে বই কি। আইউবি জিগ্যেস করেছেন, নাজি কেমন মানুষ। আমি বলেছি, মিশরে যদি আপনার আস্থাভাজন কেউ থাকে, সেই লোকটি নাজি। তিনি জানতে চেয়েছেন, আমি আপনাকে কীভাবে চিনি? বলেছি, নাজি আমার পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি আমাদের বাড়িতে যেতেন এবং আমার পিতাকে

www.pathagar.com

বলতেন, 'আমি সালাহুদ্দীন আইউবির গোলাম। তিনি যদি আমাকে উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, নির্দ্বিধায় আমি তা করতে প্রস্তুত।' তারপর তিনি বললেন, 'তুমি তো সতীসাধ্বী মেয়ে; তাই না?' বললাম, আমি আপনার দাসি; আপনার যেকোনো আদেশ আমার শিরোধার্য। তিনি বললেন, 'কিছু সময় তুমি আমার কাছে বসে থাকো।' আমি তার পাশে গা ঘেঁষে বসে পড়লাম। মুহূর্তমধ্যে তিনি মোম হয়ে গেলেন।...

'কিছুক্ষণের জন্য আমরা দুজন ভালোবাসার অতল সমুদ্রে হারিয়ে গেলাম। পরে তিনি আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, 'জীবনে এ-ই প্রথমবার পাপ করলাম; তুমি আমায় ক্ষমা করে দিয়ো।' আমি বললাম, না, আপনি কোনো পাপ করেননি। আমার সঙ্গে আপনি প্রতারণাও করেননি, জবরদস্তিও করেননি। রাজা-বাদশাহদের মতো আদেশ দিয়ে আপনি আমাকে হাজির করাননি। আমি নিজেই এসে স্বেচ্ছায় আপনার হাতে ধরা দিয়েছি। আপনি বললে আসব আবারও।' বলল জোকি।

আনন্দের আতিশয্যে নাজি মেয়েটাকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরল। নাজি ও জোকিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আদরোশ তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

◆◆◆

মরুভূমির এই রহস্যময় গভীর নিশীথিনীর উদর থেকে জন্ম নিল যে-প্রভাত, সেটি অন্য কোনো প্রভাতের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিল না। তবে প্রভাত-কিরণ তার আঁধার বক্ষে লুকিয়ে রেখেছিল এমন একটি গোপন রহস্য, যার দাম সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির স্বপ্নের সালতানাতে ইসলামিয়ার মূল্যের সমান, যে-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে যৌবন লাভ করেছেন তিনি।

গত রাতে এই মরূদ্যানে যে-ঘটনাটি ঘটল, তার দিক ছিল দুটি। একটি দিক সম্পর্কে অবগত ছিলেন শুধু নাজি আর আদরোশ। অপর দিকটি জানা ছিল সুলতান আইউবির রক্ষীবাহিনীর। আর সুলতান আইউবি, গোয়েন্দাপ্রধান আলী বিন সুফিয়ান ও জোকির জানা ছিল ঘটনার উভয় পিঠ।

সুলতান আইউবি ও তাঁর সহকর্মীদের সসম্মানে বিদায় জানালেন নাজি। পথের দুধারে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে 'সুলতান আইউবি জিন্দাবাদ' স্লোগান দিচ্ছে সুদানি ফৌজ। কিন্তু এই স্লোগানের কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না সুলতান। সামান্য একটু হাসির রেখাও দেখা গেল না তার দু-ঠোঁটের ফাঁকে। তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন এবং অত্যন্ত গম্ভীর মুখে নাজির সঙ্গে করমর্দন করে ছুটে চললেন।

হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে সুলতান আইউবি আলী বিন সুফিয়ান ও এক নায়েবকে সঙ্গে করে কক্ষে প্রবেশ করলেন। বন্ধ হয়ে গেল কক্ষের প্রবেশদ্বার।

www.pathagar.com

বেলাশেষে রাত নামল। আঁধারে ছেয়ে গেল প্রকৃতি। বাইরের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই কক্ষের এই তিনটি প্রাণীর। খাবার তো দূরের কথা, এত সময়ে এক ফোঁটা পানিও ঢুকল না কক্ষে। পরে কক্ষের দরজা খুলে যখন তিনজন বেরুলেন, রাত তখন দ্বিপ্রহর।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন আইউবি। রক্ষীবাহিনীর এক কমান্ডার আলী বিন সুফিয়ানের কাছে এগিয়ে এসে বিনীত সুরে বলল– 'মোহতারাম! বিনা বাক্যব্যয়ে আপনাদের আদেশ মান্য করে চলা আমাদের কর্তব্য। তথাপি একটা কথা না বলে পারছি না। আমার ইউনিটে একরকম অনাস্থা, উৎকণ্ঠা ও হতাশা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি নিজেও তার শিকার হতে চলেছি।'

'কেমন হতাশা? কেমন অনাস্থা?' জানতে চাইলেন আলী বিন সুফিয়ান।

'যদি আপনি গোস্তাখি মনে না করেন, তবেই বলব। আমাদের মহামান্য গভর্নরকে আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা মনে করতাম এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁর জন্য নিবেদিত ও উৎসর্গিত ছিলাম। কিন্তু রাতে...।' বলল কমান্ডার।

'...রাতে সুলতান আইউবির তাঁবুতে একটা নর্তকী ঢুকেছিল এ-ই তো? তুমি কোনো গোস্তাখি করনি। অপরাধ গভর্নর করুন কিংবা ভৃত্য করুক, শাস্তি দুজনেরই সমান। পাপ সর্বাবস্থায়-ই পাপ, সকলেরই জন্য পাপ। তবে আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমীরে মেসের ও নর্তকীর নির্জন মিলনের সঙ্গে পাপের কোনো সংশ্রব ছিল না। বিষয়টা কী ছিল সেকথা এখনই বলব না; সময়ে তোমরা সবই জানতে পারবে।' কমান্ডারকে আশ্বস্ত করলেন আলী।

আলী বিন সুফিয়ান কমান্ডারের কাঁধে হাত রেখে বললেন, মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোনো আমের বিন সালেহ! তুমি একজন প্রবীণ সৈনিক। তোমার ভালোই জানা আছে, সেনাবাহিনী ও সেনাকর্মকর্তাদের এমন কিছু গোপন রহস্য থাকে, যার সংরক্ষণ আমাদের সকলের কর্তব্য। নর্তকীর আমীরে মেসেরের তাঁবুতে রাত কাটানোও তেমনই একটি রহস্য। তুমি তোমার জানবাজদের কোনো সংশয়ে পড়তে দিয়ো না। রাতে সুলতানের তাঁবুতে কী ঘটেছিল, তা নিয়ে কাউকে ভুল বুঝবার সুযোগ যেন কেউ না পায়।'

আলীর কথায় কমান্ডার আশ্বস্ত হয়ে গেল। দূর হয়ে গেল তার মনের সব সংশয়-সন্দেহ। বাহিনীর অন্য সবার মনের খটকাও সে দূর করে ফেলল।

পরদিন দুপুরবেলা। আহার করছেন সুলতান আইউবি। এমন সময় সংবাদ এল, জেনারেল নাজি আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছেন। সুলতানের খাওয়া শেষ হলে নাজি কক্ষে প্রবেশ করলেন। তার মুখের চেহারা বলছে, লোকটা সন্ত্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ। খানিক চড়া গলায় বলল, 'মহামান্য আমীর! এ কী আদেশ জারি করলেন আপনি! পঞ্চাশ হাজার অভিজ্ঞ সুদানি ফৌজকে মিশরের এই আনাড়ি বাহিনীটার মাঝে একাকার করে দিলেন!'

www.pathagar.com

' হাঁ নাজি! আমি গতকাল সারাটা দিন এবং আধাটা রাত ব্যয় করে এবং গভীর মনে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তুমি যে-বাহিনীর সালার, তাকে মিশরি বাহিনীর সঙ্গে এমনভাবে একাকার করে ফেলব যে, প্রতিটি ইউনিটে সুদানি সৈন্যের সংখ্যা থাকবে মাত্র দশভাগ। আর এতক্ষণে নিশ্চয় তুমিও নির্দেশ পেয়ে গেছ; তুমি আর এখন সেই বাহিনীর সেনাপতি নও– আমি তোমাকে সেনা হেডকোয়ার্টারে বদলির আদেশ দিয়েছি।'

'মহারাজ! আপনি আমাকে এ কোন পাপের শাস্তি দিচ্ছেন?' বললেন নাজি।

'আমার এই সিদ্ধান্ত যদি তোমার মনঃপূত না হয়, তা হলে তুমি আমার সেনাবাহিনী থেকে সরে দাঁড়াও।' বললেন সুলতান আইউবি।

'আমি বোধ হয় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি। আমি আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন বোধ করি। হেডকোয়ার্টারে আমার অনেক শত্রু আছে।'

'শোনো! প্রশাসন ও সেনাবাহিনী থেকে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা যেন চিরতরে দূর হয়ে যায়, তার জন্যই আমার এই সিদ্ধান্ত। আরেকটি কারণ হলো, আমি চাই সেনাবাহিনীতে যার পদমর্যাদা যত উঁচু কিংবা যত নীচু হোক, যেন কেউ মদপান ও ব্যভিচার না করে এবং কোনো সামরিক মহড়ায় নাচ-গানের আয়োজন না করে।' শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সুলতান আইউবি।

'কিন্তু আলিজাহ! আমি তো আয়োজনটা হুজুরের অনুমতি নিয়েই করেছিলাম।' আত্মপক্ষ অবলম্বন করলেন নাজি।

'তা ঠিক। যে-বাহিনীটাকে তুমি মিল্লাতে ইসলামিয়ার সৈনিক দাবি করেছ, মদ ও নাচ-গানের অনুমতি আমি তার আসল রূপটা দেখার জন্য দিয়েছিলাম। পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আমি বরখাস্ত করতে পারি না। তাই মিশরি ফৌজের সঙ্গে একাকার করে আমি তাদের চরিত্র শোধরাব। আর তুমি একথাটিও শুনে নাও, আমাদের মধ্যে মিশরি, সুদানি, শামি, আজমি এসব নেই। আমরা মুসলমান। আমাদের পতাকা এক, ধর্ম অভিন্ন।' বললেন সুলতান আইউবি।

'আমীরে মোহতারাম কি ভেবে দেখেছেন, এতে আমার মর্যাদা কোথায় নেমে যাবে?' ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন নাজি।

'দেখেছি; তুমি যার যোগ্য, তোমাকে সেখানেই রাখা হবে। নিজের অতীতের পানে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নাও। নিজের কর্মবৃত্তান্ত আমার কাছে শুনতে চেও না। যাও; তোমার সৈন্য, সামানপত্র ও পশু ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুত করে এক্ষুনি আমার নায়েবের কাছে হস্তান্তর করো। সাত দিনের মধ্যে আমার হুকুমের তামিল সম্পন্ন হয়ে যায় যেন।

কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে চাইলেন নাজি। কিন্তু সুযোগ না দিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন সুলতান আইউবি।

www.pathagar.com

◆◆◆

আইউবির তাঁবুতে জোকির রাতযাপনের সংবাদ পৌঁছে গেছে নাজির গোপন হেরেমে। জোকির বিরুদ্ধে হেরেমের অন্য মেয়েদের হৃদয়ে হিংসার আগুন প্রজ্বলিত হয়ে আছে পূর্ব থেকেই। এই হেরেমে জোকির আগমন ঘটেছে অল্প কদিন হলো। কিন্তু প্রথম দিনটি থেকেই তাকে নিজের সঙ্গে রাখতে শুরু করেছেন নাজি। পলকের জন্য চোখের আড়াল করছেন না নবাগতা এই মেয়েটাকে। থাকতে দিয়েছেন আলাদা একটা কক্ষ।

মহলের অন্য মেয়েদের জানা ছিল না, জোকিকে নাজি সালাহুদ্দীন আইউবিকে মোমে পরিণত করার এবং বড়ো ধরনের নাশকতামূলক কাজের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। জোকি নাজিকে হাত করে নিয়েছে এ দেখেই মহলের অন্য মেয়েরা জ্বলেপুড়ে ছাই হচ্ছে।

হেরেমের দুটা মেয়ে জোকিকে হত্যা করার কথাও ভাবছিল। এবার তারা দেখল, স্বয়ং মিশরের গভর্নরও মেয়েটাকে এত পছন্দ করে ফেলেছেন যে, তাকে তিনি রাতভর নিজের তাঁবুতে রেখেছেন। এতে দিশা হারিয়ে তারা পাগলের মতো হয়ে গেছে।

জোকিকে হত্যা করার দুটা পন্থা আছে। হয় বিষ খাওয়াতে হবে; অন্যথায় ভাড়াটিয়া ঘাতক দ্বারা কাজ উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু এর একটাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, জোকি এখন নিজের কক্ষ থেকে বেরই হয় না এবং তার কক্ষে ঢুকে বিষপ্রয়োগও সম্ভব নয়।

হেরেমে খুব চতুর এক চাকরানি আছে। তারা এই মহিলাকে হাত করে নিল। দাবি অনুপাতে পুরস্কার দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তার কাছে তাদের পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করল। বিচক্ষণ চাকরানি বলল, সালারের শয়নকক্ষে ঢুকে জোকিকে বিষ খাওয়ানো সম্ভব নয়। তবে সুযোগমতো খঞ্জর দ্বারা আক্রমণ করে হত্যা করা যেতে পারে। অবশ্য এর জন্য সময়ের প্রয়োজন।

চাকরানি জোকির গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। মহিলা এ-ও বলল, আমি ব্যর্থ হলে তোমরা হাশিশিদের সহযোগিতা নিতে পার। তবে তাদের অনেক বিনিময় দিতে হবে।

মেয়েরা বলল, বিনিময় যত লাগে দেব; তবু কাজটা সমাধা করতেই হবে।

ক্ষুব্ধ মনে নিজকক্ষে পায়চারি করছেন নাজি। তাকে শান্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে জোকি। কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে তার ক্ষোভের আগুন।

'আইউবির কাছে আমাকে আরেকবার যেতে দিন। আমি লোকটাকে বোতলে ভরে ফেলব।' জোকি বলল।

www.pathagar.com

'লাভ হবে না। হতভাগা নির্দেশনামা জারি করে ফেলেছে; যার বাস্তবায়নও শুরু হয়ে গেছে। লোকটা আমার অস্তিত্বই শেষ করে দিল। তোমার জাদু তার ওপর অচল। আমার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রটা কে করল, আমি জানি। বেটা আমার ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও যোগ্যতায় হিংসা করছে। আমি মিশরের গভর্নর হতে যাচ্ছিলাম। আমি মিশরের শাসকদের শাসন করতাম। অথচ আমি ছিলাম একজন সালার। আর এখন আমি একজন সৈনিকও নই।' গর্জে উঠে বললেন নাজি। দারোয়ানকে বললেন, আদরোশকে এক্ষুনি ডেকে আনো।

আদেশ পেয়ে নাজির সহকারী আদরোশ সঙ্গে-সঙ্গে এসে হাজির হলো। নাজি বললেন, আমি এর উপযুক্ত একটা জবাব ঠিক করে রেখেছি।

'কী জবাব?' আদরোশ জানতে চাইল।

'বিদ্রোহ।' নাজি বললেন।

শুনে আদরোশ নির্বাক মুখে ও নিষ্পলক চোখে নাজির পানে তাকিয়ে থাকল। ক্ষণকাল নীরব থেকে নাজি বললেন, তুমি অবাক্ হয়েছ আদরোশ? এই পঞ্চাশ হাজার সুদানি সৈন্য আমাদের অনুগত হওয়ার ব্যাপারে তোমার কোনো সন্দেহ আছে কি? এরা কি সালাহুদ্দীন আইউবির তুলনায় আমাকে ও তোমাকে বেশি মান্য করে না? তুমি কি তোমার বাহিনীকে একথা বলে বিদ্রোহের জন্য ক্ষেপিয়ে তুলতে পারবে না যে, সালাহুদ্দীন আইউবি তোমাদের মিশরিদের গোলামে পরিণত করছে; অথচ মিশর তোমাদের?'

'এ-জাতীয় কোনো পদক্ষেপ নিয়ে আমি চিন্তা করে দেখিনি' – আদরোশ গভীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল – 'বিদ্রোহ আঙুলের এক ইশারাতেই হতে পারে। কিন্তু মিশরি বাহিনী আমাদের বিদ্রোহ দমন করার ক্ষমতা রাখে। বাইরে থেকে সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থাও তাদের আছে। সরকারের বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়ানোর আগে সবগুলো দিক ভালো করে ভেবে দেখা প্রয়োজন।'

'আমি সবই ভেবে দেখেছি' – নাজি বললেন – 'খ্রিস্টান সম্রাটদের কাছে আমি সাহায্যের আবেদন পাঠাচ্ছি। তুমি দুজন দূত প্রস্তুত করো। তাদের অনেক দূরে যেতে হবে। এস; আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো। জোকি! তুমি তোমার কক্ষে চলে যাও।'

জোকি আপন কক্ষে চলে গেল। নাজি ও আদরোশ সারাটা রাত জেগে পরিকল্পনা তৈরি করলেন।

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি দুই বাহিনীকে একীভূত করার সময়কাল ঠিক করেছিলেন সাত দিন। কাগুজে কার্যক্রম শুরুও হয়ে গেছে। পূর্ণ সহযোগিতা করছেন নাজি। ইতিমধ্যে কেটে গেছে চার দিন। এ-সময়ে নাজি আরেকবার

www.pathagar.com

সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে সাক্ষাত করলেন; কিন্তু কোনো অভিযোগ দায়ের করেননি। বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে তিনি আইউবিকে নিশ্চিন্ত করে দিলেন, সপ্তম দিনেই দুই বাহিনী এক হয়ে যাবে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির নায়েবগণও তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, নাজি পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ানের রিপোর্ট ভিন্ন। আলীর গোয়েন্দা বিভাগ রিপোর্ট করেছে, সুদানি ফৌজের সিপাইদের মাঝে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হচ্ছে। মিশরি ফৌজের সঙ্গে একীভূত হতে তারা সম্মত নয়।

তাদের মাঝে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, মিশরি ফৌজের সঙ্গে একীভূত হলে তাদের অবস্থান গোলামের মতো হয়ে যাবে। তারা গনিমতের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে এবং তাদের গাধার মতো খাটানো হবে। সবচেয়ে বড়ো আশঙ্কাটা হলো, তাদের মদপানের অনুমতি থাকবে না।

আলী বিন সুফিয়ান এই রিপোর্ট সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। জবাবে সুলতান বললেন, ওরা দীর্ঘ দিন যাবত বিলাসিতা করে আসছে তো; তাই হঠাৎ এই পরিবর্তন মনঃপূত হচ্ছে না। আশা করি, এই নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতি আস্তে-আস্তে গা-সহা হয়ে যাবে। এতে চিন্তার কোনো কারণ নেই।

'আচ্ছা; ওই মেয়েটার সঙ্গে আর দেখা হয়েছে কি?' সুলতান আইউবি জিগ্যেস করলেন।

'না; ওর সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমার লোকেরাও ব্যর্থ হয়েছে। নাজি ওকে বন্দি করে রেখেছে।' আলী বিন সুফিয়ান জবাব দিলেন।

পরের রাতের ঘটনা। সূর্য ডোবার পর সবে আঁধার নেমেছে। জোকি তার কক্ষে উপবিষ্ট। আদরোশকে সঙ্গে নিয়ে নাজি তার কক্ষে বসা। হঠাৎ জোকি ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। দরজার পরদাটা ঈষৎ ফাঁক করে বাইরে তাকাল। দীপের আলোতে দেখল, বাইরে দুজন লোক ঘোড়ার পিঠ থেকে নামছে। পোশাকে তাদের বণিক বলে মনে হলো। কিন্তু ঘোড়া থেকে নেমে যখন নাজির কক্ষের দিকে পা বাড়াল, তখন তাদের চলনে বোঝা গেল, লোকগুলো ব্যবসায়ী নয়।

ইত্যবসরে আদরোশ বাইরে বেরিয়ে এল। তাকে দেখেই আগন্তুকদ্বয় দাঁড়িয়ে গেল। তারা সামরিক কায়দায় আদরোশকে অভিবাদন জানাল। আদরোশ তাদের চার দিক ঘুরে পুরোটা শরীর গভীরভাবে নিরীক্ষা করে বলল, অস্ত্র কোথায় রেখেছ দেখাও। তারা চোগার পকেট ও আস্তিনের ভেতর থেকে অস্ত্র বের করে দেখাল। ক্ষুদ্রাকারের একটা তলোয়ার ও একটা করে খঞ্জর। আদরোশ তাদের ভেতরে নিয়ে গেল।

www.pathagar.com

গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেল জোকি। নিজের কক্ষ থেকে বের হয়ে নাজির কক্ষপানে হাঁটা দিল। কিন্তু দরজায় প্রহরী তার গতি রোধ করে বলল, ভেতরে যেতে পারবেন না; নিষেধ আছে। জোকি বুঝে ফেলল, বিশেষ কোনো ব্যাপার আছে। তার মনে পড়ে গেল, দুরাত আগে নাজি তার উপস্থিতিতে আদরোশকে বলেছিল, আমি খ্রিস্টান সম্রাটদের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। তুমি দুজন দূত প্রস্তুত করো; তাদের অনেক দূর যেতে হবে। তারপর আমাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে বিদ্রোহের কথাও বলেছিল।

জোকি নিজের কক্ষে চলে গেল। তার ও নাজির কক্ষের মধ্যখানে একটা দরজা, যেটা অপর দিক থেকে বন্ধ। এই দরজাটার সঙ্গে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেল জোকি। অপর কক্ষে নাজির কথা বলার ফিসফিস শব্দ শোনা গেলেও বোঝা যাচ্ছে না কিছুই।

কিছুক্ষণ পর নাজির স্পষ্ট কণ্ঠ শুনতে পেল জোকি– 'বসতি থেকে দূরে থাকবে। কেউ তোমাদের ধরার চেষ্টা করলে সর্বাগ্রে পত্রখানা উধাও করে ফেলবে। জীবনটা বাজি রেখে কাজ করবে। পথে যে-ই তোমাদের গতি রোধ করবে, নির্দ্বিধায় তাকে শেষ করে দেবে। সফর তোমাদের চার দিনের; কিন্তু পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করবে তিন দিনে। দিকটা মনে রেখো; উত্তর-পশ্চিম।'

আগন্তুক লোকদুজন বেরিয়ে গেল। জোকিও বেরিয়ে এল কক্ষ থেকে। নাজি ও আদরোশ দাঁড়িয়ে আছে ফটকের সামনে। তারা আরোহীদের বিদায় জানাতেই বের হয়েছে মনে হলো।

দুটা ঘোড়ায় চড়ে দুই আরোহী দ্রুতগতিতে ছুটে চলল। জোকিকে দেখে নাজি ডাক দিয়ে বললেন– 'আমি বাইরে যাচ্ছি। অনেক কাজ আছে। ফিরতে দেরি হবে। তুমি আরাম করো। একা ভালো না লাগলে হেরেমে ঘুরে এসো।'

জোকি হাত তুলে 'ঠিক আছে' বলে সম্মতি জানাল।

নাজি ও আদরোশ প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেল। জোকি কক্ষে ঢুকে চোগাটা পরিধান করে কটিবন্ধে খঞ্জর বাঁধল। তারপর কক্ষের দরজায় তালা দিয়ে হেরেমের দিকে হাঁটা দিল।

জোকির কক্ষ থেকে হেরেমের দূরত্ব কয়েকশো গজ। দারোয়ানকে অবহিত করে জোকি হেরেমে প্রবেশ করল। অপ্রত্যাশিতভাবে জোকিকে দেখে হেরেমের মেয়েরা বিস্মিত হলো। এ-ই প্রথমবার হেরেমে প্রবেশ করল জোকি। হেরেমের মেয়েরা তাকে সশ্রদ্ধ স্বাগত জানাল। যে-দুটা মেয়ে তাকে খুন করার পরিকল্পনা এঁটেছিল, তারাও হাসিমুখে অভিবাদন জানাল। কক্ষময় ঘুরে-ঘুরে জোকি সবার সঙ্গে দেখা করল এবং কুশলাদি জিগ্যেস করল।

www.pathagar.com

অবশেষে মেয়েটা ফেরত রওনা হলো। যে-চতুর চাকরানিটা তাকে খুন করার দায়িত্ব নিয়েছিল, বিদায়ের সময় সেও সেখানে উপস্থিত। মহিলা জোকির মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরোটা শরীর গভীর দৃষ্টিতে একবার দেখে নিল। জোকি বেরিয়ে গেল।

হেরেমের প্রাসাদ আর নাজির বাসগৃহের মধ্যবর্তী জায়গাটা অনাবাদি। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। হেরেম থেকে বেরিয়ে জোকি নাজির বাসগৃহে না গিয়ে দ্রুতগতিতে হাঁটা দিল অন্যদিকে। ওদিকে একটা সরু গলিপথও আছে।

খুব দ্রুতগতিতে হাঁটছে জোকি। হঠাৎ গলিপথের পনেরো-বিশ গজ পেছনে একটা কালো ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল তার। সেটিও দ্রুত এগিয়ে চলছে। হয়তোবা কোনো মানুষ। কিন্তু মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা কালো চাদরে আবৃত থাকায় ছায়াটাকে ভূত বলেই মনে হলো জোকির কাছে।

জোকি হাঁটার গতি আরো বাড়িয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ছায়াটারও গতি বেড়ে গেল। সামনে ঘন ঝোপ। জোকি তার মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। সেখান থেকে আড়াই থেকে তিনশো গজ সম্মুখে সুলতান আইউবির বাসগৃহ, যার আশপাশে সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের আবাস।

জোকি যাচ্ছিল ওদিকেই। মেয়েটা ঘন ঝোপের মধ্য থেকে বের হলো বলে, এমন সময় বাঁ দিক থেকে ছায়ামূর্তিটার আত্মপ্রকাশ ঘটল। জোছনা রাত। তবু ছায়াটার মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছে না। তার পায়ের কোনো শব্দ নেই। একটা হাত ওপরে উঠে গেল ছায়াটার। জোছনার আলোয় একটা খঞ্জর চিক করে উঠল আর বিদ্যুদ্গতিতে জোকির কাঁধ ও ঘাড়ের মাঝখানটায় এসে বিদ্ধ হলো। জোকির মুখ থেকে কোনো চিৎকার বেরোল না। খঞ্জরটা তার কাঁধ থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু এতটা গভীর আঘাত খেয়েও মেয়েটা দ্রুত কোমর থেকে নিজের খঞ্জরটা বের করল। ছায়ামূর্তিটা তার ওপর পুনর্বার আঘাত হানল। এবার জোকি আক্রমণকারীর খঞ্জরধারী হাতটা বাহু দ্বারা প্রতিহত করে নিজের খঞ্জরটা তার বুকে সেঁধিয়ে দিল। আঘাত খেয়ে ছায়ামূর্তিটা চিৎকার করে উঠল। এবার জোকি বুঝতে পারল, আক্রমণকারী মূর্তিটা একজন নারী। জোকি খঞ্জরটা তার বুক থেকে বের করে পুনরায় আঘাত হানল। বিদ্ধ হলো ছায়ামূর্তির পিঠে। আঘাত লাগল নিজের পাঁজরেও। ছায়াটা ঘুরপাক খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আক্রমণকারী লোকটা কে দেখার চেষ্টা না করেই জোকি ছুটে চলল গন্তব্যপানে। তার শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। জোৎস্নালোকে সুলতান আইউবির ঘরটা দেখতে পাচ্ছে জোকি। অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর মাথাটা তার চক্কর দিয়ে উঠল। চলার গতি মন্থর হতে শুরু করেছে। জোকি চিৎকার দিয়ে উঠল– 'আলী! আইউবি! আলী! আইউবি!

www.pathagar.com

পরিধানের পোশাক রক্তে লাল হয়ে গেছে জোকির। অনেক কষ্টে পা টেনে-টেনে অগ্রসর হচ্ছে মেয়েটা। গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছে। কিন্তু বাকি পথটুকু অতিক্রম করা সম্ভব মনে হচ্ছে না। দেহের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে অনর্গল ডেকে চলছে আলী ও আইউবিকে।

কাছেই একস্থানে এক টহলসেনা ঘোরাঘুরি করছিল। জোকির ডাক শুনে সে ছুটে এল। জোকি তার গায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলল– 'আমাকে আমীরে মেসেরের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। দ্রুত– অতিদ্রুত। সান্ত্রী মেয়েটাকে পিঠে তুলে সুলতান আইউবির বাসার দিকে ছুটে গেল।

♦♦♦

নিজকক্ষে বসে আলী বিন সুফিয়ানের কাছ থেকে রিপোর্ট নিচ্ছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। কক্ষে দুজন নায়েবও উপস্থিত আছেন। আলী বিন সুফিয়ান বিদ্রোহের আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। তা নিয়েই আলোচনা-পর্যালোচনা করছেন তাঁরা। চরম ভয়ার্ত অবয়বে কক্ষে প্রবেশ করল দারোয়ান। বলল, এক সিপাই একটা আহত মেয়েকে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, মেয়েটা নাকি আমীরে মেসেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে।

শুনেই আলী বিন সুফিয়ান ধনুক-থেকে-ছুটে-যাওয়া-তিরের মতো দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুলতান আইউবিও তাঁর পেছনে-পেছনে ছুটে গেলেন। ইত্যবসরে মেয়েটাকে ভেতরে নিয়ে আসা হয়েছে। সুলতান আইউবি বললেন, তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকো। মেয়েটাকে সুলতান আইউবির খাটের ওপর শুইয়ে দেওয়া হলো। মুহূর্তমধ্যে রক্তে আইউবির বিছানাপত্র সব লাল হয়ে গেল।

'ডাক্তার-কবিরাজ কাউকে ডাকতে হবে না' – ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়েটা বলল – 'আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।'

'কে আক্রমণ করল জোকি?' আলী বিন সুফিয়ান জিগ্যেস করলেন।

'আগে জরুরি কথাগুলো শুনুন' – জোকি বলল – 'উত্তর-পূর্ব দিকে ঘোড়া হাঁকান। দুজন অশ্বারোহী যেতে দেখবেন। দুজনেরই পোশাকের রং বাদামি। একটা ঘোড়া বাদামি, অপরটা কালো। লোকগুলোকে দেখতে ব্যবসায়ী মনে হবে। তাদের সঙ্গে সালার নাজির পত্র আছে, যেটা খ্রিস্টান সম্রাট ফ্রাংকের কাছে পাঠানো হয়েছে। নাজির এই সুদানি ফৌজ বিদ্রোহ করবে। আমি আর কিছু জানি না। আপনাদের সালতানাত কঠিন এক বিপদের সম্মুখীন। অশ্বারোহী দুজনকে পথেই ধরে ফেলুন। বিস্তারিত তাদের কাছ থেকে জেনে নিন।' বলতে-বলতে জোকি চৈতন্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজন ডাক্তার এসে পৌঁছলেন। তারা মেয়েটার রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা শুরু করলেন এবং মুখে ওষুধ খাইয়ে দিলেন। ওষুধের ক্রিয়ায়

www.pathagar.com

অল্প সময়ের মধ্যে জোকির বাক্‌শক্তি ফিরে এল। দরকারি বার্তা তো আগেই জানিয়ে দিয়েছে। এবার বিস্তারিত বলতে শুরু করল। নাজি ও আদরোশের কথোপকথন, তাকে নিজকক্ষে পাঠিয়ে দেওয়া, নাজির ক্ষুব্ধ হওয়া, দৌড়ঝাঁপ ও দুজন অশ্বারোহীর আগমন ইত্যাদি সমস্ত কথা। শেষে বলল, আক্রমণকারী লোকটা কে ছিল আমি জানি না। তবে আমার আঘাত খেয়ে সে যে-চিৎকারটা দিয়েছিল, তাতে বোঝা গেছে মানুষটা মহিলা।

জোকি আক্রমণের জায়গাটা চিহ্নিত করল। তখনই সেখানে দুজন লোক পাঠিয়ে দেওয়া হলো। জোকি বলল, আমার চিকিৎসা করে লাভ নেই; আমি বাঁচব না। তার পেটে ও পিঠে গভীর দুটা জখম।

জোকির রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছে না। বেশিরভাগ রক্ত আগেই ঝরে গেছে। মেয়েটা সুলতান আইউবির হাত ধরে চুমো খেয়ে বলল– 'আল্লাহ আপনাকে ও আপনার সাম্রাজ্যকে নিরাপদ রাখুন। আপনি পরাজিত হতে পারেন না। সালাহুদ্দীন আইউবির ঈমান কত পাকা আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না।' তারপর আলী বিন সুফিয়ানকে উদ্দেশ করে বলল– 'আমি কর্তব্যপালনে ত্রুটি করিনি। আপনি আমাকে যে-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, আমি তা পালন করেছি।'

'তুমি প্রয়োজনেরও বেশি কাজ করেছ' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'আমার তো ধারণাই ছিল না, নাজি এত ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তোমাকে জীবন দিতে হবে। আমি তোমাকে শুধু গোয়েন্দাগিরির জন্য পাঠিয়েছিলাম।'

'হায় আমি যদি মুসলমান হতাম!' – জোকি বলল – তার চোখে অশ্রু নেমে এল – 'আমার এ-কাজের বিনিময় যা দেবেন, আমার অন্ধ পিতা ও চিররুগ্না মাকে দিয়ে দেবেন। তাদের অক্ষমতাই বারো বছর বয়সে আমাকে নর্তকী বানিয়েছিল।'

জোকির মাথাটা কাত হয়ে একদিকে ঝুঁকে পড়ল। তার চক্ষুদ্বয় আধখোলা। ঠোঁটদুটোও এমনভাবে আছে, যেন মেয়েটা মিটমিটি হাসছে। ডাক্তার তার শিরায় হাত রাখলেন এবং সালাহুদ্দীন আইউবির মুখপানে তাকিয়ে মাথা নাড়ালেন। জোকির প্রাণপাখি আহত দেহের খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বললেন– 'মেয়েটার ধর্ম যা-ই থাকুক, তাকে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে দাফন করো। ইসলামের জন্য মেয়েটা নিজের জীবন দান করেছে। ইচ্ছে করলে আমাদের ধোঁকাও দিতে পারত।'

দারোয়ান কক্ষে প্রবেশ করে বলল, বাইরে একমহিলার লাশ এসেছে। আইউবি ও আলী বেরিয়ে দেখলেন। মধ্যবয়সি একমহিলার লাশ। অকুস্থলে দুটা খঞ্জর পাওয়া গেছে। এখানকার কেউ মহিলাকে চেনে না। এই মহিলা

www.pathagar.com

নাজির হেরেমের সেই চাকরানি, যে পুরস্কারের লোভে জোকির ওপর সংহারী আক্রমণ চালিয়েছিল।

জোকিকে রাতেই সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হলো। চাকরানির লাশ পূর্ণ অবজ্ঞার সাথে গর্তে নিক্ষেপ করা হলো। তবে দুটা কাজই সম্পাদন করা হলো অতি গোপনে।

সময় নষ্ট না করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি উন্নত জাতের আটটা তাগড়া ঘোড়া আর আটজন কমান্ডো নির্বাচন করে তাদের আলী বিন সুফিয়ানের কমান্ডে নাজির প্রেরিত লোকদুটাকে ধরতে পাঠিয়ে দিলেন।

জোকি ছিল মারাকেশের এক নর্তকী। কেউ জানত না তার ধর্ম কী ছিল। তবে মুসলমানও ছিল না, খ্রিস্টানও নয়। আলী বিন সুফিয়ান জানতে পারলেন, সুদানি ফৌজের সালার নাজি একজন কুচক্রী ও শয়তান-চরিত্রের মানুষ। তার অন্দর মহলের খবরাখবর বের করতে তিনি গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একটা তথ্য জানতে পারলেন, নাজি হাসান ইবনে সাব্বাহর ফেদায়িদের মতো প্রতিপক্ষকে রূপসি নারী আর হাশিশ দ্বারা ফাঁদে আটকিয়ে নিজের অনুগত বানান কিংবা হত্যা করান। আলী বিন সুফিয়ান বহু খোঁজাখুঁজির পর একব্যক্তির মাধ্যমে জোকিকে মারাকেশ থেকে আনালেন এবং কৌশলে নাজির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মেয়েটার মধ্যে এমনই জাদু ছিল যে, নাজি তাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে ফাঁসানোর কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু মেয়েটা যে তারই জন্য একটা পাতা ফাঁদ, তা তিনি জানতেন না।

সুলতান আইউবি ও আলী বিন সুফিয়ানের কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে নাজি নিজেই জোকির ফাঁদে আটকে গেলেন। জোকির মাধ্যমে তার গোপন সব তথ্য চলে যেতে শুরু করল আইউবি ও আলীর কানে। এই তথ্য গ্রহণ করা-ই ছিল মহড়ার দিন মেয়েটাকে নিজতাঁবুতে প্রবেশের অনুমতিদানের তাৎপর্য। তাঁবুতে নিয়ে সুলতান আইউবি মেয়েটার সঙ্গে প্রেমনিবেদন করেননি– নাজির কাছে থেকে তার প্রাপ্ত তথ্যাবলির রিপোর্ট গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটার দুর্ভাগ্য যে, নাজির হেরেমে তার শত্রু জন্মে গেল, তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটা হলো এবং তাকে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হলো।

◆◆◆

আটজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী নিয়ে ছুটে চলছেন আলী বিন সুফিয়ান। গন্তব্য দেশের উত্তর-পশ্চিম এলাকা। সম্রাট ফ্রাংকের হেডকোয়ার্টারের অবস্থান তাঁর জানা আছে। সে পর্যন্ত পৌঁছানোর পথঘাটও তাঁর চেনা।

www.pathagar.com

এখন পরদিন ভোরবেলা। রাতে তেমন বিশ্রাম নেননি। আরবি ঘোড়া ক্লান্ত হয়েও তাগড়া থাকে। দূরদিগন্তে খেজুরবীথির মধ্যে দুটা ঘোড়া দেখতে পেলেন আলী। রাস্তাবদল ও আড়ালের জন্য তিনি টিলার কোল ঘেঁষে-ঘেঁষে চলছেন। মরুভূমির ভেদরহস্য তাঁর জানা আছে। লোকালয় ফেলে তিনি এখন অনেক দূরে চলে এসেছেন। বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা নেই তাঁর।

চলার গতি আরো বাড়িয়ে দিলেন আলী বিন সুফিয়ান। সামনের দুই অশ্বারোহী আর তাঁর দলের মধ্যকার ব্যবধান কমপক্ষে চার মাইল ছিল। সেই দূরত্বটা তিনি কমিয়ে এনেছেন। কিন্তু তাঁর ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

আলী বিন সুফিয়ান ও তাঁর বাহিনী এখন খেজুরবীথির নিকটে এসে পৌঁছেছেন। সম্মুখের আরোহীদ্বয় দু-মাইল দূরে একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলছে। বোধহয় তাদের ঘোড়াও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তারা ঘোড়া থেকে নেমে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। পাহাড়ের আড়ালে বসে পড়েছে বলেই আলী বিন সুফিয়ান রাস্তা বদল করে ফেললেন।

দু-দলের মাঝে দূরত্বের ব্যবধান কমে আসছে। ব্যবধানটা এখন কয়েকশো গজের বেশি হবে না। সামনের আরোহীদ্বয় আড়াল থেকে প্রকাশ্যে চলে এসেছে। তারা পেছনের দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসা ঘোড়ার পদধ্বনি শুনে ফেলেছে। একদিকে সরে গিয়ে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আলী বিন সুফিয়ানের ঘোড়ার গতি আরো বেড়ে গেছে। ক্লান্তিতে বেহাল হওয়া সত্ত্বেও ঘোড়া কোনো আপত্তি জানাচ্ছে না। তারাও জানে, এই মিশনে আলী ও আইউবিকে সফল হতেই হবে। সুতরাং অবহেলা চলবে না।

দলবলসহ পাহাড়ের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন আলী। দুটা ঘোড়া সেপথে অতিক্রম করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু এখনো বেশি দূর যেতে পারেনি। সম্ভবত পিলেয় ভয় ধরে গেছে তাদের। হয়তোবা তারা বেরুবার পথ পাচ্ছে না। একবার ডানে, একবার বাঁয়ে ছোটাছুটি করে ফিরছে শুধু।

আলী বিন সুফিয়ান ঘোড়াগুলোকে এক সারিতে বিন্যস্ত করে সামনে-পেছনে ঘুরিয়ে দিয়ে পলায়মান অশ্বারোহীদের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। দু-দলের মধ্যকার দূরত্ব এখন মাত্র একশো গজ। এক তিরন্দাজ ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে তির ছুড়ল। তির একটা ঘোড়ার সামনের এক পায়ে গিয়ে বিদ্ধ হলো। ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। আরো কিছু দৌড়ঝাঁপের পর পলায়নপর লোকদুজন আলী-বাহিনীর বেষ্টনিতে এসে পড়ল। তারা অস্ত্রসমর্পণে বাধ্য হলো।

আলী বিন সুফিয়ান তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। তারা মিথ্যা বলল এবং নিজেদের ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিল। কিন্তু তল্লাশ নেওয়ার পর সেই বার্তাটা

www.pathagar.com

পাওয়া গেল, যেটা নাজি তাদের দিয়ে প্রেরণ করেছেন। উভয়কে হেফাজতে নিয়ে নেওয়া হলো। ঘোড়াগুলোকে বিশ্রামের জন্য সময় দেওয়া হলো। অভিযান সফল করে আলী বিন সুফিয়ান ফেরত রওনা হলেন।

অস্থির মনে অপেক্ষা করছেন সুলতান আইউবি। দিন কেটে গেছে। রাতটার অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে। মধ্যরাতে আইউবি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর দু-চোখের পাতা বুজে এসেছে। অপেক্ষায়-অপেক্ষায় কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়!

রাতের শেষ প্রহরে আইউবির কক্ষের দরজায় আলতো করাঘাত পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চোখ খুলে গেল। তিনি ধড়মড় করে উঠে দরজা খুললেন। দরজায় আলী বিন সুফিয়ান দাঁড়িয়ে। পেছনে দণ্ডায়মান তাঁর আট অশ্বারোহী ও দুজন কয়েদি।

সুলতান আইউবি আলী ও কয়েদিদের নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে গেলেন এবং নাজির পত্রখানা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। প্রথম-প্রথম তার চেহারার রং ফিকে হয়ে উঠলেও পরক্ষণেই মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে গেল।

নাজির বার্তাটা বেশ দীর্ঘ। সে খ্রিস্টানদের জনৈক সম্রাট ফ্রাংককে লিখেছে, অমুক দিন, অমুক সময় গ্রিস, রোমান ও অন্যান্য খ্রিস্টানদের সমুদ্রপথে রোম-উপসাগরের দিক থেকে সৈন্য নামিয়ে আক্রমণ করুন। আপনার আক্রমণের সংবাদ পেলেই পঞ্চাশ হাজার সুদানি সৈন্য আইউবির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। মিশরের নতুন বাহিনী একসঙ্গে আপনার আক্রমণ ও আমার বিদ্রোহের মোকাবেলা করতে পারবে না। বিনিময়ে সমগ্র মিশর কিংবা মিশরের সিংহভাগ অঞ্চলের শাসন আপনাকে দিয়ে দেব।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বার্তাবাহী লোকদুজনকে কয়েদখানার পাতাল প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখলেন। তৎক্ষণাৎ নিজের নতুন বাহিনী পাঠিয়ে নাজি ও তার নায়েবদের নিজগৃহে নজরবন্দি করে ফেললেন। হেরেমের সব কজন নারীকে মুক্ত করে দিলেন এবং নাজির যাবতীয় সম্পত্তি ক্রোক করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করলেন। কিন্তু সবগুলো অভিযানই গোপন রাখা হলো।

নাজির উদ্ধারকৃত পত্রে আক্রমণের যে-তারিখ ছিল, সুলতান আইউবি সেটি পরিবর্তন করে অন্য তারিখ লিখে দুজন বিচক্ষণ লোক সম্রাট ফ্রাংকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, তোমরা নিজেদের নাজির লোক বলে পরিচয় দেবে। তাদের রওনা করিয়ে সুলতান আইউবি সুদানি বাহিনীকে মিশরি বাহিনীর সঙ্গে একীভূত করার আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন।

আট দিন পর দূতরা ফিরে এল। তারা সম্রাট ফ্রাংককে নাজির পত্র পৌঁছিয়ে উত্তর নিয়ে এসেছে। ফ্রাংক লিখেছেন, আমার আক্রমণের দুদিন আগে যেন সুদানিরা বিদ্রোহ করে, যাতে আক্রমণ মোকাবেলা করার হুঁশ-জ্ঞান আইউবির না

www.pathagar.com

থাকে। আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবির অনুমতিক্রমে এই দূত দুজনকে নজরবন্দি করে রাখলেন, যাতে তথ্য ফাঁস হওয়ার কোনো আশঙ্কা না থাকে।

যেসব জায়গায় খ্রিস্টানদের নৌযান এসে ভিড়বার কথা, সুলতান আইউবি সেই স্থানগুলোতে নিজের সৈন্য লুকিয়ে রাখলেন।

পত্রে উল্লেখিত তারিখে সম্রাট ফ্রাংক আক্রমণ চালালেন। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে খ্রিস্টানদের সম্মিলিত বাহিনী রোম-উপসাগরে আত্মপ্রকাশ করল। ঐতিহাসিকদের পরিসংখ্যান অনুসারে খ্রিস্টানদের যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা ছিল একশো পঁচিশ। তার মধ্যে বারোটি ছিল অনেক বড়ো। সেগুলোতে সৈন্য বোঝাই করা ছিল, যারা মিশর আক্রমণ করতে এসেছিল। এই বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন এম্লার্ক, যার পালতোলা জাহাজগুলোতে রসদ ছিল। জাহাজগুলো একটার-পেছনে-একটা লাইন ধরে আসছিল।

প্রতিরক্ষার কমান্ড নিজের হাতে রাখলেন সুলতান আইউবি। তিনি খ্রিস্টানদের সাগরকূলে ভিড়বার সুযোগ দিলেন। সর্বাগ্রে বড়ো জাহাজটা নোঙর ফেলল। কিন্তু হঠাৎ – একেবারেই হঠাৎ তার ওপর আগুনের বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। এগুলো মিনজানিক দ্বারা নিক্ষিপ্ত গোলা। মুসলমানদের বর্ষিত এই অগ্নিগোলা খ্রিস্টানদের জাহাজ-কিশতিগুলোর পালে আগুন ধরিয়ে দিল। কাঠের তৈরী জাহাজগুলোর গায়েও আগুন ধরে গেল। অপর দিক থেকে মুসলমানদের লুকিয়ে-থাকা-জাহাজ এসে পড়ল।

তারাও খ্রিস্টানদের জাহাজের ওপর আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে শুরু করল। এখন মনে হচ্ছে, যেন রোম-উপসাগরে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে এবং সাগরটা দাউদাউ করে জ্বলছে। খ্রিস্টানদের জাহাজগুলো মোড় ঘুরিয়ে পরস্পর ধাক্কা খেতে ও একটা অপরটাতে আগুন ধরাতে শুরু করে দিল। নিরুপায় হয়ে জাহাজের খ্রিস্টান সেনারা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যারা কূলে এসে ভিড়ল, তারা সুলতান আইউবির তিরন্দাজদের নিশানায় পরিণত হলো।

ওদিকে নুরুদ্দীন জঙ্গি সম্রাট ফ্রাংকের দেশের ওপর আক্রমণ করে বসলেন। ফ্রাংক মিশর প্রবেশের জন্য তার বাহিনীকে স্থলপথে রওনা করিয়ে নিজে নৌবাহিনীতে যোগ দিলেন। নিজদেশে আক্রমণের সংবাদ শুনে অনেক কষ্টে তিনি দেশে ফিরে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, সেখানকার চিত্রই বদলে গেছে।

রোম-উপসাগরে খ্রিস্টানদের সম্মিলিত বহর অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সৈন্যরা আগুনে পুড়ে, পানিতে ডুবে ও আইউবির তির খেয়ে প্রাণ হারিয়েছে। তাদের এক কমান্ডার এম্লার্ক প্রাণে বেঁচে গেছেন। তিনি আত্মসমর্পণ করে সন্ধির আবেদন জানালে সুলতান আইউবি চড়া মূল্যের বিনিময়ে তা মঞ্জুর করলেন। গ্রিস ও সিসিলির কয়েকটা জাহাজ রক্ষা পেয়েছিল। সুলতান আইউবি

www.pathagar.com

তাদের জাহাজগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ফেরার পথে সমুদ্রে এমন ঝড় উঠল যে, সবগুলো জাহাজ নদীতে ডুবে গেল।

১১৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখ খ্রিস্টানরা তাদের পরাজয়ে স্বাক্ষর করল এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে জরিমানা পরিশোধ করল।

কিন্তু এই জয়ের পর সুলতান আইউবির জীবন ও তাঁর দেশ মিশর আগের তুলনায় বেশি সংকটাপন্ন হয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

ক্রুশেডারদের নৌবহর ও নৌসেনাদের রোম-উপসাগরে ডুবিয়ে দিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি এখনও মিশরের উপকূলীয় অঞ্চলেই অবস্থান করছেন। ইতিমধ্যে সাত দিন কেটে গেছে। সুলতান আইউবি তাদের থেকে জরিমানাও আদায় করে নিয়েছেন। কিন্তু রোম-উপসাগর এখনও একের-পর-এক নৌজাহাজ গলাধঃকরণ করে চলছে। উদ্‌গীরণ করছে মানুষের লাশ। মাঝি-মাল্লা ও সৈন্যরা আগুন-ধরে-যাওয়া-জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এখন এক-এক করে তাদেরই মরদেহগুলো ভেসে উঠছে।

দূরে মাঝদরিয়ায় সাত দিন পর আজও কয়েকটা জাহাজের পাল বাতাসে ফড়ফড় করে উড়ছে। কোনো মানুষ নেই তাতে। ছেঁড়া পাল জাহাজগুলোকে সমুদ্রের দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি জাহাজগুলোয় অনুসন্ধান চালাতে কয়েকটা নৌকা পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, যদি কোনো জাহাজ বা কিশতি অক্ষত থাকে, কাজে আসবার মতো হয়, তা হলে সেগুলো রশি দ্বারা বেঁধে টেনে নিয়ে এসো। আর যেগুলো অকেজো, সেগুলোর মালামাল বের করে এনো।

ভাসমান জাহাজগুলোর তল্লাশ নেওয়া হলো। যা-কিছু পাওয়া গেল, তার বেশিরভাগ অস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য আর মানুষের লাশ।

ভাসমান লাশগুলোকে সমুদ্রের ঊর্মিমালা ধরে-ধরে তীরে ছুড়ে মারছে। লাশগুলোর কতিপয় অগ্নিদগ্ধ, কিছু মৎস্যভক্ষিত। অসংখ্য লাশ এমন যে, সেগুলোর গায়ে এক বা একাধিক তির গাঁথা।

কাঠ-তক্তা ও ভাঙা কিশতি অবলম্বন করে সাঁতার কেটে-কেটে এখনও কিছু লোক কূলে এসে উঠছে। সমুদ্রের ঢেউ ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত ও ক্লান্ত-অবসন্ন ভাগ্যাহত লোকগুলোকে যাকে যেখানে ছুড়ে মারছে, তারা লাশের মতো সেখানেই পড়ে থাকছে আর মুসলমানরা তাদের তুলে আনছে। সমুদ্রতীরে মাইলের-পর-মাইল এই একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সুলতান আইউবি তাঁর বাহিনীকে মিশরের সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং যেখানেই কোনো শত্রুসেনা সমুদ্র থেকে তীরে উঠে আসবে, সঙ্গে-সঙ্গে তাকে শুকনো পোশাক আর পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করার এবং

www.pathagar.com

আহত হলে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তারপর বন্দিদের একস্থানে জড়ো করছেন।

ঘোড়ায় চড়ে উপকূলীয় এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন সুলতান আইউবি। ক্যাম্প ছেড়ে কয়েক মাইল পথ দূরে চলে গেছেন তিনি। সম্মুখে ছোটো-বড়ো অনেকগুলো টিলা। টিলার একদিকে সমুদ্র আর পেছনে ধু-ধু মরুপ্রান্তর। এই সবুজ-শ্যামল মরূদ্যানে সারি-সারি খেজুরগাছ ছাড়াও আছে নানা প্রকার মরুজাত গাছগাছালি, ঝোপঝাড়, বৃক্ষলতা।

সুলতান আইউবি ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে টিলার পাদদেশ বেয়ে এগিয়ে চলছেন। তাঁর সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর চার অশ্বারোহী। তিনি নিজের ঘোড়ার লাগাম রক্ষীদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাদের সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। তিনজন সালারও আছে তাঁর সঙ্গে। তাদের একজন হলেন সুলতান আইউবির অন্তরঙ্গ বন্ধু বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ। এ-যুদ্ধের মাত্র একদিন আগে তিনি আরব থেকে এসেছেন। তিনিও ঘোড়াটা রক্ষীদের হাতে দিয়ে সুলতানের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলেন।

এখন শীতকাল। সমুদ্র শান্ত। সুলতান আইউবি হাঁটতে-হাঁটতে অনেক দূর এগিয়ে রক্ষীদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। এখন তাঁর সামনে-পেছনে-বাঁয়ে উঁচু-উঁচু টিলা। ডানে বালুকাময় সমুদ্রতীর। দু-আড়াই গজ উঁচু একখণ্ড পাথরের ওপর উঠে দাঁড়ালেন সুলতান। দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন রোম-উপসাগরের প্রতি। তাঁর ঈমান-আলোকিত অবয়বে বিজয়ের আনন্দদীপ্তি। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন শান্ত-সমাহিত নীলাভ সমুদ্রপানে। হঠাৎ নাকে হাত চেপে বলে উঠলেন– 'কেমন উৎকট একটা দুর্গন্ধ আসছে, না?'

সমুদ্রতটে এদিক-ওদিক ঘুরতে শুরু করল সুলতান আইউবি ও তাঁর সালারদের দৃষ্টি। কীসের যেন একটা শব্দ কানে ভেসে এল তাদের। তারপর হালকা চেঁচামেচি ও ফড়ফড় আওয়াজ। শূন্য থেকে তিন-চারটা শকুন ডানা মেলে নিচে নামছে দেখা গেল। টিলার আড়ালে সমুদ্রতীরের দিকে নেমে এল শকুনগুলো। সুলতান আইউবি বললেন– 'লাশ আছে'।

তাঁরা ওদিকে এগিয়ে গেলেন। পনেরো-বিশ গজের বেশি যেতে হলো না। তিনটা লাশ। শকুনরা ভাগাভাগি করে খাচ্ছে মড়াগুলো। পাঞ্জা করে একটা মানবমুণ্ড নিয়ে উড়ে গেল একটা শকুন। উড়েই চক্কর কাটল আকাশে। হঠাৎ পাঞ্জা থেকে ছুটে মুণ্ডটা নিচে পড়ে গেল। পতিত হলো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ঠিক সম্মুখে।

মুণ্ডটার চোখদুটো খোলা, যেন তাকিয়ে আছে সুলতানের পানে। মুখের আকৃতি ও মাথার চুল বলছে, এটা কোনো এক খ্রিস্টানের মাথা। সুলতান

www.pathagar.com

আইউবি অনিমেষ নয়নে দীর্ঘক্ষণ মুণ্ডটার প্রতি তাকিয়ে থাকলেন। পরে সালারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'এদের মুণ্ড সেই ঈমানবিক্রেতা বিশ্বাসঘাতক মুসলমানদের মুণ্ড অপেক্ষা অনেক ভালো, যাদের ষড়যন্ত্রে আমাদেরই খেলাফত আজ নারী ও মদের বেদিতে বলি হতে চলেছে।'

'তারা ইঁদুরের মতো আমাদের ইসলামি সাম্রাজ্যকে কুরেকুরে খেয়ে চলছে।' বললেন এক সালার।

'আর আমাদের রাজারা তাদের কর দিচ্ছেন। ফিলিস্তিন আজ ইহুদিদের কবলে। মহামান্য সুলতান, আমরা কি আশা রাখতে পারি, ফিলিস্তিন থেকে আমরা ওদের তাড়াতে পারব?' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

'আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না শাদ্দাদ!' জবাব দিলেন আইউবি।

'আল্লাহর রহমত থেকে নয়– আমরা আমাদের ভাইদের থেকে নিরাশ হয়েছি।' বললেন অপর এক সালার।

'তুমি ঠিকই বলেছ। যে-আক্রমণ বাইরে থেকে আসে, আমরা তা প্রতিহত করতে পারি। তোমরা কেউ কি ভেবেছিলে, কাফেরদের এমন বিশাল সেনাবহর এই সামান্য শক্তি দ্বারা এরূপ সাফল্যের সঙ্গে আমরা সমুদ্রে ডুবিয়ে মারতে সক্ষম হব? তোমরা হয়তো অনুমান করতে পারনি, এই বহরে যে-পরিমাণ সৈন্য আসছিল, তারা সমগ্র মিশরে মাছির মতো ছেয়ে যেত! মহান আল্লাহ আমাদের সাহস দিয়েছেন। আমরা একটু কৌশল প্রয়োগ করে তাদের গোটা বহরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার বন্ধুগণ, যে-আক্রমণ ভেতর থেকে আসছে, তাকে অত সহজে তোমরা ঠেকাতে পারবে না। তোমার ভাই যখন তোমার ওপর আঘাত হানবে, তখন তুমি আগে ভাববে, সত্যিই কি কাজটা আমার ভাই করেছে, না-কি অন্য কেউ করল। তোমার মনে সংশয় জাগবে, আমি ভুল বুঝছি না তো! তুমি বাহুতে তার ওপর আঘাত হানার শক্তি পাবে না। আর যদি সাহস সঞ্চয় করে তরবারি উত্তোলন করে ফেল, তখন সুযোগ বুঝে দুশমন তোমাকে ও তাকে দুজনকেই খতম করে ফেলবে।' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সুলতান আইউবি।

সঙ্গীদের নিয়ে টিলার গা ঘেঁষে-ঘেঁষে সুলতান আইউবি সমুদ্রতীরের দিকে এগিয়ে চলছেন। হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ থেমে গেলেন। মাথা নুইয়ে বালি থেকে একটা কী যেন তুললেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বস্তুটা হাতের তালুতে নিয়ে সবাইকে দেখালেন।

কাঠের তৈরী একটা ক্রুশ। শক্ত একখণ্ড সুতোয় বাঁধা। শকুনরা যে-লাশগুলো খাচ্ছিল, সুলতান আইউবি সেগুলোর বিচ্ছিন্ন অঙ্গ নিরীক্ষা করলেন। তারপর সেই মুণ্ডটার প্রতি চোখ ফেললেন, যেটা শকুনের পাঞ্জা থেকে ছুটে তাঁর সামনে এসে পড়েছিল। তিনি দ্রুত হেঁটে আবার মুণ্ডটার কাছে গেলেন। তিনটা শকুন

www.pathagar.com

মুণ্ডটার মালিকানা নিয়ে লড়াই করছে। সুলতান আইউবিকে দেখে শকুনগুলো আড়ালে চলে গেল।

সুলতান মুণ্ডর ওপর ক্রুশটা রেখে দৌড়ে সালারদের কাছে ফিরে এলেন। বললেন– 'আমি একবার তাদের এক কয়েদি অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তার গলায়ও ক্রুশ ছিল। সে আমাকে বলেছিল, "যেসব খ্রিস্টান সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়, ক্রুশে হাত রেখে তাদের থেকে শপথ নেওয়া হয়, তারা ক্রুশের নামে জীবনবাজি রেখে লড়াই করবে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে সর্বশেষ মুসলমানটি খতম না করে ক্ষান্ত হবে না। এই অঙ্গীকারের পর প্রত্যেক সৈন্যের গলায় একটা করে ক্রুশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।" এখানে বালির মধ্যে আমি একটা ক্রুশ কুড়িয়ে পেয়েছি। কার ছিল জানি না। রেখে দিয়েছি ওই খুলিটার ওপর, যাতে তার আত্মা ক্রুশবিহীন না থাকে। লোকটা ক্রুশের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। একজন সৈনিককে তার শপথের মর্যাদা দেওয়া উচিত।'

'মাননীয় সুলতান, আপনার অবশ্যই জানা আছে খ্রিস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাসের মুসলিম নাগরিকদের কীরূপ কষ্ট দিচ্ছে। ওখানকার মুসলমানরা স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। লুণ্ঠিত হচ্ছে আমাদের মেয়েদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম। আমাদের বন্দিদের ওরা এখনও মুক্তি দেয়নি। তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। আমরা কি এর প্রতিশোধ নেব না?' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

'প্রতিশোধ নয়– নেব আমরা ফিলিস্তিন। কিন্তু ফিলিস্তিনের পথ যে আগলে দাঁড়িয়ে আছে আমাদেরই ভাইয়েরা! আমাদেরই শাসকগোষ্ঠী!' ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন সুলতান আইউবি।

হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে সুলতান আইউবি আরও বললেন– 'তারা ক্রুশে হাত রেখে সালতানাতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। আর আমি আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বুকে হাত রেখে শপথ নিয়েছি, ফিলিস্তিন উদ্ধার আমি করবই। আমি সম্প্রসারিত করে সালতানাতে ইসলামিয়ার সীমানাকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাব। কিন্তু আমার বন্ধুগণ, আমার কাছে আমাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে না। একটি সময় এমন ছিল, তখন তারা ছিল রাজা, আমরা ছিলাম যোদ্ধা। আর এখন আমাদের বড়োরা পরিণত হচ্ছেন রাজায় আর খ্রিস্টানরা যোদ্ধায়। উভয় জাতির গতি-প্রকৃতি দেখে আমার মনে হচ্ছে, একটা সময় এমন আসবে, যখন মুসলমানরা রাজায় পরিণত হয়ে যাবে ঠিক; কিন্তু তাদের ওপর শাসন চালাবে খ্রিস্টানরা। মুসলমান রাজা হওয়ার আনন্দেই বিভোর থাকবে। তারা বলবে, আমরা স্বাধীন; কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাদের স্বাধীনসত্তা বলতে কিছুই থাকবে না। তারা কাফেরদের দাসত্ব ছাড়া এক

www.pathagar.com

পা-ও হাঁটতে পারবে না। আমি ফিলিস্তিন উদ্ধারের সংকল্প নিয়েছি বটে; কিন্তু মুসলমানদের গাদ্দারি ঠেকাবে কে? খ্রিস্টানদের মস্তিষ্ক অনেক উর্বর। পঞ্চাশ হাজার সুদানি সৈন্যকে পুষছিল কারা? আমাদের খেলাফত নিজের আঁচলে পুষেছিল নাজি নামক একটা বিষধর সর্পকে। আমিই বোধহয় মিশরের প্রথম গভর্নর, যে দেখতে পেয়েছে, এই বাহিনী দেশের জন্য নিষ্প্রয়োজনই নয়– বিপজ্জনকও বটে। নাজির চক্রান্ত যদি ফাঁস না হতো, তা হলে আমরা এই বাহিনীর হাতে নিঃশেষ হয়েই গিয়েছিলাম।'

হঠাৎ সকলের কানে হালকা একটা শাঁ শব্দ ভেসে এল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা তির এসে গেঁথে গেল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির দু-পায়ের মাঝখানে বালিতে। তিরটা সুলতান আইউবির পিঠের দিক থেকে ছুটে এসেছে। সেদিকে দৃষ্টি ছিল না কারুর।

তিরটা যেদিক থেকে এসেছে, সহসা চমকে উঠে সবাই সেদিকে চোখ তুলে তাকাল। উঁচু-নিচু কয়েকটা টিলা ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। সবাই উঠে দাঁড়ালেন এবং দৌড়ে গিয়ে দেওয়ালের মতো উঁচু একটা টিলার আড়ালে আশ্রয় নিলেন। আরও তির আসবার আশঙ্কা আছে। খোলা মাঠে তিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাহাদুরি নয়। মুখে আঙুল রেখে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সজোরে শিস বাজালেন শাদ্দাদ। রেকাবে পা রেখে প্রস্তুত হয়েই ছিল রক্ষীবাহিনী। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে চলল তাদের ঘোড়াগুলো। সেইসঙ্গে তিনজন সালারও যেদিক থেকে তিরটা এসেছিল, সেদিকে ছুটে গেলেন। তিনজন তিন পথে টিলার ওপরে উঠে গেলেন। সালাহুদ্দীন আইউবিও তাদের পেছনে-পেছনে ছুটে গেলেন। দেখে সামনে থেকে এক সালার বললেন, আপনি আসবেন না সুলতান! কিন্তু তার বাধা মানলেন না সুলতান আইউবি।

ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছল রক্ষীবাহিনী। সুলতান আইউবি তাদের বললেন– 'ঘোড়াগুলো এখানে রেখে টিলার পেছনে যাও। ওদিক থেকে একটা তির এসেছে। যাকেই পাও, ধরে নিয়ে এসো।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি একটা টিলায় আরোহণ করলেন। চার দিক দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছোটো-বড়ো, উঁচু-নিচু অনেকগুলো টিলা চোখে পড়ল। তিনি সালারদের নিয়ে পেছন দিকে নেমে গেলেন। চারদিক ঘুরেফিরে দেখে আবার উঠে এলেন। টিলায় চোখ বুলিয়ে চতুর্দিক তাকালেন। কিন্তু এখানে নাম-গন্ধও নেই কোনো মানুষের।

পাথুরে এলাকার ভেতরে, ওপরে-নিচে, ডানে-বাঁয়ে সর্বত্র তন্নতন্ন করে খোঁজ নিল রক্ষীরা। কিন্তু কিছুই পেল না তারা।

www.pathagar.com

নিচে নেমে সুলতান আইউবি সেই জায়গাটায় এলেন, যেখানে বালিতে তিরটা বিদ্ধ হয়েছিল। তিনি সহকর্মীদের ডাকলেন এবং তিরটার গায়ে হাত রাখলেন। তিরটা এলিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সুলতান বললেন– 'দূর থেকে এসেছে; তাই পায়ের পাশে পড়েছে। অন্যথায় ঘাড়ে কিংবা পিঠে এসে বিদ্ধ হতো। আর বালিতেও বেশি গাঁথেনি।' সুলতান আইউবি তিরটা হাতে তুলে নিয়ে দেখলেন এবং বললেন, 'হাশিশিদের নয়– এটা খ্রিস্টানদের তির।'

'সুলতানের জীবন হুমকির সম্মুখীন।' এক সালার বললেন।

'আর চিরকাল হুমকির মধ্যেই থাকবে' – মুখে হাসি ফুটিয়ে সুলতান বললেন – 'আমি রোম-উপসাগরে কাফেরদের সেসব জাহাজ-কিশতি দেখতে বের হয়েছিলাম, যেগুলো মাঝি-মাল্লাবিহীন ভাসছিল। কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধুগণ, খ্রিস্টানদের কিশতি সমুদ্রে ভাসছে ভাববেন না। তারা আবার আসবে। আসবে বজ্রের গর্জন নিয়ে। আবার বর্ষিবেও। তারা আঘাত হানবে মাটির তল আর পিঠের পেছন থেকে। এখন থেকে খ্রিস্টানদের সঙ্গে আমাদের এমন লড়াই লড়তে হবে, যা শুধু সৈন্যরাই লড়বে না। সামরিক প্রশিক্ষণে আমি নতুন একটা মাত্রা যোগ করছি। তা হলো গোয়েন্দা লড়াই।'

তিরটা হাতে নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন সুলতান আইউবি। রওনা দিলেন ক্যাম্পের দিকে। তাঁর সালারগণও ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। একজন নিজের ঘোড়া সুলতানের ডান দিকে নিয়ে এলেন। একজন বাঁ দিকে। একজন অবস্থান নিলেন সুলতানের পেছনে ঠিক তার সন্নিকটে, যাতে কোনো দিক থেকে তির এলে সুলতানের গায়ে আঘাত হানতে না পারে।

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তির ছোড়া হলো। কিন্তু সেজন্য তাঁর বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা নেই। গুপ্তচর ও কমান্ডোরা মুসলমানদের কীরূপ ক্ষতিসাধন করছে, নিজের তাঁবুতে বসে সালারদের কাছে তারই বিবরণ দিচ্ছেন তিনি। তিনি বললেন–

'আলী বিন সুফিয়ানকে আমি একটি পরিকল্পনা দিয়েছিলাম; কিন্তু এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বিলম্ব না করে তোমরা নিজ-নিজ সিপাই ও কমান্ডারদের মধ্য থেকে এমন কিছু লোক বাছাই করো, যারা হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, বুদ্ধিমান, সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী ও উপস্থিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। তাদের মধ্যে থাকবে উটের মতো দিনের-পর-দিন ক্ষুৎ-পিপাসা সহ্য করার শক্তি আর সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার দক্ষতা। যাদের দৃষ্টি হবে ব্যাঘ্রের মতো সূক্ষ্ম, যারা দৌড়াতে পারবে খরগোশ ও হরিণের মতো। যারা বিনাঅস্ত্রে লড়াই করতে পারবে সশস্ত্র দুশমনের সঙ্গে। সর্বোপরি তাদের মধ্যে থাকবে না মদ-মাদকতার অভ্যাস।

www.pathagar.com

তারা লোভে পড়ে নীতিনৈতিকতা ত্যাগ করবে না। যত রূপসি নারীই তাদের হাতে আসুক, যত সোনাদানা, অর্থবৈভব তাদের পায়ে নিক্ষিপ্ত হোক, সব কিছু উপেক্ষিত হয়ে দৃষ্টি থাকবে তাদের কর্তব্যের প্রতি।...

'তোমরা তোমাদের অধীন সবাইকে বুঝিয়ে দাও, গুপ্তচরবৃত্তি, সৈন্যদের মাঝে অশান্তি ও অস্থিরতা বিস্তার এবং চেতনার দিক থেকে সৈন্যদের অথর্ব করে তোলার লক্ষ্যে খ্রিস্টানরা সুন্দরী মেয়েদের ব্যবহার করছে। আমি মুসলমানদের মাঝে একটা দুর্বলতা লক্ষ্য করছি যে, তারা নারীর প্রলোভনে অল্প সময়ে অস্ত্র ত্যাগ করে বসে। এমন কাজে আমি মুসলিম নারীদের কখনও দুমশনের এলাকায় পাঠাব না। আমরা নারীর ইজ্জতের মোহাফেজ। সেই ইজ্জতকে আমরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না। আলী বিন সুফিয়ানের হাতে কয়েকটা মেয়ে আছে। তারা মুসলমানও নয়, খ্রিস্টানও নয়। তারপরও আমি এর পক্ষপাতী নই।'

রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার তাঁবুতে প্রবেশ করে জানাল, আমার বাহিনীর লোকেরা কয়েকজন পুরুষ ও কয়েকটা মেয়েকে ধরে এনেছে। সুলতান আইউবি বাইরে বেরিয়ে এলেন। তিন সালারও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। বাইরে পাঁচজন লোক দণ্ডায়মান। পরিধানের লম্বা চোগা, মাথায় পাগড়ি আর ধরন-প্রকৃতি বলছে লোকগুলো বণিক। তাদের সঙ্গে সাতজন মেয়ে। সব কজনই যুবতি এবং একজন অপেক্ষা অপরজন অধিক রূপসি।

রক্ষীদের একজন – যে সুলতান আইউবির উদ্দেশে নিক্ষেপ-করা-তিরের উৎসের সন্ধানে গিয়েছিল – বলল, আমরা সমগ্র এলাকা তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করেছি; কিন্তু কোনো মানুষের সন্ধান পাইনি। তাই পেছনে আরও দূরে চলে গেলাম। হঠাৎ দেখলাম, এরা তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছে আর সঙ্গে তিনটা উটও আছে।

'এদের অনুসন্ধান নেওয়া হয়েছি কি?' এক সালার জিগ্যেস করলেন।

'হয়েছে। বলছে, এরা ব্যবসায়ী। আমরা এদের জিনিসপত্র সব খুলে দেখেছি। সবার দেহতল্লাশও নিয়েছি। কিন্তু এই খঞ্জরগুলো ছাড়া আর কোনো অস্ত্র পাইনি।' বলেই এক রক্ষী পাঁচটা খঞ্জর সুলতান আইউবির পায়ের কাছে রেখে দিল।

'আমরা মারাকেশের ব্যবসায়ী। যাব আলেকজান্দ্রিয়া। দুদিন আগে আমাদের অবস্থান ছিল এখান থেকে দশ ক্রোশ পেছনে। পরশু সন্ধ্যায় এই মেয়েগুলো আমাদের কাছে এসেছে। তখন এদের পরিধানের পোশাক ভেজা ছিল। তারা আমাদের জানাল, তারা সিসিলির বাসিন্দা। সৈন্যরা জোরপূর্বক তাদের ঘর থেকে ধরে এনে একটা জাহাজে তুলে নেয়। এরা গরিব পিতামাতার সন্তান।

www.pathagar.com

এরা বলছে, বিপুলসংখ্যক জাহাজ ও নৌকা রওনা হয়েছিল। এদের যে-জাহাজে তোলা হয়েছিল, তাতে কমান্ডারগোছের কয়েকজন লোক এবং বেশ কজন সৈন্যও ছিল। তারা নিজেরা মদ খেয়ে, এদেরও মদ খাইয়ে আমোদ করতে থাকল। সমুদ্রের এপারের নিকটবর্তী হলে জাহাজগুলোতে আগুনের গোলা নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করল। আগুন থেকে রক্ষার পেতে মানুষগুলো জাহাজ থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকল। তারা এদের একটা নৌকোয় বসিয়ে জাহাজ থেকে সমুদ্রে নামিয়ে ভাসিয়ে দিল। এরা বলছে, এদের কেউ নৌকা বাইতে জানে না। তাই মাঝি-মাল্লাবিহীন নৌকাটা সমুদ্রে হেলে-দুলে ভাসতে থাকল। পরে একদিন আপনা-আপনিই কূলে এসে ভিড়ল। আমরা কূলের কাছাকাছি অবস্থান করছিলাম। এরা আমাদের কাছে চলে এল। তখন এরা বড়ো বিপন্না ছিল। আমরা এদের আশ্রয় দিয়েছি। এই অসহায় নারীদের তাড়িয়েও দিতে পারছিলাম না; আবার বুঝেও আসছিল না, আমরা এদের কী করব। অগত্যা এদের নিয়ে আমরা সম্মুখে রওনা হই এবং একস্থানে এসে ছাউনি ফেলি। হঠাৎ এই অশ্বারোহীরা এলেন এবং আমাদের তল্লাশ নিতে শুরু করলেন। আমরা এর কারণ জানতে চাইলে তারা বললেন, এটা মিশরের গভর্নর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির নির্দেশ। আমরা অনুনয়বিনয় করে বললাম, তোমরা আমাদের সুলতানের কাছে নিয়ে চলো; তাঁকেই আমরা নিবেদন করব, যেন এই অসহায় মেয়েগুলোকে তিনি তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে নেন। সফরে আমরা এদের কী করব।'

মেয়েগুলোর সঙ্গে কথা বললে তারা সিসিলি ভাষায় উত্তর দিল। তাদের খুব সন্ত্রস্ত মনে হলো। দু-তিনজন একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। সুলতান আইউবি বণিকদের জিগ্যেস করলেন, তোমরা কি কেউ এদের ভাষা বোঝ? একজন বলল, আমি বুঝি। এরা নিবেদন করছে, 'সুলতান যেন এদের তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে নেন।' বলছে, 'আমরা বণিক কাফেলার সঙ্গে যেতে রাজী নই। এমনও হতে পারে, পথে দস্যুরা আমাদের তুলে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া এখন যুদ্ধ চলছে। সর্বত্র খ্রিস্টান ও মুসলিম সেনারা গিজগিজ করছে। আমরা সৈন্যদর অনেক ভয় পাই। ঘর থেকে যখন আমাদের অপহরণ করা হয়, তখন আমরা কুমারী ছিলাম। কিন্তু জাহাজে সৈন্যরা আমাদের কৌমার্য ছিনিয়ে নিয়েছে।'

একমেয়ে কিছু বললে বণিক তার তরজমা করল– 'মেয়েটা বলছে, আমাদের মুসলমানদের রাজার কাছে পৌঁছিয়ে দিন; তিনি হয়তো আমাদের প্রতি সদয় হবেন।'

আরেক মেয়ে মুখ খুলল। বণিক বলল, এই মেয়েটা বলছে– 'আমাদের আর যা-ই করুন, সৈন্যদের হাতে তুলে দেবেন না। কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমান বিয়ে করবে এই নিশ্চয়তা পেলে আমি মুসলমান হয়ে যাব।'

www.pathagar.com

দু-তিনটা মেয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে মুখ লুকোবার চেষ্টা করছে। তাদের চেহারায় ভীতির ছাপ। ভয়ে কিংবা লজ্জায় তারা কথা বলতে পারছে না।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বললেন, এদের বলো, এরা খ্রিস্টানদের কাছে ফিরে যাক আর না যাক, আমরা কিন্তু এদের মুসলমান হতে বাধ্য করব না। এই যে মেয়েটা একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের স্ত্রী হওয়ার শর্তে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে, তাকে বলো, আমি তার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছি না। কেননা, মেয়েটা এক অপারগ ও বিপদগ্রস্ত অবস্থায় মুসলমান হতে চাচ্ছে। তাদের বলো, আমার প্রতি যদি তাদের আস্থা থাকে, তা হলে আমি তাদের মুসলিম নারীর মতোই আমার আশ্রয়ে নিয়ে নেব। রাজধানীতে পৌঁছে আমি তাদের 'জেরুজালেমে' খ্রিস্টান পাদরিদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।

দোভাষী বণিকের মাধ্যমে সুলতান আইউবির সিদ্ধান্তের কথা শুনে মেয়েরা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাদের চোখে-মুখে আনন্দের দ্যুতি ফুটে উঠল। তারা সুলতান আইউবির এই সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করল। সুলতান আইউবি মেয়েদের জন্য আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা করলেন এবং বাইরে সর্বক্ষণ একজন প্রহরী নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দিলেন।

বন্দি মেয়েদের তাঁবু কোথায় স্থাপন করা হবে বলতে যাচ্ছিলেন সুলতান। এমন সময় তাঁর সম্মুখে হাজির করা হলো ছয়জন কয়েদি। লোকগুলোর পরনের কাপড় ভিজা ও বালিমাখা। স্থানে-স্থানে রক্তের দাগ। লাশের মতো পাণ্ডুর চেহারা। বিধ্বস্ত শরীর।

কমান্ডার জানাল– 'এরা এখান থেকে দু-মাইল দূরে সমুদ্রতীরে বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। সমুদ্রে একটা ভাঙা নৌকায় ভাসছিল এরা। ভেতরে পানি ঢুকে একদিন নৌকাটা ডুবে গেল। সাঁতার কেটে বহু কষ্টে কূলে এসে উঠেছিল বাইশজন। এখন জীবিত আছে মাত্র এই ছয়জন।

তারা খ্রিস্টান বাহিনীর সদস্য। লোকগুলো সুলতান আইউবির সামনে এসে ধপাস করে বসে পড়ল। একজনের চেহারা বলছে, লোকটা সাধারণ কোনো সৈনিক নয়। সে কোঁকাচ্ছে। তার পোশাকে রক্তের দাগ নেই; আহতদের চেয়ে তারই বেশি কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হলো। লোকটা মেয়েগুলোর প্রতি একনজর তাকিয়ে আবার কোঁকাতে শুরু করল।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির নির্দেশ ছিল, যখন যে ধরা পড়বে, তাকেই যেন তাঁর সামনে হাজির করা হয়। সমুদ্রে বাহিনীর নৌযান ও সেনাবহর ধ্বংস হওয়ার পর এখন প্রাণে রক্ষা-পাওয়া-সেনারা একের-পর-এক বন্দি হচ্ছে আর সুলতান আইউবির সম্মুখে নীত হচ্ছে। সুলতান আইউবি নতুন-আনা এ-বন্দিদের প্রতিও চোখ তুলে তাকালেন; কিন্তু কিছুই বললেন না। তবে অফিসার

www.pathagar.com

গোছের যে-লোকটা বেশি কোঁকাচ্ছিল এবং যার পোশাকে রক্তের দাগ নেই, তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নিরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে সালারদের বললেন– 'আলী বিন সুফিয়ান এখনও এল না! এই বন্দিদের তো অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার ছিল। এদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়ার প্রয়োজন ছিল।' এক কয়েদির প্রতি ইঙ্গিত করে সুলতান বললেন– 'এই লোকটা কমান্ডার বলে মনে হচ্ছে। একে চোখে-চোখে রাখতে হবে। আলী বিন সুফিয়ান এলে বলবে, এদের যেন ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য বের করে। সম্ভবত এই লোকটা ভেতরে চোট পেয়েছে, হাড়গোড় ভেঙে গেছে। এদের এখনই আহত কয়েদিদের তাঁবুতে পাঠিয়ে দাও, খাবার-পানি দাও, ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা করাও।'

ছয় পুরুষ বন্দিকে নির্ধারিত তাঁবুর দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। মেয়েগুলো একদৃষ্টে তাদের প্রতি তাকিয়ে থাকল। পরে তাদেরও নিয়ে যাওয়া হলো।

♦♦♦

সেনাক্যাম্পের অল্প দূরে মেয়েদের জন্য তাঁবু স্থাপন করা হচ্ছে। সেখান থেকে কয়েকশো গজ ব্যবধানে আহত বন্দিদের ছাউনি। সেখানেও নতুন আরেকটা তাঁবু স্থাপন করা হচ্ছে। পাশেই মাটিতে পড়ে আছে ছয় নতুন আহত বন্দি। মেয়েগুলো তাদের প্রতি তাকিয়ে আছে।

তাঁবুদুটো দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েরা তাদের তাঁবুতে চলে গেছে। আহত বন্দিদের নতুন তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। মেয়েদের তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে গেল এক প্রহরী। অল্পক্ষণের মধ্যে খাবারও এসে পড়ল। মেয়েরা আহার করল। একমেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে নতুন আহত বন্দিদের তাঁবুর দিকে তাকিয়ে থাকল। এখন আর তার চেহারায় ভীতির ছাপ নেই। প্রহরী তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সে-ও প্রহরীর দিকে তাকাল। দুজনের চোখাচোখি হলো। মেয়েটা মুখে হাসি টেনে প্রহরীকে ইঙ্গিতে বলল, আমি একটু ওই আহত লোকগুলোর তাঁবুতে যেতে চাই। প্রহরীও ইশারায় তাকে বারণ করল। তাঁবু থেকে বের হয়ে মেয়েদের কোথাও যাওয়ার বা কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি নেই। মেয়েদের ও আহত পুরুষ বন্দিদের তাঁবুর মাঝে অনেকগুলো গাছ। বাঁ দিকে ঝোপঝাড়ে আচ্ছন্ন মাটির একটা টিলা।

সূর্য ডুবে গেছে। রাত আঁধার হতে চলেছে। নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে প্রকৃতি। রাতের নিস্তব্ধতায় আহত বন্দিদের কোঁকানির শব্দ ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। দূরবর্তী রোম-উপসাগরের কলকল ধ্বনিও চাপা গুঞ্জনের মতো কানে আসতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির তাঁবুতে বিরাজ করছে দিনের পরিবেশ। সেখানে কারও চোখে ঘুম নেই। তিনজন সালার উপবিষ্ট সুলতানের কাছে।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি পুনরায় বললেন– 'আলী বিন সুফিয়ান এখনও এল না?' তাঁর কণ্ঠে অস্থিরতার সুর। একটু থেমে আবার বললেন– 'তার দূতও তো আসেনি, না?'

'কোনো অসুবিধা হলে তো সংবাদ পেতাম। আশা করি, সেখানে সবই ঠিক আছে।' এক সালার বললেন।

'আশা তো এমনই করা উচিত। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার সৈন্যই যদি বিদ্রোহ করে বসে, তা হলে তো সামলানো কঠিন হবে। আমাদের সৈন্য মাত্র সাড়ে তিন হাজার। দেড় হাজার অশ্বারোহী আর দু-হাজার পদাতিক। তাদের মোকাবেলায় সুদানিরা সংখ্যায় অনেক বেশি। তা ছাড়া তারা অভিজ্ঞও বটে।' বললেন সুলতান আইউবি।

'নাজি ও তার সহচরদের নির্মূল করার পর এখন বিদ্রোহ সম্ভব হবে বলে মনে করি না। সামরিক অভ্যুত্থান বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছাড়া হয় না।' বললেন অপর এক সালার।

'আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখা ভালো। কিন্তু এর জন্য যে আমার আলীকে দরকার!' বললেন সুলতান আইউবি।

ক্রুশেডারদের প্রতিরোধ-অভিযানে সুলতান আইউবি নিজেই এসে পড়েছেন এখানে। সুদানি সৈন্যদের বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকায় আলী বিন সুফিয়ানকে রেখে এসেছেন রাজধানীতে। এতক্ষণে ফিরে এসে তাঁর সুলতানকে সেখানকার পরবর্তী পরিস্থিতি অবহিত করার কথা। কিন্তু আলী এলেন না এখনও। তাই সুলতান অস্থির। ধীরে-ধীরে বেড়ে চলছে তার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা।

কায়রোর পরিস্থিতি নিয়ে সালারদের সঙ্গে কথা বলছেন সুলতান আইউবি। গোটা ক্যাম্প গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। জেগে আছে শুধু সুলতান আইউবির আশ্রিত সেই সাতটা মেয়ে। পরদা ফাঁক করে তাঁবুর ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল প্রহরী। ভেতরে বাতি জ্বলছে। টের পেয়ে জাগ্রত মেয়েগুলো ঘুমের ভান করে নাক ডাকতে শুরু করল। প্রহরী মেয়েগুলোকে গণনা করে দেখল। ঠিক আছে – সাতজনই। সবাই ঘুমিয়ে আছে। প্রহরী পরদাটা ছেড়ে দিয়ে সরে এল এবং তাঁবুর কোল ঘেঁষে বসে পড়ল।

তাঁবুর পরদাঘেঁষে শয়িত মেয়েটা নিচ থেকে পরদাটা উঁচু করে সন্তর্পণে বাইরে তাকাল। পাশের মেয়েটার কানে-কানে বলল, 'বসে পড়েছে'। এভাবে এক-এক করে সব কটা মেয়ের কানে খবর পৌঁছে গেছে, প্রহরী বসে পড়েছে।

তাঁবুর অপর দরজার কাছ ঘেঁষে যে-মেয়েটা শুয়ে আছে, সাবধানে উঠে বসল সে। বিছানায় একটা কম্বল এমনভাবে ছড়িয়ে রাখল যে, দেখতে মনে হলো, কম্বলের তলে একজন মানুষ শুয়ে আছে।

www.pathagar.com

পা টিপেটিপে মেয়েটা দরজার কাছাকাছি চলে এল এবং পরদা সরিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ল। অপর ছজন ধীরে-ধীরে নাক ডাকতে শুরু করল।

প্রহরী জানে, এরা সমুদ্রের করাল বিপদ থেকে উদ্ধার-পাওয়া-আশ্রিতা – কোনো বিপজ্জনক বন্দি নয়। তাই সে নিশ্চিন্ত মনে বসে-বসে ঝিমোচ্ছে।

মেয়েটা পা টিপেটিপে টিলা অভিমুখে হাঁটা দিল। প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে টিলার কাছে পৌঁছে মোড় নিল আরেকটা তাঁবুর দিকে। নতুন ছয় বন্দি অবস্থান করছে এ-তাঁবুতে। অন্ধকার রাত। অনেকগুলো গাছও আছে এখানে। তাই প্রহরীরা মেয়েটাকে দেখে ফেলার কোনোই জো নেই এখন।

মেয়েটা বসে পা-পা করে এগিয়ে চলছে সম্মুখে। বালির ঢিপির মতো কতগুলো কী যেন দেখা যাচ্ছে সামনে। সেগুলোর আড়ালে-আড়ালে বিড়ালের মতো পা টিপেটিপে তাঁবুর নিকটে চলে এল মেয়েটা। দরজার সামনে টহল দিচ্ছে এক প্রহরী।

মেয়েটা একটা ঢিপির আড়ালে শুয়ে পড়ল। কিন্তু প্রহরী কালো ছায়ার মতো মানুষটাকে দেখে ফেলেছে। মেয়েটা এখন দুই প্রহরীর মাঝে। একজন নিজতাঁবুর প্রহরী, অপরজন অন্য জখমিদের তাঁবুর। তার আশঙ্কা, জখমিদের তাঁবুর প্রহরী এদিকে এলে নিশ্চিত ধরা খেয়ে যাবে।

এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে প্রহরী অন্য জখমিদের তাঁবুর দিকে চলে গেল। এ-সুযোগে হামাগুড়ি দিয়ে মেয়েটা তাঁবুর সন্নিকটে পৌঁছে গেল এবং পরদা তুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

তাঁবুর ভেতরটা অন্ধকার। ক্ষীণ শব্দে কোঁকাচ্ছে দু-তিনজন জখমি। সম্ভবত তাঁবুর পরদা ফাঁক হওয়া দেখে ফেলেছে তাদের একজন। তাই অস্ফুট স্বরে জিগ্যেস করল– 'কে?'

'কে?' প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে মেয়েটা ফিস্‌ফিসিয়ে জিগ্যেস করল, 'রবিন কোথায়?'

জবাব এল, ওই ওদিকে তৃতীয়জন।

গণনা করে মেয়েটা তৃতীয়জনের কাছে চলে গেল এবং পা ধরে নাড়া দিল। আওয়াজ এল– 'কে?'

মেয়েটি অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল– 'মুবি'।

ধড়মড় করে উঠে বসল রবিন। হাত বাড়িয়ে টেনে দুই বাহুর বন্ধনে নিয়ে নিল মেয়েটাকে। শুইয়ে দিল নিজের বিছানায়। নিজের ও তার গায়ের ওপর একটা কম্বল ছড়িয়ে দিয়ে বলল– 'প্রহরী এসে পড়তে পারে; আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকো।'

www.pathagar.com

রূপসি কন্যা মুবির যৌবনদীপ্ত দেহের উষ্ণতা গ্রহণ করল রবিন। মধুর মৌনতায় কাটল কিছুক্ষণ। তারপর রবিন বলল, তোমার-আমার এই মিলনে আমি বিস্মিত। এ এক অলৌকিক ঘটনা। এতেই প্রমাণিত হয়, যিশুখ্রিস্ট আমাদের সাফল্য মঞ্জুর করেছেন।

ছয় আহত কয়েদির যেলোকটাকে সুলতান আইউবি ব্যতিক্রমী ও উচ্চপদস্থ সেনা-অফিসার বলে অনুমান করেছিলেন, রবিন সেই ব্যক্তি। সুলতান আইউবি বলেও দিয়েছিলেন– 'একে সাধারণ সিপাই বলে মনে হয় না; এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে; আলী বিন সুফিয়ান এসে তদন্ত করবে।'

'তোমার জখম কেমন? হাড়গোড় ভেঙে যায়নি তো?' জিগ্যেস করল মুবি।

'আমি পুরোপুরিই ঠিক আছি। শরীরের কোথাও একটা আঁচড়ও নেই। আইউবির সামনে ভান ধরেছিলাম মাত্র।' জবাব দিল রবিন।

'তা হলে এখানে এসেছ কেন?' মেয়েটা জিগ্যেস করল।

'মিশর প্রবেশ করে আমি সুদানি বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু ইসলামি ফৌজ সর্বত্র ছড়িয়ে থাকার ফলে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে ঢুকবার কোনো পথ পাইনি। অবশেষে আমি কৌশলের আশ্রয় নিলাম। এই পাঁচজন জখমিকে খুঁজে জড়ো করে জখমির ভান ধরে এদের সঙ্গে ঢুকে পড়লাম। এখন তো পালাবারও কোনো পথ পাচ্ছি না।' জবাব দিল রবিন।

এবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রবিন বলল– 'তুমি আমার দুটা প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রথম প্রশ্ন, আইউবিকে আমি জিন্দা দেখেছি। এর কারণটা কী? তির শেষ হয়ে গেছে, নাকি হারামখোরটা কাপুরুষ হয়ে গেছে? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, তোমরা সাতটা মেয়ের সব কজন মুসলমানদের হাতে বন্দি হলো কেন? ওরা পাঁচজন মরে গেছে, নাকি পালিয়ে গেছে?'

'না, তারা জীবিত আছে। তুমি বলছ, যিশুখ্রিস্ট আমাদের বিজয় মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু আমি বলছি, খোদা আমাদের কোনো একটা পাপের শাস্তি দিচ্ছেন। আর সালাহুদ্দীন আইউবির এখনও জীবিত থাকার কারণ হলো, তিরটা তার দু-পায়ের মাঝে বালিতে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিল।' বলল মুবি।

'তিরটা কি কোনো নারী ছুড়েছিল? ক্রিস্টোফর কোথায় ছিলেন?' রবিন জানতে চাইল।

'না, তির ক্রিস্টোফর নিজেই ছুড়েছিলেন। কিন্তু...।'

'কিন্তু ক্রিস্টোফরের তির ব্যর্থ গেছে, তাই না? যার তিরন্দাজি দেখে সম্রাট অগাস্টাস অভিভূত হয়েছিলেন, এখানে এসে তার নিশানা এমনই ব্যর্থ হয়ে গেল যে, ছয় ফুট দীর্ঘ আর তিন ফুট চওড়া একটা সালাহুদ্দীন তাঁর আক্রমণ থেকে

www.pathagar.com

বেঁচে গেল! অভাগার হাতটা বোধ হয় ভয়ে কেঁপে উঠেছিল।' বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল রবিন।

'ব্যবধানটা অনেক ছিল। তা ছাড়া ক্রিস্টোফর বলেছেন, ধনুক থেকে বের হবে-হবে অবস্থায়ই তিরটা লক্ষ্যহীনভাবে বেরিয়ে গেছে।'

'তারপর কী হলো?'

'যা হওয়ার ছিল, তা-ই হলো। সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে তিনজন কমান্ডার ও চারজন দেহরক্ষী ছিল। তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের ভাগ্য ভালো ছিল। ক্রিস্টোফর টিলার আড়ালে-আড়ালে নিরাপদে ফিরে এলেন। আমরা তির-ধনুকগুলো বালিতে পুঁতে ফেলে ওপরে উট বসিয়ে রাখি। আইউবির সিপাইরা এসে পড়লে ক্রিস্টোফর জানালেন, তারা পাঁচজন মারাকেশি বণিক আর আমরা ছটা মেয়ে সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে তাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছি। মুসলিম সৈন্যরা আমাদের সামানপত্র অনুসন্ধান করে ব্যবসার পণ্য ছাড়া আর কিছুই পায়নি। তারা আমাদের সবাইকে সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে নিয়ে গেল। আমরা ভাবে বোঝালাম, আমরা সিসিলি ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানি না। ক্রিস্টোফর আইউবিকে বললেন, তিনি আমাদের ভাষা বোঝেন। আমরা মেয়েরা চেহারায় ভীতি ও শঙ্কার ভাব ফুটিয়ে তুললাম।'

সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে আরও যেসব কথা হয়েছে, রবিনকে সবিস্তার সব শোনাল মুবি। এই সাতটা মেয়ে ও বণিকবেশি পাঁচ মারাকেশি পুরুষ আক্রমণের দুদিন আগে কূলে অবতরণ করেছিল। তারা ক্রুশেডারদের অভিজ্ঞ গুপ্তচর ও সেনাকমান্ডার। মেয়েগুলোও গোয়েন্দা। তারা অত্যন্ত রূপসি। গুপ্তচরবৃত্তি ও চরিত্র-ধ্বংসের বিশেষ প্রশিক্ষণ আছে তাদের। গোপনে হত্যাকাণ্ড সংঘটনেও তারা বেশ পারদর্শী। পুরুষ পাঁচজনের মিশন ছিল সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করা আর নাজির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। মিশরের ভাষা অনর্গল বলতে পারে মেয়েগুলো। কিন্তু সেই তথ্য সালাহুদ্দীন আইউবির সামনে তারা গোপন রাখল। রবিন ছিল এ-মিশনের প্রধান। নাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরিকল্পনা ছিল তার। কিন্তু তারা সালাহুদ্দীন আইউবি ও আলী বিন সুফিয়ানের সতর্ক কৌশলের সঙ্গে পেরে উঠল না।

'তোমরা কি আইউবিকে ফাঁদে ফেলতে পার না?' জিগ্যেস করল রবিন।

'এখানে সবে প্রথম রাত। আমাদের ব্যাপারে তিনি যে-সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যদি তা সত্যমনে দিয়ে থাকেন, তা হলে তার অর্থ হলো, তিনি মানুষ নন– আস্ত একটা পাথর। আমাদের কারুর প্রতি যদি তাঁর কোনো আকর্ষণ থাকত, তা হলে তিনি রাতে কাউকে-না-কাউকে নিজের তাঁবুতে অবশ্যই ডেকে পাঠাতেন। লোকটাকে হত্যা করাও অত সহজ নয়। একবারই তিনি উপকূলে এসেছিলেন।

www.pathagar.com

তখন তির ছোড়া হলো এবং ব্যর্থ গেল। তিনি সব সময় সালার ও রক্ষীদের প্রহরাবেষ্টনিতে থাকেন। এদিকে একজনমাত্র প্রহরী আমাদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে আর তার তাঁবুটা ঘিরে রেখে আছে গোটা রক্ষী ইউনিট।'

'ওরা পাঁচজন কোথায়?' জিগ্যেস করল রবিন।

'ওই তো সামান্য দূরে। আপাতত সেখানেই থাকবে।' জবাব দিল মুবি।

শোনো মুবি, এই পরাজয় আমাকে পাগল করে তুলেছে। এই ব্যর্থতার সবটুকু দায় যেন আমার ঘাড়ে এসে চাপছে। ক্রুশের ওপর হাত রেখে শপথ তো আমরা সকলেই নিয়েছি। কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের শপথ আর আমার মতো একজন দায়িত্বশীলের শপথে পার্থক্য আছে। তুমি আমার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করো। আমার কর্তব্যসমূহকে সামনে রেখে বিবেচনা করো। যুদ্ধের অন্তত অর্ধেকটা আমাদের মাটির তল থেকে আর পিঠের পেছন থেকে আক্রমণ করে জয় করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমি, তোমরা সাতজন আর তারা পাঁচজন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি। এই ক্রুশ আমার থেকে জবাব চাইছে।'

গলায় ঝুলন্ত ক্রুশটা হাতে নিয়ে রবিন বলল– 'এটি আমি আমার বুক থেকে আলাদা করতে পারি না।'

রবিন মুবির বুকে হাত বুলিয়ে তার ক্রুশটাও হাতে নিয়ে বলল– 'তুমি তোমার পিতামাতাকে ধোঁকা দিতে পার; কিন্তু এই ক্রুশের মর্যাদার সুরক্ষায় উদাসীন হতে পার না। তোমার ওপর যে-দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা তোমাকে পালন করতেই হবে। খোদা তোমাকে যে-রূপ দান করেছেন, তা-ই তোমাকে পাথর চিড়ে পথ করে দেবে। আমি তোমাকে আবারও বলছি, আমাদের এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত মিলন প্রমাণ করে, সফল আমরা হবই। আমাদের বাহিনী রোম-উপসাগরের ওপারে সংগঠিত হচ্ছে। যারা মারা গেছে, তারা তো গেছে। যারা জীবিত আছে, তারা জানে, এটা কোনো পরাজয় নয়– এ ছিল একটা প্রতারণা। তুমি তোমার তাঁবুতে ফিরে যাও; সঙ্গী মেয়েদের বলো, তারা যেন তাঁবুতেই পড়ে না থাকে। সালাহুদ্দীন আইউবি ও তার সালারদের সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎ করে যেন তাদের মন গলানোর চেষ্টা করে এবং মুসলমানের ভান ধরে। তারপর কী করতে হবে, সে তাদের জানা আছে।'

'সবার আগে আমাদের জানা দরকার, ঘটনাটা আসলে কী ঘটল? সুদানিরা কি আমাদের ধোঁকা দিল?' মুবি বলল।

'তা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। আক্রমণের অনেক আগে মিশরে কর্তব্যরত আমার গুপ্তচরদের মাধ্যমে আমি তথ্য পেয়েছিলাম, সুদানি সৈন্যদের ওপর সালাহুদ্দীন আইউবির আস্থা নেই। অথচ তারা মিশরে মুসলমানদের নিজস্ব বাহিনী। আইউবি এসে যখন মিশরি বাহিনী গঠন করলেন, তখন তারা এই

www.pathagar.com

বাহিনীতে যোগ দিতে অসম্মতি জানাল। তাদের কমান্ডার নাজি আমাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করল। আমি নিজে তার পত্র দেখে সত্যায়ন করেছি, হাঁ; এটি নাজিরই চিঠি এবং এতে কোনো প্রতারণা নেই। এখন আমার জানতে হবে, এমনটা কেন ঘটল এবং কে ঘটাল। তথ্য বের করে নিশ্চিত না হয়ে আমি ফিরছি না। সম্রাট অগাস্টাস বড়ো গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, আমি মুসলমানদের ঘর থেকে তাদের একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে তাদের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে পারব। এখন চিন্তা করো মুবি, এ-ঘটনায় অগাস্টাস কেমন মারাত্মক একটা চোট পেয়েছেন! তিনি কি আমাকে মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা কোনো লঘু শাস্তি দিয়ে রক্ষা করবেন? ওপরন্তু ক্রুশের অভিশাপ তো আছেই।' বলল রবিন।

'আমি সবই জানি রবিন। আবেগ ছেড়ে কাজের কথা বলো। এখন আমার করণীয় কী তা-ই বলো।' মুবি বলল।

রবিন শোচনীয় পরাজয়ের কথা স্মরণ করে অবচেতন মনে কথা বলছে। মুবির মতো চিত্তাকর্ষক এক রূপসি তরুণী যে তার বুকের সঙ্গে জড়ানো, একটা সুন্দরী তরুণীর রেশমকোমল এলো কেশগুচ্ছ যে তার মুখমণ্ডলের অর্ধেকটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সে খবরই তার নেই। হঠাৎ মেয়েটার কোমল চুলের পরশ অনুভব করে রবিন বলে উঠল, মুবি, তোমার এই চুল এমনই শক্ত শিকল যে, সালাহুদ্দীন আইউবিকে এই শিকলে একবার বাঁধতে পারলেই দেখবে, বেটা তোমার গোলাম হয়ে গেছে। কিন্তু সর্বাগ্রে তোমাকে যে-কাজটি করতে হবে, তা হলো, ক্রিস্টোফর ও তার সঙ্গীদের বলবে, তারা যেন বণিকের বেশ ধারণ করে নাজির কাছে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে, তার বাহিনী কেন বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং আমাদের গোপন তথ্য কীভাবে ফাঁস হয়ে গেল যে, সালাহুদ্দীন গুটিকতক সৈন্য দ্বারা কমান্ডো আক্রমণ চালিয়ে আমাদের তিন-তিনটি সেনাবহর ধ্বংস করে দিল। তাদের এ-বিষয়টিও জেনে নিতে বলবে, নাজি তলে-তলে সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে মিলে গেল কি-না এবং আমাদের এভাবে ধ্বংস করার জন্যই প্রতারণামূলক পত্র লিখল কি-না। তা-ই যদি হয়, তা হলে আমাদের যুদ্ধপরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হবে। আমি একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি, মুসলমানরা সংখ্যায় যত নগণ্যই হোক, আমরা সম্মুখসমরে সহজে তাদের পরাজিত করতে পারব না। তাই আগে তাদের শাসকমণ্ডলী ও সামরিক অধিনায়কদের ঈমানি চেতনা ধ্বংস করতে হবে। এ-লক্ষ্যে আমরা তোমার মতো বেশ কিছু মেয়েকে আরব শাসকদের হেরেমে ঢুকিয়ে রেখেছি।'

'তুমি আবারও কথা লম্বা করছ' – বাধা দিয়ে মুবি বলল – 'আমরা এখন নিজ বাসভবনে এক শয্যায় শুয়ে নেই। আমরা এখন দুশমনের হাতে বন্দি। বাইরে প্রহরীরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। রাত কেটে যাচ্ছে। হাতে সময় বেশি নেই। মিশন ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন ভবিষ্যত-পরিকল্পনা কী হবে, তা-ই বলো।

www.pathagar.com

আমরা সাতটা মেয়ে এবং পাঁচজন পুরুষ। বলো কী করব। এক তো বুঝলাম, নাজির কাছে গিয়ে তার প্রতারণার সন্ধান নিতে হবে। তারপর তোমাকে সংবাদ জানাব কী করে? আমি তোমাকে কোথায় পাব?'

'আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব' – রবিন বলল – 'তার আগে আমি এই ক্যাম্প, ক্যাম্পের লোকসংখ্যা এবং আইউবির ভবিষ্যত-পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেব। এই লোকটার ব্যাপারে আমাদের অনেক সতর্ক থাকতে হবে। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে ক্রুশের জন্য একমাত্র সমস্যা এই আইউবি। অন্যথায় ইসলামি খেলাফত আমাদের জালে আটকা পড়ে গেছে। সম্রাট এম্লার্ক বলতেন, মুসলমানরা এতই শক্তিহীন হয়ে উঠেছে যে, এখন তাদের চিরদিনের জন্য আমাদের গোলামে পরিণত করতে একটামাত্র ধাক্কার প্রয়োজন। কিন্তু তার এই প্রত্যয় আত্মপ্রবঞ্চনা বলেই প্রমাণিত হচ্ছে। এখানে অবস্থান করে আমাকে আইউবির দুর্বল শিরাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। তোমাদের পাঁচ পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে সুদানি বাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে, তাদের দ্বারা বিদ্রোহ করাতে হবে। তবে মনে রাখবে, সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন হলো, আইউবি যেন জীবিত থাকতে না পারে। থাকেও যদি থাকবে আমাদের কারাগারের সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, যেখানে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কখনও চোখে সূর্য দেখবে না, আকাশের একটা তারকাও নজরে আসবে না। তুমি আগে তোমার তাঁবুতে যাও এবং সহকর্মী মেয়েদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দাও। তাদের বিশেষভাবে জানিয়ে দাও, একটা মানুষকে তোমাদের এই রেশমকোমল চুল, মায়াবী চোখ আর হৃদয়কাড়া দেহ দিয়ে এমনভাবে অথর্ব করে তুলতে হবে, যেন সে আইউবির আর কোনো কাজেই না আসে। সম্ভব হলে তার ও আইউবির মাঝে এমন ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে হবে, যেন তারা একজন অপরজনের শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়। ভালো করে মনে রেখো, লোকটার নাম আলী বিন সুফিয়ান।...

'দুজন মানুষের মাঝে কীভাবে শত্রুতা সৃষ্টি করতে হয়, তা তোমরা ভালো করেই জান। যাও; সহকর্মী মেয়েদের ভালোভাবে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ক্রিস্টোফরের কাছে পৌঁছে যাও। তাকে আমার অভিবাদন জানিয়ে বলবে, তোমার তির বুঝি আইউবির বেলায় এসেই ব্যর্থ হলো? এবার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো আর অর্পিত দায়িত্ব কড়ায়-গণ্ডায় পালন করো।'

মুবির চুলে চুমো খেয়ে রবিন বলল– 'ক্রুশের জন্য প্রয়োজনে তোমাদের সম্ভ্রমও বিলিয়ে দিতে হবে। তারপরও যিশুখ্রিস্টের দৃষ্টিতে তোমরা মা মরিয়মের মতো কুমারী-ই থাকবে। ইসলামকে মূলসহ উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা জেরুজালেম দখল করেছি। এবার মিশর জয় করার পালা।'

www.pathagar.com

♦♦♦

মুবি রবিনের শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং কয়েক পা এগিয়ে তাঁবুর পরদা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ল না। মুবি বাইরে বেরিয়ে এল। তাঁবুর আড়াল থেকে ইতিউতি দৃষ্টিপাত করে দেখে নিল প্রহরী কোথায়। দূরে কারুর গোঙানির শব্দ শুনতে পেল। হতে পারে সে-ই প্রহরী। মুবি দ্রুত হাঁটা দিল একদিকে। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে হেঁটে পেছনের দিকে সতর্ক কান রেখে পৌঁছে গেল টিলার নিকটে। তারপর হাঁটা দিল নিজের তাঁবুর দিকে।

অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর দুজন মানুষের চাপা কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এল তার। মনে হলো, তারই তাঁবুর নিকটে কথা বলছে দুজন লোক। মুবির মনে আশঙ্কা জাগল, প্রহরী হয়তো জেনে ফেলেছে, তাঁবুর একটা মেয়ে উধাও হয়ে গেছে। হয়তো সে-কারণেই সে অন্য কোনো প্রহরী বা কমান্ডারকে ডেকে এনেছে। মুবি ভাবনায় পড়ে গেল। মুহূর্তমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, নিজের তাঁবুতে যাওয়া এ-মুহূর্তে নিরাপদ নয়। তার চেয়ে অন্য পাঁচ পুরুষ সঙ্গীর কাছেই চলে যাই।

মুবির বণিকবেশী পাঁচ মারাকেশি পুরুষ সঙ্গী এখান থেকে দেড় মাইল দূরে তাঁবু ফেলে অবস্থান করছে। তাদের কাছেই যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিল সে। কিন্তু আবার ভাবল, তার পালানোর ফলে অন্য মেয়েদের ওপর বিপদ নেমে আসবে। তাই ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। পরক্ষণেই হাঁটা দিল সামনের দিকে– নিজতাঁবু অভিমুখে। লোকদুটো কী বলছে শোনার চেষ্টা করল। মুবি আরবি বোঝে। সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে মিথ্যা বলেছিল, সে সিসিলি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বোঝে না।

লোকদুটো নীরব হয়ে গেল। এখন আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। মুবি পা টিপেটিপে আরও সম্মুখে এগিয়ে গেল। এবার ডান দিক থেকে কারও পদশব্দ শুনতে পেল। মেয়েটা চকিত নয়নে ফিরে তাকাল। ঘন বৃক্ষরাজির মাঝে কারো একটা ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল। মুবি গতি পরিবর্তন করে টিলার দিকে হাঁটা দিল।

কোনো বিপদের মুখোমুখি হতে চাচ্ছে না মুবি। নিরাপদে টিলার ওপরে উঠতে শুরু করল সে। টিলাটা বেশি উঁচু নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুবি টিলার ওপরে উঠে গেল।

মুবি খুব বিচক্ষণ মেয়ে। কিন্তু যত চতুরই হোক মানুষ প্রতিপদে পুরোপুরি সাবধানতা রক্ষা করতে পারে না। অন্যের চোখ ফাঁকি দিয়ে সব সময় শতভাগ নিরাপদ থাকা অতি বিচক্ষণের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

টিলার চূড়ায় উঠে গেলেও বিচক্ষণ মেয়ে মুবি লোকটার চোখে পড়ে গেল। নিজেকে আড়াল করতে মুখের ওপর ছড়িয়ে-থাকা খোলা চুলগুলো পিঠের ওপর সরিয়ে দিল। কিন্তু ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে তার উন্নত বক্ষ আর দীর্ঘ কালো ওড়না ধাওয়াকারী লোকটিকে জানিয়ে দিল, ও একটা মেয়ে।

লোকটি সুলতান আইউবির নিরাপত্তাবাহিনীর কমান্ডার। রাতের বেলা ক্যাম্পে টহল দিতে বেরিয়েছে। মুহূর্তটা প্রহরীদের ইউনিট পরিবর্তনের সময়। সুলতান আইউবি তিনজন অধিনায়কসহ ক্যাম্পে অবস্থান করছেন। আর সেজন্যেই কমান্ডার অধিক সতর্কতার সঙ্গে টহল দিয়ে ফিরছে। সুলতান আইউবির ব্যবস্থাপনা খুবই কঠোর। প্রতিমুহূর্তে যেকোনো দায়িত্বশীল আশঙ্কা বোধ করে, হয়তো এই মুহূর্তে সুলতান তদারকি করতে বেরিয়ে আসবেন।

কমান্ডার বুঝে ফেলল, টিলার ওপর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ সন্ধ্যায়-ই ওপর থেকে কমান্ডারদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, খ্রিস্টানরা চরবৃত্তি ও নাশকতামূলক তৎপরতার জন্য মেয়েদের ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তাদের নিয়োজিত মেয়েরা থাকতে পারে যাযাবরের বেশে। ভিক্ষুক বেশে ক্যাম্পে আসতে পারে ভিক্ষা করতে। কেউ আবার নিজেকে বিপন্না-নির্যাতিতা বলে আশ্রয়ও প্রার্থনা করতে পারে। কমান্ডারদের বলা হয়েছে, আজই সাতটা মেয়ে সুলতান আইউবির আশ্রয়ে এসেছে। মহামান্য সুলতান বাহ্যত তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের সন্দেহভাজন সাব্যস্ত করে আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছেন। এসব নির্দেশনা শুনে এই কমান্ডার তার এক সঙ্গীকে বলেছিল, 'আল্লাহ করুন, যেন এমন কোনো মেয়ে আমার কাছে আশ্রয় চেয়ে বসে।' বলেই দুজন অট্টাহাসিতে ফেটে পড়েছিল।

মধ্যরাতে যখন সমগ্র ক্যাম্প গভীর নিদ্রায় অচেতন, ঠিক তখন টিলার ওপর কমান্ডারের চোখে পড়ল একটা নারীমূর্তি। তার ধারণা হলো, এটা কোনো জিন-ভূত হবে হয়তো। কমান্ডার নতুন প্রহরীকে তাঁবুর সামনে দাঁড় করিয়ে বলেছিল, ভেতরে সাতটা মেয়ে আছে। পরদা তুলে তাকালে সে ঠিকই সাতটা শয্যা দেখতে পেল। প্রতিটা মেয়ের মুখমণ্ডল কম্বলে মুড়িদেওয়া। প্রচণ্ড শীত পড়ছিল। সপ্তম কম্বলের তলে আসলেই মানুষ আছে কি-না তা আর যাচাই করে দেখেনি কমান্ডার। সপ্তম শয্যার মেয়েটাই যে টিলার ওপর এখন তার সামনে দণ্ডায়মান, সে তার অজানা।

কমান্ডার কিছুক্ষণ চিন্তা করল। নিজেই আগ বাড়িয়ে মেয়েটার কাছে যাবে, না তাকে নিচে নেমে আসতে আদেশ করবে, না-কি জিন-ভূত হলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করবে ভেবে নিল।

ভাবনার মধ্যে কেটে গেল কিছু সময়। কিন্তু এতক্ষণেও মেয়েটা অদৃশ্য হয়নি। বরং দু-তিন পা এগিয়ে গেছে আরও সামনে। আবার ফিরে এসেছে

www.pathagar.com

পেছনে। এবার সে থেমে গেল। কমান্ডার – যার নাম ফখরুল মিসরী – ধীরে-ধীরে পৌঁছে গেল টিলার নিকটে। ওপর দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলল– 'কে তুমি? নিচে নেমে এস।'

মেয়েটা হঠাৎ শরাহতা হরিণীর মতো লাফিয়ে উঠল। দৌড়ে টিলার অপর প্রান্তে চলে গেল। ফখরুল মিসরী এবার নিশ্চিত হলো, এটা মানুষই বটে।

কমান্ডার সুঠামদেহী এক সুপুরুষ। টিলাও তেমন উঁচু নয়। কয়েকটা দীর্ঘ পদক্ষেপেই ওপরে উঠে গেল। চার দিক ঘোর অন্ধকার। রাতের আঁধারে সে মেয়েটার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। কমান্ডার মেয়েটার পিছু নিল।

মেয়েটা টিলার অপর প্রান্ত দিয়ে নিচে নেমে তিরগতিতে দৌড়াতে শুরু করল। কমান্ডারও নিচে নেমে তাকে ধাওয়া করতে লাগল। দুজনের মাঝে ব্যবধান অনেক। কিন্তু ফখরুল মিসরী পুরুষ। তদুপরি সৈনিক। সিংহের মতো দৌড়াচ্ছে সে। টিলার পেছনটা উচু-নিচু, শুষ্ক ঝোপঝাড় এবং মাঝেমধ্যে দু-চারটা গাছ। দীর্ঘক্ষণ দৌড়ে এবার ফখরুল অনুভব করল, সামনে কেউ নেই। সে দাঁড়িয়ে গেল এবং অনিমেষ চোখে ডানে-বাঁয়ে ও সামনে-পেছনে তাকাল। খানিক পর পেছনে বেশ বাঁয়ে মেয়েটার পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। প্রশিক্ষিতা মেয়ে। রূপ-যৌবনের ব্যবহারের পাশাপাশি সামরিক ট্রেনিংও পেয়েছে সে। খঞ্জরচালনার কৌশলও তার রপ্ত আছে। দৌড়ে পালিয়ে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। ফখরুল মিসরী তাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গেল। এবার মেয়েটা অন্যদিকে মোড় নিল।

কানামাছি খেলছে যেন দুজন। কমান্ডারের যত সমস্যা অন্ধকারের কারণে। মেয়েটার পায়ের আওয়াজই তার ধাওয়া করার একমাত্র অবলম্বন। চোখে দেখছে না কিছুই। মুবির পা থেমে গেলে থেমে যায় ফখরুলও। আবার ও চলতে শুরু করলে সক্রিয় হয়ে ওঠে তার পা।

ফখরুল মিসরীর বুঝতে বাকি নেই, মেয়েটা তাগড়া যুবতি। বয়সি হলে এত দ্রুত এবং এত বেশি দৌড়াতে পারত না।

মুবির পুরুষ সঙ্গীদের ছাউনি একটু সামনে। মেয়েটা ফখরুল মিসরীকে ফাঁকি দিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে-আড়ালে দৌড়ে ছাউনিতে পৌঁছে গেল এবং সঙ্গীদের হাঁক দিল। নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার শুনে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে উঠল এবং তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল। তারা আলো জ্বালাল। ফখরুল মিসরী তলোয়ার কোষমুক্ত করে হাঁপাতে-হাঁপাতে দৌড়ে এসে তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেল। কমান্ডার পাঁচজন মানুষ দেখতে পেল। পোশাকে তাদের প্রবাসী বণিক বলে মনে হলো। সম্ভবত মুসলমান। মেয়েটা তাদের একজনের পাদুটো নিজের উভয় বাহু দ্বারা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। মশালের কম্পমান আলোয়

www.pathagar.com

তার মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড ভীতির ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বুকটা তার ওঠানামা করছে এবং উঁচু শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে।

'এই মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দাও।' নির্দেশের সুরে বলল ফখরুল মিসরী।

'একটা কেন, আমরা সাত-সাতটা মেয়েই তো আপনার সুলতানের হাতে তুলে দিয়েছি। মন চাইলে আপনি একেও নিয়ে যেতে পারেন।' বিগলিত সুরে জবাব দিল একজন।

'না না, আমি এর সঙ্গে যাব না! এরা খ্রিস্টানদের চেয়েও বড়ো হায়েনা। এদের সুলতান মানুষ নয়– আস্ত একটা ষাড়, একটা হিংস্র পশু। বেটা আমার হাড়গোড় সব ভেঙে দিয়েছে। বাপ রে! আমি বহুকষ্টে তার থাবা থেকে পালিয়ে এসেছি।' লোকটার পদযুগল আরও শক্ত করে ধরে কান্নাজড়িত ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল মুবি।

'কোন সুলতানের কথা বলছ?' বিস্ময়ের সঙ্গে জিগ্যেস করল ফখরুল।

'আর কে? তোমাদের সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি!' জবাব দিল মুবি। মুবি এখন কথা বলছে আরবিতে।

'মেয়েটা মিথ্যে বলছে।' বলেই ফখরুল মিশরি জানতে চাইল– 'এ কে? তোমাদের আত্মীয় কি?'

'ভেতরে এসে বসো দোস্ত; বাইরে শীত পড়ছে। তলোয়ারটা কোষবদ্ধ করে নাও। আমরা ব্যবসায়ী। ভয়ের কোনো কারণ নেই। মেয়েটার কাহিনি শোনো।' ফখরুল মিসরীকে উদ্দেশ করে একজন বলল। লোকটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোমার সুলতানকে আমি মর্দে-মুমিন মনে করতাম। কিন্তু একটি রূপসি মেয়েকে হাতে পেয়ে তিনি ঈমানের কথা ভুলে গেলেন! অন্য ছটি মেয়েরও তিনি একই দশা ঘটিয়ে থাকবেন নিশ্চয়।'

'বাকি মেয়েগুলোর এরূপ দশা ঘটিয়েছে তার সেনাপতিরা। তারা সন্ধ্যায় ওদের তাঁবুতে ডেকে নিয়ে শকুনের মতো খাবলে খেয়ে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। এখন ওরা তাঁবুতে অচেতনের মতো পড়ে আছে।' মুবি বলল।

ফখরুল মিসরীর ভাবান্তর ঘটে গেল। ধীরে-ধীরে তলোয়রটা কোষবদ্ধ করে তাদের সঙ্গে তাঁবুতে ঢুকে পাতানো শয্যার একটা কোণে বসে পড়ল। একজন চুলোয় আগুন ধরিয়ে হাঁড়িতে পানি বসিয়ে দিল। কফি তৈরির নামে তাতে কী যেন ঢালল। আরেকজন কথায়-কথায় ফখরুল মিসরীর পদমর্যাদা জানতে চাইল। ফখরুল মিসরী জানাল, আমি বাহিনীর একজন কমান্ডার। নানারকম কথা বলে বণিকরাও আন্দাজ করে নিল, লোকটি আসলেই পদস্থ কেউ হবেন। তা ছাড়া অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং দুঃসাহসীও বটে।

www.pathagar.com

এক বণিক – যার নাম ক্রিস্টোফর – কমান্ডারকে মেয়েগুলো সম্পর্কে হুবহু সেই কাহিনি শোনাল, যেমনটা শুনিয়েছিল সুলতান আইউবিকে।

মেয়েগুলো সুলতানকে প্রস্তাব করেছিল, আমরা যেহেতু বাবা-মার কাছেও ফিরে যেতে পারব না, খ্রিস্টানদের কাছেও না, তাই আমরা মুসলমান হয়ে যাই আর আপনি পদস্থ সাতজন সৈনিকের সঙ্গে আমাদের বিয়ে দিয়ে দিন। ক্রিস্টোফর বলল, আমরা শুনেছি, নৈতিকতার প্রশ্নে সুলতান আইউবি আপসহীন, চরিত্র তার ফুলের মতো পবিত্র আর পাথরের মতো অটল। ব্যবসায়িক কাজে আমরা সব সময়ই সফরে-সফরে থাকি। বিপন্না ও নিরাশ্রয়া এই মেয়েগুলোকে কীভাবে সঙ্গে নিয়ে ঘুরি। তাই নিরাপত্তার জন্য মেয়েগুলোকে সুলতানের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু সুলতান মেয়েগুলোর সঙ্গে কী আচরণটা করলেন, তা তো এই মেয়েটির জবানিতে নিজ কানেই শুনলেন!

ফখরুল মিসরী মেয়েটার প্রতি তাকাল। সুযোগ বুঝে মেয়েটা বলল, 'খোদা আমাদের একজন ফেরেশতার আশ্রয়ে তুলে দিয়েছেন ভেবে আমরা মনে-মনে বেশ খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু সূর্যাস্তের পর সুলতানের একরক্ষী এসে আমাকে বলল, সুলতান তোমাকে ডাকছেন। অন্য ছয় মেয়ের তুলনায় আমি একটু বেশি রূপসি। আমি কল্পনাও করিনি, তোমাদের আইউবি আমাকে অসৎ উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি সরল মনে চলে গেলাম। সুলতান মদের পিপার মুখ খুললেন। ঢেলে একটা গ্লাস নিজের সামনে রাখলেন আর একটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমি মদ হাজারোবার পান করেছি। জাহাজে কমান্ডাররা আমার দেহটাকে খেলনা বানিয়ে রেখেছিল। সালাহুদ্দীন আইউবিও একই মতলব আঁটলেন। মদ ও পুরুষ আমার জন্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু সুলতান আইউবিকে আমি ফেরেশতা মনে করতাম। তার পবিত্র দেহটাকে আমি আমার নাপাক শরীর থেকে দূরে রাখতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি খ্রিস্টান কমান্ডারদের চেয়েও অধিক ঘৃণ্য প্রমাণিত হলেন। তোমাদের সুলতান আমার দেহের হাড়গোড় সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন।...

'খোদা আমাদের সমুদ্রের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করে এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দিলেন, যে কিনা ফেরেশতার রূপে সাক্ষাৎ একটা হায়েনা। তিনিই আমাকে বলেছেন, আমার সঙ্গিনী মেয়েরা তার সালারদের তাঁবুতে রয়েছে। আমি তার পা ধরে মিনতি করেছিলাম, আপনি আমাকে বিয়ে করে নিন। তিনি বললেন, তোমার যদি আমাকে পছন্দই হয়ে থাকে, তো বিয়ে ছাড়াই আমি তোমাকে আমার হেরেমে স্থান দেব। তিনি আমার সঙ্গে হায়েনার মতো আচরণ করেছেন। মদে মাতাল ছিলেন। একপর্যায়ে উভয় বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে আমাকে তাঁর পার্শ্বে শুইয়ে দিলেন... । একসময় যখন তার দু-চোখের পাতা এক

www.pathagar.com

হয়ে এল, আমি উঠে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম। আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না হলে তার রক্ষীদের জিগ্যেস করে দেখতে পার।'

এই ফাঁকে একব্যক্তি ফখরুল মিসরীকে কফি পান করাল। খানিক পর তার মেজাজে পরিবর্তন আসতে শুরু করল। ঘৃণাভরা কণ্ঠে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল এবং বলল– 'আমাদের আদেশ দেন, মদ-নারী থেকে দূরে থাকো আর নিজে মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে নারী নিয়ে রাতা কাটান, না?'

ফখরুল মিসরী অনুভবই করতে পারেনি, মেয়েটা তাকে যে-কাহিনি শুনিয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও নির্জলা মিথ্যা। মেজাজটা তার কেন পালটে গেল তাও বুঝতে পারল না।

কফি নয়– ফখরুল মিসরীকে হাশিশ খাওয়ানো হয়েছে। হাশিশের নেশায়ই লোকটা এমন আবোলতাবোল বকছে। কিন্তু এ-যে নেশা, তাও বুঝে আসছে তার। নিজের কল্পনায় এখন সে রাজা। মশালের কম্পমান আলো নাচছে মেয়েটার মুখে। চিকচিক করছে তার বিক্ষিপ্ত ভুরুর কালো পশমগুলো। এখন পূর্বাপেক্ষা অধিক রূপসি বলে মনে হচ্ছে তাকে ফখরুল মিসরীর কাছে। মেয়েটাকে পাওয়ার নেশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তার মন। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠল– 'তুমি চাইলে তোমাকে আমার আশ্রয়ে নিয়ে নিতে পারি।'

'না, তুমিও আমার সঙ্গে আইউবির মতো একই আচরণ করবে। আমাকে তুমি তোমার তাঁবুতে নিয়ে যাবে আর আমি পুনরায় তোমাদের সুলতানের কবজায় চলে যাব।' মেয়েটা সহসা ভয়-পাওয়া-মানুষের মতো আঁৎকে উঠে দুপা পেছনে সরে গিয়ে বলল।

'আমরা এখন অপর ছয় মেয়েকে কীভাবে উদ্ধার করে আনব ভাবছি। আমরা তাদের সম্ভ্রম বাঁচাতে চেয়েছিলাম; কিন্তু ভুল করে ফেললাম।' বলল ব্যবসায়ীদের একজন।

ফখরুল মিসরীর দৃষ্টি মেয়েটার ওপর নিবদ্ধ। এত সুন্দরী মেয়ে জীবনে আর দেখেনি সে কখনও। একজনেরও মুখে কথা নেই। অখণ্ড এক নীরবতা বিরাজ করছে তাঁবুতে। সেই নীরবতা ভাঙল ক্রিস্টোফর। বলল– 'তুমি কি আরব থেকে এসেছ, না-কি তুমি মিশরি?'

'আমি মিশরি। দু-দুটো যুদ্ধে লড়েছি। দক্ষতার বলে এই পদ পেয়েছি।' বলল ফখরুল মিসরী।

'নাজি যে-সুদানি বাহিনীটির সালার, এখন সেটি কোথায়? জিগ্যেস করল ক্রিস্টোফর।

'সেই বাহিনীর একজন সৈনিকও আমাদের সঙ্গে নেই।' ফখরুল উত্তর দিল।

www.pathagar.com

'বলতে পার এমনটা কেন হয়েছে?' – ক্রিস্টোফর বলল – 'সুদানিরা আইউবির নেতৃত্ব মেনে নেয়নি। বাহিনীটি নিজেকে স্বাধীন মনে করত। নাজি সুলতানকে বলে দিয়েছিল, সে মিশর ছেড়ে চলে যাবে। কারণ, সে বিদেশি মানুষ। এ-কারণে আইউবি মিশরিদের একটি বাহিনী গঠন করে নিলেন এবং যুদ্ধ করাতে এখানে নিয়ে এলেন। তোমাদের সুলতান তোমাদের আত্মমর্যাদা আর সৎকর্মের উপদেশ দেয় আর নিজে আয়েশ করে চলে। তা যুদ্ধ করে গনিমত কিছু পেয়েছ কি? দু-এক চাকা সোনা-রুপা পেয়েছ হয়তো! খ্রিস্টানদের জাহাজ থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা-চাঁদি সুলতানের হাতে এসেছে। রাতের আঁধারে কয়েক হাজার উটের পিঠে বোঝাই দিয়ে সেসব কায়রো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে পাচার হবে দামেশ্‌ক ও বাগদাদ। সুদানি বাহিনীটিকে নিরস্ত্র করে সুলতান তাদের গোলামে পরিণত করতে চায়। তারপর ফৌজ আসবে আরব থেকে। তখন তোমরা মিশরিরাও তাদের গোলাম হয়ে যাবে।'

♦♦♦

ক্রিস্টোফরের প্রতিটি শব্দ হৃদয়ে বসে যাচ্ছে ফখরুল মিসরীর। ক্রিয়াটা মূলত কথার নয়– এই ক্রিয়া মুবির রূপ আর হাশিশের। ক্রিস্টোফর এই কৌশল রপ্ত করেছে হাসান ইবনে সাব্বাহর হাশিশিদের কাছ থেকে। মুবি কল্পনাও করেনি, একজন মিশরি কমান্ডার তাকে ধাওয়া করে অবশেষে তারই মুঠোয় এসে ধরা দেবে। মেয়েটা জেনে ফেলেছে, মিশরি কমান্ডার আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না।

এবার মুবি সঙ্গীদের আরও তথ্য দিতে শুরু করল। বলল, রবিন জখমের ভান করে আইউবির জখমিদের তাঁবুতে পড়ে আছে। তিনি বলেছেন, নাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানতে হবে, তিনি বিদ্রোহ কেন করলেন না কিংবা কেন তিনি পেছন থেকে সালাহুদ্দীন আইউবির ওপর আক্রমণ চালালেন না। তা ছাড়া নাজি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন কি-না রবিন তারও খোঁজ নিতে বলেছেন।

মুবিকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে দেখে ফখরুল জিগ্যেস করল– 'ও কী বলছে?'

একজন উত্তর দিল– 'ও বলছে, এই লোকটি, মানে তুমি যদি সালাহুদ্দীন আইউবির সৈনিক না হতে, তা হলে ও তোমাকে বিয়ে করে নিত। প্রয়োজনে ও মুসলমান হতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু ও বলছে, এখন আর কোনো মুসলমানের ওপর ওর আস্থা নেই।'

জবাব শুনে ফখরুল মিসরী ব্যাকুল হয়ে উঠল। দু-হাতে খপ করে মেয়েটার বাহুদুটো ধরে নিজের কাছে টেনে নিল। আপ্লুত কণ্ঠে বলল– 'খোদার কসম! আমি যদি রাজা হতাম, তবুও তোমার খাতিরে আমি সিংহাসন ত্যাগ করতাম।

www.pathagar.com

শর্ত যদি এ-ই হয় যে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবির তরবারি ফেলে দেব, তা হলে এই নাও আমার অস্ত্র।' ফখরুল মিসরী নিজের কটিবন্ধ থেকে তলোয়ারটা বের করে কোষসহ মেয়েটার পায়ের ওপর রাখল। বলল– 'এই মুহূর্ত থেকে আমি আইউবির সৈনিক নই। আমি আইউবির কমান্ডার নই।'

'আরও একটি শর্ত আছে। তোমার খাতিরে আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করব ঠিক; কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবি থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে আমি ছাড়ব না।' মেয়েটা বলল।

'তার মানে কি এই, আমাকে দিয়ে তুমি তাকে হত্যা করাতে চাও?' ফখরুল জিগ্যেস করল।

মুবি তার সঙ্গীদের প্রতি তাকাল। সবাই পরস্পর চোখাচোখি করল। জবাবটা কী দেবে স্থির করে নিল। অবশেষে বলল– 'এক সালাহুদ্দীন বিদায় নিলে তাতে কী আর লাভ হবে। তার জায়গায় আরেকজন আসবে। সে-ও হবে তারই মতো। মিশরিদের গোলামই হয়ে থাকতে হবে। কাজেই ওসবের প্রয়োজন নেই। তুমি বরং একটা কাজ করো; সুদানিদের সালার নাজির কাছে গিয়ে এই মেয়েটিকে তার সামনে উপস্থিত রেখে তাকে জানাও সালাহুদ্দীন আইউবি আসলে কেমন মানুষ আর লক্ষ্যইবা তার কী?

বণিকবেশী কুচক্রীদের জানা ছিল, খ্রিস্টানদের সঙ্গে নাজির যোগসাজস আছে এবং মুবি তার সঙ্গে মিশন নিয়ে অকপটে কথা বলতে পারবে। কিন্তু সুলতান আইউবি যে বিশ্বাসঘাতক নাজি ও তার সালারদের সুকৌশলে এবং অতি সঙ্গোপনে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছেন, সেই তথ্য তাদের অজানা। তথ্য নিতে মেয়েটার নাজির কাছে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার একা যাওয়া সম্ভব ছিল না। এখন ঘটনাচক্রে ফখরুল মিসরিকে পেয়ে গেছে। ফলে এখন তাকেই কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল।

মুবিকে নিয়ে যাত্রা করার পরামর্শ দেওয়া হলো ফখরুল মিসরীকে। তাকে একটা উট দেওয়া হলো। উটের সঙ্গে পানির মশক আর খাবারভর্তি একটা থলে বেঁধে দেওয়া হলো। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কিছু জিনিস আছে, সেগুলোতে হাশিশ মেশানো। বিষয়টা জানা আছে মুবির। ফখরুল মিসরীকে লম্বা একটা চোগা আর ব্যবসায়ীর পোশাক পরিয়ে দেওয়া হলো। মেয়েটা উটের পিঠে সম্মুখভাগে চড়ে বসল। ফখরুল বসল পেছনে। উট চলতে শুরু করল।

আশপাশের কোনো খবর নেই ফখরুল মিসরীর। এমনকি নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সম্পূর্ণ উদাসীন সে। এ-মুহূর্তে সে জানে শুধু একটিমাত্র বিষয়। আর তা হলো, পৃথিবীর একটি সেরা সুন্দরী যুবতি তার মুঠোয়, যে কিনা সুলতান আইউবিকে উপেক্ষা করে তাকে বরণ করে নিয়েছে! মুবিকে দু-বাহুতে জড়িয়ে ধরে পিঠটা নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বসেছে ফখরুল মিসরী।

www.pathagar.com

মুবি বলল– 'তুমিও তোমার সুলতানের মতো হায়েনার পরিচয় দেবে না তো? আমি এখন তোমার অধীন এবং তোমার হাতের মুঠোয় আছি। মন যা চায় করার সুযোগ তোমার আছে। তবুও তোমাকে আমি ঘৃণার চোখেই দেখব।'

'তুমি বললে আমি এখনই উটের পিঠ থেকে নেমে যাব। শুধু এইটুকু বলো, আমাকে তুমি মনে-প্রাণে কামনা করছ, না-কি নিছক বিপদে পড়ে আমার আশ্রয়ে এসেছ?' বাহুবন্ধন থেকে মুবিকে ছেড়ে দিয়ে ফখরুল মিসরী সুধাল।

'না; তা নয়' – মুবি উত্তর দিল – 'আশ্রয় তো আমি ওই ব্যবসায়ীদেরও নিতে পারতাম। কিন্তু তোমাকে আমার মনে ধরেছে বলেই নিজের ধর্মটা পর্যন্ত ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' আবেগময় কথা বলে-বলে মুবি ফখরুল মিসরীকে মাতিয়ে রাখল এবং আলাপে-আলাপে রাতটা পার করে দিল।

সফরটা ছিল অন্তত পাঁচ দিনের। কিন্তু ফখরুল মিসরী পথ চলছে সাধারণ রাস্তা ছেড়ে অন্যপথে। কারণ, লোকটা দলছুট সৈনিক। চোখে ঘুম চাপতে শুরু করেছে মুবির। তাই সে পেছনে হেলান দিয়ে মাথাটা ফখরুল মিসরীর বুকে এলিয়ে দিয়ে গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেল। উট চলতে থাকল।

♦♦♦

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি সবে ফজর নামায আদায় করেছেন। জায়নামায ছেড়ে এখনও ওঠেননি। এমন সময় দারোয়ান কক্ষে প্রবেশ করে সংবাদ জানাল, আলী বিন সুফিয়ান এসেছেন। সুলতান দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আলী বিন সুফিয়ান সুলতানকে সালাম জানালেন। কিন্তু সালামের জবাবের পরিবর্তে সুলতানের মুখে থেকে বেরিয়ে এল– 'ওদিককার খবর কী?'

'এখনও ভালো। তবে সুদানি সৈন্যদের মাঝে অস্থিরতা দিন-দিন বেড়েই চলছে। আমি তাদের মাঝে যে-গুপ্তচর রেখে এসেছিলাম, তার রিপোর্ট থেকে জানা গেল, তাদের কোনো একজন কমান্ডারও যদি নেতৃত্ব হাতে তুলে নেয়, তা হলে বিদ্রোহ ঘটে যাবে।' জবাব দিলেন আলী বিন সুফিয়ান।

সালাহুদ্দীন আইউবি আলী বিন সুফিয়ানকে নিয়ে তাঁবুর ভেতরে চলে গেলেন। আলী বললেন– 'নাজি ও তার অনুগত সালারদের আমরা খতম করেছি ঠিক; কিন্তু তারা সুদানিদের মাঝে মিশরি ফৌজের বিরুদ্ধে ঘৃণার যে-বিষ ছড়িয়ে গেছে, তার ক্রিয়া এতটুকুও কমেনি। তাদের অস্থিরতার আরেক কারণ তাদের অধিনায়কদের গুম হওয়া। গুপ্তচরদের মাধ্যমে তাদের মাঝে আমি সংবাদ ছড়িয়ে দিয়েছি, তাদের অধিনায়করা রোম-উপসাগরের রণাঙ্গনে গেছে। কিন্তু আমীরে মোহতারাম, আমার ধারণা, সুদানিদের মনে সন্দেহ ঢুকে পড়েছে। তাদের বিশ্বাস, তাদের সালারদের বন্দি করে খুন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

'আচ্ছা, বিদ্রোহের ঘটনা যদি ঘটেই যায়, তা হলে মিশরে আমাদের যে-সৈন্য আছে, তারা কী তা দমন করতে পারবে? তারা অভিজ্ঞ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের মোকাবেলা করতে পারবে কি? আমার তো মনে হচ্ছে, পারবে না।' জিগ্যেস করলেন সালাহুদ্দীন আইউবি।

'আমারও ধারণা, আমাদের এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য তাদের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হবে। তবে আমি আয়োজন একটা করে এসেছি। আমি মহামান্য নুরুদ্দীন জঙ্গির কাছে দুজন দ্রুতগামী দূত পাঠিয়ে দিয়েছি। তাঁর সমীপে পয়গাম পাঠিয়েছি, মিশরে বিদ্রোহের ডামাডোল শুরু হতে চলেছে। আমরা এ-যাবত যে-বাহিনী প্রস্তুত করেছি, প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই কম। তা ছাড়া তাদের অর্ধেকই অবস্থান করছে রণাঙ্গনে। সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমন করতে আপনি শীঘ্র বাহিনী পাঠান।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'ওদিক থেকে সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। পরশু এক দূত সংবাদ নিয়ে এসেছিল, নুরুদ্দীন জঙ্গি সম্রাট ফ্রাংকের ওপর আক্রমণ চালিয়েছেন। এই আক্রমণ তিনি আমাদের সহযোগিতার জন্য করেছেন। সে-সময়ে ফ্রাংকের কর্মকর্তা ও অধিনায়করা ছিল রোম-উপসাগরে খ্রিস্টানদের সম্মিলিত বাহিনীর নৌবহরে। ফ্রাংকের কিছু সৈন্য মিশর ঢুকে হামলা করতে চেয়েছিল এবং আমাদের সুদানি বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা দিতে মিশরের সীমান্তে এসে উপনীত হয়েছিল। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি সেই বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের সব পরিকল্পনা ভন্ডুল করে দিয়েছেন এবং সম্রাট ফ্রাংকের বিস্তর এলাকায় দখল প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ক্রুশেডারদের থেকে জরিমানা বাবদ তিনি কিছু অর্থও আদায় করেছেন।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি।

তাঁবুর ভেতরে পায়চারি করতে শুরু করলেন সুলতান আইউবি। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন– 'সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি থেকে আমি ওখানকার এমন পরিস্থিতির কথা জানতে পেরেছি, যা আমাকে অস্থির করে রেখেছে।'

'খ্রিস্টানরা ওখানে পালটা আক্রমণ করবে বলে মনে করেন কি?' জিগ্যেস করলেন আলী বিন সুফিয়ান।

'খ্রিস্টানদের আক্রমণের এক বিন্দু পরোয়া নেই আমার। অস্থিরতা আমার এজন্য যে, কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব যাদের, তারা মদের মটকায় ডুবে আছে। ইসলামের দুর্গের প্রহরীরা হেরেমে বন্দি হয়ে আছে। নারীর চুল তাদের পা বেঁধে ফেলেছে। ইসলামের ইতিহাস আমার চাচা আসাদুদ্দীন শেরেকোহকে কোনোদিন ভুলতে পারবে না। হায়! এই ক্রান্তিকালে যদি তিনি জীবিত থাকতেন! যুদ্ধের ময়দানে তিনিই আমাকে টেনে এনেছিলেন। আমি অনেক কঠিন-কঠিন মুহূর্ত দেখেছি। আমি চাচা শেরেকোহর বাহিনীর অগ্রগামী

www.pathagar.com

ইউনিটের কমান্ড করেছি। খ্রিস্টানদের অবরোধে তার সঙ্গে আমি তিন মাস কাটিয়েছি। তিনি সব সময় আমাকে পাঠ শেখাতেন, বেটা, কখনও ভীত হয়ো না; ভয়ভীতি থেকে নিজেকে সব সময় মুক্ত রেখো। মহান আল্লাহর ওপর আস্থা রেখো। ইসলামের ঝান্ডা সব সময় উচ্চে ধরে রেখো।...

'চাচাজানের কমান্ডে আমি মিশরি ও খ্রিস্টানদের যৌথবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এস্কান্দারিয়ায় (আলেকজান্দ্রিয়া) অবরোধে কাটিয়েছি দীর্ঘদিন। পরাজয় আমার মাথার ওপর এসে পড়েছিল। আমার মুষ্টিমেয় সৈন্যের মনোবল ভেঙে যেতে শুরু করেছিল। কিন্তু তারপরও বিজয় আমার পদচুম্বন করেছে। কীভাবে তা সম্ভব হয়েছিল, কী করে আমি সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা রেখেছিলাম, আল্লাহ-ই তা ভালো জানেন। চাচা শেরেকোহ আক্রমণ করে সেই অবরোধ ভেঙে ফেলেছিলেন। সেই কাহিনি তুমি ভালো করেই জান আলী! ঈমানবিক্রেতারা কাফেরদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আমাদের বিরুদ্ধে কীরূপ ঝড় তৈরি করেছিল, তা-ও তোমার অজানা নয়। কিন্তু এমন কঠিন মুহূর্তেও আমি সাহস হারাইনি, আমি ভয় পাইনি।'

'আমার সবই মনে আছে সুলতান! এত যুদ্ধ-বিগ্রহ আর হত্যা-লুণ্ঠনের পর আশা করেছিলাম, এবার মিশরিরা সোজা পথে ফিরে আসবে। কিন্তু এক গাদ্দার মরে তা আরেকটা এসে তার জায়গা পূরণ করে। আমি বিশেষভাবে যে-বিষয়টা প্রত্যক্ষ করছি, সেটা হলো, মিশরে এ-যাবত যে-কজন গাদ্দার আত্মপ্রকাশ করেছে, তারা সবাই দুর্বল খেলাফতের সৃষ্টি। ফাতেমি খেলাফত যদি হেরেমে ঢুকে না পড়ত, নারীর আঁচলে বাঁধা না পড়ত, তা হলে আপনি আজ খ্রিস্টানদের সঙ্গে লড়াই করতেন ইউরোপে – তাদেরই ভূখণ্ডে। কিন্তু আমাদের গাদ্দার বন্ধুরা এই ক্রুশ বনাম চাঁদ-তারার লড়াইকে মিশরের সীমানা অতিক্রম করতে দিচ্ছে না। রাজা যখন ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে যান, তখন প্রজাদের মাঝে কিছুলোক রাজত্বের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তারা শত্রু থেকে শক্তি ও সাহায্য লাভ করে। ঈমান বিক্রির হীন কাজে এত অন্ধ হয়ে পড়ে যে, তারা কাফেরদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে এবং আপন বোন-কন্যাদের সম্ভ্রম বিকাতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হয় না।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমি সব সময় এদেরই ভয় পাই। আল্লাহ না করুন, ইসলামের সূর্য যদি কখনও ডুবে যায়, ডুববে মুসলমানদেরই হাতে। আমাদের ইতিহাস গাদ্দারদের ইতিহাসে পরিণত হতে যাচ্ছে। আমার মন বলছে, একদিন মুসলমানরা আপন ভিটেমাটি কাফেরদের হাতে তুলে দেবে। মুসলমান যদি কোথাও বেঁচে থাকে, সেখানে মসজিদ থাকবে কম, বেশ্যালয় থাকবে বেশি। আমাদের মুসলিম পুরুষরা বুকে ক্রুশ ঝুলিয়ে গর্ব বোধ করবে আর মেয়েরা আধুনিকতা-স্বাধীনতার

www.pathagar.com

নামে বেহায়ার মতো রাস্তায় হেঁটে বেড়াবে। আমি মুসলিম মিল্লাতের পতনের ঘনঘটা শুনতে পাচ্ছি আলী! তবে হাল ছাড়া যাবে না। তুমি তোমার বিভাগকে আরও সংহত, আরও শক্তিশালী করো। দুশমনের এলাকায় গিয়ে কমান্ডো আক্রমণ এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য শক্ত-সমর্থ ও বিচক্ষণ যুবকদের খুঁজে বের করো। খ্রিস্টানরা দিন-দিন শক্তিশালী ও সক্রিয় হচ্ছে। তোমাকে এখনই যে-কাজটি করতে হবে, তা হলো, সমুদ্র থেকে যেসব সেনা জীবনে রক্ষা পেয়েছে, তাদের বেশিরভাগই আহত। যারা অক্ষত আছে, তারাও দিনের-পর-দিন সমুদ্রে সাঁতার কাটার ফলে আহতদের অপেক্ষাও বেশি বিপর্যস্ত। তাদের সকলের চিকিৎসা চলছে। আমি তাদের সবাইকে দেখেছি। তুমিও তাদের একনজর দেখে নাও এবং জরুরি তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাও।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি।

সুলতান আইউবি দারোয়ানকে ডেকে নাস্তা আনতে বললেন। তারপর আলী বিন সুফিয়ানের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলতে শুরু করলেন–

'গত কাল কয়েকজন আহত পুরুষ ও কয়েকটা মেয়েকে আমার সামনে হাজির করা হয়েছিল। তাদের ছজন সমুদ্র থেকে রক্ষা-পাওয়া-কয়েদি। তাদের একজনের ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে, লোকটা পদস্থ কোনো অফিসার হবে। তুমি সবার আগে তার সঙ্গে কথা বলো। আর পাঁচজন ব্যবসায়ী সাতটা মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।'

ব্যবসায়ীরা সুলতান আইউবিকে যা বলেছিল, সেসব তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে শুনিয়ে বললেন– 'আমি মেয়েগুলোকে মূলত বন্দি করেছি, যদিও তাদের আশ্রয়দানের কথা বলেছি। এই যে মেয়েগুলো বলল, তারা গরিব পরিবারের সন্তান, অগ্নিদগ্ধ জাহাজ থেকে নামিয়ে একটা নৌকায় বসিয়ে তাদের ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং নৌকা তাদের কূলে এনে ফেলেছে এসব বক্তব্য আমাকে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে। আমি তাদের আলাদা একটা তাঁবুতে রেখেছি আর প্রহরার জন্য একজন সান্ত্রী দাঁড় করিয়ে রেখেছি। নাস্তাটা খেয়েই তুমি ওই কয়েদি আর মেয়েগুলোর কাছে চলে যাও।'

শেষে সুলতান আইউবি মুখে মুচকি হাসির রেখা টেনে বললেন– 'গত কাল দিনের বেলা আমি উপকূলে টহল দিচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার প্রতি কোন দিক থেকে যেন একটা তির ছুটে এল। তিরটা আমার দু-পায়ের মাঝে বালিতে এসে বিদ্ধ হয়েছিল।'

সালাহুদ্দীন আইউবি তিরটা আলী বিন সুফিয়ানকে দেখিয়ে বললেন– 'এলাকাটা ছিল পর্বতময়। রক্ষীরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো তিরন্দাজের দেখা পায়নি। পাওয়া গেছে এই পাঁচ ব্যবসায়ীকে। রক্ষীরা তাদের

www.pathagar.com

ধরে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। তারা এই সাতটা মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিয়ে চলে গেছে।'

'কী বললেন; তারা চলে গেছে! আপনি তাদের যেতে দিলেন!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'রক্ষীরা তাদের তল্লাশ নিয়েছিল। তাদের কাছে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি।' বললেন সুলতান আইউবি।

আলী বিন সুফিয়ান তিরটা হাতে নিয়ে নিরীক্ষা করে দেখলেন। বললেন– 'সুলতান আর গুপ্তচরের দৃষ্টিতে অনেক পার্থক্য আছে। আমি সর্বাগ্রে ধাওয়া করে ওই ব্যবসায়ীদের ধরে আনার চেষ্টা করব।'

আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবির তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলে দারোয়ান বলল– 'এই কমান্ডার সংবাদ নিয়ে এসেছেন, কাল যে-সাতটা মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছিল, তাদের একজন নিখোঁজ। সুলতানকে সংবাদটা জানানোর প্রয়োজন আছে কি?'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন আলী বিন সুফিয়ান। সংবাদদাতা কমান্ডার আলীর কাছে এসে বলল– 'একটা মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হলো, ফখরুল মিসরী নামক আমাদের এক কমান্ডার রাত থেকে উধাও। রাতের সন্ত্রীরা জানিয়েছে, ফখরুল মিসরী মেয়েদের তাঁবুর দিকে গিয়েছিল। সেখান থেকে গেছে জখমিদের তাঁবুর দিকে। তারপর আর তাকে দেখা যায়নি। রাতে সে টহল দিতে বেরিয়েছিল।'

খানিক চিন্তা করে আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'এ-সংবাদ সুলতানকে এখনই দিও না। ফখরুল মিসরী রাতের যে-সময়ে ডিউটিতে গিয়েছিল, তখনকার সব সান্ত্রীকে সমবেত করো।' আলী সুলতান আইউবির রক্ষীবাহিনীর কমান্ডারকে বললেন– 'গতকাল যে-নিরাপত্তা-ইউনিটটি সুলতানের সঙ্গে উপকূল পর্যন্ত গিয়েছিল, তাদেরও আসতে বলো।'

রক্ষীরা সেখানেই উপস্থিত ছিল। চারজন সামনে এগিয়ে এল। আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'কাল যেখানে তোমরা ব্যবসায়ী ও মেয়েদের দেখেছিলে, এক্ষুনি সেখানে চলে যাও। ব্যবসায়ীরা যদি এখনও সেখানে থাকে, তা হলে তাদের আটকে ফেলো। আর যদি না পাও, তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে এসো।'

রক্ষীরা রওনা হয়ে গেল। আলী বিন সুফিয়ান মেয়েদের তাঁবুর কাছে চলে গেলেন। ছটা মেয়ে তাঁবুর বাইরে বসে আছে। সান্ত্রী দাঁড়িয়ে। আলী বিন সুফিয়ান মেয়েদের এক সারিতে দাঁড় করিয়ে আরবিতে জিগ্যেস করলেন– 'সপ্তমজন কোথায়?'

www.pathagar.com

মেয়েরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, মাথা নাড়ল। আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তোমরা কি আমার ভাষা বুঝছ?'

মেয়েরা ফ্যালফ্যাল চোখে আলীর প্রতি তাকিয়ে থাকল। আলী তাদের মুখের ভাব দেখে সন্দেহে পড়ে গেলেন। তিনি মেয়েগুলোর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং আরবিতে বললেন– 'গায়ের পোশাক খুলে এদের উলঙ্গ করে ফেলো। চারজন হায়েনা চরিত্রের সিপাই ডেকে আনো।'

হঠাৎ চমকে উঠে মেয়েরা মোড় ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকাল। দু-তিনজন একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। তারা নিজেদের অজান্তে আরবিতেই বলে উঠল– 'আমাদের সঙ্গে তোমরা এরূপ আচরণ করতে পার না।' একজন বলল– 'তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা তো যুদ্ধ করছি না।'

মুখ ভরে হাসি বেরিয়ে এল আলী বিন সুফিয়ানের। বললেন– 'আমি তোমাদের সঙ্গে অনেক ভালো ব্যবহার করব। এক ধমকেই আরবি বোঝা ও বলা শিখে ফেলেছ। তোমরা বড়ো ভালো মেয়ে। এবার ধমক ছাড়াই বলে দাও, সপ্তম মেয়েটা কোথায়।'

সবাই অজ্ঞতা প্রকাশ করল। আলী বললেন– 'এ-প্রশ্নের যথাযথ জবাব আমি তোমাদের থেকে নিয়েই ছাড়ব। তোমরা সুলতানকে বলেছিলেন, আরবি জান না। আর এখন কিনা আমাদের মতোই আরবি বলছ। আমি কি তোমাদের এমনিতেই ছেড়ে দেব?' আলী বিন সুফিয়ান সান্ত্রীকে বললেন– 'এদেরকে তাঁবুর ভেতরে বসিয়ে রাখো।'

রাতের প্রহরী এসে পড়েছে। আলী বিন সুফিয়ান ফখরুল মিসরীর ডিউটির সময়কার প্রহরীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। মেয়েদের তাঁবুর প্রহরী জানাল, তিনি রাতে আমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে জখমিদের তাঁবুর দিকে গিয়েছিলেন। খানিক পর আমি তার কণ্ঠ শুনতে পাই– 'কে তুমি? নিচে নেমে এস।' আমি সেদিকে তাকিয়ে অন্ধকারে কিছুই দেখলাম না। সম্মুখে মাটির টিলার ওপর ছায়ার মতো কী যেন দেখলাম। পরক্ষণেই ছায়াটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আলী বিন সুফিয়ান সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে ছুটে গেলেন। টিলাটার অবস্থান উপকূলের সন্নিকটে। বালুকাময় অঞ্চল। একস্থানে দুই মাপের দুটা পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। একটা সামরিক বুটপরিচিত পুরুষের। অপরটা ছোটো জুতার ছাপ – মেয়েলি বলে মনে হলো। মেয়েলি চিহ্নটা তাকে সেই তাঁবুর কাছে নিয়ে গেল, যেখানে মুবি রবিনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। আলী বিন সুফিয়ান তাঁবুর পরদা তুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

আলী বিন সুফিয়ান এক-এক করে গভীর দৃষ্টিতে জখমি কয়েদিদের প্রতি দৃষ্টি ফেললেন এবং সব কজনের চেহারা পরিমাপ করলেন। রবিন বসে আছে।

www.pathagar.com

আলী বিন সুফিয়ানকে দেখামাত্র সে কোঁকাতে শুরু করল। হঠাৎ ব্যথা জেগে উঠেছে তার। আলী বিন সুফিয়ান তাকে কাঁধে ধরে দাঁড় করিয়ে তাঁবুর বাইরে নিয়ে গেলেন। জিগ্যেস করলেন– 'রাতে তোমার তাঁবুতে একটা কয়েদি মেয়ে এসেছিল। কেন এসেছিল?' রবিন কোনো জবাব না দিয়ে আলীর প্রতি ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকল, যেন সে কিছুই বুঝছে না। আলী বিন সুফিয়ান ক্ষীণ কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন– 'তুমি কি আমার ভাষা বোঝ দোস্ত! আমি কিন্তু তোমার ভাষা বুঝি এবং বলতেও পারি। তোমাকেও আমারই ভাষায় জবাব দিতে হবে।' কিন্তু রবিন অপলক চোখে তাকিয়েই আছে আলীর প্রতি। আলী বিন সুফিয়ান সান্ত্রীকে বললেন– 'একে এখানেই দাঁড় করিয়ে রাখো।'

আলী বিন সুফিয়ান আবার তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। অন্য কয়েদিদের তাদের ভাষায় জিগ্যেস করলেন– 'রাতে মেয়েটা এ-তাঁবুতে কতক্ষণ ছিল? সত্য কথা বলো। মিথ্যা বলে অযথা নিজেদের জন্য বিপদ ডেকে এনো না।'

কিন্তু কেউ কথা বলছে না। আলী বিন সুফিয়ান তাদের ধমক দিলেন। এবার এক জখমি বলল, একটা মেয়ে রাতে তাঁবুতে এসেছিল এবং রবিনের শয্যায় বসে বা শুয়ে ছিল।

এই লোকটা অগ্নিদগ্ধ জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল। আগুন-পানি দুয়েরই লীলা দেখে এসেছে। যতটা ভীত, ততটা আহত নয়। তবে তৃতীয় আর কোনো বিপদে পড়তে রাজী নয়। বলল, রবিন ও আগত মেয়েটার মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে তার জানা নেই। মেয়েটার পরিচয়ও বলতে পারে না। রবিনের পদ কী, সে-ও তার অজানা। সে জানাল, ক্যাম্পে আসার আগ পর্যন্ত লোকটা পুরোপুরি সুস্থ ছিল। এখানে আসার পরই এভাবে কোঁকাতে শুরু করেছে।

এক প্রহরীর নির্দেশনায় আলী বিন সুফিয়ান সেই পাঁচ ব্যক্তিকে দেখতে চলে গেলেন, যারা বণিকের বেশে কিছুদূরে তাঁবু ফেলে অবস্থান করছে। আলীর রক্ষীরা আলাদাভাবে একটা জায়গায় তাদের বসিয়ে রেখেছে। রক্ষীরা আলী বিন সুফিয়ানকে তথ্য দিল, কাল এদের কাছে দুটা উট ছিল; আজ আছে একটা। বিচক্ষণ গোয়েন্দাপ্রধান আলীর জন্য এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট। অপর উটটা কোথায় গেছে বণিকদের কাছে তার সন্তোষজনক কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। আলী বিন সুফিয়ান অনুসন্ধানে নেমে পড়লেন। তিনি নিখোঁজ উটের পদচিহ্ন পেয়ে গেলেন। বণিকদের বললেন– 'তোমরা সাধারণ কোনো অপরাধে অপরাধী নও। অন্যায় তোমাদের গুরুতর। তোমরা গোটা একটি রাষ্ট্র ও তার সকল নাগরিকের জন্য বিপজ্জনক। তাই তোমাদের প্রতি আমি এতটুকু সহানুভূতিও দেখাতে পারি না। বলো তো, তোমরা কি ব্যবসায়ী?'

হাঁ, আমরা ব্যবসায়ী, আমরা নিরপরাধ।' সবাই মাথা দুলিয়ে উত্তর দিল।

www.pathagar.com

আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'তোমাদের সকলের হাতের পিঠটা একটু দেখাও দেখি।' সবাই নিজ-নিজ হাত উলটো করে আলী বিন সুফিয়ানের সামনে এগিয়ে ধরল। আলী সকলের বাঁ হাতের বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙুলের মাঝখানটা দেখলেন এবং একজনের বাহু ধরে টেনে সামনে নিয়ে এলেন। বললেন– 'তির-ধনুক-তূণীর কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ বল!'

লোকটা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের প্রাণপণ চেষ্টা করল। আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবির একরক্ষীকে কাছে ডেকে এনে তার বাঁ হাতের উলটো দিকটা লোকটাকে দেখালেন। আঙুলের গোড়ায় উলটো পিঠে একটা দাগ আছে। ঠিক তেমনই একটা দাগ বণিক লোকটার আঙুলের পিঠেও বিদ্যমান। আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'এই লোকটা সুলতান আইউবির সেরা তিরন্দাজ। আর তার তিরন্দাজ হওয়ার প্রমাণ এই চিহ্ন।'

বণিকের আঙুলের পিঠে অস্পষ্ট একটা চিহ্ন, যেন এস্থানে বারবার কোনো একটা বস্তুর ঘর্ষণ লেগেছে। এটা সেই ঘর্ষণের দাগ। তির ধরা হয় ডান হাতে। ধনুক থাকে বাঁ হাতে। তিরের অগ্রভাগ থাকে আঙুলের ওপর। আর ধনুক থেকে তির বের হওয়ার সময় আঙুলে ঘর্ষণ লাগে। এমন দাগ থাকে প্রত্যেক তিরন্দাজের হাতে। আলী বিন সুফিয়ান লোকটাকে বললেন– 'এই পাঁচজনের মধ্যে শুধু তুই-ই তিরন্দাজ। বল, তির-ধনুক-তূণীর কোথায় রেখেছিস্?'

পাঁচজনই নীরব। আলী বিন সুফিয়ান তাদের একজনকে ধরে রক্ষীদের বললেন– 'একে ওই গাছটার সঙ্গে বাঁধো।'

লোকটাকে একটা খেজুর গাছের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে বেঁধে রাখা হলো। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর তিরন্দাজ সিপাইর কানে-কানে কী যেন বললেন। সে কাঁধ থেকে ধনুক নামিয়ে তাতে তির সংযোজন করল এবং গাছের সঙ্গে বাঁধা লোকটাকে লক্ষ করে ছুড়ে দিল। তির লোকটার ডান চোখে গিয়ে বিদ্ধ হলো। লোকটা ছটফট করতে শুরু করল। আলী বিন সুফিয়ান অপর চারজনকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমাদের মধ্যে আর যে-ব্যক্তি ক্রুশের সন্তুষ্টি অর্জনে এভাবে জীবন দিতে প্রস্তুত আছ, ওর দিকে তাঁকাও।' তারা লোকটার পানে চোখ তুলে তাকাল। লোকটা ছটফট করছে আর চিৎকার করছে। তার তিরবিদ্ধ চোখ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে।

'আমি ওয়াদা দিচ্ছি, তোমাদের আমি সসম্মানে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছিয়ে দেব। বলো, অপর উটটাতে করে কে গেছে এবং কোথায় গেছে?' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

'তোমাদের এক কমান্ডার আমাদের একটটা উট ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।' একজন উত্তর দিল।

www.pathagar.com

'আর একটা মেয়েও।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আলী বিন সুফিয়ানের কৌশল লোকগুলো থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে নিল তারা কারা। কিন্তু তারা একটা মিথ্যা কথা বলল যে, মেয়েটা রাতে তাঁবু থেকে পালিয়ে এসে বলেছিল, সুলতান আইউবি রাতে তাকে তাঁর তাঁবুতে রেখেছিলেন এবং তিনি নিজেও মধপান করেছেন, মেয়েটাকেও পান করিয়েছেন। মেয়েটা পালিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে ধাওয়া করতে ফখরুল মিসরী নামক এক কমান্ডার এলেন এবং মেয়েটার বক্তব্য শুনে উটের পিঠে বসিয়ে তাকে জোরপূর্বক নিয়ে গেছেন। মেয়েটা সুলতান আইউবির নামে যে-অপবাদ আরোপ করেছিল, তারা আলী বিন সুফিয়ানকে সব শোনাল।

আলী বিন সুফিয়ান মুচকি হেসে বললেন– 'তোমরা পাঁচজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক ও তিরন্দাজ। আর একজন মানুষ কিনা তোমাদের একটা মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে! আবার সেইসঙ্গে একটা উটও নিয়ে গেছে! নিতান্ত নির্বোধ না হলে কি একথা বিশ্বাস করবে কেউ?'

লোকগুলোর নির্দেশনা অনুসারে আলী বিন সুফিয়ান মাটিতে পুঁতে-রাখা-ধনুক ও তূণীর উদ্ধার করলেন। তিনি চারজনকেই তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলেন। পঞ্চমজন চোখে তিরের আঘাতে ছটফট করতে-করতে মরে গেল।

উটের পদচিহ্ন চোখে পড়ছে স্পষ্ট। আলী বিন সুফিয়ান দশজন অশ্বারোহী সৈনিক ডেকে পাঠালেন। মুহূর্তমধ্যে দশজন সৈনিক এসে পৌঁছল। তিনি তাদের নিয়ে তখনই উটের পদচিহ্ন অনুসরণ করে রওনা হলেন।

কিন্তু উটের রওনা হওয়া আর আলী বিন সুফিয়ানের এই পশ্চাদ্ধাবনের মধ্যকার ব্যবধান চৌদ্দ থেকে পনেরো ঘণ্টার। তদুপরি উটটা বেশ দ্রুতগামীও বটে। দানা-পানি ছাড়া উট অন্তত ছয়-সাত দিন সবল ও তরতাজা থাকতে পারে। তাই পথে বিশ্রামেরও প্রয়োজন নেই। তার বিপরীতে পথে ঘোড়াগুলোর দানা-পানি ও বিশ্রামের প্রয়োজন পড়বে একাধিকবার। ফলে চৌদ্দ-পনেরো ঘণ্টার ব্যবধান কাটিয়ে ফখরুল মিসরীকে ধরা সম্ভব হলো না আলীর। ধাওয়া খাওয়ার আশঙ্কায় পথে তেমন থামেনি ফখরুল।

পথে একজায়গায় একটা বস্তু চোখে পড়ল আলী বিন সুফিয়ানের। জিনিসটা একটা থলে। তিনি ঘোড়া থামিয়ে নেমে থলেটা কুড়িয়ে নিলেন এবং খুলে দেখলেন। তাতে কিছু খাদ্যদ্রব্য পাওয়া গেল। থলেটার মধ্যে আরও একটা পুটুলি আছে। তার মধ্যে কিছু আহার্য। খাবারগুলো নাকের কাছে ধরেই আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন, এতে হাশিশ মেশানো আছে। পথে দু-জায়গায় তিনি এমন কিছু আলামত পেলেন, যাতে বোঝা গেল, এখানে উট থেমেছিল

www.pathagar.com

এবং তার আরোহী বসেছিল। খেজুরের বিচি, ফলের খোসা ও দানা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে আছে। থলেটা সন্দেহে ফেলে দিল আলী বিন সুফিয়ানকে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি, মেয়েটা ফখরুল মিসরীকে হাশিশের নেশায় কাবু করে তার প্রহরী বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তথাপি তিনি থলেটা নিজের কাছে রেখে দিলেন। কিন্তু থলের অনুসন্ধান ও অবস্থান তাঁর অনেক সময় নষ্ট করে দিল।

◆◆◆

ফখরুল মিসরী ও মুবি গন্তব্যে পৌঁছতে না পারলেও এবং পথে ধরা পড়ে গেলেও তেমন কোনো অসুবিধা ছিল না। কারণ, ইতিমধ্যে নাজি, আদরোশ ও তার কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সহকর্মী সুলতান আইউবির বিষের ক্রিয়ায় দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। নাজি ফাতেমি খেলাফতের একজন সেনাপতি হলেও প্রকৃতপক্ষে সে-ই মূল রাষ্ট্রনায়ক সেজে বসেছিল। সুলতান আইউবিকে একজন ব্যর্থ ও অথর্ব গভর্নর প্রমাণিত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছিল সে। মুসলিম শাসকবর্গ নিজ-নিজ হেরেমে বন্দি হয়ে পড়েছেন এমনসব রূপসি মেয়েদের হাতে, যাদের কেউ-কেউ ইহুদি। কিন্তু নাম তাদের ইসলামি। এদেরই সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রে ভোগ-বিলাসিতা আর অবৈধ যৌনসম্ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মুসলিম শাসককমণ্ডলী। ইসলামে নিবেদিত ও দেশপ্রেমিক সুলতান আইউবি এখন তাদের চোখের কাঁটা। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি যদি না থাকতেন, তা হলে ইতিহাসে সালাহুদ্দীন আইউবি নামক কোনো ব্যক্তির নাম-চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেত না। পৃথিবীর মানচিত্রে থাকত না এতগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব।

সামান্য ইঙ্গিত পেলেই নুরুদ্দীন জঙ্গি সৈন্য পাঠাতেন সুলতান আইউবির সাহায্যে। সুদানি সৈন্যদের আহ্বানে খ্রিস্টানরা যখন মিশর আক্রমণের উদ্দেশ্যে রোম-উপসাগরে ছড়িয়ে পড়ল, তখন সংবাদ পাওয়ামাত্র নুরুদ্দীন জঙ্গি এমন একটি দেশের সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করে বসলেন, যারা মিশর আক্রমণের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছিল। নুরুদ্দীন জঙ্গি নিজের সমস্যা অপেক্ষা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সমস্যাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন।

কতিপয় বিশ্বাসঘাতক মুসলিম সেনানায়ক ও অসামরিক ব্যক্তি অনুভব করল, মিশরে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে অস্থিরতা ও বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠছে। তারা সেই বিদ্রোহের আগুনে বাতাস দিতে এবং আড়াল থেকে সুদানি সৈন্যদের উত্তেজিত করতে শুরু করল। তারা গুপ্তচরমারফত জানতে পেরেছে, সুদানি বাহিনীর সেনাপতিদের গোপনে হত্যা করে গুম করে ফেলা হয়েছে। এখন তাদের নিম্নপদস্থ কমান্ডাররা সালারের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং আইউবির মিশরে অবস্থানরত স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের ওপর হামলার পরিকল্পনা আঁটছে। তারা সুলতান আইউবির অর্ধেক ফৌজ ও সুলতানের অনুপস্থিতি থেকে স্বার্থ উদ্ধার

www.pathagar.com

করতে চাচ্ছে। সেই পরিকল্পনার আওতায় ইসলামের চন্দ্রকে কালো মেঘের মতো ঢেকে ফেলতে চাচ্ছে পঞ্চাশ হাজার সুদানি সৈন্য।

কায়রো পৌঁছে গেছেন আলী বিন সুফিয়ান। যাকে ধাওয়া করতে গেলেন, তার কোনো সন্ধান পেলেন না। তিনি সুদানি হেডকোয়ার্টারে অবস্থানরত গোয়েন্দাদের তলব করলেন। তাদের একজন জানাল, গতরাতে একটা উট এসেছিল। তার আরোহী ছিল দুজন। একজন পুরুষ, একজন নারী। এখন তারা কোন ভবনে অবস্থান করছে গোয়েন্দা তাও অবহিত করল। আলী বিন সুফিয়ান ইচ্ছে করলে এক্ষুনি হানা দিয়ে তাদের ধরে ফেলতে পারেন। কিন্তু তিনি ভাবলেন, বিষয়টা জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালার মতো হতে পারে। সমস্যা আরও বেড়ে যেতে পারে। শুধু মুবি-ফখরুলকে গ্রেফতার করা-ই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য নয়। তার প্রধান লক্ষ্য, সুদানি বাহিনীর প্রত্যয় ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা, যাতে এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা সহজ হয়।

গোয়েন্দাদের প্রতি নতুন নির্দেশনা জারি করলেন আলী বিন সুফিয়ান। বেশ কটা মেয়েও আছে তাঁর গোয়েন্দা-বাহিনীতে। তারা খ্রিস্টানও নয়, ইহুদিও নয়– তারা মুসলিম। তাদেরকে বিভিন্ন পতিতালয় থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতি আলী বিন সুফিয়ানের ষোলো আনা আস্থা আছে। তিনি মুবিকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব নারী গোয়েন্দাদের ওপর অর্পণ করলেন।

চার দিন হলো আলী বিন সুফিয়ান রাজধানীর বাইরে ঘুরে ফিরছেন। সুদানি বাহিনীর নেতৃত্বের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে তার কর্মতৎপরতা।

আজ পঞ্চম রাত। বাইরে খোলা আকাশের তলে বসে দুজন গোয়েন্দার কাছ থেকে রিপোর্ট নিচ্ছেন তিনি। আলী বিন সুফিয়ান কখন কোথায় থাকেন, তা জানা থাকে তাঁর লোকদের। দলের এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে তাঁর কাছে এল এবং বলল– 'আমরা এই লোকটাকে জঙ্গল থেকে ধরে এনেছি। দেখি, ঢুলুঢুলু শরীরে লোকটা একবার পড়ছে আবার উঠে দু-কদম সামনে এগিয়ে পুনরায় পড়ে যাচ্ছে। পরিচয় জানতে চাইলে বলল, আমাকে আমার বাহিনীতে পৌঁছিয়ে দাও। নাম নাকি ফখরুল মিসরী। লোকটা ভালো করে কথা বলতে পারছে না।' এমনি সময়ে ধপাস করে সে মাটিতে বসে পড়ল।

'তুমি-ই কি সেই কমান্ডার, যে একটা মেয়ের সঙ্গে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসেছে?' জিগ্যেস করলেন আলী বিন সুফিয়ান।

আমি সুলতান আইউবির পলাতক সৈনিক। আমি মৃত্যুদণ্ডের অপরাধে অপরাধী। তবে আগে আমার পুরো ঘটনা শুনুন। অন্যথায় আপনাদেরও সকলের মৃত্যুদণ্ড বরণ করে নিতে হবে।' লোকটা কম্পিত কণ্ঠে বলল।

www.pathagar.com

কথা বলার ভাবভঙ্গিতে আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন, লোকটা নেশাগ্রস্ত। তাই তাকে নিজের দফতরে নিয়ে গেলেন এবং রাস্তা-থেকে-কুড়িয়ে-আনা থলেটা তাকে দেখালেন। জিগ্যেস করলেন– 'এই থলেটা কি তোমার? এর খাবার খেয়েই কি তোমার এই দশা?'

'হাঁ, ও আমাকে এর থেকেই খাওয়াত।' জনাব দিল ফখরুল মিসরী।

থলের ভেতরে পাওয়া পুটুলিটা আলীর সামনে রাখা। ফখরুল মিসরী ঝট করে পুটুলিটা হাতে নিয়ে খুলেই মিষ্টির মতো একটা টুকরা তুলে নিল। আলী বিন সুফিয়ান খপ করে তার হাতটা ধরে ফেললেন। ফখরুল মিসরী ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এটা খেতে দাও। এরই মধ্যে আমার জীবন। অন্যথায় আমি বাঁচব না।'

আলী বিন সুফিয়ান ফখরুল মিসরীর হাত থেকে টুকরাটা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন– 'আগে কাহিনি শোনাও। তারপর নাহয় এসব খেয়ে জীবন বাঁচাবে।'

ফখরুল মিসরী আলী বিন সুফিয়ানকে নিজের পূর্ণ কাহিনি শোনাল। ক্যাম্প থেকে মেয়েটাকে ধাওয়া করা থেকে শুরু করে সর্বশেষ ঘটনা পর্যন্ত পুরো ঘটনার সবিস্তার বিবরণ দিল। সে জানাল–

'বণিকরা আমাকে কফি পান করাল, যার ক্রিয়ায় আমি ভিন্ন একজগতে গিয়ে উপনীত হলাম। বণিকরা তাকে যা-যা বলেছে, তা-ও সে আলী বিন সুফিয়ানকে শোনাল। মেয়েটার ফাঁদে আটকা পড়া সম্পর্কে ফখরুল জানাল, বণিকদের দেওয়া কফি পান করে আমি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। মেয়েটার বিবৃত কাহিনি শুনে আমার মনে সুলতান আইউবির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে গেল। আমি তাদের ফাঁদে আটকা পড়লাম। উটের পিঠে বসিয়ে মুবি আমাকে কোথায় যেন নিয়ে রওনা হলো। তার প্রেমে পড়ে আমি ভালো-মন্দের জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।...

'আমরা একটানা চলতে থাকলাম। মাঝেমধ্যে সামান্য বিরতি দিয়ে মেয়েটা ছোট্ট একটা পুটুলি থেকে বের করে আমাকে কী যেন খাওয়াল। আমি নিজেকে রাজা ভাবতে শুরু করলাম। মেয়েটা আমাকে ভালোবাসার নিশ্চয়তা দিয়েছিল এবং প্রতিজ্ঞা করেছিল, ও আমাকে বিয়ে করবে। শর্ত দিয়েছিল, আমি তাকে সুদানি কমান্ডারদের কাছে পৌঁছিয়ে দেব। আমি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। বিয়ে ছাড়াই আমি তার সঙ্গে স্ত্রীসুলভ আচরণ শুরু করলাম। নিজের বাহুবন্ধনে জড়িয়ে নিয়ে প্রেম দিয়ে সে আমাকে পাগল করে তুলল।...

'তৃতীয়বার পানাহারের জন্য যাত্রাবিরতি দিয়ে দেখলাম, থলেটা নেই। খাদ্যভর্তি থলেটা পথে কোথায় যেন পড়ে গেছে। মুবি পেছনে ফিরে গিয়ে থলেটা খুঁজে আনতে চাইল। আমি বললাম, আমি পলাতক সৈনিক। আশঙ্কা আছে, দলের লোকেরা আমাকে ধাওয়া করবে। কিন্তু মেয়েটা জিদ ধরে বসল।

www.pathagar.com

বলল, না, যে-করেই হোক থলেটা খুঁজে আনতেই হবে। আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করি, আমাদের ক্ষুধায় মরে যাওয়ার ভয় নেই। একান্ত প্রয়োজন হলে পথে কোনো বাড়িতে গিয়ে কিছু চেয়ে খাব। কিন্তু সে লোকালয়ের কাছে ঘেঁষতে রাজী নয়। আমি তাকে জোরপূর্বক উটের পিঠে বসিয়ে নিলাম এবং তার পেছনে বসে উট হাঁকালাম।...

'সেদিন ছিল সফরের তৃতীয় দিন। সন্ধ্যার সময় মেয়েটা শহরের বাইরে সুদানিদের এক কমান্ডারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। আমি এমন অস্থিরতা অনুভব করলাম, যেন মাথায় কতগুলো পোকা কিলবিল করছে। আমি ধীরে-ধীরে বাস্তব জগতে ফিরে এলাম।'

ফখরুল মিসরী বুঝতে পারেনি, তার এই অস্থিরতা হাশিশের ক্রিয়া। তার কাল্পনিক রাজত্ব আর স্বপ্নের জান্নাত থলের মধ্যে কোথায় যেন মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে। মেয়েটা তার সামনে কমান্ডারকে খ্রিস্টানদের বার্তা শোনাল এবং বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করল। সে পাশে বসে সব শুনতে থাকল। তার মাথার পোকাগুলো বড়ো হয়ে ছোটাছুটি শুরু করল। তার নেশার ঘোর অনেকটা কেটে গেছে। আস্তে-আস্তে তার মনে পড়তে শুরু করল, সে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু মুবির ধারণা, সে এখনও নেশাগ্রস্ত। তাই সে নির্দ্বিধায় তার সামনেই কমান্ডারদের বলল, সুলতান আইউবি ও আলী বিন সুফিয়ানের মধ্যে এমন ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে হবে, যেন উভয়-ই উভয়কে নারীলোলুপ ও মদ্যপ ভাবতে শুরু করে।

তাদের এই দীর্ঘ আলাপচারিতায় বিদ্রোহ নিয়েও কথা হলো। এতক্ষণে ফখরুল মিসরী সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছে। কিন্তু মাথাটায় এখনও অস্থিরতা আছে। মেয়েটা কমান্ডারকে বলল, বিদ্রোহ যদি করতেই হয়, তা হলে সময় নষ্ট করা যাবে না। সুলতান আইউবি এখন রণাঙ্গনে আছেন এবং মহা ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

মেয়েটা তাদের একটা মিথ্যে তথ্য দিল যে, তিন-চার দিন পর খ্রিস্টানরা দ্বিতীয়বারের মতো আক্রমণ করতে যাচ্ছে। তখন সুলতান আইউবি এখানকার এই গুটিকতক সৈন্যকেও রণাঙ্গনে তলব করতে বাধ্য হবেন। কমান্ডারও মুবিকে জানাল, ছয়-সাত দিনের মধ্যে সুদানি বাহিনী এখানকার সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

এসব কথোপকথন শুনতে থাকল ফখরুল মিসরী। মধ্যরাতের পর তাকে পৃথক একটা কক্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে তার শোওয়ার ব্যবস্থা আছে। মুবি ও কমান্ডারগণ অবস্থান নিল অন্যকক্ষে। দুই কক্ষের মধ্যখানে একটা দরজা। দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হলো। ফখরুল মিসরী কৌতূহলী হয়ে

www.pathagar.com

উঠল। কান খাড়া করে বসে পড়ল দরজা ঘেঁষে। অপর কক্ষ থেকে হাসির শব্দ শুনতে পেল। তার পর মেয়েটার কথা বলার আওয়াজ এল– 'লোকটাকে হাশিশের জোরে এ-পর্যন্ত এনেছি এবং প্রেমনিবেদন করে রূপের মোহজালে আটকে রেখেছি। আমার একজন রক্ষীর প্রয়োজন ছিল। হাশিশের থলেটা পথে কোথায় যেন পড়ে গেছে। ভোরে উঠে যদি খাবার না পায়, তা হলে বেটা খুব পেরেশান করবে।'

তার পর ফখরুল মিসরীর কানে যেসব শব্দ এল, তাতে পরিষ্কার বোঝা গেল, তারা মধপান করছে এবং বেহায়াপনা চলছে। দীর্ঘক্ষণ পর ফখরুল মিসরী কমান্ডারের কণ্ঠ শুনতে পেল– 'এই লোকটা এখন আমাদের জন্য একদম বেকার। এখন হয় তাকে বন্দিশালায় ফেলে রাখো, নতুবা শেষ করে দাও।'

প্রস্তাবে সায় দিল মুবি।

এবার ফখরুল মিসরী পালাবার পথ খুঁজতে শুরু করল। তখন রাতের প্রথম প্রহর। ফখরুল মিসরী কক্ষ থেকে বের হয়ে পা টিপেটিপে বাইরে বেরিয়ে পড়ল এবং ভোরনাগাদ নিরাপদ দূরত্বে চলে গেল। মনে তার দ্বিমুখী সংশয়। গন্তব্যে পৌঁছে গেলেও ভয় আবার পেছন থেকে ওরা ধাওয়া করে কি-না তারও সংশয়। নিজবাহিনীর হাতে ধরা পড়লে অপরাধী আর সুদানিদের হাতে ধরা পড়লে মৃত্যু। উভয় দিকেই যমের হাতছানি দেখতে পাচ্ছে সুলতান সালাউদ্দীন আইউবির পলাতক কমান্ডার ফখরুল মিসরি।

ফখরুল মিসরী সারাটা দিন একজায়গায় লুকিয়ে থাকল। নেশার টান, ভয় আর ক্ষোভ লোকটার দেহ ও দেমাগ দুটোই বেকার করে তুলছে। রাতনাগাদ তার চলনশক্তিও লোপ পেতে শুরু করেছে। অবশেষে তার এই অনুভূতিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল যে, এখন দিন, না রাত। নিজে এখন কোথায় আছে, তাও বলতে পারছে না। একবার মনে ইচ্ছে জাগল, গিয়ে ওই মেয়েটাকে খুন করে আসি। আবার ভাবল, একটা উট বা ঘোড়া পেলে রণাঙ্গনে ছুটে গিয়ে সুলতান আইউবির পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইব। কিন্তু যা-ই ভাবছে, মুহূর্তমধ্যে অন্ধকার এসে তার সামনের সবকিছু ঝাপসা করে দিচ্ছে।

এমনি অবস্থায় ফখরুল মিসরী এ-লোকটাকে পেয়ে গেল। লোকটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর। সে প্রশিক্ষণ অনুযায়ী ফখরুল মিসরীর সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ ও সমবেদনামূলক কথা বলল এবং তুলে আলী বিন সুফিয়ানের কাছে নিয়ে এল।

সুদানি বাহিনী যে আক্রমণ ও বিদ্রোহ করবে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, এ-বিদ্রোহ সংঘটিত হতে পারে যেকোনো মুহূর্তে। আলী বিন সুফিয়ান একবার ভাবলেন, সুদানি কমান্ডারদের বিদ্রোহের ব্যাপারে সতর্ক করে সুলতান আইউবিকে সংবাদ পাঠাবেন। কিন্তু তাঁর হাতে সময় নেই। ইত্যবসরে

www.pathagar.com

তিনি সংবাদ পেলেন, সুলতান তাঁকে ডাকছেন। তিনি শশব্যস্তে উঠে রওনা দিলেন। মনে শঙ্কা জাগল, আমি তো সুলতানকে ময়দানে রেখে এসেছি। কিন্তু এখন কিনা হঠাৎ তিনি এখানে! কোনো অঘটন ঘটেনি তো!

সুলতান আইউবি আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন– 'আমি সংবাদ পেয়েছি, উপকূলে খ্রিস্টানদের একটা গ্যাং অবস্থান করছে। তারা এদিকেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। ময়দানে এখন আর আমার কাজ নেই। নায়েবদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছি। এদিকে কোনো সমস্যা হলো কি-না ভেবে মনটা আমার বেজায় ছটফট করছিল। তাই চলে এলাম। তো এদিককার খবরাখবর কী?

আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবিকে সমস্ত খবর শুনিয়ে বললেন, আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি মুখের অস্ত্র ব্যবহার করে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করি কিংবা সুলতান জঙ্গির সাহায্য আসা পর্যন্ত বিদ্রোহ বিলম্বিত করার ব্যবস্থা করি। এ-কাজে আমি আমার গোয়েন্দাদেরই ব্যবহার করতে পারি। আমাদের সৈন্য কম। আক্রমণ হয়ে গেলে মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে কঠিন হবে।'

মাথাটা নত করে কক্ষে পায়চারি শুরু করলেন সুলতান আইউবি। তিনি গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন। আলী বিন সুফিয়ান সুলতানের পানে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে সুলতান বললেন–

'হাঁ; আলী, তুমি তোমার মুখের ভাষা ও গুপ্তচরদের ব্যবহার করো। তবে আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে নয়– আক্রমণ সংঘটনের পক্ষে। আমাদের ওপর সুদানিদের হামলা করাই উচিত এবং তা হওয়া দরকার যখন আমাদের বাহিনী ব্যারাকে ঘুমিয়ে থাকে ঠিক তখন।'

আলী বিন সুফিয়ান বিস্ময়ভরা চোখে সুলতানের পানে তাকিয়ে থাকলেন। সুলতান বললেন– 'এখানকার সব কজন কমান্ডারকে ডেকে পাঠাও আর তুমিও এসো।' সুলতান আইউবি আলী বিন সুফিয়ানকে কঠোরভাবে বলে দিলেন, যেন তিনি কমান্ডারদের জানিয়ে দেন, তিনি যে ময়দান থেকে এখানে এসেছেন, তা যেন অন্য কেউ না জানে। তিনি বললেন, এখানে আমার উপস্থিতি গোপন রাখা অত্যন্ত জরুরি। আমি অতি সাবধানে ও খুব সন্তর্পণে এসেছি।

◆◆◆

তিন রাত পর।

আঁধার রাতের কোলে গভীর নিদ্রায় শুয়ে আছে কায়রো। একদিন আগে অধিবাসীরা দেখেছিল, তাদের নবগঠিত মিশরি বাহিনী নগরী ত্যাগ করে কোথাও যাচ্ছে। প্রচার হয়েছিল, সামরিক মহড়ার জন্য বাহিনী শহরের বাইরে গেছে। নীলনদের কূলে বালুকাময় পার্বত্য এলাকায় পৌঁছে তাঁবু গেড়েছে সৈন্যরা। বাহিনীর কেউ পদাতিক, কেউ অশ্বারোহী।

www.pathagar.com

রাতের প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্ত। কায়রোর ঘুমন্ত বাসিন্দারা দূরে কোথাও প্রলয়ের শব্দ শুনতে পেল। অসংখ্য ঘোড়ার দ্রুত ছোটাছুটির আওয়াজও কানে এল। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে ঘুমন্ত মানুষগুলো জেগে উঠল। তারা প্রথম-প্রথম মনে করেছিল, সৈন্যদের মহড়া চলছে। কিন্তু হট্টগোল ধীরে-ধীরে নিকটে চলে আসতে এবং আস্তে-আস্তে স্পষ্ট হতে শুরু করল। জনতা ঘরের ছাদে উঠে দেখার চেষ্টা করল ঘটনাটা কী ঘটেছে। রক্তবর্ণ ধারণ করছে আকাশ। নীলনদ থেকে আগুনের শিখা উঠে আঁধার রাতের বুক চিরে ডাঙায় এসে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তারপরই শহরে হাজার-হাজার ঘোড়ার ছোটাছুটি-দৌড়াদৌড়ির শব্দ-শোরগোল শুরু হয়ে গেল। নগরবাসী এখনও জানে না, এটি কোনো মহড়া নয়– এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ। আর ওই যে-আগুন দেখা যাচ্ছে, তাতে সুদানি বাহিনীর বেশিরভাগ সৈন্য পুড়ে ছাই-ভস্মে পরিণত হচ্ছে।

সুলতান আইউবির এ এক অনুপম রণকৌশল। তিনি রাজধানীতে অবস্থানরত স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকে নীলনদ ও বালুকাময় টিলার পর্বতশ্রেণির মাঝে বিস্তীর্ণ মাঠে পাঠিয়ে দিলেন। তারা তাঁবু স্থাপন করে সেখানে অবস্থান নিল। আলী বিন সুফিয়ান নিজের কৌশল ও দক্ষতা কাজে লাগালেন। সুদানি বাহিনীর মধ্যে গুপ্তচর ঢুকিয়ে তিনি বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে এবং কমান্ডার থেকে এই সিদ্ধান্ত আদায় করে নিলেন যে, রাতের যখন সুলতান আইউবির সৈন্যরা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকবে, ঠিক তখন সুদানি বাহিনী তাদের ওপর হামলা চালাবে। ভোরনাগাদ এক-একজন করে সৈন্য শেষ করে নির্বিঘ্নে রাজধানী দখল করে নেওয়া হবে। আর সুদানি বাহিনীর অপর অংশকে রোম-উপসাগরের কূলে অবস্থানরত আইউবি-বাহিনীর ওপর আক্রমণের জন্য পাঠানো হবে। এই সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা অনুসারে সুদানি বাহিনীর একটা অংশকে নিতান্ত গোপনে রাতে রোম-উপসাগরের রণাঙ্গন-অভিমুখে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। অপর অংশ নীলনদের কূলে অবস্থানরত বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই বাহিনী সমুদ্রের স্রোতের মতো এক মাইল বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে স্থাপিত আইউবি-বাহিনীর তাঁবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মুহূর্তমধ্যে অতিদ্রুত সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ তাঁবুগুলোর ওপর অগ্নিতির ও তেলভেজা কাপড়ে প্রজ্বলমান গোলা বর্ষিত হতে শুরু করল। আগুন বর্ষণ করতে আরম্ভ করল নীলনদও। তাঁবুগুলোতে আগুন ধরে গেল। আগুনের শিখা আকাশময় ছড়িয়ে পড়ল। সুদানি বাহিনী তাঁবুতে না পেল সুলতান আইউবির বাহিনীর কোনো সৈন্য, না পেল একটা ঘোড়া বা একজন আরোহী। একদম শূন্য সবগুলো তাঁবু। মোকাবেলার জন্য এগিয়ে এল না একজন সৈনিকও। আর হঠাৎ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ল ছাউনি এলাকার সর্বত্র। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল পুরোটা অঞ্চল।

www.pathagar.com

সুদানি বাহিনীর জানা ছিল না, সুলতান আইউবি রাতের প্রথম প্রহরে ছাউনিগুলো থেকে তাঁর বাহিনীকে সরিয়ে বালুকাময় টিলাসমূহের পেছনে লুকিয়ে রেখেছেন এবং তাঁবুগুলোতে শুকনো ঘাসের স্তূপ ভরে ওপরে ও ভেতরে তেল ছিটিয়ে রেখেছেন। সুলতান আইউবি কিশতিগুলোতে ছোটো-ছোটো মিনজানিক স্থাপন করিয়ে সন্ধ্যার পর যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সুদানি বাহিনী যেইমাত্র ছাউনি-এলাকায় প্রবেশ করল, অমনি সুলতান আইউবির লুকিয়ে-থাকা-সৈন্যরা অগ্নিতির ও কিশতিতে রাখা মিনজানিক দ্বারা আগুনের গোলা ছুড়তে শুরু করল। তাঁবুগুলোতে আগুন ধরে গেলে শুকনো ঘাস আর তেল এলাকাটাকে নরকে পরিণত করল। সুদানিদের ঘোড়াগুলো তাদের পদাতিক সৈন্যদের পিষতে শুরু করল। আগুনের বেষ্টনি থেকে বেরিয়ে আসা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। হাজার-হাজার সৈন্যের আর্তচিৎকার আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে তুলল। প্রজ্বলিত আগুন অন্ধকার রাতটাকে দিনে পরিণত করল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির মুষ্টিমেয় সৈন্য আগুনে প্রজ্বলমান সুদানিদের ঘিরে ফেলল। আগুন থেকে বেরিয়ে যে-ই পালাবার চেষ্টা করল, তিরবিদ্ধ হয়ে সে-ই লুটিয়ে পড়ল।

ওদিকে সুদানিদের যে-বাহিনীটি রণাঙ্গন-অভিমুখে সুলতান আইউবির বাহিনীর ওপর আক্রমণের উদ্দেশে এগিয়ে যাচ্ছিল, সুলতান তাদের স্বাগত জানাতেও উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সুলতানের কয়েকটি ক্ষুদ্র বাহিনী বিভিন্ন স্থানে ওত পেতে বসে আছে পূর্ব থেকে। তারা অগ্রসরমান সুদানি বাহিনীর পেছনভাগে আক্রমণ চালিয়ে গোটা বাহিনীতে হুলস্থুল সৃষ্টি করে দিল। এক আক্রমণে যতটুকু ক্ষতিসাধন করা সম্ভব ছিল, সেটুকু করে তারা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিপর্যস্ত সুদানি বাহিনী নিজেদের সংবরণ করতে-না-করতেই বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের ওপর আবারও আক্রমণ হলো। আক্রমণ চালিয়ে তারাও বিদ্যুদ্‌গতিতে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল।

সকাল পর্যন্ত সুদানিদের এই বাহিনীটির ওপর তিনবার আক্রমণ হলো। তারা মনোবল হারিয়ে ফেলল। মোকাবেলা করার সুযোগই পাচ্ছে না তারা। দিনের বেলা কমান্ডাররা বুঝিয়েশুনিয়ে মন ঠিক করে নিল সৈন্যদের। কিন্তু রাতে ফেরার পথে গত রাতের মতো একই দশা ঘটল। এবার অন্ধকারে তাদের ওপর তিরও বর্ষিত হলো। তারা অন্ধকারে ঘোড়ার ছোটাছুটির শব্দ শুনতে পেল। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কিছুই। এই ঘোড়াগুলোই তাদের করুণ দশা ঘটিয়ে যাচ্ছে নেপথ্য থেকে।

তিন-চারজন ঐতিহাসিক – যাদের মাঝে লেনপোল ও উইলিয়াম উল্লেখযোগ্য – লিখেছেন, রাতের বেলা বিপুলসংখ্যক শত্রুসেনার ওপর

www.pathagar.com

গুটিকতক সৈন্যের কমান্ডো আক্রমণ ও চোখের পলকে উধাও হয়ে যাওয়া ছিল সুলতান আইউবির এমন এক রণকৌশল, যা খ্রিস্টানদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। এভাবেই সুলতান আইউবি দুশমনের অগ্রযাত্রাকে দারুণভাবে ব্যাহত করতেন। কৌশলের মারপ্যাঁচে ফেলে তিনি শত্রুসেনাদের তাঁরই পছন্দনীয় স্থানে গিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করতেন। এই ঐতিহাসিকগণ সুলতান আইউবির এই জানবাজ সৈন্যদের বীরত্ব ও গতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ-যুগের সমর-বিশ্লেষকগণও স্বীকার করে থাকেন, বর্তমানকার গেরিলা ও কমান্ডো অভিযানের আবিষ্কর্তা হলেন বীর মুসলিম যোদ্ধা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। এই পদ্ধতিতে লড়াই করেই তিনি শত্রুপক্ষের সব পরিকল্পনা নসাৎ করে দিতেন।

এ-কৌশল অবলম্বন করেই তিনি মাত্র দুরাতে বারকয়েক কমান্ডো আক্রমণ চালিয়ে সুদানি সৈন্যদের মনোবল ভেঙে দিয়েছেন। সুদানিদের নেতৃত্বে বিচক্ষণ কোনো মেধা ছিল না। কমান্ডাররা বিধ্বস্ত এই সৈন্যদের সামাল দিতে ব্যর্থ হলো। সুদানি সৈনিকের বেশে আলী বিন সুফিয়ানের কিছু লোকও ছিল এ-বাহিনীতে। তারা সংবাদ ছড়িয়ে দিল, আরব থেকে এমন একটি বাহিনী আসছে, যারা সুদানিদের ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করে দেবে। আলী বিন সুফিয়ানের লোকেরা সুদানি সৈন্যদের মাঝে ভীরুতা ও পলায়নপ্রবণতা সৃষ্টির কাজে সফল হলো। তারা শৃঙ্খলা হারিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। নীলনদের কূলে এই বাহিনীটি যে-পরিণতির শিকার হলো, তা ছিল নিতান্তই করুণ ও শোচনীয়।

আরব থেকে বাহিনী আগমনের সংবাদ গুজব ছিল না। সত্যি-সত্যি একদিন এসেই পৌঁছল নুরুদ্দীন জঙ্গির দুর্ধর্ষ এক বাহিনী। তারা সংখ্যায় বেশি নয়। ঐতিহাসিকদের কারও মতে দু-হাজার অশ্বারোহী ও দু-হাজার পদাতিক। মোট চার হাজার। কারও-কারও মতে আরও কিছু বেশি। সে যা-ই হোক, এই বাহিনী সুলতান আইউবির অনেক উপকারে এসেছে। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বাহিনীটির নেতৃত্ব হাতে তুলে নিলেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি এই আরব বাহিনী ও নিজের বাহিনী দ্বারা যৌথ অভিযান চালিয়ে একজন-একজন করে সুদানিদের হত্যা করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি সুদানি কমান্ডারদের গ্রেফতার করলেন এবং তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন, এখন আর তাদের চূড়ান্ত পতন ছাড়া কোনো উপায় নেই। তবে আমি তোমাদের সমূলে বিনাশ করব না। কমান্ডাররা সুলতানের শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল। সুলতান আইউবি তাদের ক্ষমা করে দিলেন এবং শাস্তির পরিবর্তে তাদের বেঁচে-যাওয়া-সৈনিকদের কৃষিকর্মে পুনর্বাসিত করলেন। তাদের জমি দান করলেন এবং চাষাবাদের জন্য সরকারিভাবে সহযোগিতা দিলেন। তারপর অনুমতি দিলেন, এবার কেউ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে চাইলে হতে পার।

www.pathagar.com

এমন বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সুদানিদের দমন করে সুলতান আইউবি নুরুদ্দীন জঙ্গির প্রেরিত বাহিনী ও নিজের বাহিনীকে একত্রিত করে অনুগত সুদানিদেরও তাদের সঙ্গে যুক্ত করে একটি সুশৃঙ্খল শক্তিশালী বাহিনীর রূপ দিলেন এবং খ্রিস্টানদের ওপর আক্রমণ-পরিকল্পনা তৈরি করতে বসে গেলেন। আলী বিন সুফিয়ানকেও তিনি তাঁর বিভাগকে পুনর্বিন্যস্ত করার নির্দেশ দিলেন।

অপর দিকে খ্রিস্টানরাও বসে নেই। তাদের অপতৎপরতা, গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতা দিন-দিন আরও জোরদার, আরও ব্যাপক, আরও বিস্তৃত হতে চলছে।

www.pathagar.com

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির যুগের কাহিনিকারদের রচনাবলিতে সাইফুল্লাহ নামক একজন মানুষের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়– 'কেউ যদি সুলতান আইউবির উপাসনা করে থাকে, তা হলে সে ছিল সাইফুল্লাহ।' সুলতান আইউবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের রোজনামচায় – যেটি আজও আরবি ভাষায় সংরক্ষিত আছে – সাইফুল্লাহ'র বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কোনো ইতিহাসগ্রন্থে তার আলোচনা পাওয়া যায় না।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের রোজনামচার ভাষ্যমতে সাইফুল্লাহ নামের এ-লোকটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ওফাতের পর সতেরো বছর জীবিত ছিল। জীবনের এই শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করেছিল সে সুলতান আইউবির কবরের পাশে। লোকটি অসিয়ত করেছিল, মৃত্যুর পর যেন তাকে সুলতান আইউবির পাশে দাফন করা হয়। কিন্তু সাইফুল্লাহ ছিল একজন সাধারণ মানুষ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোনো বিশেষত্ব ছিল না। তাই মৃত্যুর পর তাকে সাধারণ গোরস্তানেই দাফন করা হয় আর অল্প কদিন পরই তার কবরের চিহ্ন মুছে যায়।

রোম-উপসাগরের ওপার থেকে আইউবিকে হত্যা করতে এসেছিল সাইফুল্লাহ। তখন নাম ছিল মিগনানা মারিউস। শুধু ইসলামের নামটাই শুনেছিল সে। ইসলামের আসল পরিচয় তার জানা ছিল না। ক্রুশেডারদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত মিগনানা মারিউসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইসলাম একটা ঘৃণ্য ধর্ম আর মুসলমানরা নারীলোলুপ ও নরখাদক একটা হিংস্র জাতি। তাই 'মুসলমান' শব্দটি কানে ঢোকামাত্র ঘৃণায় থুতু ফেলত মিগনানা মারিউস। কিন্তু পরম সাহসিকতা প্রদর্শন করে সালাহুদ্দীন আইউবি পর্যন্ত পৌঁছার পর মৃত্যু হয়ে গেল 'মিগনানা মারিউস'-এর আর তার নিষ্প্রাণ অস্তিত্ব থেকে জন্ম নিল 'সাইফুল্লাহ'।

ইতিহাসের পাতায় এমন রাষ্ট্রনায়কের সংখ্যা কম নয়, যারা শত্রুর হাতে জীবন দিয়েছেন কিংবা আত্মঘাতী আক্রমণের শিকার হয়েছেন। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ইতিহাসের সেই গুটিকতক ব্যক্তিত্বের একজন, যাদের বারবার হত্যা করার অপচেষ্টা যেমন করেছে শত্রুরা, তেমনি করেছে মিত্ররাও। বরং বলা যায়, আইউবিহত্যার ষড়যন্ত্র শত্রুদের চেয়ে মিত্ররাই করেছে বেশি। তাঁর কাহিনি বর্ণনা করতে গেলে একজন ঈমানদীপ্ত জানবাজ মুমিনের পাশাপাশি একদল বেঈমান গাদ্দারের নিদারুণ কাহিনিও উল্লেখ করতে হয় সমানভাবে।

www.pathagar.com

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। তাই সালাহুদ্দীন আইউবি বলতেন– 'অদূর ভবিষ্যতে ইতিহাস এমন একটা সময় প্রত্যক্ষ করবে, যখন পৃথিবীর বুকে মুসলমান থাকবে সত্য; কিন্তু তাদের ঈমান বিক্রি হয়ে থাকবে কাফেরদের হাতে। আর তাদের ওপর শাসন চালাবে খ্রিস্টানরা।'

আমরা এখন ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকালই অতিক্রম করছি।

সালাহুদ্দীন আইউবি যখন ক্রুশেডারদের নৌবহরকে রোম-উপসাগরে আগুনে পুড়িয়ে, পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সাইফুল্লাহ'র কাহিনি শুরু হয় তখন থেকে। আইউবির আক্রমণ থেকে ক্রুশেডারদের গোটাকতক জাহাজ রক্ষা পেয়েছিল। সাগরতীরে বাহিনীর সঙ্গে উপস্থিত থেকে সালাহুদ্দীন আইউবি বেঁচে-যাওয়া-ক্রুশেডারদের গ্রেফতার করতে থাকলেন। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিল সাতটা মেয়ে, যাদের বিস্তারিত কাহিনি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

মিশরে বিদ্রোহ করল সুদানি বাহিনী। সুলতান আইউবি সেই বিদ্রোহ দমন করে ফেললেন। অপরদিকে সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গির পাঠানো বাহিনীও এসে পৌঁছল তাঁর কাছে। এবার ক্রুশেডারদের প্রতিরোধ-পরিকল্পনা তৈরিতে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি।

রোম-উপসাগরের ওপারে নগরীর উপকণ্ঠে এক নিভৃত অঞ্চলে মিটিং বসেছে কর্মকর্তাদের। সম্রাট অগাস্টাস, সম্রাট রেমন্ড ও রাজা সপ্তম লুই-এর ভাই রবার্টও সভায় উপস্থিত। পরাজয়ের গ্লানিতে বিমর্ষ সকলের মুখমণ্ডল। আলোচনা চলছে। এমন সময়ে সভাকক্ষে প্রবেশ করল একব্যক্তি। নাম এম্লার্ক। ক্ষোভে-দুঃখে আগুনের ফুল্‌কি বেরুচ্ছে যেন তার চোখ থেকে। খ্রিস্টানদের যে-সম্মিলিত নৌবহরকে মিশর আক্রমণে পাঠানো হয়েছিল, এম্লার্ক ছিল তার কমান্ডার। কিন্তু আকস্মিক ঝড়ের মতো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সালাহুদ্দীন আইউবি। বহরের একজন সৈনিককেও সমুদ্র থেকে কূলে উঠতে দেননি তিনি। যেকজন সৈন্য মিশরের মাটিতে পা রাখতে সক্ষম হয়েছিল, আইউবির হাতে যুদ্ধবন্দিতে পরিণত হলো তারা।

এম্লার্ক সভাকক্ষে উপবিষ্ট। ক্ষোভে থরথর করে কাঁছে তার ওষ্ঠাধর। তার বহর ডুবে মরেছে আজ পনেরো দিন হলো। ভেসে-ভেসে আজই ইতালির কূলে এসে পৌঁছেছে সে। সালাহুদ্দীন আইউবির অগ্নিতির নিক্ষেপকারী বাহিনী পাল-মাস্তুল জ্বালিয়ে দিয়েছে তার জাহাজের। ভাগ্যক্রমে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে প্রথমবারের মতো জাহাজটাকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় তার নাবিক-সৈনিকেরা। পালবিহীন জাহাজ হেলে-দুলে ভাসতে থাকে মাঝদারিয়ায়।

একসময়ে দিক্‌চক্রবাল আচ্ছন্ন করে আকাশে জেগে ওঠে ঘোর কালো মেঘ। শুরু হয় প্রবল ঝড়। ঝড়ের কবলে পড়ে অসংখ্য শিশু-কিশোর-নারীসহ পানিতে

www.pathagar.com

তলিয়ে যায় এম্লার্কের জাহাজ। অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় এম্লার্ক। প্রাণ নিয়ে পৌঁছে যায় ইতালির কূলে।

বৈঠক চলছে। প্রশ্ন উঠেছে, বাহিনীকে এত বড়ো ধোঁকাটা দিল কে? কার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে তাদের এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হলো? সন্দেহের আঙুল উঠল সুদানি সালার নাজির প্রতি। তারই পত্রের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছিল এ-অভিযান। নাজির সঙ্গে খ্রিস্টানদের পত্রযোগাযোগ চলছিল পূর্ব থেকেই। এ-যাবত বেশ কটা পত্র দিয়েছে সে খ্রিস্টানদের। খ্রিস্টানরা নাজির সর্বশেষ যে-পত্রটার ওপর ভিত্তি করে এ-অভিযানে নেমেছিল, সেটা পূর্বের পত্রগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হলো। কিছুটা অমিল পাওয়া গেল। নাজির প্রতি সন্দেহ আরও গাঢ় হলো।

তারা কায়রোতে গুপ্তচরও ঢুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকেও কোনো সংবাদ আসেনি। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি যে বিশ্বাসঘাতক নাজি ও কুচক্রী সালারদের গোপনে হত্যা করে রাতের আঁধারে মাটিচাপা দিয়ে রেখেছেন, সেই সংবাদ খ্রিস্টানদের কানে পৌঁছানোর মতো কেউ ছিল না। খ্রিস্টানদের সম্রাট ও কর্মকর্তাগণ কল্পনাও করতে পারেননি, যে-পত্রের ওপর ভিত্তি করে তারা মিশর-অভিমুখে নৌবহর পাঠিয়েছিলেন, সেটা নাজিরই ছিল বটে; কিন্তু তার আক্রমণের তারিখ পরিবর্তন করে অন্য তারিখ লিখে দিয়েছেন সুলতান আইউবি। এসব তথ্য সংগ্রহ করা ছিল গোয়েন্দাদের সাধ্যের অতীত।

দীর্ঘ আলাপ-পর্যালোচনার পরও এ-বৈঠক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হলো না। কথা সরছে না এম্লার্কের মুখ থেকে। পরাজয়ের গ্লানিতে লোকটা যেমন ক্ষুব্ধ, তেমনি পরিশ্রান্ত। বৈঠক পরদিনের জন্য মুলতবি হয়ে গেল।

রাতের বেলা। মদের আসর জমে উঠেছে খ্রিস্টান নেতাদের। নেশায় বুঁদ হয়ে পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে চাইছে তারা। হঠাৎ আসরে আগমন ঘটল এক ব্যক্তির। রেমন্ড ছাড়া আর কেউ চেনে না তাকে।

লোকটা রেমন্ডের নির্ভরযোগ্য গুপ্তচর। হামলার দিন সন্ধ্যায় মিশরের তীরে এসে নেমেছিল সে। তারই খানিক পর এসে পৌঁছল ক্রুশেডারদের নৌবহর। বহরটা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ক্ষুদ্র বাহিনীর হাতে ধ্বংস হয়েছিল তারই চোখের সামনে।

লোকটা বেশকিছু তথ্য নিয়ে এসেছে। রেমন্ড তাকে সবার কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রিপোর্ট জানতে সবাই তাকে ঘিরে ধরল। খ্রিস্টানরা আইউবিকে হত্যা করার জন্য রবিন নামক এক সুশিক্ষিত অভিজ্ঞ গুপ্তচরকে সমুদ্রোপকূলে পাঠিয়েছিল এবং তার সঙ্গে পাঁচজন পুরুষ ও সাতটা রূপসি মেয়ে দিয়েছিল। এই গুপ্তচর তাদের সম্পর্কে অবহিত।

www.pathagar.com

আগন্তুক জানাল–

'রবিন জখমের বাহানা দেখিয়ে আহতদের সঙ্গে সালাহুদ্দীন আইউবির ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছিল। তার পাঁচ পুরুষ সঙ্গী ছিল বণিকের বেশে। তাদের একজন – যার নাম ক্রিস্টোফর – নেপথ্য থেকে আইউবির গায়ে তির ছুড়েছিল। কিন্তু তার আক্রমণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। তারা সব কজনই ধরা পড়ে গেল। আইউবি মেয়েগুলোকেও ধরে ফেললেন। মেয়েরা বেশ চমৎকার কাহিনি গড়ে নিয়েছিল। সেই কাহিনি তারা আইউবিকে শোনাল। আইউবি মেয়েগুলোকে আশ্রয়ে রেখে পুরুষ পাঁচজনকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর গোয়েন্দাপ্রধান আলী বিন সুফিয়ান হঠাৎ এসে তাদের গ্রেফতার করে ফেললেন। তিনি পাঁচজনের একজনকে সকলের সামনে হত্যা করে অন্যদের থেকে কথা বের করে নিয়েছেন।'

গোয়েন্দা আরও জানাল–

'আমি ধরা পড়ে গেলাম। আইউবির কাছে আমি নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দিলাম। তাই তিনি আমার ওপর আহতদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। সেই সুযোগে আমি জানতে পারলাম, সুদানিরা বিদ্রোহ করেছিল বটে; কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবি সেই বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করে ফেলেছেন। তিনি বিদ্রোহী অফিসার ও নেতাদের গ্রেফতার করেছেন।

'রবিন, তার সহযোগী চার পুরুষ ও ছটা মেয়ে এখন আইউবির হাতে বন্দি। তবে সপ্তম মেয়েটার – যে ছিল সবচেয়ে বেশি বিচক্ষণ – কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিখোঁজ মেয়েটার নাম মুবিনা এরতেলাস– সংক্ষেপে মুবি।'

গোয়েন্দা জানাল–

'রবিন ও তার সহকর্মীরা এখনও উপকূলীয় শিবিরেই আছে। আইউবি ক্যাম্পে নেই। তাঁর গোয়েন্দাপ্রধান আলী বিন সুফিয়ানও অনুপস্থিত। আমি বহু কষ্টে ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। ঘাটে এসে একটা নৌকা পেয়ে গেলাম। দ্বিগুণ ভাড়া পরিশোধ করে দ্রুত নদী পার হয়ে চলে এলাম। রবিন ও তার সহকর্মী পুরুষ ও মেয়েরা মৃত্যুমুখে পতিত। পুরুষদের চিন্তা নাহয় না-ই করলাম; কিন্তু মেয়েগুলোকে উদ্ধার করা তো একান্তই আবশ্যক। ওরা সবাই যুবতি এবং আমাদের বাছা-বাছা রূপসি মেয়ে। উদ্ধার করতে না পারলে মুসলমানরা ওদের কী দশা ঘটাবে, তা তো আপনারা বুঝতেই পারছেন।'

'এই ত্যাগ আমাদের দিতেই হবে।' সম্রাট অগাস্টাস বললেন।

'আপনি যদি আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারেন, সালাহুদ্দীন আইউবি আমাদের মেয়েগুলোকে প্রাণে শেষ করেই ক্ষান্ত হবে; তাদের অন্য কোনো নির্যাতনের শিকার হতে হবে না, তা হলে এই ত্যাগ বরণ করে নিতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু

www.pathagar.com

এমনটি আশা করা বৃথা। মুসলমানরা তাদের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করবে আর তাদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে মেয়েগুলো আমাদের অভিসম্পাত করবে। আমি তাদের মুক্ত করে আনবার চেষ্টা করব।' রেমন্ড বললেন।

'এমনও হতে পারে, মুসলমানরা মেয়েগুলোর সঙ্গে ভালো আচরণ দেখিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিতে ব্যবহার করবে। তখন আমাদের মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এ-কারণে ওদের মুক্ত করা একান্তই আবশ্যক। এর জন্য আমি আমার ভাণ্ডারের অর্ধেক সম্পদও উজাড় করে দিতে প্রস্তুত আছি।' বললেন রবার্ট।

'আমাদের এই মেয়েগুলো শুধু এ-কারণেই মূল্যবান নয় যে, এরা নারী। এরা প্রশিক্ষিত গুপ্তচর। এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য এদের মতো মেয়ে আর কোথায় পাব? এমন মেয়েইবা আমরা কোথায় পাব, যারা জাতি, ধর্ম ও ক্রুশের স্বার্থে নিজেকে দুশমনের হাতে তুলে দেবে, দুশমনের ভোগ-বিলাসিতার উপকরণে পরিণত হবে এবং গুপ্তচরবৃত্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে থাকবে? এ-মিশনে তাদের সর্বপ্রথম বিলাতে হয় সম্ভ্রম। তদুপরি গুপ্তচর হিসেবে ধরা পড়ে গেলে কঠোর নির্যাতনের শিকার হয়ে জীবন হারাবার ভয় থাকে প্রতিপদে। এই মেয়েগুলোকে আমাদের বিপুল অর্থের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়েছে। তারপর প্রশিক্ষণ দিয়ে বহু কষ্টে মিশর ও আরবের ভাষা শেখানো হয়েছে। আমি মনে করি, এভাবে একসঙ্গে সাতটা মেয়েকে হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।' বলল আগন্তুক গোয়েন্দা।

'আচ্ছা তুমি কি নিশ্চয়তা দিতে পার, মেয়েগুলোকে আইউবির ক্যাম্প থেকে বের করে আনা সম্ভব হবে?' জিগ্যেস করলেন অগাস্টাস।

'হবে। এর জন্য দরকার কয়েকজন দুঃসাহসী সৈনিক। তবে হয়তো দু-একদিনের মধ্যেই রবিন ও তার সহকর্মী পুরুষ ও মেয়েদের কায়রো নিয়ে যাওয়া হবে। তা-ই যদি হয়, সেখান থেকে তাদের বের করে আনা কঠিন হবে। সময় নষ্ট না করে উপকূলীয় ক্যাম্প থেকেই তাদের মুক্ত করে আনা প্রয়োজন। আপনি বিশজন লোক দিন; আমি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু তারা হতে হবে এমন মানুষ, যারা জীবন নিয়ে খেলতে জানে।' বলল গোয়েন্দা।

'যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে মেয়েগুলোকে উদ্ধার করে আনতেই হবে।' গর্জে উঠে বলল এম্লার্ক।

রোম-উপসাগরে বাহিনী যে-শোচনীয় পরাজয় ও মর্মান্তিক ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছিল, তার প্রতিশোধস্পৃহায় এম্লার্ক পাগলের মতো হয়ে গেছে। লোকটা ক্রুশেডারদের সম্মিলিত নৌবহর ও তার আরোহী সৈন্যদের সুপ্রিম কমান্ডার হয়ে বুকে এই আশা নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছিল যে, মিশর দখলের

www.pathagar.com

পর জয়মাল্য তারই গলায় ঝুলবে। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবি তাকে মিশরের তীরেই ঘেঁষতে দেননি। বেচারা জ্বলন্ত জাহাজে জীবন্ত পুড়ে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েও পড়ে গেল ঝড়ের কবলে। সেখান থেকে বেঁচে এসেছে মরতে-মরতে। এখন কথা বলতে ঠোঁট কাঁছে তার। লোকটা কথায়-কথায় টেবিল চাপড়ে, আপন উরুতে হাত মেরে মনের জ্বালা প্রশমিত করছে।

অবশেষে বলল– 'আমি মেয়েগুলোকেও মুক্ত করে আনব, আইউবিকেও হত্যা করাব। উদ্ধার করে এনে তাদের আমি ইসলামি সম্রাজের মূলোৎপাটনে ব্যবহার করব।'

'আমি মনে-প্রাণে তোমাকে সমর্থন করি এম্নার্ক! এমন সুশিক্ষিত এতগুলো মেয়ে আমি হারাতে চাই না। আপনাদের সকলেরই জানা আছে সিরিয়ার হেরেমগুলোতে আমরা কতসংখ্যক মেয়ে ঢুকিয়ে রেখেছি। বেশ কজন মুসলমান গভর্নর ও আমীর তাদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে। বাগদাদে আমাদের মেয়েরা আমীরদের দ্বারা এমন বেশ কজন লোককে হত্যা করিয়েছে, যারা ক্রুশেডের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলেছিল। মদ আর নারী দ্বারা মুসলমানদের খেলাফতকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করে দিয়েছি, তাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছি। খেলাফত এখন ত্রিধাবিভক্ত। আমোদ-বিলাসিতায় ডুবে যেতে শুরু করেছে খলীফারা। বাকি আছে শুধু দুজন। তারা যদি বেশিদিন বেঁচে থাকে, তা হলে তারা আমাদের জন্য আলাদা একটা বিপদ হয়ে থাকবে। তাদের একজন সালাহুদ্দীন আইউবি, অপরজন নুরুদ্দীন জঙ্গি। এদের একজনও যদি বেঁচে থাকে, তা হলে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা আমাদের পক্ষে কঠিন হবে। সালাহুদ্দীন আইউবি যদি সুদানিদের বিদ্রোহ দমন করেই থাকে, তা হলে তার অর্থ হলো, লোকটা আমাদের ধারণার চেয়েও বেশি ভয়ংকর। তার বিরুদ্ধে ময়দানে মোকাবেলা করার পাশাপাশি নাশকতামূলক কার্যক্রমও আমাদের চালু করতে হবে। মুসলমানদের মাঝে বিরোধ, দলাদলি ও অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে দিতে এই মেয়েগুলো আমাদের খুবই প্রয়োজন।' বললেন রেমন্ড।

'আমাদের সকল অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। আমরা আরবে মুসলমানদের দুর্বলতা থেকে স্বার্থ উদ্ধার করেছি। মুসলমান নারী, মদ আর অর্থ পেলে অন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানদের নিঃশেষ করার উত্তম পন্থাটি হলো এক মুসলমান দ্বারা আরেক মুসলমানকে হত্যা করানো। হাতে কটা টাকা ধরিয়ে দাও; দেখবে, অর্থের লোভে তারা তাদের দীন ও ঈমান ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হবে না। চেষ্টা করলে তোমরা অতি অনায়াসে মুসলমানের ঈমান ক্রয় করতে পারবে।' বললেন রবার্ট।

মুসলমানদের দুর্বলতা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপ চলল। তারপর বন্দি মেয়েদের মুক্ত করার পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা হলো। শেষে সিদ্ধান্ত হলো, এ-কাজে

www.pathagar.com

বিশজন দুঃসাহসী সৈন্য পাঠানো হবে। তারা আগামী কাল সন্ধ্যানাগাদ রওনা হয়ে যাবে।

'তখনই চারজন কমান্ডার তলব করা হলো। তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বলা হলো, তোমাদের সহযোগিতার জন্য বিশজন সৈনিক বেছে নাও। চার কমান্ডার আলোচনায় বসল। এই অভিযানে তারা কী-কী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হলো। এক কমান্ডার বলল, আমাদের এমন একটা ফোর্স গঠন করতে হবে, যারা মুসলমানদের ক্যাম্পে-ক্যাম্পে কমান্ডো আক্রমণ চালাতে থাকবে এবং রাতে তাদের টহল বাহিনীর ওপর হামলা করে তাদের অস্থির করে রাখবে। এই ফোর্সের জন্য দক্ষ ও বিচক্ষণ লোক বেছে নিতে হবে। কিন্তু তারা হতে হবে শতভাগ বিশ্বস্ত। এই ফোর্স আমাদের দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে অভিযান চালাবে। এমনও হতে পারে, তারা কিছুই না করে ফিরে এসে শোনাবে, আমরা অনেক কিছু করে এসেছি।' বললেন অগাস্টাস।

এক কমান্ডার বলল– 'আপনি শুনে অবাক্ হবেন, আমাদের বাহিনীতে এমন কিছু সৈনিক আছে, যাদের আমরা বিভিন্ন কারাগার থেকে এনে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়েছি। তাদের কেউ ছিল দস্যু, কেউ সন্ত্রাসী, কেউবা ছিনতাইকারী। তারা দীর্ঘমেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি ছিল। কারাগারের বদ্ধ প্রকোষ্ঠেই তারা ধুঁকেধুঁকে মরত। আমাদের প্রস্তাব পেয়ে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। শুনলে হয়তো আপনি বিস্মিত হবেন, আমাদের ব্যর্থ নৌ-অভিযানে এই সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি সৈনিকরা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে আইউবির ধ্বংসযজ্ঞ থেকে কয়েকটা জাহাজ রক্ষা করেছে। বন্দি মেয়েদের মুক্ত করার অভিযানে আমি এদের তিনজনকে পাঠাব।'

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন–

'মুসলমানদের মাঝে বিলাসপ্রিয়তা বেড়ে যায় এবং তাদের ঐক্য নিঃশেষ হতে শুরু করে। মুসলমানের চরিত্র ধ্বংস করার লক্ষ্যে খ্রিস্টানরা তাদের ঘরে-ঘরে বিলাসিতার সামগ্রী ঢুকিয়ে দিতে শুরু করে। একপর্যায়ে তাদের মনে আশা জাগে, আর একটা ধাক্কায়-ই তারা মুসলমানদের ধ্বংস করে ফেলতে সক্ষম হবে। এবার খ্রিস্টানরা বিশ্বময় ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী ঘৃণা ছড়াতে শুরু করে এবং সবাইকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানায়। জবাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করে। পাদরি থেকে শুরু করে পেশাদার অপরাধীরা পর্যন্ত পঙ্কিল পথ পরিত্যাগ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। যেসব কয়েদি দীর্ঘমেয়াদি সাজা ভোগ করছিল, বিভিন্ন কারাগার থেকে বের করে এনে তাদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়। তাদের ওপর খ্রিস্টানদের অনেক আস্থা ছিল। আর সে-কারণেই

www.pathagar.com

আইউবির বন্দিদশা থেকে মেয়েদের মুক্ত করা এবং আইউবিকে হত্যা করার জন্য এক কমান্ডার বন্দি সৈনিকদের নির্বাচন করেছিল।'

সকাল পর্যন্ত অতীব দুঃসাহসী ও বিচক্ষণ বিশজন সৈনিক বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। মিগনানা মারিউসও তাদের একজন ছিল, যাকে বের করে আনা হয়েছিল রোমের এক কারাগার থেকে। যে-গোয়েন্দা লোকটা ডাক্তার বেশে সুলতান আইউবির ক্যাম্পে ছিল এবং তথ্য সংগ্রহ করে পালিয়ে এসেছিল, তাকে অভিযানের কমান্ডার নিযুক্ত করা হলো।

এ-বাহিনীর প্রথম দায়িত্ব মেয়েগুলোকে মুসলমানদের বন্দিদশা থেকে বের করে আনা এবং সম্ভব হলে রবিন ও তার চার সহকর্মীকেও মুক্ত করা। সহজে সম্ভব না হলে রবিনদের জন্য ঝুঁকি নিতে তাদের নিষেধ করে দেওয়া হলো। দ্বিতীয় দায়িত্ব সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করা।

এই বাহিনীকে নতুন করে প্রাকটিক্যালি কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। শুধু মৌখিকভাবে জরুরি নির্দেশনা এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রপাতি দিয়ে সেদিনই একটা পালতোলা নৌকায় করে মৎস্যশিকারীর বেশে বিদায় করা হলো।

◆◆◆

এ-নৌকাটা যখন ইতালির সমুদ্রতীর থেকে পাল তুলে রওনা হলো, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ততক্ষণে সুদানিদের বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করে ফেলেছেন। অনেক সুদানি কমান্ডার তাঁর বাহিনীর হাতে মারা গেছে। অনেকে আহত হয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছে। অনেকে আবার দাঁড়িয়ে আছে গভর্নর হাউজের সম্মুখের চত্বরে। তারা অস্ত্র ত্যাগ করে সুলতান আইউবির আনুগত্য মেনে নিয়েছে। এখন তারা সুলতানের নির্দেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

হাউজে বসে সালারদের নির্দেশনা দিচ্ছেন সুলতান। আলী বিন সুফিয়ানও তাঁর সামনে উপবিষ্ট। হঠাৎ সুলতান আইউবির একটি বিষয় মনে পড়ে গেলে আলী বিন সুফিয়ানকে উদ্দেশ করে বললেন–

'আলী, গ্রেফতারকৃত গোয়েন্দা মেয়েগুলো এবং তাদের সঙ্গীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা তো ভুলেই গেলাম। এখনও তো ওরা সমুদ্রোপকূলীয় ক্যাম্পেই রয়েছে। তুমি এক্ষুনি তাদের এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো এবং পাতাল কক্ষে ফেলে রাখো।'

'ঠিক আছে; আমি এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছি সুলতান!' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'আর বোধহয় আপনি সপ্তম মেয়েটার কথা ভুলে গেছেন। মেয়েটা বালিয়ান নামক এক সুদানি কমান্ডারের কাছে ছিল। কিন্তু বালিয়ান হাউজের বাইরে দণ্ডায়মান আত্মসমর্পণকারী কমান্ডারদের মাঝেও নেই, আহতদের মাঝেও নেই, নিহতদের সারিতেও নেই। আমার সন্দেহ, গোয়েন্দা মেয়েদের

www.pathagar.com

সপ্তম মেয়েটা – যার নাম মুবি – বালিয়ানের সঙ্গে কোথাও আত্মগোপন করে আছে।'

'তোমার সন্দেহ দূর করো – সুলতান আইউবি বললেন – 'তোমাকে আপাতত এখানে আমার প্রয়োজন নেই। বালিয়ান যদি নিখোঁজই হয়ে থাকে, তা হলে বেটা রোম-উপসাগরের দিকেই পালিয়ে থাকবে। খ্রিস্টানদের ছাড়া তাকে আর আশ্রয় দেবে কে। এখানে এনে তুমি গোয়েন্দাদের পাতাল কক্ষে আটকে রাখো আর এক্ষুনি উপকূল-অভিমুখে গুপ্তচর পাঠাও।'

'মহামান্য সুলতান, আমার তো মনে হয়, আমাদের গুপ্তচরদের নিজেদেরই দেশে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন।' সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গির প্রেরিত বাহিনীর সালার পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও বললেন–

'খ্রিস্টানদের দিক থেকে আমাদের তত শঙ্কা নেই, যতটা আছে আমাদেরই মুসলিম আমীরদের পক্ষ থেকে। তাদের হেরেমে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দিন; দেখবেন, বহু অজানা তথ্য বেরিয়ে আসবে এবং অনেক ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবে।'

একথা বলে তিনি এই স্বঘোষিত শাসকরা কীভাবে খ্রিস্টানদের হাতের ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করছে, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরলেন এবং বললেন, সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি অনেক সময় ভেবে অস্থির হয়ে যান এবং বলেন 'কোনটা করব? বাইরের আক্রমণ ঠেকাব, না-কি আপন গৃহকে নিজেরই প্রদীপের আগুন থেকে রক্ষা করব?'

সুলতান আইউবি জঙ্গির প্রেরিত বাহিনীর এই সালারের বক্তব্য গভীর মনোযোগসহকারে শুনলেন। পরে বললেন–

'যদি তোমরা, অর্থাৎ– যাদের কাছে অস্ত্র আছে, যদি তারা দীন-ধর্মের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান থাকতে পার, যদি তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইসলাম, দেশ ও জাতির জন্য কাজ করে যাও, তা হলে বাইরের আক্রমণ আর ভেতরের ষড়যন্ত্র কোনোটা-ই জাতির এতটুকু ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা দৃষ্টিকে প্রসারিত করো, সীমান্ত ছাড়িয়ে দৃষ্টিকে আরও অনেক দূরে– বহু দূরে নিয়ে যাও। মনে রেখো, সালতানাতে ইসলামিয়ার কোনো সীমান্ত নেই। যেদিন তোমরা নিজেদের ও আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন ইসলামকে সীমান্তের বেড়ায় আটকে ফেলবে, সেদিন থেকেই তোমরা আপন কারাগারে বন্দি হয়ে যাবে আর ধীরে-ধীরে সংকুচিত হতে থাকবে তোমাদের তূণীরের সীমানা। রোম-উপসাগর অতিক্রম করে তোমরা আরও দূরে দৃষ্টি ফেলো। সমুদ্র তোমাদের পথ রোধ করতে পারবে না। আর ঘরের আগুনকে ভয় করো না। আমাদের এক ফুৎকারে নিভে যাবে ষড়যন্ত্রের সব কটা মশাল। তার স্থলে আমরা জ্বালিয়ে দেব ঈমানের আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ।'

www.pathagar.com

'আমরা আশাবাদী, আমরা বেঈমানদের প্রতিহত করতে সক্ষম হব মুহতারাম সুলতান! আমরা নিরাশ নই।' সালার বললেন।

'দুটা অভিশাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করো আমার বন্ধুগণ! এক. নৈরাশ্য, দুই. বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা। মানুষ প্রথমে নিরাশ হয়। তারপর বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতার আশ্রয়ে পালাবার পথ খোঁজে।' বললেন সুলতান আইউবি।

ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছেন আলী বিন সুফিয়ান। তখনই তিনি রোম-উপসাগরের ক্যাম্প-অভিমুখে এই পয়গাম দিয়ে দূত রওনা করিয়ে দিলেন যে, রবিন, তার চার সহযোগী ও মেয়েদের ঘোড়া কিংবা উটের পিঠে চড়িয়ে বিশজন রক্ষীর প্রহরায় রাজধানীতে পাঠিয়ে দাও।

দূতকে রওনা করিয়েই আলী বিন সুফিয়ান ছয়-সাতজন সিপাই নিয়ে কমান্ডার বালিয়ানের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তার আগে বাইরে দণ্ডায়মান সুদানি কমান্ডারদের কাছে বালিয়ান সম্পর্কে জিগ্যেস করলে তারা জানিয়েছিল, যুদ্ধের সময় তাকে কোথাও দেখা যায়নি এবং সুলতানের বাহিনীর ওপর আক্রমণের জন্য যে-বাহিনীটি রোম-উপসাগরের দিকে পাঠানো হয়েছিল, বালিয়ান তাদের সঙ্গেও যায়নি।

আলী বিন সুফিয়ান বালিয়ানের বাড়িতে গেলেন। সেখানে দুজন বৃদ্ধা চাকরানি ছাড়া আর কাউকে পেলেন না। চাকরানি জানাল, বালিয়ানের ঘরে পাঁচটা মেয়ে ছিল। তার নিয়ম ছিল, যখনই কোনো মেয়ের বয়স একটু বেড়ে যেত, তাকে গুম করে ফেলত এবং তার স্থলে আসত নতুন একটা তরতাজা যুবতি। তারা আরও জানাল, বিদ্রোহের আগে বালিয়ানের ঘরে একটা ফিরিঙ্গি মেয়ে এসেছিল। মেয়েটা যেমন সুন্দরী, তেমনি বিচক্ষণ। দুদিন যেতে-না-যেতে বালিয়ান মেয়েটার ভৃত্য হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহের একদিন পরে যেদিন সুদানিরা অস্ত্রসমর্পণ করল, সেদিন রাতে বালিয়ান নিজে একটা ঘোড়ায় চড়ে আর সেই ফিরিঙ্গি মেয়েটাকে আরেকটা ঘোড়ায় চড়িয়ে অজানার উদ্দেশ্যে হারিয়ে গেছে। তার সঙ্গে সাতজন অশ্বারোহীও ছিল। হেরেমের মেয়েদের ব্যাপারে বৃদ্ধারা জানাল, যে যা হাতে পেয়েছে তুলে নিয়ে সবাই চলে গেছে।

আলী বিন সুফিয়ান ফিরে এলেন। হঠাৎ একটা ঘোড়া দ্রুত ছুটে এসে তার সম্মুখে থেমে গেল। ফখরুল মিসরী তার আরোহী। লোকটা ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নিচে নামল এবং হাঁপাতে-হাঁপাতে কম্পিত কণ্ঠে বলল–

'আমি আপনারই মতো নরাধম বালিয়ান ও কাফের মেয়েটাকে খুঁজছি। আমি তার থেকে প্রতিশোধ নেব। এদের হত্যা না করা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি আসবে না। আমি জানি সে কোন দিকে গেছে। ধাওয়াও করেছি। কিন্তু তার সঙ্গে সাতজন সশস্ত্র রক্ষী আছে। আমি একা ছিলাম। লোকটা রোম-উপসাগরের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছে সোজা পথ ছেড়ে ভিন্ন একটা বাঁকা পথে।'

www.pathagar.com

ফখরুল মিসরী আলী বিন সুফিয়ানের ডান হাতটা চেপে ধরে বলল– 'আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমাকে চারজন সিপাই দিন; ধাওয়া করে আমি ওকে শেষ করে আসি।'

আলী বিন সুফিয়ান তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, চারজন নয়– আমি তোমাকে বিশজন সিপাই দেব। এখনও সে উপকূল অতিক্রম করতে পারেনি। তুমি আমার সঙ্গে চলো।

আলী বিন সুফিয়ান নিশ্চিত হলেন বালিয়ান কোন দিকে গেছে।

◆◆◆

মুবিকে নিয়ে বালিয়ান উপকূল-অভিমুখে বহুদূর এগিয়ে গেছে এবং উপকূলগামী সাধারণ পথ ছেড়ে ভিন্নপথে এগুচ্ছে। এসব অঞ্চল ও পথঘাট সবই তার চেনা। তাই নির্বিঘ্নে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু সুলতান আইউবি যে আত্মসমর্পণকারী সুদানি সৈন্য ও কমান্ডারদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, সেই খবর বালিয়ান জানে না। বালিয়ান পালাচ্ছে দুটা কারণে। প্রথমত, তার আশঙ্কা, ধরা পড়লে সুলতান আইউবি তাকে হত্যা করে ফেলবেন। দ্বিতীয়ত, সে মুবির মতো রূপসি মেয়েকে হাতছাড়া করতে চাচ্ছে না। যেকোনো মূল্যে নিজেরও জীবন রক্ষা করতে হবে এবং মুবিকেও হাতে রাখতে হবে এই তার প্রত্যয়। বালিয়ান মনে করত, জগতের রূপসি মেয়েরা শুধু মিশর আর সুদানেই জন্মায়। কিন্তু ইতালীয় এই ফিরিঙ্গি মেয়েটার চোখধাঁধানো রূপ তাকে অন্ধ করে ফেলেছে। মুবির জন্য নিজের মান-সম্মান, দীন-ধর্ম ও দেশ-জাতি সব বিসর্জন দিয়েছে বালিয়ান। কিন্তু এখন যে মুবি তার থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করছে, তা তার অজানা। যে-উদ্দেশ্যে মুবির এ-দেশে আগমন, তা নস্যাৎ হয়ে গেছে সব। তবে মুবি তার কর্তব্যপালনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনি। লক্ষ্য অর্জনে মেয়েটা নিজের দেহ ও সম্ভ্রম বিলিয়ে দিয়েছে। এখনও সে নিজের দ্বিগুণ বয়সি এক পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়ে আছে।

বালিয়ান এই আত্মতৃপ্তিতে বিভোর যে, মুবি তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তার প্রতি মুবির প্রচণ্ড ঘৃণা। একাকি পালাতে পারছে না বলে বাধ্য হয়ে এখনও সে বালিয়ানকে সঙ্গ দিচ্ছে। মনে তার একটা-ই ভাবনা, কী করে রোম-উপসাগর পার হওয়া যায় কিংবা কীভাবে রবিনের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়।

মুবি জানে না, রবিন ও তার বণিকবেশী সঙ্গীরা এখন সুলতান আইউবির হাতে বন্দি। সে বারবার বালিয়ানকে বলছে, দ্রুত চলো, পথে অবস্থান কম করো; অন্যথায় ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু নারীলোলুপ বেঈমান বালিয়ান কোথাও ছায়াঘেরা একটু জায়গা পেলেই থেমে যাচ্ছে এবং বিশ্রামের নামে বসে পড়ছে। তারপর মেতে উঠছে মদ আর মুবিকে নিয়ে।

www.pathagar.com

একরাতে একটা কৌশল আঁটল মুবি। বালিয়ানকে স্বাভাবিকের অধিক মদপান করিয়ে অচেতন করে শুইয়ে রাখল। রক্ষীরা খানিক দূরে একটা গাছের আড়ালে শুয়ে পড়ল। রক্ষীদের একজন বেশ টগবগে ও সুঠাম-সুদেহী এক বলিষ্ঠ যুবক। অত্যন্ত বিচক্ষণও বটে। মুবি পা টিপেটিপে ধীরে-ধীরে কাছে গিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলল। হাতের ইশারায় খানিক দূরে অন্য একটা গাছের আড়ালে নিয়ে বলল, 'তুমি ভালো করেই জান, আমি কে, কোত্থেকে এসেছি, কেন এসেছি। আমি তোমাদের জন্য সাহায্য নিয়ে এসেছিলাম, যাতে তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবির মতো একজন ভিনদেশি শাসকের কবল থেকে মুক্তি পেতে পার। কিন্তু তোমাদের এই কমান্ডার বালিয়ান এত বিলাসপ্রিয় যে, মদপান করে মাতাল হয়ে সর্বক্ষণ আমার দেহটা নিয়ে খেলতেই ভালবাসে। আমার সহযোগিতায় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিদ্রোহের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে বিজয় অর্জনের চেষ্টা করার পরিবর্তে লোকটা আমাকে হেরেমের দাসি বানিয়ে রেখেছিল। তারপর নির্বোধের মতো বাহিনীটাকে দুভাগে বিভক্ত করে এমন বেপরোয়াভাবে আক্রমণ করাল যে, এক রাতেই তোমাদের এত বিশাল বাহিনী পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল!...

'তোমরা হয়তো জান না, তোমাদের পরাজয়ের জন্য এই লোকটা-ই দায়ী। এখন আমাকে নিয়ে যাচ্ছে শুধুই ফূর্তি করার জন্য। সে আমাকে বলছে, আমি যেন তাকে সমুদ্রের ওপারে নিয়ে গিয়ে আমাদের সেনাবাহিনীতে মর্যাদাসম্পন্ন একটা পদ দিই আর আমি তাকে বিয়ে করি। কিন্তু ওসব হবে না; আমি ওকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। আমি স্থির করেছি, আমার বিয়ে যদি করতেই হয়, নিজের দেশে নিয়ে যদি কাউকে দেশের সেনাবাহিনীতে মর্যাদার আসন দিতেই হয়, তবে তার জন্য আমি আমার মনঃপূত একজন লোক বেছে নেব। আর সে হলে তুমি। তুমি যুবক, সাহসী ও বুদ্ধিমান। আমি যখন তোমাকে প্রথমবার দেখেছি, তখন থেকেই আমার হৃদয়ে তোমার ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে আছে। তুমি আমাকে এই বৃদ্ধের কবল থেকে রক্ষা করো। আমি এখন তোমার। ওপারে চলো; মর্যাদা, ধনৈশ্বর্য আর আমি সব তোমার পদচুম্বন করবে। কিন্তু তার জন্য আগে এই লোকটাকে এখানেই শেষ করে যেতে হবে। লোকটা অচেতনের মতো ঘুমিয়ে আছে। তুমি যাও; ওকে খুন করে আসো। তারপর চলো রওনা হই।'

মুবি রক্ষীর কাঁধে হাত রাখল। রক্ষী মেয়েটার রূপের মোহজালে আটকা পড়ে গেল। উভয় বাহু দ্বারা মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল। প্রেমের জাদুতে পুরুষ বশ করায় অভিজ্ঞ মেয়ে মুবি। পূর্বের অবস্থান থেকে সরে একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল সে। রক্ষীও অগ্রসর হয়ে হাত বাড়াল তার প্রতি।

এমন সময় আচমকা পেছন থেকে একটা বর্শা ছুটে এল। বিদ্ধ হলো রক্ষীর পিঠে। রক্ষী আহ! বলে একটা চিৎকার দিয়ে উঠল এবং সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে

www.pathagar.com

লুটিয়ে পড়ল। দূর থেকে ছুটে এল একজন। রক্ষীর পিঠ থেকে বর্শাটা টেনে বের করতে-করতে বলল– 'নিমকহারাম কোথাকার! তোর বেঁচে থাকার কোনোই অধিকার নেই।'

চিৎকার দিল মুবিও। বলল, লোকটাকে তুমি খুন...। মেয়েটা আর বেশি বলতে পারল না। পেছন থেকে অপর একলোক তার বাহু ধরে ঝটকা একটা টান দিয়ে ছুড়ে মারল বালিয়ানের দিকে। বলল, আমরা তার পোষা বন্ধু। আমাদের জীবন তার ওপর নির্ভরশীল। তোমরা আমাদের কাউকে তার বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। বিভ্রান্ত যে হয়েছে, সে তার প্রায়শ্চিত্ত পেয়ে গেছে।'

মদের নেশায় চৈতন্য হারিয়ে পড়ে আছে বালিয়ান।

'তোমরা কি ভেবে দেখেছ; তোমরা কোথায় যাচ্ছ?' মুবি জিগ্যেস করল।

'যাচ্ছি সাগরে ডুবে মরতে। তোমার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কমান্ডার বালিয়ান আমাদের যেখানে নিয়ে যান, আমরা সেখানেই যাব।'

তারা ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন অনেক বেলা হলে বালিয়ান ঘুম থেকে জাগল। রক্ষীরা তাকে রাতের ঘটনা শোনাল। মুবি বলল, প্রাণের ভয় দেখিয়ে সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। বালিয়ান তার রক্ষীদের শাবাশ দিল। নিজের একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক খুন হলো, তার জন্য কোনো ভাবনাই জাগল না তার মনে। মুবির রূপ আর মদে বুঁদ হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গেছে বালিয়ান। মুবি তাকে বলল, উঠো এবং দ্রুত রওনা হও। কিন্তু বালিয়ানের কোনো ভাবনা নেই। নিজেকে হারিয়েই ফেলেছে যেন সে। মুবি ভাবল, এরা কত নির্দয়, কত নির্বোধ জাতি! সামান্য কারণে, হীন একটা স্বার্থে আপন লোকদেরও হত্যা করতে এরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না!

আলী বিন সুফিয়ান কেন যেন বালিয়ানের পশ্চাদ্ধাবন না করে ফিরে গেলেন। বিদ্রোহের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে তিনিও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

◆◆◆

উপকূলীয় ক্যাম্প থেকে রবিন, তার চার সঙ্গী ও ছয় মেয়েকে পনেরোজন রক্ষীর প্রহরায় কায়রো-অভিমুখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দূত রওনা হয়ে গেছে তাদেরও আগে। বন্দিরা সবাই উটের পিঠে আর রক্ষীরা ঘোড়ায়। তারা স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলছে এবং পথে স্বাভাবিক নিয়মেই বিশ্রাম নিচ্ছে। কোনো তাড়া নেই, কোনো শঙ্কা নেই। পথে বিপদের কোনো ভয়ও নেই। নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় পথ চলছে তারা। কয়েদিরা নিরস্ত্র। তদুপরি তাদের ছজনই নারী। কারুর পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই।

www.pathagar.com

কিন্তু রক্ষীরা ভুলে গেছে, তাদের কয়েদিরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর। তির-তলোয়ার ব্যবহারে সকলেই অভিজ্ঞ। দলের যে-লোকগুলোকে বণিকের বেশে গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা নিয়মিত যোদ্ধা। আর মেয়েগুলোও সেই মেয়ে নয়, মানুষ যাদের 'অবলা নারী' বলে। তাদের রূপময় শরীর, মধুভরা যৌবন আর চটুল চপলতা এমন এক অস্ত্র, যা প্রবল প্রতাপশালী রাজা-বাদশাহদেরও কুপোকাত করতে, বড়ো-বড়ো বীর যোদ্ধাকেও মুহূর্তে নিরস্ত্র করতে সক্ষম।

রক্ষীদের কমান্ডার মিশরি। তার নজরে পড়ল, একটা মেয়ে বারবার তার পানে তাকাচ্ছে। দুজনে চোখাচোখি হয়ে গেলে মেয়েটার ঠোঁটে মিষ্টিমধুর হাসি ভেসে উঠল। মেয়েটা চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে কমান্ডারকে। তার রাঙা ঠোঁটের মুচকি হাসি মোমের মতো গলিয়ে ফেলছে লোকটাকে।

সন্ধ্যায় এ-ই প্রথমবার একস্থানে যাত্রাবিরতি দিল কাফেলা। সবাই খেতে বসল। কিন্তু মেয়েটা খাবারে হাত দিচ্ছে না। বিষয়টা কমান্ডারকে জানানো হলো। কমান্ডার মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে খাবার না-খাওয়ার কারণ জানতে চাইল। জবাবে তার দুচোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরতে শুরু করল। কিছুক্ষণ নত মুখে দাঁড়িয়ে থেকে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল– 'আপনার সঙ্গে আমি নিভৃতে কথা বলতে চাই।'

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামল। কাফেলা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়েছে কমান্ডারও। কিছুক্ষণ পর সে বিছানা থেকে উঠে মেয়েটাকে জাগিয়ে আড়ালে নিয়ে গেল। বলল, তুমি কী যেন বলবে বলেছিলে; এবার বলো। মেয়েটা কাঁদোকাঁদো কণ্ঠে বলল– 'আমি একটা নিপীড়িতা মেয়ে। সৈন্যরা আমাকে অপহরণ করে জাহাজে তুলে নিয়ে এসেছে। আমি এক অফিসারের রক্ষিতা হয়ে থাকতে বাধ্য হই।'

অন্য মেয়েগুলোর সম্পর্কে বলল– 'তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় জাহাজে। তাদেরও অপহরণ করে আনা হয়েছে। অগ্নিগোলার শিকার হয়ে জাহাজগুলো আগুনে পুড়তে শুরু করলে একটা নৌকায় তুলে আমাদের সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ভাসতে-ভাসতে আমরা কূলে এসে পৌঁছি। তারপর গুপ্তচর সন্দেহে আপনাদের হাতে বন্দি হই।'

বণিকবেশী গোয়েন্দারাও মেয়েগুলোর ব্যাপারে সুলতান আইউবিকে এ-কাহিনি-ই শুনিয়েছিল। বিষয়টা মিশরি কমান্ডারের জানা ছিল না। এ-কাহিনি এ-ই প্রথমবার শুনছে সে। তার প্রতি নির্দেশ আছে, এরা ভয়ংকর গুপ্তচর; কঠোর নিরাপত্তার সঙ্গে এদের কায়রো নিয়ে সুলতান আইউবির গোয়েন্দা বিভাগের হাতে তুলে দিতে হবে। কাজেই মেয়েগুলোর, বিশেষ করে এই মেয়েটার কোনো সাহায্য করার সাধ্য তার নেই। তাই সে মেয়েটাকে নিজের

www.pathagar.com

অপারগতার কথা জানিয়ে দিল। তার জানা নেই, মেয়েটার তূণীরে আরও অনেক তির অবশিষ্ট আছে। একটা-একটা করে সেই তির ছুড়তেই থাকবে সে।

মেয়েটা বলল– 'আমি তোমার কাছে কোনো সাহায্য চাই না। কোনো সহযোগিতা নিয়ে তুমি এগিয়ে এলেও আমি গ্রহণ করব না। তোমাকে আমার এতই ভালো লাগছে যে, আমি তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না। তোমাকে ভালবাসি বলেই আমি মনের বেদনার কথাগুলো তোমার কাছে ব্যক্ত করেছি।'

এমন একটা রূপসি মেয়ের মুখে এ-জাতীয় কথা শুনে আত্মসংবরণ করতে পারে কোন পুরুষ! তা ছাড়া কমান্ডারের হাতে মেয়েটা নিতান্ত অসহায়ও বটে। তদুপরি নিঝুম রাতের নির্জন পরিবেশ। ধীরে-ধীরে বরফের মতো গলতে শুরু করল মিশরি কমান্ডারের পৌরুষ। সে মেয়েটার সঙ্গে বন্ধুসুলভ প্রেমালাপ জুড়ে দিল। এবার মেয়েটা নিক্ষেপ করল তূণীরের আরেকটা তির। সে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির নিষ্কলুষ চরিত্রের ওপর কালিমা লেপতে শুরু করল–

'আমি তোমার গভর্নর সালাহুদ্দীন আইউবিকে আমার নির্যাতনের কাহিনি শুনিয়েছিলাম। আশা ছিল, তার মতো একজন মহান ব্যক্তি আমার প্রতি দয়াপরবশ হবেন। কিন্তু আশ্রয়ের নামে তিনি আমাকে আপন তাঁবুতে নিয়ে রাখলেন এবং মধপান করে হায়েনার মতো রাতভর আমার সম্ভ্রম লুট করলেন। পশুটা আমার হাড়গোড় সব ভেঙে দিয়েছে। মদপান করে তিনি এমনই অমানুষ হয়ে যান যে, তখন তার মাঝে মানবতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল মিশরির। দাঁত কড়মড় করে বলে উঠল–

'আমাদের শোনানো হয়, সালাহুদ্দীন আইউবি একজন পাকা ঈমানদার, একেবারে ফেরেশতা। মদ-নারীর প্রতি নাকি তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা। আর তলে-তলে করে বেড়াচ্ছেন এসব, না?'

'এখন তোমরা আমাকে তারই কাছে নিয়ে যাচ্ছ। আমি যা বললাম, যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তা হলে রাতে দেখো, আমাকে কোথায় থাকতে হয়। তোমাদের সুলতান আমাকে কয়েদখানায় না রেখে রাখবেন তাঁর হেরেমে সেকথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি। লোকটার কথা মনে পড়লে আমার গা শিউরে ওঠে।' মেয়েটা বলল।

এ-জাতীয় আরও অনেক কথা বলে মেয়েটা মিশরি কমান্ডারের মনে সুলতান সালাউদ্দীন আইউবির প্রতি তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করল। মিশরি এখন সম্পূর্ণরূপে মেয়েটার হাতের মুঠোয়। সে তার মাথাটা কবজা করে নিয়েছে। কিন্তু কমান্ডার জানে না, এসব হলো গোয়েন্দা মেয়েদের অস্ত্র। শেষে মেয়েটা বলল–

'তুমি যদি আমাকে এই লাঞ্ছনাকর জীবন থেকে উদ্ধার করতে পার, তা হলে আমি আজীবনের জন্য তোমার হয়ে যাব এবং আমার পিতা বিপুল স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।'

www.pathagar.com

মেয়েটা তার পন্থাও শিখিয়ে দিল। বলল–

'তুমি আমার সঙ্গে সমুদ্র পার হয়ে পালিয়ে যাবে। নৌকার অভাব হবে না। আমার পিতা অনেক বড়ো ধনাঢ্য ব্যক্তি। আমি তোমাকে বিয়ে করে নেব আর আমার পিতা তোমাকে উন্নত একটা বাড়ি আর বিপুল ধনসম্পদ দান করবেন। নির্বিঘ্নে ব্যবসা করে তুমি আমাকে নিয়ে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে।'

মিশরির মনে পড়ে গেল, সে মুসলমান। বলল– 'কিন্তু আমি তো আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারব না।'

মেয়েটা কিছুক্ষণ মৌন থেকে চিন্তা করে বলল– 'ঠিক আছে; তোমার জন্য আমিই নাহয় আমার ধর্ম বিসর্জন দেব।'

দুজনে পলায়ন ও বিয়ের পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলল। মেয়েটা বলল–

'তোমার ওপর আমি কোনো চাপ দিতে চাই না। ভালোভাবে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নাও। আমি শুধু জানতে চাই, আমার মনে তোমার প্রতি যতটুকু ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে, ততটুকু হৃদ্যতা আমার প্রতিও তোমার অন্তরে জেগেছে কি-না। আমাকে বরণ করতে যদি তুমি প্রস্তুত হয়েই থাক, তা হলে চেষ্টা করো, যেন কায়রো পৌঁছতে আমাদের সফর দীর্ঘ হয়। ওখানে পৌঁছে গেলে তুমি আমাকে হারিয়ে ফেলবে।'

মেয়েটা চাচ্ছে, সফর দীর্ঘ হোক এবং তিন দিনের স্থলে ছয় দিন পথেই কেটে যাক। তার কারণ, রবিন ও তার সঙ্গীরা পালাবার চেষ্টা করছে। রাতে ঘুমন্ত রক্ষীদের তাদেরই অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে তাদেরই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পালাবার পরিকল্পনা নিয়ে সুযোগের সন্ধান করছে তারা। এ তো মাত্র প্রথম মন্‌যিল, প্রথম অবস্থান। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সফর, যাতে ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে কাজ করা যায়।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই তারা মেয়েটাকে ব্যবহার করছে এবং তার ওপর মিশরি কমান্ডারকে হাত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। মেয়েটা প্রথম সাক্ষাতেই মিশরি কমান্ডারকে ধরাশায়ী করে ফেলল।

মিশরি কমান্ডার তেমন ব্যক্তিত্ববান লোক নয়– একজন প্লাটুন কমান্ডারমাত্র। এমন সুন্দরী নারী সে কখনও স্বপ্নেও দেখেনি। অথচ এখন কি-না অনুপম ও অনিন্দ্যসুন্দরী এই যুবতি তার হাতের মুঠোয়। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় তার হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছে মেয়েটা। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে কমান্ডার। ভুলে গেছে ধর্ম ও কর্তব্যের কথা। এখন সে ক্ষণিকের জন্যও মেয়েটার থেকে আলাদা হতে চাচ্ছে না।

এই উন্মাদনার মধ্যেই পরদিন ভোরবেলা কমান্ডার প্রথম আদেশ জারি করল, উট-ঘোড়াগুলো বেশ ক্লান্ত; তাই আজ আর সফর হবে না। রক্ষী ও উষ্ট্রচালকরা

www.pathagar.com

এ-ঘোষণায় অনেক খুশি হলো। কারণ, রণাঙ্গনের সীমাহীন পরিশ্রমে তারাও ক্লান্ত। কায়রো পৌঁছবার কোনো তাড়াও তাদের নেই।

দিনটা বিশ্রাম ও গল্পগুজবে কেটে গেল। কমান্ডারও মেয়েটাকে নিয়ে উন্মাতাল সময় কাটাল। দিন গিয়ে রাত এল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কমান্ডার মেয়েটাকে নিয়ে খানিক দূরে চলে গেল। সবার দৃষ্টির আড়ালে মেয়েটা তাকে রঙিন স্বপ্নের নীল আকাশে পৌঁছিয়ে দিল।

পরদিন ছাউনি তুলে কাফেলা যাত্রা শুরু করল। কিন্তু কমান্ডার সোজা রাস্তা ছেড়ে ধরল অন্যপথ। সঙ্গীদের বলল, এপথে অবস্থানের জন্য সামনে মনোরম জায়গা আছে। কাছাকাছি একটা লোকালয়ও আছে। ওখানে ডিম-মুরগি পাওয়া যাবে। সঙ্গীদের আনন্দ আরও বেড়ে গেল যে, কমান্ডার আমাদের আয়েশের চিন্তা করছেন।

কিন্তু প্লাটুনের দুজন সৈনিক কমান্ডারের এসব আচরণে আপত্তি তুলল। তারা বলল, আমাদের সঙ্গে কয়েকজন ভয়ংকর কয়েদি আছে। লোকগুলো শত্রুবাহিনীর গুপ্তচর। যত দ্রুত সম্ভব তাদের কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কাজেই অযথা সফর দীর্ঘ করা ঠিক হচ্ছে না।

কমান্ডার বলল, সেই দায়িত্ব আমার। গন্তব্যে দ্রুত পৌঁছব নাকি বিলম্বে তা তোমাদের ভাবতে হবে না। জবাবদিহি করতে হলে আমাকেই করতে হবে। তোমাদের এত মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

তারা কমান্ডারের জবাবে চুপসে গেল।

◆◆◆

কাফেলা এগিয়ে চলছে। দুপুরের পর কাফেলা যেখানে গিয়ে উপনীত হলো, তারা সেখানে আশপাশে অনেকগুলো শকুন উড়তে ও মাটিতে নামতে-উঠতে দেখল। বোঝা গেল, এখানে মানুষের লাশ আছে। চার দিকে মাটি ও বালির টিলা। বড়ো-বড়ো কতগুলো গাছও আছে। কাফেলা টিলার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল। ধীরে-ধীরে ওপর দিকে উঠে গেছে পথ। উঁচু একটা জায়গা থেকে বিশাল একটা মাঠ চোখে পড়ল। তার একস্থানে বৃত্তাকারে উঠানামা করছে অনেকগুলো শকুন। শোরগোল করে কীসে যেন মেতে আছে মাংসখোর এই প্রাণীগুলো। কিছুদূর অগ্রসর হলে কতগুলো লাশ চোখে পড়ল। পচা লাশের দুর্গন্ধে বিষিয়ে আছে এলাকার পরিবেশ।

এগুলো সেই সুদানিদের লাশ, যারা রোম-উপসাগরের তীরে অবস্থানরত সুলতান আইউবির বাহিনীর ওপর আক্রমণ করতে রওনা হয়েছিল। সুলতান আইউবির জানবাজ সৈনিকরা রাতে পেছন থেকে হামলা চালিয়ে তাদের অগ্রযাত্রা এখানেই থামিয়ে দিয়েছে। ব্যর্থ করে দিয়েছে তাদের অশুভ তৎপরতা।

www.pathagar.com

আরও সামনে মাইলের-পর-মাইল বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে আছে সুদানিদের অসংখ্য মৃতদেহ। আইউবি-বাহিনীর হাতে পরাজিত হওয়ার পর নিহতদের লাশগুলো পর্যন্ত তুলে নেওয়ার সুযোগ পায়নি তারা।

এগিয়ে চলছে কাফেলা।

নিহত সুদানিদের লাশের আশেপাশে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে তাদের অস্ত্র– তির-ধনুক, ঢাল-বর্শা ইত্যাদি। সেগুলো কাফেলার কয়েদিদের চোখে পড়ল। তারা পরস্পর কানাঘুষা করল। যে-মেয়েটা কমান্ডারকে কবজা করে রেখেছিল, তার সঙ্গেও চোখের ইঙ্গিতে কথা বলল রবিন। লাশ ও অস্ত্র ছড়িয়ে আছে অনেক দূর পর্যন্ত।

ডান দিকে নিকটেই সবুজ-শ্যামল মনোরম একটা জায়গা। পানির ঝরনাও দেখা যাচ্ছে। সবুজের এই সমারোহ টিলাগুলোর চূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। মেয়েটা চোখ টিপে কমান্ডারকে ইঙ্গিত করল। কমান্ডার মেয়েটার কাছে চলে গেল। মেয়েটা বলল– 'জায়গাটা বেশ মনোরম, এখানেই তাঁবু ফেলো; রাতে অনেক মজা হবে।'

কমান্ডার কাফেলার মোড় ঘুরিয়ে দিল এবং সবুজ-শ্যামল টিলার নিকটে পানির ঝরনার কাছে গিয়ে থেমে গেল। ঘোষণা দিল, এখানেই ছাউনি ফেলো; আমরা এখানে রাত কাটাব।

সবাই উট-ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গেল। পশুগুলো পানির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। রাতযাপনের জন্য কমান্ডার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নিল। দুটা টিলার মাঝখানে প্রশস্ত একটা জায়গা সবুজে ঘেরা। কমান্ডার এখানে ছাউনি ফেলার নির্দেশ দিল।

গভীর রাত। চারদিক অন্ধকার। ঘুমিয়ে আছে কাফেলার সবাই। জেগে আছে শুধু দুজন – কমান্ডার আর মেয়েটা। কমান্ডারের ভাবনা এক, মেয়েটার মতলব আরেক। কমান্ডারের ইচ্ছা মেয়েটাকে ভোগ করে চলা আর মেয়েটার পরিকল্পনা কমান্ডারকে খুন করে পালিয়ে যাওয়া।

নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে সবাই। কোনো প্রহরা নেই। নিরাপত্তার কথা ভাববারই সময় নেই কমান্ডারের। মেয়েটা শোওয়া থেকে উঠে পা টিপেটিপে এগিয়ে গেল কমান্ডারের কাছে। কমান্ডার সকলের থেকে অনেক ব্যবধানে দূরে শুয়ে আছে। মেয়েটা তাকে একটা টিলার আড়ালে নিয়ে গেল এবং কিছুসময় সেখানে কাটাল। সে আরও একটু দূরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। মিশরি কমান্ডার তার ইচ্ছার দাস। এ যে একটা ষড়যন্ত্র, কল্পনায়ও আসছে না তার। মনে তার বেশ আনন্দ। সে মেয়েটার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। আরও তিনটা টিলা পেরিয়ে মেয়েটা তাকে একটা জায়গায় নিয়ে গেল। এবার সে থেমে গেল। কমান্ডারকে

www.pathagar.com

দু-বাহুতে জড়িয়ে ধরে মন উজাড় করে প্রেমনিবেদন করল। কমান্ডার নিজেকে প্রেমসাগরে ডুবিয়ে দিল।

রবিন দেখল, কমান্ডার নেই। অন্য রক্ষীরাও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। শুয়ে-শুয়েই সে পাশের সঙ্গীকে জাগাল। পাশেরজন জাগিয়ে দিল তার পরেরজনকে। এভাবে জেগে উঠল তারা চারজন।

রক্ষীরা তাদের থেকে একটু দূরে ঘুমিয়ে আছে। কোনো পাহারা নেই। বুকে ভর দিয়ে ক্রোলিং করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল রবিন। রক্ষীদের অতিক্রম করে অনেক দূরে চলে গেল। পেছনে-পেছনে এগিয়ে গেল তার তিন সঙ্গী। তারা টিলার আড়ালে গিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। চলে গেল মাঠের লাশগুলোর কাছে। ওখান থেকে তারা অস্ত্র কুড়িয়ে নিল। ধনুক, তূণীর ও বর্শা তুলে নিল। এবার চারজনই অস্ত্রহাতে একসঙ্গে ফিরে এল।

সঙ্গীদের নিয়ে ঘুমন্ত রক্ষীদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। হাতের বর্শাটা শক্ত করে ধরল। তুলে ধরল চিত-হয়ে-শুয়ে-থাকা এক রক্ষীর বুকবরাবর। অপর চারজনও এক-একজন রক্ষীর নিকটে দাঁড়িয়ে গেল পজিশন নিয়ে। মুহূর্তমধ্যে জীবনের অবসান ঘটতে যাচ্ছে সুলতান আইউবির চার রক্ষীসেনার।

এই চারজনকে খুন করে কেউ টের পাওয়ার আগে অপর এগারোজনকেও শেষ করে ফেলা ব্যাপার নয়। চাল তাদের সফল। তারপর থাকল তিন উষ্ট্রচালক আর কমান্ডার। পনেরো রক্ষীর হত্যার পর তারা হবে সহজ শিকার।

আঘাত হানার জন্য বর্শাটা আরও একটু ওপরে তুলল রবিন। রক্ষীর বুকটা শেষবারের মতো দেখে নিল। আক্রমণের জন্য তার হাতটা নিচে নেমে এল বলে। এমন সময় হঠাৎ শাঁ-শাঁ শব্দ ভেসে এল রবিনের কানে। সঙ্গে-সঙ্গে সম্মুখ থেকে একটা তির এসে বিদ্ধ হলো তার বুকে। ছুটে এল আরেকটা তির। বিদ্ধ হলো রবিনের একসঙ্গীর বুকে। একই সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল দুজন। অপর তিনজন দেখার চেষ্টা করছে, ঘটনাটা কী ঘটল। এই ফাঁকে ধেয়ে এল আরও দুটা তির। আঘাত খেয়ে পড়ে গেল আরও দুজন।

এখনও দাঁড়িয়ে আছে একজন। পালাবার জন্য পেছন দিকে মোড় নিল সে। অমনি একটা তির এসে গেঁথে গেল তার এক পাঁজরে। দু-চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এল তার। পড়ে গেল মাটিতে।

ঘটনাটা ঘটে গেল নিতান্তই চুপচাপ। একে-একে পাঁচটা প্রাণী ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে; অথচ টের পেল না কেউ। এখনও সবাই ঘুমোচ্ছে নাক ডেকে বেঘোরে। যম এসে দাঁড়িয়েছিল যাদের সামনে, টের পেল না তারাও।

তিরন্দাজরা ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে এল এবং তারা আলো জ্বালাল। এরা সেই দুই রক্ষী, যারা কমান্ডারের আচরণে আপত্তি তুলে বলেছিল, গড়িমসি না

www.pathagar.com

করে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছা দরকার। তারা শুয়ে ছিল। চার কয়েদি যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন তাদের একজনের চোখ খুলে গেল। সে সঙ্গীকে জাগিয়ে কয়েদিদের অনুসরণ করল। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কয়েদিরা যদি পালাবার চেষ্টা করে, তা হলে তির ছুড়ে তাদের খতম করে দেবে। তাই তাদের গতিবিধি অনুসরণ করল। কিন্তু তারা দেখল, কয়েদিরা অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসছে। ফলে তারা একটা টিলার আড়ালে চুপচাপ বসে পড়ল। এবার যেইমাত্র কয়েদিরা রক্ষীদের বুক লক্ষ করে বর্শা তাক করল, অমনি তাদের প্রতি তির ছুড়ল এবং চারটার সব কটাকেই খতম করে দিল ।

এবার রক্ষীরা কমান্ডারকে ডাকল। কিন্তু তার কোনো সাড়া নেই। তাদের ডাকাডাকিতে কয়েদি মেয়েরা জেগে উঠল। সজাগ হয়ে গেল অপর রক্ষীরাও। মেয়েরা চারটা লাশ দেখতে পেল। লাশগুলো তাদেরই চার সঙ্গীর। তারা আঁৎকে উঠল। দেহে একটা-একটা করে তির নিয়ে শুয়ে আছে লাশগুলো। মেয়েরা অপলক চোখে নিঃশব্দে লাশগুলোর প্রতি তাকিয়ে থাকল। সঙ্গীরা কী করতে এসে লাশ হলো, তা বুঝতে বাকি রইল না তাদের। আজ রাতের পরিকল্পনা সম্পর্কে তারাও অবহিত।

মিশরি কমান্ডার ছাউনিতে নেই। আর একটা মেয়ে কয়েদিও নেই।

কয়েদি গোয়েন্দাদের বুকে যখন তির বিদ্ধ হলো, ঠিক তখন রক্ষীদের মিশরি কমান্ডারের পিঠেও বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল একটা খঞ্জর। দুটা টিলার পরে তৃতীয় একটা টিলার নিচে পড়ে আছে তার লাশ। সেই সংবাদ জানে না রক্ষীরা।

তাঁবু থেকে তুলে মেয়েটা কমান্ডারকে বেশ দূরে তার পছন্দমতো একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। কমান্ডার রাতের আঁধারে মেয়েটাকে নিয়ে আমাদে মেতে উঠল। দুজন একটা টিলার আড়ালে গিয়ে বসেছিল। সেই টিলারই খানিক দূরে বালিয়ানের তাঁবু। মুবির সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে বালিয়ান টিলার দিকে চলে গিয়েছিল। হাতে তার মদের বোতল। নিচে বিছানোর জন্য মুবি হাতে করে একটা শতরঞ্চি নিয়ে গেল। একস্থানে শতরঞ্চিটা বিছিয়ে মুবি বসে পড়ল। বালিয়ান পাশে বসে মুবিকে জড়িয়ে ধরল।

হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে কারও কথা বলার শব্দ ভেসে এল তাদের কানে। বালিয়ান কান খাড়া করে শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে আন্দাজ করার চেষ্টা করল। কী বলছে তাও বুঝবার চেষ্টা করল। বোঝা গেল কণ্ঠটা একটা মেয়ের। বালিয়ান ও মুবি উঠে দাঁড়াল এবং পা টিপেটিপে সেদিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে দুজনে টিলার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল। দুটা ছায়ামূর্তি বসে আছে দেখতে পেল। তারা আরও গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। এবার পরিষ্কার বুঝতে পারল, ছায়াদুটার একটা নারী, অপরটা পুরুষ। মুবি আরও

www.pathagar.com

নিকটে চলে গেল। সে গভীর মনে তাদের আলাপ বুঝবার চেষ্টা করল। মেয়েটা মিশরি কমান্ডারের সঙ্গে এমন স্পষ্ট ভাষায় কথা বলছে যে, মুবি নিশ্চিত হয়ে গেল, মেয়েটা তারই এক সহকর্মী। সে আরও বুঝে ফেলল, মেয়েটাকে কায়রো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মিশরি কমান্ডারের আচরণ ও কথোপকথনে মুবি নিশ্চিত বুঝে ফেলল, লোকটা অসহায়ত্বের সুযোগে এই মেয়েটাকে ভোগের সামগ্রী বানিয়ে রেখেছে। মুবি মনে-মনে ফন্দি আঁটল। পেছনে সরে গিয়ে বালিয়ানকে কানে-কানে বলল– 'লোকটা মিশরি; সঙ্গের মেয়েটা আমারই সহকর্মী। বেটা মেয়েটাকে নিয়ে জোরপূর্বক ফূর্তি করছে। তুমি তাকে রক্ষা করো। এই মিশরি লোকটা তোমার দুশমন আর মেয়েটা আমার আপন।' বালিয়ানকে উত্তেজিত করতে মুবি আরও বলল– 'মেয়েটা অত্যন্ত সুন্দরী। ওকে মিশরির কবল থেকে উদ্ধার করে আনো। তারপর ও হবে তোমার।'

একটু আগেই মদপান করেছে বালিয়ান। মাথাটা তার এখনও ঢুলুঢুলু করছে। এবার খুনের নেশা পেয়ে বসেছে তাকে। সে মুবির দেখানো লোভ সামলাতে পারল না। কোমরবন্ধ থেকে খঞ্জরটা বের করে হাতে নিল। বিলম্ব না করে দ্রুত এগিয়ে গেল মিশরির প্রতি। আঘাত হানল তার পিঠে। পিঠ থেকে খঞ্জরটা টেনে বের করে মারল আরেকটা ঘা। মিশরি লুটিয়ে পড়ে গেল।

মিশরির কবল থেকে মুক্ত হয়ে মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। মুবি দৌড়ে এসে সাংকেতিক ভাষায় মেয়েটাকে ডাকল। মেয়েটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে মুবিকে জড়িয়ে ধরল। মুবি জিগ্যেস করল, অন্য মেয়েগুলো কোথায় আছে? তারা কোথায় আছে এবং কীভাবে আছে জানাল মেয়েটা। সে রবিন ও তার সঙ্গীদের কথাও অবহিত করল। পেছন দিকে দৌড়ে গিয়ে বালিয়ান তার সঙ্গীদের জাগিয়ে তুলল। তাদের কাছে ধনুক ও অন্যান্য হাতিয়ার আছে।

ইত্যবসরে মুসলিম রক্ষীদের একজন কমান্ডারকে ডাকতে-ডাকতে এদিকে এগিয়ে এল। বালিয়ানের একসঙ্গী তির ছুড়ে রক্ষীকে খতম করে দিল। মেয়েটা তাদের নিয়ে ছাউনির দিকে হাঁটা দিল।

বালিয়ান দেখতে পেল, সর্বশেষ টিলাটার পেছনে আলো জ্বলছে। সে টিলার আড়ালে গিয়ে উঁকি দিয়ে তাকাল। বড়ো-বড়ো দুটা প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের দণ্ডগুলো লম্বা হয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

বালিয়ান ও তার সঙ্গীরা যে-স্থানে দাঁড়িয়ে আছে, জায়গাটা অন্ধকার। কিন্তু যে-জায়গায় প্রদীপ জ্বলছে, সেখানে একধারে পাঁচটা মেয়ে নির্বাক দণ্ডায়মান। রক্ষীরাও দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যখানে পড়ে আছে পাঁচটা লাশ। লাশগুলোর শরীর তিরবিদ্ধ। মুবি ও অপর মেয়েটার মন কেঁদে উঠল। মুবির উসকানিতে

www.pathagar.com

এবার বালিয়ান রক্ষীদের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে তার সঙ্গীদের বলল, এরা তোমাদের শিকার; তির ছুড়ে এদের শেষ করে দাও। সংখ্যায় এখন তারা চৌদ্দ। দুর্ভাগ্যবশত প্রদীপের আলোতে তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শিকারীরা।

বালিয়ানের সঙ্গীরা ধনুকে তিন সংযোজন করল। একই সময়ে শাঁ করে ছটা তির ছুটে এল। একসঙ্গে ছজন রক্ষী শেষ হয়ে গেল। অবশিষ্টরা কোত্থেকে কী হলো বুঝে উঠবার আগেই ছুটে এল আরও ছটা তির। আরও ছয় রক্ষী লুটিয়ে পড়ল। এখন আর বেঁচে আছে দুজন। অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল তাদের একজন। পালাবার চেষ্টা করল অপরজনও। কিন্তু একত্রে তিনটা তির এসে বিদ্ধ হলো তার পিঠের তিন জায়গায়। শেষ হয়ে গেল সে-ও। রক্ষা পেয়ে গেছে তিন উষ্ট্রচালক। ঘটনার সময় তারা এখানে ছিল না। পরে দূর থেকে টের পেয়ে তারা অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল।

প্রদীপের আলোতে এখন দেখা যাচ্ছে লাশ আর লাশ। প্রতিটা লাশ শুয়ে আছে অন্তত একটা করে তির নিয়ে। মুবি দৌড়ে এসে মেয়েদের সঙ্গে মিলিত হলো। এ-সময় তারা একটা ঘোড়ার দ্রুত ধাবনশব্দ শুনতে পেল। শঙ্কিত হয়ে উঠল বালিয়ান। বলল– 'এখানে বিলম্ব করা ঠিক হবে না; বেটাদের একজন জীবন নিয়ে পালিয়ে গেছে। লোকটা কায়রোর দিকে গেছে বলে মনে হচ্ছে। চলো; জলদি এখান থেকে কেটে পড়ি।'

তারা রক্ষীদের ঘোড়াগুলো নিয়ে নিজেদের ছাউনিতে চলে গেল। গিয়ে দেখল, তাদের একটা ঘোড়া জিনসহ উধাও। বুঝতে বাকি রইল না, রক্ষী-ই ঘোড়াটা নিয়ে পালিয়েছে। নিজেদের ঘোড়ার কাছে যেতে না পেরে লোকটা এদিকে চলে এল। এখানে আটটা ঘোড়া বাঁধা ছিল। জিনগুলো খুলে রাখা ছিল পাশেই এক জায়গায়। একটা ঘোড়ায় জিন কষে পালিয়ে গেছে রক্ষী।

চৌদ্দটা ঘোড়ায় জিন বাঁধাল বালিয়ান। মালপত্র বোঝাই করাল দুটাতে। অবশিষ্ট ঘোড়াগুলো সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে গেল একদিকে।

সুলতান আইউবির রক্ষীদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনা গোয়েন্দা মেয়েরা মুবিকে তাদের ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনাল। রক্ষীরা তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল, তা-ও অবহিত করল। রবিন ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে বলল, পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা মাঠ থেকে অস্ত্র কুড়িয়ে আনতে গিয়েছিল। কিন্তু বুঝতে পারলাম না, তারা কীভাবে মারা গেল।

মুবি বলল–

'আইউবির ক্যাম্পে অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ আমার ও রবিনের দেখা হয়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল, আমি দেখতে পাচ্ছি, যিশু আমাদের সফলতা মঞ্জুর করেছেন। অন্যথায় এভাবে তোমার-আমার সাক্ষাৎ ঘটত না। আজও তেমনি

www.pathagar.com

অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই আমার ও তোমাদের সাক্ষাৎ ঘটে গেল ঠিক; কিন্তু যিশুখ্রিস্ট আমাদের সাফল্য মঞ্জুর করেছেন সেকথা আমি বলব না। আমার কাছে বরং যিশুকে আমাদের প্রতি রুষ্ট বলেই মনে হচ্ছে। আমরা যে-কাজে হাত দিয়েছিলাম, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। রোম-উপসাগরে আমাদের বাহিনী শোচনীয়রূপে পরাজয় বরণ করেছে। মিশরে আমাদের সহযোগী শক্তি সুদানিরা নির্মমভাবে পরাজিত হলো। এদিকে রবিন ও ক্রিস্টোফরের মতো দুজন নির্ভরযোগ্য ও সাহসী ব্যক্তি এবং এতগুলো সঙ্গী মারা পড়ল! জানি না, আমাদের ভাগ্যে কী আছে!'

বালিয়ান বলল–

'চিন্তা করো না। আমাদের জীবন থাকতে তোমাদের প্রতি কেউ হাত বাড়াতে পারবে না। আমার সঙ্গীদের পারঙ্গমতা তো দেখেছ।'

কয়েদিদের এই কাফেলা যখন টিলায় লাশের পাশে দণ্ডায়মান, ঠিক তখন সমুদ্রোপকূলে সুলতান আইউবির ক্যাম্পে প্রবেশ করল তিন আগন্তুক। তাদের পরিধানে ইতালীয় বেদুইনদের সাদাসিধে পোশাক। কথা বলতে শুরু করল ইতালি ভাষায়। কিন্তু তাদের ভাষা বুঝছে না ক্যাম্পের কেউ।

আগন্তুকদের বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সুলতান আইউবির অনুপস্থিতিতে তিনি এখন ক্যাম্পের কমান্ডার। শাদ্দাদ আগন্তুকদের পরিচয় জানতে চাইলেন। তারা ইতালি ভাষায় উত্তর দিল। তিনিও তাদের ভাষা বুঝছেন না।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ কয়েদখানা থেকে এক ইতালি বন্দিকে ডেকে পাঠালেন। লোকটা মিশরি ভাষাও জানে। তার মাধ্যমে তিনি আগন্তুকদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনজনের একজন মধ্যবয়সি। দুজন যুবক। তারা সবাই হুবহু একই কথা শোনাল। বলল, খ্রিস্টানরা আমাদের তিনজনের তিনটা সুন্দরী বোনকে অপহরণ করেছে। শুনেছি, ওরা নাকি শত্রুর কবল থেকে মুক্ত হয়ে আপনাদের ক্যাম্পে এসেছে। আমরা বোনদের খুঁজে বের করতে এসেছি।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ জানালেন, এখানে সাতটা মেয়ে এসেছিল। তারাও আমাদের একই কাহিনি শুনিয়েছে। ছজন আমাদের হাতে বন্দি আছে; সপ্তমজন পালিয়ে গেছে। আমাদের জানামতে ওরা গুপ্তচর।

আগন্তুকরা জানাল– 'গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে আমাদের বোনদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা নির্যাতিত গরিব মানুষ। একজন থেকে একটা নৌকা ধার নিয়ে বোনদের সন্ধানে এতদূর এসেছি। আমাদের মতো গরিবদের বোনেরা গুপ্তচরবৃত্তির সাহস করবে কীভাবে। আপনি যে-সাত মেয়ের কথা বললেন, ওরা তা হলে আমাদের বোন নয়। জানি না ওরা কারা।'

www.pathagar.com

'আমাদের কাছে আর কোনো মেয়ে নেই। এই সাতজনই ছিল। তাদেরও একজন নিখোঁজ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ছজনকে গত পরশু কায়রো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদের মধ্যে তোমাদের বোনরা আছে কি-না দেখতে চাইলে কায়রো চলে যাও। আমাদের সুলতান হৃদয়বান মানুষ; বললে তিনি মেয়েগুলোকে দেখাতে পারেন।' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

'না; আমাদের বোনরা গুপ্তচর নয়। ওই সাতজন অন্য মেয়ে হবে। আমাদের বোনরা হয়তো সমুদ্রে ডুবে মরেছে, নতুবা সৈন্যরা তাদের আটকে রেখেছে।' আগন্তুকদের একজন বলল।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ একজন সরল-সহজ দয়ালু মানুষ। তিনি আগন্তুক বেদুইনদের সাজানো কাহিনিতে প্রভাবিত হয়ে পড়লেন। তাদের খুব খাতির-যত্ন করলেন এবং সসম্মানে বিদায় করে দিলেন। আলী বিন সুফিয়ান হলে লোকগুলোকে এত সহজে ছাড়তেন না। চেহারা দেখেই তিনি বুঝে ফেলতেন, এরা গুপ্তচর এবং যা বলছে সবই মিথ্যে।

তারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। কোথায় গেল তা দেখারও চেষ্টা করল না কেউ। ক্যাম্প থেকে বের হয়ে তারা সোজা হাঁটা দিল একদিকে। একটানা চলতে থাকল সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারা ক্যাম্প থেকে বেশ দূরে নিরাপদ একটা পাহাড়ি অঞ্চলে ঢুকে পড়ল।

ওখানে বসে তাদের অপেক্ষা করছিল তাদেরই আঠারোজন লোক। এই তিনজনের মধ্যবয়সি লোকটার নাম মিগনানা মারিউস। গ্রেফতার-হওয়া-মেয়েদের মুক্ত করা এবং সম্ভব হলে সুলতান আইউবিকে হত্যা করার লক্ষ্যে যে-কমান্ডোদল পাঠানো হয়েছে, মিগনানা মারিউস সেই বাহিনীর কমান্ডার।

তারা সুলতান আইউবির ক্যাম্প সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্যও সংগ্রহ করে নিয়েছিল। জেনে গেছে, সুলতান আইউবি এখন এখানে নেই এবং তিনি কায়রোতে আছেন। শাদ্দাদের সঙ্গে কথা বলে তারা জানতে পারল, গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতারকৃত মেয়েগুলোকে কায়রো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে পাঁচজন পুরুষ বন্দিও আছে।

এই ঘাতকদলটি এসেছে বড়ো একটা নৌকায় করে। সমুদ্রের পাড়ে একস্থানে সরু একটা খাল। তারা নৌকাটা সেই খালে ঢুকিয়ে বেঁধে রেখে এসেছে। এখন তাদের কায়রো-অভিমুখে রওনা হতে হবে; কিন্তু কোনো বাহন নেই।

যে-তিনজন লোক ক্যাম্পে গিয়েছিল, তারা ক্যাম্পের আস্তাবল ও উট বাঁধার জায়গাটা দেখে এসেছে। তারা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছে, ক্যাম্প থেকে পশু চুরি করে আনা সহজ নয়। তাদের একুশটা ঘোড়া বা উট দরকার। ক্যাম্প থেকে এতগুলো পশু চুরি করে আনা অসম্ভব।

www.pathagar.com

ভোরের আকাশে নতুন দিনের সূর্য উদিত হতে এখনও অনেক দেরি। অগত্যা পায়ে হেঁটেই রওনা হলো কাফেলা। বাহন পেয়ে গেলে তারা পথেই মেয়েদের ধরার চেষ্টা করত। কিন্তু তাদের কায়রো না গিয়ে উপায় নেই। তারা জানে, তাদের এ-মিশনের সফলতা জীবন নিয়ে খেলা করার শামিল। কিন্তু সফল হতে পারলে সেনানায়ক ও সম্রাটগণ যে-পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার পরিমাণও এত বেশি যে, অবশিষ্ট জীবন তাদের আর কাজ করতে হবে না। গোটা পরিবার বসে-বসে বেশ আরামে খেয়ে যেতে পারবে। এই লোভ সামলানোও তো কষ্টকর। তাই এত ঝুঁকিপূর্ণ মিশনে তাদের অবতরণ।

মিগনানা মারিউসকে বের করে আনা হয়েছিল কারাগার থেকে। দস্যুবৃত্তির অপরাধে ত্রিশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাকে। তার সঙ্গে ছিল আরও দুজন কয়েদি, যাদের একজনের সাজা ছিল চব্বিশ বছর, একজনের সাতাশ। সে-যুগের কারাগার মানে নির্যাতনসেল। আসামি-কয়েদিদের মানুষ মনে করা হতো না। রাতের বেলাও কয়েদিদের এতটুকু বিশ্রামের সুযোগ ছিল না। তাদের নির্দয়ভাবে খাটানো হতো। অখাদ্য-কুখাদ্য খাবার দেওয়া হতো। তেমন কারাভোগ অপেক্ষা মৃত্যুই ছিল শ্রেয়।

এই তিন কয়েদিকে মহামূল্যবান পুরস্কার ছাড়া সাজা মওকুফের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে খ্রিস্টানরা। ক্রুশহাতে শপথ করিয়ে তাদের এ-মিশনে নামানো হয়েছে। যে-পাদরি তাদের শপথ নিয়েছিলেন, তিনি তাদের বলেছিলেন, তারা যত মুসলমানকে হত্যা করবে, তার দশগুণ পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সালাহুদ্দীন আইউবিকে খুন করতে পারলে মাফ হয়ে যাবে জীবনের সমস্ত অপরাধ আর পরজগতে যিশুখ্রিস্ট তাদের দান করবেন চিরশান্তির আবাস জান্নাত।

প্রতিজ্ঞা তাদের দৃঢ়। মনোবল অটুট। ভাবটা এমন যে, কাজের কাজ করেই তবে মিশর ত্যাগ করবে কিংবা ক্রুশের জন্য জীবনটাকে উৎসর্গ করে দেবে।

অবশিষ্ট আঠারো ব্যক্তিও বাহিনীর বাছাবাছা সৈনিক। তারা জ্বলন্ত জাহাজ থেকে জীবন রক্ষা করে এসেছে। তারা রোম-উপসাগরে এই অপমানজনক পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চায়। পুরস্কারের লোভ তো আছেই। প্রতিশোধস্পৃহা আর পুরস্কারের লোভেই অদেখা-অজানা এক গন্তব্যপানে তাদের এই পদযাত্রা।

♦♦♦

বেলা দ্বিপ্রহর। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির হেডকোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়াল এক অশ্বারোহী। তার গায়ের ঘাম ঘোড়ার পা বেয়ে-বেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে। ভীষণ ক্লান্ত। কথা ফুটছে না তার মুখ থেকে। লোকটা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলে ঘোড়াটা প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠে ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কোনো দানা-পানি-বিশ্রাম ছাড়াই সারাটা রাত এবং আধা দিন একটানা ঘোড়া হাঁকিয়ে এই এখন এসে পৌঁছল।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবির রক্ষীরা আরোহীকে ধরে নিয়ে একস্থানে বসাল এবং সামান্য পানি পান করতে দিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর এবার সে বাক্‌শক্তি ফিরে পেল। ভগ্নস্বরে বলল, আমাকে একজন কমান্ডার বা সালারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সংবাদ পেয়ে সুলতান আইউবি নিজেই বেরিয়ে এলেন। সুলতানকে দেখে আরোহী উঠে দাঁড়াল। সালাম দিয়ে বলল– 'আমি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি মহামান্য সুলতান!'

সুলতান আইউবি তাকে কক্ষে নিয়ে গেলেন এবং বললেন– 'জলদি বলো; কী সংবাদ তোমার।'

'বন্দি মেয়েরা পালিয়ে গেছে। আমাদের প্লাটুনের সব কজন রক্ষী মারা গেছে। আমরা পুরুষ কয়েদিদের হত্যা করেছি। বেঁচে এসেছি আমি একা। ঘাতকরা কারা ছিল আমি জানি না। আমরা ছিলাম মশালের আলোতে আর তারা অন্ধকারে। অন্ধকারের দিক থেকে কতগুলো তির ছুটে এল আর সেই তিরের আঘাতে আমার সব কজন সঙ্গী মারা গেল।' বলল আরোহী।

এই লোকটা কয়েদিদের রক্ষীপ্লাটুনের সেই ব্যক্তি, যে আক্রমণের পর অন্ধকারে উধাও হয়ে গিয়েছিল এবং সুদানিদের ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছিল। কাফেলা ত্যাগ করে ঘোড়ায় বসে দ্রুত ছুটে এবং পথে কোথাও মুহূর্তের জন্য না থেমে এই দীর্ঘপথ অর্ধেকেরও কম সময়ে অতিক্রম করে ফিরে এসেছে।

সুলতান আইউবি আলী বিন সুফিয়ান ও ফৌজের এক সালারকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এসে পৌঁছলে সুলতান বললেন, এবার ঘটনাটা বিস্তারিত বলো। লোকটি ক্যাম্প থেকে রওনা হওয়ার সময় থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনাল। কমান্ডার সম্পর্কে বলল, কিছুপথ অতিক্রম করার পর থেকে তিনি একটা কয়েদি মেয়েকে নিয়ে মনোরঞ্জনে মেতে উঠলেন এবং দায়িত্বের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়লেন। একপর্যায়ে সোজা পথ ছেড়ে তিনি এমন একপথে চলতে শুরু করলেন, যেপথে কায়রো পৌঁছতে আমাদের অনেক বেশি সময় ব্যয় হতো। আপত্তি জানালে তিনি ক্ষেপে উঠলেন এবং এ-ব্যাপারে কাউকে নাক গলাতে বারণ করে দিলেন।

এভাবে লোকটি একের-পর-এক পুরো ঘটনা আনুপুঙ্খ বিবৃত করল। কিন্তু আক্রমণটা কারা করল এই তথ্য জানাতে পারল না।

আলী বিন সুফিয়ান ও নায়েবে সালারকে উদ্দেশ করে সুলতান বললেন– 'তার মানে মিশরে এখনও ক্রুশেডার কমান্ডো রয়ে গেছে।'

'হতে পারে তারা মরুদস্যু। এমন কতগুলো রূপসি মেয়ে দস্যুদের জন্য অত্যন্ত লোভনীয় শিকার।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

www.pathagar.com

'তুমি লোকটার কথা খেয়াল করে শোননি। ও বলেছে, পুরুষ কয়েদিরা মাঠ থেকে অস্ত্র কুড়িয়ে রক্ষীদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। টের পেয়ে দুজন রক্ষী তিরের আঘাতে তাদের হত্যা করে ফেলেছে। আক্রমণটা হয়েছে তার পরে। এতে বোঝা যায়, গেরিলারা আগে থেকেই কাফেলার অনুসরণ করছিল।'

'মুহতারাম সুলতান! হামলাকারীরা যারা-ই হোক, এক্ষুনি আমাদের যে-কাজটি করা দরকার, তা হলো ওদের ধাওয়া করতে এর সঙ্গে অন্তত বিশজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরণ করা। তারা কারা, সে-প্রশ্নের জবাব পরে খুঁজে বের করা যাবে।' বললেন নায়েব সালার।

'আমি আমার এক নায়েবকেও সঙ্গে দেব।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'একে খানা খাওয়াও এবং কিছু সময় বিশ্রাম নিতে দাও। এই সুযোগে বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলো। প্রয়োজন মনে করলে আরও বেশি সৈনিক দাও।' বললেন সুলতান আইউবি।

'আমি যেখান থেকে ঘোড়া নিয়ে এসেছি, সেখানে আরও আটটা ঘোড়া বাঁধা ছিল। আমি সেখানে কোনো মানুষ দেখিনি। এই ঘোড়াগুলোর যারা আরোহী, ওরাই আক্রমণকারী হবে মনে হয়। ঘোড়া যদি আটটা-ই হয়ে থাকে, তা হলে তারাও হবে আটজন।' সৈনিক বলল।

'গেরিলাদের সংখ্যা বেশি হবে না। আমরা তাদের ধরে ফেলব ইশনাআল্লাহ।' নায়েব সালার বললেন।

'মনে রাখবে, ওরা গেরিলা সৈনিক আর মেয়েগুলো গুপ্তচর। তোমরা যদি একটা গুপ্তচর কিংবা একজন গেরিলাকে ধরতে পার, তা হলে বুঝবে, তোমরা শত্রুর দুশো সৈনিককে গ্রেফতার করে ফেলেছ। একজন গুপ্তচরের বিনিময়ে আমি দুশো শত্রুসেনাকে মুক্তি দিতে পারি। একজন সাধারণ নারী কারুর তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু একটা গুপ্তচর কিংবা সন্ত্রাসী মেয়ে একাই একটি দেশের সমগ্র সেনাবহরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারতে সক্ষম। এই মেয়েগুলো খুবই ভয়ংকর। এরা যদি মিশরের অভ্যন্তরেই থেকে যায়, তা হলে তোমার পুরো বাহিনীই ব্যর্থ হয়ে যাবে। একজন পুরুষ কিংবা মেয়ে গুপ্তচরকে গ্রেফতার বা হত্যা করার জন্য প্রয়োজনে নিজেদের একশো সৈনিককে উৎসর্গ করে দাও। তারপরও আমি বলব, এই সওদা অনেক সস্তা। গেরিলাদের ধরতে না পারলেও চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু যেকোনো মূল্যে মেয়েগুলোকে ধরতেই হবে। যদি প্রয়োজন হয়, তির ছুড়ে ওদের হত্যা করে ফেলো; তবু জীবিত পালাতে দিয়ো না।' বললেন সুলতান আইউবি।

এক ঘন্টার মধ্যে বিশজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রস্তুত করে রওনা করানো হলো। এই রক্ষী পথ দেখিয়ে তাদের নিয়ে যাবে। আলী বিন সুফিয়ানের এক নায়েব যাহেদানকে বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করা হলো।

www.pathagar.com

আলী বিন সুফিয়ান বিশেষভাবে ফখরুল মিসরীকে এই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করলেন। ফখরুল মিসরীর ঐকান্তিক বাসনা ছিল, যেন তাকে বালিয়ান ও মুবিকে গ্রেফতারের জন্য পাঠানো হয়। এখন এই বাহিনী যাদের ধাওয়া করতে যাচ্ছে, তারাই যে বালিয়ান আর মুবি, সেই তথ্য না জানে ফখরুল মিসরী, না জানেন আলী বিন সুফিয়ান।

এদিক থেকে রওনা হলো বিশজন আরোহী। একুশতম ব্যক্তি তাদের কমান্ডার। টার্গেট তাদের কয়েকটা মেয়ে আর যারা তাদের ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। আবার অপর দিক থেকেও এগিয়ে আসছে খ্রিস্টানদের বিশজন কমান্ডো। তাদেরও একুশতম ব্যক্তি তাদের কমান্ডার। তাদেরও লক্ষ্য সেই মেয়েরা। কিন্তু তাদের দুর্বলতা হলো, তাদের বাহন নেই। পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে তারা। মজার ব্যাপার হলো, উভয় পক্ষের কারুরই জানা নেই, যাদের উদ্দেশে এই অভিযান, তারা কোথায়।

◆◆◆

খ্রিস্টানদের কমান্ডোদলটি পরদিন সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত অনেক পথ অতিক্রম করে ফেলেছে। এখন তারা যে-জায়গাটায় অবস্থান করছে, সেখানকার কোথাও চড়াই, কোথাও উতরাই। উঁচু-নিচু এলাকা। চড়াই বেয়ে ওপরে আরোহণের পর তারা দূরবর্তী এক মাঠে কতগুলো উট দেখতে পেল। অনেকগুলো খেজুরগাছসহ অন্যান্য গাছও আছে সেখানে। তারা দেখতে পেল, উটগুলোকে বসিয়ে পিঠ থেকে মালামাল নামানো হচ্ছে। বারো-চৌদ্দটা ঘোড়াও আছে সেখানে। সেগুলোর আরোহীদের সৈনিক বলে মনে হলো। আর যারা আছে, সবাই উটচালক। দেখে এই একুশ কমান্ডোর কাফেলা থেমে গেল। তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এ-মুহূর্তে যা একান্ত প্রয়োজন, তা-ই পেয়ে গেছি এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছে সবার চোখে-মুখে। কাফেলাকে থামিয়ে কমান্ডারকে বলল– 'আমরা সত্য মনে ক্রুশের ওপর হাত রেখে শপথ করে এসেছি। ওই দেখো ক্রুশের কারিশমা। জাজ্বল্যমান অলৌকিক একটা ব্যাপার। খোদা আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বাহন পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের কারও মনে কোনো পাপবোধ, কর্তব্যে অবহেলা কিংবা জীবন বাঁচিয়ে পালাবার ইচ্ছা থাকলে এই মুহূর্তে তা ঝেড়ে ফেলো। খোদার পুত্র – যিনি মজলুমের বন্ধু, জালিমের দুশমন – আকাশ থেকে তোমাদের সাহায্যে নেমে এসেছেন।'

ক্লান্তির ছাপ উবে গেল সবার চেহারা থেকে। মুহূর্তমধ্যে ঝরঝরে হয়ে উঠল তাদের অবসন্ন দেহগুলো। আনন্দের দ্যুতি খেলে উঠল সবার চোখে-মুখে। কিন্তু সশস্ত্র সৈনিকদের মোকাবেলা করে এতগুলো উট-ঘোড়ার মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় বাহন ছিনিয়ে আনার প্রক্রিয়াটা কী হবে এখনও ভেবে দেখেনি তারা।

www.pathagar.com

প্রায় একশো উটের বিশাল একটা বহর। রণাঙ্গনে রসদ নিয়ে যাচ্ছে বহরটা। দেশের অভ্যন্তরে বর্তমানে শত্রুর আশঙ্কা নেই ভেবে কাফেলার নিরাপত্তার তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সঙ্গে দেওয়া হয়েছে মাত্র দশজন সশস্ত্র অশ্বারোহী। উটচালকরা সবাই নিরস্ত্র। রাতযাপনের জন্য এখানে অবতরণ করে ছাউনি ফেলেছে তারা।

বাহিনীর কমান্ডার তার কমান্ডোদের একটা নিচু এলাকায় বসিয়ে রাখল। কাফেলায় কটা উট, কটা ঘোড়া, কজন সশস্ত্র মানুষ এবং আক্রমণ করলে কী-কী সমস্যা দেখা দিতে পারে, কমান্ডার তার তথ্য নিতে দু-ব্যক্তিকে পাঠাল। তারপর রাতে আক্রমণ পরিচালনার স্কীম তৈরি করতে বসে গেল। তাদের না আছে অস্ত্রের অভাব, না আছে আগ্রহ-স্পৃহার কমতি। যে কেউ আপন জীবন নিয়ে খেলতে প্রস্তুত।

তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়া লোকদুটো মধ্যরাতের অনেক আগেই ফিরে এল। এসে তারা জানাল, কাফেলায় দশজন সশস্ত্র আরোহী আছে। তারা একস্থানে একত্রে ঘুমিয়ে আছে। ঘোড়াগুলো অন্যত্র বাঁধা। উটচালকরা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে শুয়ে আছে। মালপত্র বেশিরভাগ বস্তায় ভরা। উটচালকদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। আক্রমণ করে সফল হওয়া তেমন কঠিন হবে না।

কাফেলার লোকেরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে এল কমান্ডোদল। চলে এল একেবারে নিকটে। আগে আক্রমণ হলো ঘুমন্ত সৈনিকদের ওপর। টের পেয়ে চোখ খুলতে-না-খুলতে পলকের মধ্যে অনেকগুলো তরবারি ও খঞ্জরের উপর্যুপরি আঘাতে লাশ হয়ে গেল সব কজন।

গেরিলারা তাদের এ-অভিযান এত নীরবে সম্পন্ন করে ফেলল যে, অন্যত্র-ঘুমিয়ে-থাকা-উটচালকরা টেরই পেল না। চোখও খুলল না একজনেরও। যাদের চোখ খুলল, কী হচ্ছে বুঝে উঠতে পারল না তারা। যার মুখ থেকে শব্দ বেরুল, তার সেই শব্দই জীবনের শেষ উচ্চারণ বলে প্রমাণিত হলো।

এবার উটচালকদের সন্ত্রস্ত করতে কমান্ডোরা চিৎকার জুড়ে দিল। তারা জাগ্রত হয়ে ভয়ে কাঁতে-কাঁতে ধড়মড় করে উঠে বসে বিহ্বল চোখে এদিক-ওদিকে তাকাতে শুরু করল। চেঁচামেচি করে উঠল উটগুলো। এবার উটচালকদের কচুকাটা করতে শুরু করল কমান্ডোরা। পালিয়ে গেল অল্প কজন। বাকিরা শিকার হলো নির্মম গণহত্যার। কমান্ডার চিৎকার করে বলল– 'এগুলো মুসলমানদের রসদ; সব ধ্বংস করে দাও। উটগুলোও মেরে ফেলো।'

সঙ্গে-সঙ্গে উটগুলোর পিঠে তরবারির আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। পশুগুলোর করুণ চিৎকারে ভারী হয়ে উঠল নিঝুম রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশ। ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল কমান্ডার। গণনা করে দেখল বারোটা। দশটা আরোহণের যোগ্য হলেও বাকি দুটা কাজের নয়। নটা উট আগেই সরিয়ে রেখেছিল সে।

www.pathagar.com

রাতশেষে ভোর হলো। পুবাকাশে সূর্য উদিত হলো। এক বীভৎস ও ভয়ানক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল ছাউনি। অসংখ্য লাশ ছড়িয়ে আছে এদিক-সেদিক। মারা গেছে অনেকগুলো উট। কোনোটা এখনও ছটফট করছে। এদিক-সেদিক পালিয়ে গেছে কিছু। সবদিক রক্ত আর রক্ত, যেন রাতে এখানে রক্তের বৃষ্টি ঝরেছিল। খুলে-ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়েছে রসদের বস্তাগুলো। তছনছ হয়ে গেছে সব খাদ্যদ্রব্য। রক্তের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে সব। একজন জীবিত মানুষও নেই এখানে। বারোটা ঘোড়াও উধাও। যে-লক্ষ্যে খ্রিস্টানদের এ-অভিযান, এক প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে সেই উদ্দেশ্য সাধন করে কেটে পড়েছে তারা। এবার তীব্রগতিতে শিকারের সন্ধানে এগিয়ে যেতে পারবে খ্রিস্টান কমান্ডোরা।

◆◆◆

মুবির রূপ-যৌবন আর মদ-মাদকতায় বালিয়ানের মন-মেজাজ এমনিতেই বিগড়ে আছে। মুবি আর মদ, মদ আর মুবি এখন এ-ই তার একমাত্র ভাবনা। তদুপরি এখন তার হাতে এসেছে আরও সাতটা পরমাসুন্দরী যুবতি। রূপ-লালিত্যে মুবির চেয়ে এরাও কোনো অংশে কম নয়। বিপদাপদের কথা ভুলেই গেছে বালিয়ান। মুবি তাকে বারবার বলছে, এত বেশি বিরতি দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। যত দ্রুত সম্ভব আমাদের সমুদ্রের নিকটে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন। শত্রুরা আমাদের ধাওয়া করবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

কিন্তু বালিয়ান রাজার মতো অট্টহাসির তোড়ে ভাসিয়ে দিল মুবির সতর্কবাণী। মুবি যে-রাতে বালিয়ানকে দিয়ে মেয়েদের উদ্ধার করিয়েছিল, তার পরের রাতে একস্থানে ছাউনি ফেলেছিল বালিয়ান। সে-রাতে সে মুবিকে বলেছিল– 'আমরা সাতজন পুরুষ আর তোমরা সাতটা মেয়ে। আমার এ-ছয় বন্ধু পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে। তাদের উপস্থিতিতে তাদের চোখের সামনে আমি তোমাকে নিয়ে ফূর্তি করছি। তারপরও তারা কিছুই বলছে না। এবার আমি তাদের পুরস্কৃত করতে চাই। অপর ছটা মেয়ের এক-একজনকে আমার এক-এক বন্ধুর হাতে তুলে দাও আর তাদের বলো, এ তোমাদের ত্যাগের উপহার।'

'এ হতে পারে না। আমরা গণিকা নই। আমি বাধ্য হয়ে তোমার খেলনা হয়ে আছি। কিন্তু এই মেয়েগুলো তোমার কেনা দাসি নয় যে, ইচ্ছে হলো আর বন্ধুদের মাঝে বিতরণ করে দেবে।' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল মুবি।

'আমি তোমাদের কখনও সম্ভ্রান্ত মনে করি না। তোমরা প্রত্যেকে আমাদের জন্য আপন দেহের উপহার নিয়েই এসেছে। এ-যাবত তোমরা কত পুরুষকে সঙ্গ দিয়েছ, তার হিসাব কি তোমাদের জানা আছে? তোমরা একজনও মরিয়ম নও।' আবেশমাখা রাজকীয় ভঙ্গিতে বলল বালিয়ান।

www.pathagar.com

আমরা কর্তব্যপালনের স্বার্থেই আপন দেহকে পুরুষের সামনে উপহার হিসেবে উপস্থাপন করি। আমোদ করার জন্য আমরা কোনো পুরুষের কাছে যাই না। আমাদের দেশ ও ধর্ম আমাদের ওপর একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সেই কর্তব্য পালনের নিমিত্ত আমরা আপন দেহ, রূপ ও সম্ভ্রমকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করি। এ-যাত্রা আমাদের অর্পিত কর্তব্য পালিত হয়ে গেছে। এখন তুমি যা করছ ও বলছ, সবই নিছক বিলাসিতা ও ধর্মহীন কাজ, যা আমাদের কাম্যও নয়, কর্তব্যও নয়। আমরা বিশ্বাস করি, যেদিন আমরা বিলাসিতায় মেতে উঠব, সেদিন থেকেই ক্রুশের পতন শুরু হবে। প্রশিক্ষণে আমাদের বলা হয়েছে, একজন মুসলিম কর্ণধারকে বিপথগামী করতে প্রয়োজনে দশজন মুসলমানের সঙ্গে রাতযাপন করাও বৈধ ও পুণ্যের কাজ। মুসলমানদের একজন ধর্মগুরুকে আপন দেহের পরশে অপবিত্র করাকে আমরা মহাপুণ্যকর্ম মনে করি।' বলল মুবি।

'তার মানে তুমি আমাকে ক্রুশের অস্তিত্বের স্বার্থে ব্যবহার করছ! আমাকে তুমি ক্রুশের মোহাফেজ বানাবার চেষ্টা করছ নাকি?' ভাবান্তর ঘটে গেল বালিয়ানের। ধীরে-ধীরে জাগতে শুরু করল তার সুকুমার অনুভূতি।

. 'এখনও তোমার সন্দেহ আছে নাকি? একজন ক্রুশেডার নারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালে কী উদ্দেশ্যে?' বলল মুবি।

'সালাহুদ্দীন আইউবির শাসন থেকে মুক্তি লাভ করতে ক্রুশের মোহাফেজ হতে নয়। আমি মুসলমান; কিন্তু তার আগে আমি সুদানি।' বলল বালিয়ান।

'আমি সবার আগে ক্রুশের অনুসারী। তারপর আমি আমার দেশের একটি সন্তান' – মুবি বালিয়ানের ডান হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়ে বলল – 'ইসলাম কোনো ধর্মই নয়। সে-কারণে তুমি দেশকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছ। এটা তোমার নয়– তোমার ধর্মের দুর্বলতা। আমার সঙ্গে তুমি সমুদ্রের ওপারে চলো; আমার ধর্ম কী জিনিস তোমাকে দেখাব। তখন তুমি নিজের ধর্মের কথা ভুলেই যাবে। তখন ইসলামের কথা আর মুখেই আনবে না।'

'যে-ধর্ম তার অনুসারী মেয়েদের পরপুরুষের সঙ্গে রাতযাপন, নিজে মদপান করা এবং অন্যকে মদপান করানোকে পুণ্যের কাজ মনে করে, সেই ধর্মকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। আমি সেই ধর্মকে হাজারবার অভিসম্পাত দিই।' – হঠাৎ জেগে উঠল বালিয়ান – 'আমার কাছে তুমি তোমার সম্ভ্রম বিলীন করনি, তুমিই বরং আমার ইজ্জত লুট করেছ। আমি তোমাকে নয়; বরং তুমি-ই আমাকে খেলনা বানিয়ে রেখেছ।'

'একজন মুসলমানের ঈমান ক্রয় করতে সম্ভ্রম তেমন বেশি মূল্য নয়। আমি তোমার সম্ভ্রম লুট করিনি – লুটেছি তোমার ঈমান। তবে এখন আমি তোমাকে

www.pathagar.com

ভবঘুরে অবস্থায় পথে ফেলে যাব না। আমি তোমাকে নতুন এক আলোর জগতে নিয়ে যাব, তোমাকে হিরে-মাণিক্যের মতো চকমকে উজ্জ্বল এক জীবন দান করব।' বলর মুবি।

'তোমার সেই জগতে যেতে আমি রাজী নই।' কঠিন কণ্ঠে বলল বালিয়ান।

'দেখো বালিয়ান! একজন লড়াকু পুরুষ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ না করে পারে না। তুমি আমার সওদা বরণ করে নিয়েছ। তোমার ঈমান ক্রয় করে সেটি আমি মদের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি। তোমার চাহিদা অনুপাতে আমি তোমাকে মূল্য দিয়েছি। আমি এতটা দিন তোমার দাসি, তোমার বউ হয়ে রইলাম। তুমি এ-সওদা থেকে ফিরে যেও না; একটা অবলা নারীকে ধোঁকা দিও না বালিয়ান।' বলল মুবি।

'সমুদ্রের ওপারে নিয়ে আমাকে যে-আলো দেখাবার কথা বলছ, সেই আলো আমাকে তুমি এখানেই দেখিয়ে দিয়েছ। আমার ভবিষ্যত, আমার শেষ পরিণতি এখনই তোমার হিরে-মাণিক্যের মতো চমকাতে শুরু করেছে।' বলল বালিয়ান।

কিছু বলার জন্য মুখটা হাঁ করছিল মুবি। কিন্তু বালিয়ান গর্জন করে বলে উঠল– 'খামুশ মেয়ে! আর একটা কথাও তোমার শুনতে চাই না আমি। আমি মিশরের গভর্নর সালাহুদ্দীন আইউবির দুশমন হতে পারি; কিন্তু আমি সেই মহান রাসূলের শত্রু নই, যাঁর আদর্শ রক্ষার জন্য সালাহুদ্দীন আইউবি তোমাদের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করছেন। সেই রাসূলের নামে আমি মিশর-সুদানকে উৎসর্গ করতে পারি। আমি সেই মহান ও পবিত্র আদর্শের বদৌলতে সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে অস্ত্রসমর্পণও করতে পারি।'

'আমি তোমাকে কতবার বলেছি, মদ কম পান করো। একদিকে অপরিমিত মদ, অপরদিকে সারাটা রাত জেগে আমার দেহটা নিয়ে খেলা করা; তোমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। তুমি একথাটাও ভুলে গেছ, আমি তোমার স্ত্রী।' শান্ত গলায় বলল মুবি।

'আমি কোনো বেশ্যা খ্রিস্টান নারীর স্বামী হতে চাই না।' কঠোর ভাষায় বলল বালিয়ান। বালিয়ানের নজর পড়ল মদের একটা বোতলের ওপর। অমনি বোতলটা হাতে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের ডাকল। ডাক শুনে সবাই দৌড়ে এল। বালিয়ান বলল– 'এই মেয়েগুলো, বিশেষ করে এ-মেয়েটা এখন থেকে তোমাদের কয়েদি। এদের নিয়ে কায়রো ফিরে চলো। প্রস্তুত হও; জলদি করো।'

'কায়রো! আপনি কায়রো যাবেন?'

'হাঁ, আমি কায়রো-ই যাব। অবাক্ হওয়ার কিছু নেই। এই মরুপ্রান্তরে ভবঘুরের মতো এভাবে আর কতকাল ঘুরে বেড়াব? কোথায় যাব? চলো;

www.pathagar.com

ঘোড়ায় জিন বাঁধো। এক-একটা মেয়েকে এক-একটা ঘোড়ায় বসিয়ে বেঁধে নিয়ে চলো।'

◆◆◆

মরুভূমিতে চলার সময় ঘোড়ার পায়ের তেমন শব্দ হয় না। উট চলে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে। চোখে না দেখলে মরুভূমিতে উটের আগমন টেরই পাওয়া যায় না। বালিয়ান যখন মুবির সঙ্গে কথা বলছিল, তখন একটা উট ছোটো একটা টিপির আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের গতিবিধি অবলোকন করছিল। কিন্তু বিষয়টা টেরই পায়নি বালিয়ান। লোকটা কমান্ডোদলের এক সদস্য। দলের কমান্ডার অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। সে বালিয়ানের তাঁবুর মাত্র আধা মাইল দূরে ছাউনি ফেলেছে। শিকার যে এত কাছে – মাত্র আধা মাইল দূরে বুঝতেই পারেনি সে। বুদ্ধি করে সে আশপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে তিনজন কমান্ডোকে দায়িত্ব দিল। তারা উটে চড়ে আশপাশে ঘুরেফিরে দেখে আসবে এবং আশঙ্কাজনক কিছু চোখে পড়লে কমান্ডারকে অবহিত করবে। উটই এ-কাজের উপযুক্ত বাহন।

তিন অশ্বারোহী তিন দিকে চলে গেল। এখানকার সমগ্র অঞ্চলই এমন যে, গোটা এলাকা যেকোনো কাফেলার অবস্থানের জন্য খুবই উপযোগী। তাই এখানে এসেই কমান্ডার ভাবল, এখানে অন্য কোনো কাফেলা ছাউনি ফেলে থাকতে পারে।

একস্থানে আলোর মতো কিছু একটা চোখে পড়ল এক আরোহীর। লোকটা সেদিকে এগিয়ে গেল। জিনিসটা একটা মশাল; জ্বলছে বালিয়ানের অস্থায়ী তাঁবুতে। সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে একটা টিলার পেছনে দাঁড়িয়ে গেল। টিলাটা এতটুকু উঁচু যে, উটের ওপর বসে টিলার ওপর দিয়ে সম্মুখে দেখা সম্ভব।

ক্ষীণ আলোতে কয়েকটা মেয়ে তার চোখে পড়ল। সংখ্যায় ছজন। তারা কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে বসে গল্প করছে। তাদের থেকে খানিক দূরে বসে আছে আরও একজোড়া নারী-পুরুষ। কথা বলছে তারাও। একপাশে বাঁধা আছে কয়েকটা ঘোড়া।

আরোহী পেছন দিকে উটের মোড় ঘুরিয়ে দিল। ধীরে-সন্তর্পণে চলল কিছুপথ। তারপর দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল। আধা মাইল পথ উটের জন্য কিছুই নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ছাউনিতে কমান্ডারের কাছে পৌঁছে গেল এবং সুসংবাদ জানাল, শিকার আমাদের হাতের মুঠোয়।

কমান্ডার সময় নষ্ট না করে অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজে শিকার সতর্ক হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় তারা হেঁটেই রওনা হলো।

www.pathagar.com

কমান্ডোদল যখন বালিয়ানের তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছল, ততক্ষণে বালিয়ান নির্দেশ জারি করে ফেলেছে, এক-একটা মেয়েকে এক-একটা ঘোড়ায় বেঁধে ফেলো। বন্ধুরা বিস্মিত ও অভিভূতের মতো তাকিয়ে আছে বালিয়ানের প্রতি। তাদের ধারণা, লোকটার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। নচেৎ হঠাৎ করে এমন খাপছাড়া কথা বলবে কেন! এ নিয়ে বন্ধুরা তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল। অনেক সময় নষ্ট হওয়ার পর বালিয়ান তাদের বোঝাতে সক্ষম হলো, সে যা বলছে, হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে বুঝে-শুনেই বলছে এবং এই পরিস্থিতিতে কায়রো ফিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করা-ই কল্যাণকর।

পাণ্ডুর মুখে ফ্যালফ্যাল চোখে বালিয়ানের প্রতি তাকিয়ে আছে মেয়েগুলো। বালিয়ানের সঙ্গীরা ঘোড়ায় জিন কষল। ধরে-ধরে মেয়েগুলোকে ঘোড়ার পিঠে বাঁধবে বলে; এমন সময়ে তাদের ওপর নেমে এল অভাবিত এক মহাবিপদ। চারদিক ঘিরে ফেলে আক্রমণ করে বসল খ্রিস্টান কমান্ডোরা। বালিয়ান বারবার চিৎকার করে উচ্চকণ্ঠে বলতে শুরু করল– 'আমরা অস্ত্র ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা কায়রো রওনা হচ্ছি। আক্রমণ থামাও, আমাদের কথা শোনো।'

বালিয়ান আক্রমণকারীদের সুলতান আইউবির বাহিনী মনে করেছিল। কিন্তু তার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাই তার ঘোষণায় কোনো ফল হলো না। একটা শর এসে তার হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হয়ে তাকে স্তব্ধ করে দিল। বালিয়ানের বন্ধুরা এই আকস্মিক আক্রমণের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলো। নিজেদের সামলে নেওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল একজন-একজন করে সবাই।

কমান্ডোদের অভিযান সফল। যাদের জন্য সমুদ্রের ওপার থেকে এসে এ-ঝুঁকিপূর্ণ আক্রমণ, তারা এখন মুক্ত। বিলম্ব না করে তারা মেয়েগুলোকে আপন ছাউনিতে নিয়ে গেল।

মেয়েরা কমান্ডারকে চিনে ফেলেছে। সে তাদেরই বিভাগের একজন গুপ্তচর। তারা সেখানেই রাতযাপনের সিদ্ধান্ত নিল। পাহারার জন্য দুজন সান্ত্রী দাঁড়িয়ে গেল। তারা ছাউনির চারপাশে টহল দিচ্ছে।

সুলতান আইউবির প্রেরিত বাহিনী এখনও এখান থেকে অনেক দূরে। বালিয়ান কয়েদি মেয়েদের যেখান থেকে মুক্ত করেছিল, এখন তারা সেখানে। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে-যাওয়া-রক্ষী তাদের পথপ্রদর্শক। যে-জায়গাটায় তাদের ওপর আক্রমণ হয়েছিল, বাহিনীটাকে সে আগে সেখানে নিয়ে গেল। তারা একটা মশাল জ্বালিয়ে জায়গাটা দেখছে। রবিন ও তার সঙ্গীদের লাশগুলো পড়ে আছে বিক্ষিপ্তভাবে। লাশগুলো এখন আর অক্ষত নেই। শৃগাল-শকুনেরা ছিঁড়ে-ফেড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে দেহগুলো। তখনও কাড়াকাড়ি চলছিল লাশগুলো নিয়ে। মানুষ দেখে হিংস্র পশুগুলো এইমাত্র কেটে পড়েছে।

www.pathagar.com

রক্ষী যেখান থেকে ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছিল, কমান্ডারকে সেখানে নিয়ে গেল। কমান্ডার মশালের আলোতে মাটি পর্যবেক্ষণ করল। ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন পাওয়া গেল। রবিন তার দলবল নিয়ে কোন দিকে গেল, তাও অনুমান করা গেল। কিন্তু রাতের বেলা সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলা সম্ভব নয়। আবার সময়ও তো নষ্ট করা যাচ্ছে না। তবু তারা রাতটা সেখানেই অবস্থান করল।

ক্যাম্পের সবাই জেগে আছে। তারা সফলতার আনন্দে উৎফুল্ল। কমান্ডার সিদ্ধান্ত জানাল, আমরা শেষ রাতের আলো-আঁধারিতে রোম-উপসাগর অভিমুখে রওনা হব। শুনে মিগনানা মারিউস বলল, মিশন তো এখনও শেষ হয়নি। সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করার কাজটা এখনও তো বাকি আছে। কমান্ডার বলল, মেয়েগুলোকে উদ্ধার করতে যদি আমাদের কায়রো যেতে হতো, তখন আমাদের এই কাজটাও করা সম্ভব ছিল। এখন একদিকে আমরা কায়রো থেকে অনেক দূরে, অপরদিকে মেয়েগুলোকে পেয়ে গেছি। এদের নিরাপদে ওপারে নিয়ে যাওয়াই এই মুহূর্তে আমাদের মূল কাজ। তা ছাড়া ওটা তো ছিল একটা অতিরিক্ত বিষয়। কাজেই সেই চিন্তা বাদ দিয়ে এস; তাড়াতাড়ি রওনা হই।

মিগনানা মারিউস বলল– 'এ আমার পরম লক্ষ্য। যেকোনো মূল্যে কাজটি আমার সমাধা করতেই হবে। মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুই এ-মিশন থেকে আমাকে হটাতে পারবে না। আমি সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করার প্রত্যয় নিয়েছি। এ-শপথ আমি পূরণ না করে ক্ষান্ত হব না। আমার প্রয়োজন শুধু একজন পুরুষ সঙ্গী আর একটা মেয়ে।'

'দেখো মারিউস! আমি কাফেলার কমান্ডার। কী করব আর কী করব না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আমার। তোমার কর্তব্য আমার আনুগত্য করা।' কমান্ডারের কণ্ঠ দৃঢ় শোনাল।

'আমি কারও আদেশের দাস নই। আমরা সবাই খোদার গোলাম।' মিগনানা মারিউস একদম বেঁকে বসল।

কমান্ডার ক্ষিপ্ত হয়ে মারিউসকে শাসিয়ে দিল। মিগনানা মারিউসের কাঁধে তরবারি ঝুলছে। সেও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াল। তার কাঁধের তরবারিটা হাতে চলে এল। অস্ত্রটা উঁচিয়ে ধরল কমান্ডারের মাথার ওপর। অবস্থা বেগতিক দেখে একসঙ্গী দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল এবং মারিউসকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করল। মিগনানা মারিউস ঊর্ধ্বে-তুলে-ধরা-তলোয়ারটা নামিয়ে ফেলল। কিন্তু তার চোখ ঠিকরে আগুন নির্গত হচ্ছে যেন। মনে তার প্রচণ্ড ক্রোধ। বলল–

'আমি খোদার এক বিতাড়িত বান্দা। ত্রিশ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত একজন কয়েদি। ইতিমধ্যে পার করেছি পাঁচ বছর। আমার ষোলো বছর বয়সের একটা বোন অপহৃতা হয়েছিল। আমি গরিব মানুষ। বাবা বেঁচে নেই, মা অন্ধ। আমি

www.pathagar.com

ছোটো-ছোটো কয়েকটা সন্তানের জনক। গতর খেটে তাদের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করতাম। আমি গির্জায় ক্রুশের ওপর ঝোলানো যিশুখ্রিস্টের প্রতিকৃতির কাছে বহুবার জিগ্যেস করেছি, আমি গরিব কেন; আমি তো কখনও পাপ করিনি? বিশ্বস্ততার সঙ্গেই তো আমি এত পরিশ্রম করি; কিন্তু সংসারে আমার অভাব কেন? খোদা আমার মাকে অন্ধ বানালেন কেন? কিন্তু যিশুখ্রিস্ট আমার জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর দেননি!...

'আমার কুমারী বোনটা যখন অপহৃতা হয়ে গেল, তখনও আমি গির্জায় গিয়ে কুমারী মাতা মরিয়মের প্রতিকৃতির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আমার বোনটার ওপর এভাবে বিপদ নেমে এল কেন? সে তো জীবনে কখনও অপকর্ম করেনি! তবে কি খোদা তাকে এত রূপ দিয়ে তার প্রতি অবিচার করেছেন? কিন্তু-না, মা মরিয়মের পক্ষ থেকেও আমি কোন জবাব পেলাম না।...

'একদিন এক বিত্তশালী ব্যক্তির চাকর আমাকে বলল, "তোমার বোন আমার মনিবের ঘরে আছে। আমার মনির বড়ো বিলাসপ্রিয় মানুষ। তিনি সুন্দরী কুমারী মেয়েদের অপহরণ করে আনেন আর তাদের সঙ্গে কদিন ফুর্তি করে কোথায় যেন গুম করে ফেলেন। লোকটার রাজদরবারে যাওয়া-আসা, ওঠা-বসা আছে। মানুষ তাকে খুব শ্রদ্ধা করে। বাদশাহ তাকে একটা তলোয়ারও উপহার দিয়েছেন। এত পাপাচারী হওয়া সত্ত্বেও খোদা তার প্রতি অনেক খুশী। দুনিয়ার যত আইন-কানুন তার হাতের খেলনা।"...

'সংবাদ পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে আমি তার ঘরে গেলাম এবং আমার বোনকে ফিরিয়ে দিতে বললাম। কিন্তু লোকটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিল। আমি আবারও গির্জায় গেলাম। যিশুখ্রিস্ট ও মা মরিয়মের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে আমি কান্নাকাটি করলাম। আমি খোদাকে ডাকলাম। কিন্তু আমার আকুল আহ্বানে কেউই সাড়া দিলেন না। আমি সেদিন যখন গির্জায় প্রবেশ করি, তখন গির্জায় আর কেউ ছিল না। শেষে পাদরি এলেন। তিনি আমাকে দেখে ধমক দিয়ে বাইরে বের করে দিলেন এবং বললেন– "এখান থেকে দুটি মূর্তি চুরি হয়েছে। তুমি জলদি চলে যাও। অন্যথায় আমি তোমাকে পুলিশে দেব।" আমি অবাক্ হয়ে জিগ্যেস করলাম, কেন, এটা কি খোদার ঘর নয়? তিনি বললেন, "আমাকে না বলে তুমি এই ঘরে ঢুকলে কেন? পাপের ক্ষমা যদি চাইতেই হয়, তা হলে আমার কাছে এসো; কী পাপ করেছ বলো, আমি খোদাকে বলব তোমাকে ক্ষমা করে দিতে। খোদা সরাসরি কারও কথা শোনেন না। যাও; বের হও এখান থেকে।" এই বলে তিনি খোদার ঘর থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন।'

www.pathagar.com

মিগনানা মারিউসের সকরুণ স্মৃতিচারণে সবাই অভিভূত হয়ে পড়ল। মেয়েগুলোর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করল। মরুভূমির রাতের নিস্তব্ধতায় তার কথাগুলো সকলের মনে জাদুর মতো রেখাপাত করল।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে মিগনানা আবার বলল–

'সেদিন আমি পাদরি, যিশুখ্রিস্ট, কুমারী মাতা মরিয়মের প্রতিকৃতি ও খোদার প্রতি তীব্র সংশয় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমার মনে প্রশ্ন জাগল, এরা যদি সত্য হয়ে থাকেন, তা হলে আমার ওপর এত অবিচার কেন? কেন এরা কেউ আমার আকুতিতে সাড়া দিচ্ছেন না? বাড়ি গেলে অন্ধ মা জিগ্যেস করলেন, বাছা, আমার মেয়েকে এনেছ? স্ত্রী জিগ্যেস করল। সন্তানরা জিগ্যেস করল। কিন্তু যিশু, মরিয়ম ও খোদার মতো আমি নীরব রইলাম। আমি কোনো কথা বললাম না। কিন্তু আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। ভেতর থেকে প্রচণ্ড একটা ঝড় উঠে এল। আমি সঙ্গে-সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম এবং সারাটা দিন জ্ঞানশূন্যের মতো ঘুরতে থাকলাম।...

'বিকেলে আমি একটা খঞ্জর ক্রয় করলাম। অস্ত্রটা সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের কূলে গিয়ে পায়চারি শুরু করলাম। ধীরে-ধীরে রাতের আঁধার নেমে এল। এবার আমি একদিকে হাঁটা ধরলাম। আমার বোন যে-মহলটাতে বন্দি, তার আলো চোখে পড়ল। আমি হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম এবং সতর্ক পায়ে মহলের পেছনে চলে গেলাম। আমি স্বল্পবুদ্ধির হাবাগোবা ধরনের মানুষ। কিন্তু এক্ষণে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল।...

'মহলের পেছন দরজা দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম। একটা কক্ষ থেকে কোলাহলের শব্দ কানে এল। মনে করলাম, বোধহয় মদের আসর বসেছে। আমি একটা কক্ষে ঢুকতে চাইলাম। চাকর আমার সামনে এসে দাঁড়াল এবং আমাকে বাধা দিল। আমি তার বুকে খঞ্জর তাক করে আমার বোনের নাম বলে জিগ্যেস করলাম, ও কোথায় আছে বল। চাকর সিঁড়ি বেয়ে আমাকে ওপরে নিয়ে একটা কক্ষের দ্বারে দাঁড়িয়ে বলল, এখানে। আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম। অমনি বাইরে থেকে কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ভেতরটা শূন্য – এখানে কোনো মানুষ নেই।...

'কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো হুড়মুড় করে কতগুলো মানুষ ভেতরে ঢুকে পড়ল। তাদের হাতে তরবারি আর লাঠি। আমি কক্ষের জিসিনপত্র তুলে-তুলে তাদের প্রতি ছুড়ে মারতে লাগলাম। পাগলের মতো যেখানে যা পেলাম, ভেঙে চুরমার করলাম। তারা আমাকে ধরে ফেলল এবং অনেক মারধর করল। আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম।...

www.pathagar.com

'আমার যখন জ্ঞান ফিরল, তখন আমি হাতকড়া আর পদবেড়িতে বাঁধা। আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হলো, আমি ডাকাতি করেছি, বাদশার একজন দরবারির ঘরে ভাঙচুর করেছি এবং হত্যার উদ্দেশ্যে তিনজনকে জখম করেছি।...

'আমার আর্জি-ফরিয়াদ, আকুতি-মিনতি কেউই শুনল না। ত্রিশ বছরের দণ্ডাদেশ মাথায় নিয়ে আমি কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হলাম। কেটেছে মাত্র পাঁচ বছর। এত দিনে আমি মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছি। কারাজীবনের কষ্ট তোমরা জান না। দিনে পশুর মতো খাটানো হয় আর রাতে শিকল পরিয়ে কুকুরের মতো অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখা হয়। এই পাঁচ বছরে আমি জানতে পারিনি, আমার অন্ধ মা ও স্ত্রী-সন্তানরা বেঁচে আছেন কি-না। বিপজ্জনক ডাকাত সাব্যস্ত করে কাউকে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।...

'আমি সব সময় ভাবতাম, খোদা সত্য, না আমি সত্য। শুনেছি, খোদা নিরপরাধ লোকদের শাস্তি দেন না। তাই প্রশ্ন জাগে, তিনি আমাকে কোন পাপের শাস্তি দিলেন? কোন অপরাধের কারণে আমার নিষ্পাপ সন্তানদের তিনি অসহায় বানালেন?...

'পাঁচ-পাঁচটা বছর এই ভাবনা আমার মাথায় তোলপাড় করতে থাকল। এই কিছুদিন আগে দুজন সেনা-অফিসার কারাগারে গেলেন। এখন আমরা যে-মিশন নিয়ে এসেছি, তার জন্য লোক খুঁজছিলেন। আমি প্রথমে নিজেকে পেশ করতে চাইনি। কারণ, এসব হলো রাজা-বাদশাদের লড়াই। আর কোনো রাজার প্রতি-ই আমার শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু যখন আমি শুনলাম, কয়েকটা মেয়েকে মুসলমানদের কবজা থেকে উদ্ধার করতে হবে, তখন আমার বোনের কথা মনে পড়ে গেল। আমাকে বলা হয়েছিল, মুসলমান একটা ঘৃণ্য জাতি। আমি মনস্থ করলাম, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও এই অভিযানে আমি অংশ নেব এবং মুসলমানদের কবল থেকে মেয়েগুলোকে উদ্ধার করে আনব। খোদা যদি সত্য হয়ে থাকেন, তা হলে এর বদৌলতে তিনি আমার বোনকে খ্রিস্টানদের কবল থেকে মুক্ত করে দেবেন। আমি অফিসারদের কাছে আমার সিদ্ধান্ত জানালাম।...

'তারা আমাকে আরও বললেন, একজন মুসলমান রাজাকে হত্যা করতে হবে। আমি সেই দায়িত্বও মাথায় তুলে নিলাম। নিজেকে তাদের হাতে অর্পণ করে দিলাম। তবে শর্ত দিলাম, এর বিনিময়ে আমাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ দিতে হবে, যা আমি আমার পরিবারের হাতে তুলে দেব। তারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। বললেন, যদি তুমি সমুদ্রের ওপারে মারাও যাও, তবু তোমার পরিবারকে আমরা এত পরিমাণ অর্থ দেব, যা তারা জীবনভর খেয়ে বাঁচতে পারবে, তাদের কারও কাছে হাত পাততে হবে না।'

www.pathagar.com

দুজন সঙ্গীর প্রতি ইঙ্গিত করে মিগনানা মারিউস বলল– 'এরা দুজনও আমার সঙ্গে কারাগারে ছিল। এরাও নিজেদেরকে অফিসারদের হাতে তুলে দিল। তারা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আমাদের নানা কথা জিগ্যেস করলেন। আমরা নিশ্চয়তা দিলাম, আপন জাতি ও ধর্মের সঙ্গে আমরা প্রতারণা করব না। আমরা মূলত নিজেদের পরিবার-পরিজনের জন্যই জীবন বিক্রি করে দিয়েছি।...

'কারাগার থেকে বের হওয়ার আগে এক পাদরি আমাদের বললেন, "মুসলমান হত্যা করলে খোদা সব গুনাহ মাফ করে দেন। আর যদি তোমরা মেয়েদের মুক্ত করে আনতে পার, তা হলে সোজা স্বর্গে চলে যাবে।" আমি পাদরিকে জিগ্যেস করলাম, খোদা কোথায় আছেন? উত্তরে তিনি যা বললেন, তাতে আমি সান্ত্বনা পেলাম না। আমি ক্রুশের ওপর হাত রেখে শপথ নিলাম।...

'কারাগার থেকে বের করে আমাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার সামনে আমার পরিবারকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হলো। আমি আশ্বস্ত হলাম। আমার বন্ধুরা, এখন আমাকে তোমরা সেই শপথ পূরণ করতে দাও। খোদা কোথায় আছেন আমি দেখতে চাই। আচ্ছা, একজন মুসলমানকে হত্যা করলে আমি খোদাকে দেখতে পাব তো?'

'তুমি আস্ত একটা পাগল। এতক্ষণ যা বকবক করেছ, তাতে আমি বিবেক-বুদ্ধির বাষ্পও পেলাম না।' কমান্ডার বলল।

'কেন, ইনি বেশ চমৎকার কথা বলেছেন। আমি এর সঙ্গে যাব।' মিগনানার এক সঙ্গী বলল।

'আমার একটা মেয়ের প্রয়োজন' – মিগনানা মারিউস মেয়েদের প্রতি তাকিয়ে বলল – 'আমার সঙ্গে যে-মেয়েটা যাবে, তার জীবন-সম্ভ্রমের দায়িত্বও আমার। নারী ছাড়া আমি সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে পৌঁছতে পারব না। এসে অবধি আমি ভাবছি, আইউবির সঙ্গে একাকি কীভাবে সাক্ষাৎ করতে পারি।'

মুবি বসা থেকে উঠে মিগনানা মারিউসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল– 'এর সঙ্গে আমি যাব।'

'শোনো মুবি, তোমাদের আমরা অনেক ত্যাগের বিনিময়ে মুক্ত করে এনেছি। এখন তোমাকে এমন একটা বিপজ্জনক মিশনে যাওয়ার অনুমতি আমি দিতে পারি না।' বলল কমান্ডার।

'সম্ভ্রম হারাবার প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির শয়নকক্ষে আমি অনায়াসে ঢুকতে পারব। আমি জানি, মুসলমানদের মর্যাদা যত উঁচু, সুন্দরী নারীর প্রতি তাদের দুর্বলতা তত বেশি। আমি এমন কৌশল অবলম্বন করব, আইউবি বুঝতেই পারবে না, এ-ই তার জীবনের সর্বশেষ নারীদর্শন।' বলল মুবি।

www.pathagar.com

দীর্ঘ আলোচনা-তর্কের পর মিগনানা মারিউস তার এক সঙ্গী ও একটা মেয়েকে নিয়ে কাফেলা ত্যাগ করে রওনা হলো। সবাই আশীর্বাদ জানিয়ে তাকে বিদায় জানাল। মিগনানা মারিউস দুটা উট নিল। একটাতে আরোহণ করল মুবি, অপরটাতে তারা দুজন। তাদের সঙ্গে আছে মিশরি মুদ্রা আর সোনার আশরাফি। মিগনানা ও তার সঙ্গীর পরনে জুব্বা। এত দিনে মিগনানার দাড়িগুলো বেশ লম্বা হয়ে গেছে। কারাগারের অসহনীয় গরম আর হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে তার গায়ের রং এখন অনেকটা কালো। এখন তাকে ইউরোপিয়ান বলে সন্দেহ করার উপায় নেই। ছদ্মবেশ ধারণের জন্য তাদের আলাদা পোশাক দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা হলো, মিগনানা মারিউস ইতালি ছাড়া আর কোনো ভাষা জানে না। মিশরের ভাষা জানে মুবি। অপরজনও মিশরি ভাষা জানে না। এর একটা বিহিত না করলেই নয়।

তারা রাতারাতিই রওনা দিল। এই অঞ্চলের পথ-ঘাট সব মুবির চেনা। সে কায়রো থেকে এসেছিল। মিগনানা তারও গায়ে একটা চোগা পরিয়ে দিল। মাথায় দোপাট্টার মতো একটা চাদর।

♦♦♦

সুলতান আইউবির প্রেরিত বাহিনী ভোরের আলোতে ঘোড়ার পদচিহ্ন অনুসরণ করে রওনা হয়ে পড়ল। কমান্ডোরা মেয়েদের নিয়ে রাত পোহাবার আগেই সমুদ্র-অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। তারা তীব্রগতিতে এগিয়ে চলছে।

সূর্যাস্তের এখনও অনেক বাকি। আইউবি-বাহিনী হঠাৎ একস্থানে কয়েকটা লাশ দেখতে পেল। আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব দেখেই বলে উঠলেন, এ যে বালিয়ানের লাশ! লাশের মুখাবয়ব সম্পূর্ণ অবিকৃত। পাশেই এলোপাতাড়ি পড়ে আছে তার ছয় বন্ধুর মৃতদেহ। শকুন-হায়েনারা তাদের দেহের গোশত অনেকখানি খেয়ে ফেলেছে। কাফেলা অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। বিষয়টা বুঝে উঠতে পারছে না তারা। গায়ের রক্ত বলছে, এরা মরেছে বেশি দিন হয়নি। লোকগুলো বিদ্রোহের রাতে মারা গিয়ে থাকলে এত দিনে রক্তের দাগ মুছে যেত, থাকত শুধু হাড়গোড়। বিষয়টা তাদের কাছে দুর্ভেদ্য ঠেকল।

অশ্বখুরের চিহ্ন ধরে কাফেলা আবার রওনা হলো। তারা তীব্রগতিতে ঘোড়া হাঁকাল। আধা মাইল পথ অতিক্রম করার পর এবার উটের পায়ের দাগও চোখে পড়ল। তারা এগিয়ে চলছে অবিরাম। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও থামেনি। এখন তারা যে-স্থানে চলছে, সেখান থেকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উঁচু-উঁচু মাটির টিলা। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আঁকাবাঁকা একটামাত্র পথ।

কমান্ডোরাও এগিয়ে যাচ্ছে এ-পথেই। বিস্তীর্ণ পার্বত্য এলাকার পরে ধু-ধু বালুকাপ্রান্তর। ধাওয়াকারী মুসলিম বাহিনী পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করেই থেমে গেল। তারা সেখানেই রাত কাটাল।

www.pathagar.com

কাফেলা ভোর হতেই আবার রওনা দিল। পাড়ি দিল বিশাল মরু-অঞ্চল। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা সামুদ্রিক আবহাওয়া অনুভব করল। তার মানে, সমুদ্র আর বেশি দূরে নয়। কিন্তু শিকার এখানেও চোখে পড়ছে না। পথে একস্থানে খাদ্যদ্রব্যের উচ্ছিষ্ট প্রমাণ দিল, রাতে এখানে কোনো কাফেলা অবস্থান নিয়েছিল। ঘোড়া বাঁধার এবং পরে ঘোড়াগুলোর সমুদ্রের দিকে চলে যাওয়ার আলামতও দেখা গেল। তারা মাটিতে ঘোড়ার পদচিহ্ন অনুসরণ করে আরও দ্রুত ঘোড়া হাঁকাল।

কাফেলা সম্মুখে একস্থানে অবতরণ করল। ঘোড়াগুলোকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে এবং পানি পান করিয়ে আবার ছুটে চলল। সামুদ্রিক বায়ুর তীব্রতা ধীরে-ধীরে বাড়ছে। নাকে সমুদ্রের লোনা ঘ্রাণ অনুভূত হচ্ছে। আস্তে-আস্তে উপকূলীয় টিলা চোখে পড়তে শুরু করল।

ঘোড়া যত সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে, উপকূলীয় টিলাগুলো ততই স্পষ্ট হচ্ছে। একটা টিলার ওপরে দুজন মানুষ নজরে পড়ল মুসলিম বাহিনীর। তারা কিছুক্ষণ কাফেলার প্রতি একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর তীব্রবেগে নেমে পড়ল সমুদ্রের দিকে। পশ্চাদ্ধাবনকারী কাফেলার ঘোড়াগুলোর গতি আরও বেড়ে গেল। টিলার কাছাকাছি এসে হঠাৎ তাদের থেমে যেতে হলো। কারণ, টিলার পেছনে যাওয়ার একাধিক পথ। ওপরে উঠে সম্মুখে দেখে আসার জন্য একজনকে পাঠানো হলো। লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে সেদিকে দৌড়ে গেল এবং একটা টিলায় উঠে শুয়ে-শুয়ে অপর দিকে চোখ ফেলেই সঙ্গে-সঙ্গে পেছনে ফিরে এল। সেখান থেকেই ইঙ্গিতে সঙ্গীদের বলল, ঘোড়া থেকে নেমে জলদি পায়ে হেঁটে এস।

আরোহীরা ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে টিলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সর্বাগ্রে আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব ওপরে উঠলেন। তিনি সম্মুখে তাকালেন। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে পেছনে সরে নিচে নেমে এলেন। মুহূর্তের মধ্যে বাহিনীটি তিন দিকে ছড়িয়ে দিয়ে পরিজশন নিয়ে এক-একজনকে এক-এক জায়গায় দাঁড়াতে বললেন।

বিপরীত দিক থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি কানে আসছে। সুলতান আইউবির গ্রেফতারকৃত গোয়েন্দা মেয়েদের ছিনিয়ে-আনা-কমান্ডোদল এখানে দাঁড়িয়ে। সমুদ্রের ওপার থেকে এসে তারা যে-জায়গাটায় নৌকা বেঁধে রেখে অভিযানে নেমেছিল, এটা সেই জায়গা। অভিযান সফল করে এখন তাদের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আপন দেশে ফিরে যাওয়ার পালা। ঘোড়া থেকে নেমে তারা একজন-একজন করে নৌকায় উঠছে। তারা ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে।

আচমকা তিরের বর্ষণ শুরু হলো তাদের ওপর। পালাবার পথ নেই। পালটা আক্রমণেরও সুযোগ নেই। তারা আত্মরক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। কজন

www.pathagar.com

লাফিয়ে নৌকায় উঠে পড়ল। রশি কেটে দিয়ে তারা শপাশপ দাঁড় বাইতে শুরু করল। পেছনে যারা রয়ে গেল, তারা তিরের নিশানায় পরিণত হলো। নৌকায় করে পলায়মান কমান্ডোদের থামতে বলা হলো। কিন্তু তারা থামছে না। বাতাস নেই। ধীরে-ধীরে মাঝের দিকে চলে যাচ্ছে নৌকা। শাঁ-শাঁ শব্দ করে বেশ কটা তির গিয়ে বিদ্ধ হলো তাদেরও গায়ে। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল দাঁড়ের শব্দ। নৌকায় আরও এক ঝাঁক তির ছুটে গেল। তারপর আরও এক ঝাঁক। গেঁথে-গেঁথে দাঁড়িয়ে আছে লাশগুলোর গায়ে। মাঝি-মাল্লাহীন নৌকা দুলতে-দুলতে স্রোতে ভেসে অল্পক্ষণের মধ্যে কূলে এসে ঠেকল। মুসলিম বাহিনী পাড়ে এসে নৌকাটা ধরে ফেলল। নৌকায় কোনো প্রাণী নেই। আছে প্রাণহীন কতগুলো দেহ। তিরের আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে মেয়েরাও। গোটা কমান্ডোদলের প্রাণে রক্ষা পায়নি একজনও।

মুসলিম সেনারা নৌকাটা একটা খুঁটার সঙ্গে বেঁধে রেখে সাফল্যের গৌরব নিয়ে উপকূলীয় ক্যাম্প-অভিমুখে রওনা হলো।

◆◆◆

মুবি ও সঙ্গীকে নিয়ে কায়রোর এক সরাইখানায় গিয়ে উঠেছে মিগনানা মারিউস। এই সরাইখানাটা দুই অংশে বিভক্ত। একাংশ সাধারণ ও নিম্নস্তরের মুসাফিরদের জন্য। অপর অংশ বিত্তশালী ও উচ্চস্তরের পর্যটকদের জন্য। ধনাঢ্য ব্যবসায়ীরাও এ-অংশে অবস্থান করে। এদের জন্য মদ-নারী ও নাচ-গানের ব্যবস্থা আছে। মিগনানা মারিউস এসে অবস্থান নিল এই অংশে। এসে পরিচয় দিল, মুবি তার স্ত্রী আর সঙ্গের লোকটা ভৃত্য।

মুবির রূপ-যৌবন সরাইখানার মালিক-কর্তৃপক্ষ এবং অবস্থানরত লোকদের মনে মিগনানা মারিউসের প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। এমন একজন সুন্দরী নারী যার স্ত্রী, তিন অবশ্যই একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। তাই কর্তৃপক্ষ মিগনানাকে বিশেষ গুরুত্বের চোখে দেখতে শুরু করেছে।

নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবির বাড়ি-ঘর ও দফতর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছে মুবি। সে জানতে পেল, সুলতান আইউবি সুদানিদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সুদানি বাহিনীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন। মুবি আরও জানতে পারল, সুলতান আইউবি সুদানি সালার ও কমান্ডার শ্রেণির লোকদের হেরেম থেকে ললনাদের বিদায় করে দিয়েছেন এবং ফসলি জমি দান করে তাদের পুনর্বাসিত করেছেন।

মিশরের ভাষা জানে না মিগনানা মারিউস। তথাপি সে আগুন নিয়ে খেলার মতো এই ঝুঁকিপূর্ণ মিশনে নামল। এটা হয়তো তার অস্বাভাবিক দুঃসাহস কিংবা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। এ-জাতীয় হত্যাকাণ্ড এবং এত বড়ো মর্যাদাসম্পন্ন

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্বের নিকটে পৌঁছার প্রশিক্ষণও তার নেই। তদুপরি সে মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত। তারপরও সে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করতে এল! কমান্ডার বলেছিল– 'তুমি আস্ত একটা পাগল; বুদ্ধি বিবেকের বাষ্পও নেই তোমার মাথায়।'

বাহ্যত উন্মাদই ছিল মিগনানা মারিউস।

এ এক ঐতিহাসিক সত্য যে, যারা বড়োদের হত্যা করে, তারা পাগলই হয়ে থাকে। বিকৃতমস্তিষ্ক না হোক মাথার নাট-বোল্ট কিছুটা হলেও ঢিলে থাকে তাদের। ইতালির এই সাজাপ্রাপ্ত লোকটার অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। তার কাছে এমন একটা সম্পদ আছে, যাকে সে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। সে হলো মুবি। মুবি মিশরের ভাষা জানে শুধু তা-ই নয়; বরং তাকে ও তার নিহত ছয় সঙ্গী মেয়েকে মিশরি ও আরবি ভাষাসহ মুসলমানদের চলাফেরা, ওঠাবসা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি সব সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কেও পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সে মুসলমান পুরুষদের মনের যথার্থ অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। চমৎকার অভিনয় করতে জানে মুবি। মেয়েটার সবচেয়ে বড়ো গুণ, সে আঙুলের ইশারায় পুরুষদের নাচাতে জানে। জানে প্রয়োজনে সম্পূর্ণ নির্বসনা হয়ে যেকোনো পুরুষের সামনে নিজেকে মেলে ধরতে।

সরাইখানার রুদ্ধ কক্ষে মিগনানা মারিউস, মুবি ও তাদের সঙ্গী কী আলোচনা করল, কী পরিকল্পনা আঁটল, তা কেউ জানে না। সরাইখানায় তিন-চার দিন অবস্থান করার পর মিগনানা মারিউস যখন বাইরে বের হলো, তখন তার মুখে লম্বা দাড়ি, চেহারার রং সুদানিদের মতো গাঢ় বাদামি। এই বেশ তার কৃত্রিম হলেও দেখতে তেমন মনে হলো না। পরনে সাধারণ একটা চোগা, মাথায় পাগড়ি ও রুমাল। মুবি আপাদমস্তক কালো বোরকায় আবৃতা। শুধু মুখমণ্ডলটাই দেখা যাচ্ছে। কপালের ওপর কয়েকটা রেশমি চুল সোনার তারের মতো ঝিকমিক করছে। রূপের বন্যা বইছে তার চেহারায়। মেয়েটার প্রতি যারই দৃষ্টি পড়ছে, তারই চোখ আটকে যাচ্ছে। সঙ্গীর পরনে সাধারণ পোশাক। দেখে লোকটাকে এদের চাকর-ভৃত্য বলেই মনে হচ্ছে।

বাইরে উন্নত জাতের দুটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। সরাইখানার কর্তৃপক্ষ মিগনানা মারিউসের জন্য ভাড়ায় এনে দিয়েছে ঘোড়াদুটো। সে স্ত্রীকে নিয়ে ভ্রমণে যাবে বলেছিল। মিগনানা মারিউস ও মুবি দুজন দুটা ঘোড়ায় চড়ে বসল। অপরজন ভৃত্যের মতো তাদের পেছনে-পেছনে হাঁটছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি কক্ষে উপবিষ্ট। তিনি সুদানিদের ব্যাপারে নায়েবদের নির্দেশ দিচ্ছেন। এই ঝামেলাটা অল্প সময়ে শেষ করে ফেলতে চান তিনি। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সুলতান জঙ্গির প্রেরিত বাহিনী, মিশরের নতুন

www.pathagar.com

ফৌজ ও অফাদার সুদানিদের সমন্বয়ে একটি যৌথবাহিনী গঠন করবেন এবং অতিসত্বর 'জেরুজালেম' আক্রমণ করবেন।

রোম-উপসাগরে খ্রিস্টানদের পরাজিত হওয়ার পরপরই সুলতান জঙ্গি রাজা ফ্রাংককে পরাজিত করেন। ফলে চরমভাবে বিপর্যস্ত বাহিনীটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। আত্মসংবরণের আগে-আগেই খ্রিস্টানদের হাত থেকে 'জেরুজালেম' উদ্ধার করার পরিকল্পনা হাতে নিলেন সুলতান আইউবি। তিনি তারও আগে সুদানিদের পুনর্বাসনের কাজটা সম্পন্ন করে ফেলতে চাইছেন, যাতে তারা চাষাবাদ ও সংসারকর্মে আত্মনিয়োগ করে এবং বিদ্রোহের চিন্তা মাথায় আনার সুযোগ না পায়।

নতুন বাহিনীর পুনর্গঠন ও হাজার-হাজার সুদানিকে পুনর্বাসিত করা সহজ নয়। সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে এমন কিছু কর্মকর্তা আছেন, যারা মিশরের গভর্নর হিসেবে সুলতান আইউবিকে দেখতে চান না। সুদানি বাহিনীটি বিলুপ্ত করে দিয়েও সুলতান সমস্যার এক নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছেন। সুদানি বাহিনীর কয়েকজন পদস্থ অফিসার এখনও জীবিত। তারা বাহ্যত সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন ঠিক; কিন্তু আলীর ইন্টেলিজেন্স বলছে, বিদ্রোহের ভস্মস্তূপে এখনও কিছু অঙ্গার রয়ে গেছে। সুদানিদের পুনর্বাসন এবং সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনে এ একটা মারাত্মক সমস্যা।

গোয়েন্দা বিভাগ আরও রিপোর্ট করে, নিজেদের পরাজয়ে এই বিদ্রোহী নেতারা যতটুকু ব্যথিত, তার চেয়ে বেশি দুঃখিত খ্রিস্টানদের পরাজয়ে। কারণ, বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পরও তারা খ্রিস্টানদের সাহায্য পেতে চাচ্ছিল। এখন খ্রিস্টানদের পরাজয়ে তাদের সেই আশার গুড়ে বালি পড়েছে। মিশরের প্রশাসন ও ফৌজের দু-তিনজন কর্মকর্তা সুদানিদের পরাজয়ে এজন্যে মর্মাহত যে, তাদের বুকভরা আশা ছিল, এ-বিদ্রোহে সুলতান আইউবি হয়তো নিহত হবেন কিংবা মিশর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবেন।

এরা হলো ঈমান বিক্রয়কারী গাদ্দার। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ঘটা করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো এ্যাকশনে যাননি। তিনি তাদের সঙ্গে সদয় আচরণই করতেন। কোনো বৈঠকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেননি। অধীন ও সেনাবাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে কখনও তিনি বলেননি, যারা আমার বিরোধিতা করছে, আমি তাদের দেখিয়ে ছাড়ব। কখনও তাদের ব্যাপারে ধমকের সুরে কথা বলেননি। তবে প্রসঙ্গ এলে মাঝেমধ্যে বলতেন– 'কেউ যদি কোনো সহকর্মীকে ঈমান বিক্রি করতে দেখ, তা হলে তাকে বারণ কোরো। তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো, তুমি মুসলমান। তার সঙ্গে মুসলমানদের মতোই আচরণ কোরো, যাতে আত্মপরিচয় লাভ করে তারা দুশমনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে।'

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি তাদের তৎপরতার ওপর কড়া নজর রাখতেন। আলী বিন সুফিয়ানের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোও গুরুত্বের সঙ্গে তাদের গতিবিধির ওপর নজরদারিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বিশ্বাসঘাতকদের গোপন রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত হতেন সুলতান আইউবি।

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব এখন আরও বেড়ে গেছে। রক্ষী ও উটচালকদের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছে গেছে কায়রো। এদের হত্যা এবং অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা রক্ষীদের হাত থেকে গুপ্তচরদের ছিনিয়ে নেওয়া প্রমাণ করল, এখনও মিশরে গুপ্তচর ও গেরিলা রয়ে গেছে। আর দেশের কিছু লোক যে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আশ্রয় দিচ্ছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে সুলতান আইউবির প্রেরিত বাহিনী যে নৌকায় চড়ে ওপারে পাড়ি দেওয়ার সময় সেই গেরিলা বাহিনী ও গুপ্তচরদের শেষ করে দিয়েছে, সেই খবর এখনও কায়রো পৌঁছয়নি। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি গেরিলাদের প্রতিহত করার জন্য দুটি টহলবাহিনী পাঠিয়েছেন। জোরদার করেছেন গোয়েন্দা-তৎপরতা।

বিষণ্নতার মধ্যে দিক কাটাচ্ছেন সুলতান আইউবি। যে-প্রত্যয় নিয়ে মিশর এসেছিলেন, তা কতটুকু সফল হলো, সেই ভাবনায় তিনি অস্থির। তিনি সালতানাতে ইসলামিয়াকে জঞ্জালমুক্ত করে তাকে আরও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ঝড় উঠেছে যেমন মাটির ওপর থেকে, তেমনি উঠেছে নিচ থেকেও। সেই ঝড়ে কাঁতে শুরু করেছে তাঁর সেই স্বপ্নসৌধ। তিনি এই চিন্তায়ও অস্থির যে, মুসলমানদের তরবারি আজ মুসলমানদেরই মাথার ওপর ঝুলছে। নিলাম হচ্ছে মুসলমানদের ঈমান। ষড়যন্ত্রের জালে আটকে গিয়ে সালতানাতে ইসলামিয়ার খেলাফতও এখন খ্রিস্টানদের ক্রীড়নকে পরিণত। নারী আর কড়ি কাঁপিয়ে তুলেছে আরবের পবিত্র ভূখণ্ডকে।

নিজের হত্যাষড়যন্ত্র সম্পর্কেও সুলতান সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু সেজন্য তিনি কখনও বিচলিত হননি। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলতেন– 'আমার জীবন আল্লাহর হাতে। তাঁর কাছে যখন পৃথিবীতে আমার অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে, তখন তিনি আমাকে তুলে নেবেনই।'

তাই সুলতান আইউবি কখনও নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবেননি। কিন্তু গোয়েন্দাপ্রধান আলী বিন সুফিয়ান এ-ব্যাপারে পুরোপুরি সজাগ। খ্রিস্টানদের কোনো ষড়যন্ত্র যেন সফল হতে না পারে, তার জন্য তিনি সুলতান আইউবির চার দিকে কঠোর নিরাপত্তা-ব্যবস্থার আয়োজন করে রেখেছেন।

আজ কক্ষে বসে সুদানিদের ব্যাপারে নায়েবদের নির্দেশনা দিচ্ছেন সুলতান। হঠাৎ নিরাপত্তাবেষ্টনির প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে গেল দুটা ঘোড়া। আরোহী দুজন

www.pathagar.com

মিগনানা মারিউস ও মুবি। তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। এগিয়ে এসে ঘোড়ার বাগ হাতে তুলে নিল পেছনে-পেছনে হেঁটে-আসা আরেক লোক। মুবি নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলল। জানাল, সঙ্গের লোকটি আমার পিতা। আমরা সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। কমান্ডার মিগনানা মারিউসের পানে তাকিয়ে কথা বললেন। তিনি সাক্ষাতের হেতু জানতে চাইলেন। লোকটি না-শোনার ভান করে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকল। পার্শ্ব থেকে মুবি বলল– 'ইনি বধির ও বোবা; এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য আমি সরাসরি সুলতানকে কিংবা উর্ধ্বতন কোনো অফিসারকে জানাব।'

কক্ষের বাইরে টহল দিচ্ছিলেন আলী বিন সুফিয়ান। মিগনানা মারিউস ও মুবিকে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন। আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দিলে মুবি ওয়ালাইকুমুস সালাম বলে জবাব দিল। কমান্ডার তাঁকে বলল, এরা সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে চায়। আলী বিন সুফিয়ান মিগনানা মারিউসকে সাক্ষাতের কারণ জিগ্যেস করলেন। মুবি বলল, ইনি আমার পিতা। কানে শোনেন না, মুখে কথা বলতে পারেন না।

আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'সুলতান এ-মুহূর্তে কাজে ব্যস্ত। অবসর হলে হয়তো সময় দিতে পারেন। তার আগে আমাকে বলো, তোমরা কেন এসেছ; দেখি, আমি-ই তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি কি-না। ছোটোখাটো অভিযোগ শোনবার জন্য সুলতান সময় দিতে পারেন না। সংশ্লিষ্ট বিভাগ নাগরিকদের অনেক সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে।'

'কেন, সুলতান কি একটা নির্যাতিতা নারীর ফরিয়াদ শুনবার জন্য সময় দিতে পারবেন না? আমার যা কিছু বলার তাঁরই কাছে বলব।' মুবি বলল।

'আমাকে না বলে তুমি সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। বলো; তোমার ফরিয়াদ আমিই সুলতানের কাছে পৌঁছিয়ে দেব। প্রয়োজন মনে করলে তিনিই তোমাদের ডেকে নেবেন।' বলেই আলী বিন সুফিয়ান তাদের নিজকক্ষে নিয়ে গেলেন।

উত্তরাঞ্চলের একটা পল্লির নাম উল্লেখ করে মুবি বলল– 'দু-বছর আগে সুদানি বাহিনী এ-অঞ্চল দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। তাদের দেখার জন্য মহল্লার নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোররা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে আসি। হঠাৎ এক কমান্ডার ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করে, তোমার নাম কী? আমি আমার নাম জানালে তিনি আমার পিতাকে ডেকে পাঠালেন। আড়ালে নিয়ে গিয়ে বাবাকে কানে-কানে কী যেন বললেন। দূর থেকে এগিয়ে গিয়ে একজন বলল, ইনি তো বোবা ও বধির। শুনে কমান্ডার চলে গেলেন।...

www.pathagar.com

'সন্ধ্যার পর চারজন সুদানি সৈনিক আমাদের ঘরে এসে উপস্থিত হলো। কোনো কথা না বলে তারা আমাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে কমান্ডারের হাতে তুলে দিল। কমান্ডারের নাম বালিয়ান। তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন এবং তার হেরেমে আটকে রাখলেন। তার কাছে আরও চারটা মেয়ে ছিল। আমি তাকে বললাম, আপনি সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডার। আমাকে নিয়েই যখন এলেন, তো বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিন। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। বিয়ে ছাড়াই আমাকে স্ত্রীর মতো ব্যবহার করতে লাগলেন।...

'দুটি বছর তিনি আমাকে সঙ্গে রাখলেন। সুদানিদের সাম্প্রতিক বিদ্রোহের পর তিনি পালিয়ে গেছেন। পরে মারা গেছেন, না জীবিত আছেন জানি না। আপনার সৈন্যরা তার বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আমাদের সব কটা মেয়েকে এই বলে বের করে দেয় যে, যাও তোমরা এখন মুক্ত।...

'আমি বাড়িতে চলে গেলাম। আমার পিতা আমাকে বিয়ে দিতে চাইলেন; কিন্তু কেউ আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে রাজি হলো না। মানুষ বলছে, আমি হেরেমের চোষা হাড়, চরিত্রহীনা, বেশ্যা ইত্যাদি। সমাজ আমাকে একঘরে করে রেখেছে। এখন জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা আমার দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।...

'নিরুপায় হয়ে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে ইনি আমাকে নিয়ে সরাইখানায় এসে উঠেছেন। শুনলাম, সুলতান না-কি সুদানিদের জমি ও বাড়ি দিয়ে পুনর্বাসিত করছেন। তাই আমাকে আপনাদেরই কমান্ডার বালিয়ানের রক্ষিতা বা স্ত্রী মনে করে একখণ্ড জমি এবং মাথা গোঁজার জন্য একটা ঘর দান করুন। অন্যথায় আত্মহত্যা কিংবা পতিতাবৃত্তি ছাড়া আমার আর কোনো পথ থাকবে না।'

'সুলতানের সাক্ষাৎ ছাড়া-ই যদি জমি-বাড়ি পেয়ে যাও, তবুও কি তোমার সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে হবে?' জিগ্যেস করলেন আলী বিন সুফিয়ান।

'হাঁ; তারপরও আমি সুলতানকে একনজর দেখতে চাই। একে আপনি আমার আবেগও বলতে পারেন। আমি সুলতানকে সরাসরি একথাটা জানাতে চাই যে, তাঁর সালতানাতে নারীরা তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বিত্তশালী ও শাসকগোষ্ঠীর কাছে বিয়ে এখন প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি নারীর সম্ভ্রম-সতীত রক্ষা করুন এবং তাদের হৃতমর্যাদা ফিরিয়ে আনুন। এ-কথাগুলো সুলতানকে জানাতে পারলে হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে।'

মিগনানা মারিউস এমন নির্লিপ্তের মতো বসে আছে, যেন আসলেই কোনো কথা তার কানে ঢুকছে না। আলী বিন সুফিয়ান মুবিকে বললেন, ঠিক আছে, সুলতানের বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। বৈঠক শেষ হলে আমি তার সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেব।

একথা বলেই তিনি দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন। দীর্ঘ সময় পর ফিরে এসে বললেন, তোমরা আরেকটু অপেক্ষা করো; আমি সুলতানের কাছ থেকে অনুমতি

www.pathagar.com

নিয়ে আসছি। আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবির কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং অনেকক্ষণ কথা বললেন। তারপর বেরিয়ে এসে মুবিকে বললেন, ঠিক আছে; এবার পিতাকে নিয়ে তুমি সুলতানের কক্ষে চলে যাও; সুলতান তোমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। বলেই তাদের সুলতান আইউবির কক্ষটা দেখিয়ে দিলেন। সুলতান আইউবির কক্ষে প্রবেশ করার সময় তারা গভীর দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকাল। সুলতানকে হত্যা করার পর পালাবার পথটাই দেখে নিল বোধহয়।

♦♦♦

কক্ষে সুলতান আইউবি একা দাঁড়িয়ে। তিনি মিগনানা ও মুবিকে বসালেন। মুবির প্রতি তাকিয়ে বললেন– 'তোমার বাবা কি জন্মগতভাবেই প্রতিবন্ধী?'

'জি মুহতারাম সুলতান, এটা তার জন্মগত ত্রুটি।' উত্তর দিল মুবি।

সুলতান আইউবি বসছেন না। কক্ষময় পায়চারি করছেন আর কথা বলছেন– 'তোমার আর্জি-ফরিয়াদ আমি শুনেছি। তোমাদের ব্যথায় আমি ব্যথিত। এখানে আমি তোমাদের জমিও দেব, বাড়িও দেব। শুনেছি, তুমি নাকি আরও কিছু বলতে চাও। বলো; কী সেই কথা?'

'আল্লাহ আপনার মর্যাদা বুলন্দ করুন। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, আমাকে কেউ বিয়ে করছে না। মানুষ আমাকে হেরেমের চোষা হাড়, নিংড়ানো ছোবড়া, চরিত্রহীনা, বেশ্যা ইত্যাদি আখ্যা দেয়। বলে, আমার পিতা নাকি আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এখন আপনি আমাকে জমি-বাড়ি তো দেবেন; কিন্তু আমার একজন স্বামীরও প্রয়োজন, যিনি আমার ইজ্জত ও সম্ভ্রম সংরক্ষণ করবেন। অভয় দিলে আপনার কাছে আমি এই আর্জিও পেশ করব যে, বিয়ের ব্যবস্থা করতে না পারলে আমাকে আপনার নিজের হেরেমেই রেখে দিন। আপনি আমার বয়স, রূপ-যৌবন ও দেহ-গঠন দেখুন। বলুন, আমি কি আপনার যোগ্য নই?'

একথা বলেই মুবি একটা হাত মিগনানা মারিউসের কাঁধে রেখে অপর হাত নিজের বুকে স্থাপন করল এবং চোখে সুলতান আইউবির প্রতি ইঙ্গিত করল।

মিগনানা মারিউস দুহাত একত্রিত করে সুলতান আইউবির প্রতি বাড়িয়ে ধরল, যেন সে বলছে, আপনি দয়া করে আমার মেয়েটাকে বরণ করে নিন।

'আমার কোনো হেরেম নেই বেটি! আমি বরং রাজ্য থেকে হেরেম, পতিতালয়, মদ এসব তুলে দিচ্ছি।' বললেন সুলতান আইউবি।

কথা বলতে-বলতে সুলতান আইউবি পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে হাতে নিয়ে সেটা নাড়াচাড়া করছেন আর 'আমি নারীর ইজ্জতের মোহাফেয হতে চাই' বলতে-বলতে দুজনের পেছনে চলে গেলেন এবং হঠাৎ মুদ্রাটা হাত থেকে

www.pathagar.com

ফেলে দিলেন। 'টন' করে একটা শব্দ বেজে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে মিগনানা মারিউস চকিতে পেছনের দিকে ফিরে তাকিয়েই অমনি মুখটা ফিরিয়ে নিল।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি কটিবন্ধ থেকে একটা খঞ্জর বের করে আগাটা মিগনানা মারিউসের ঘাড়ে তাক করে ধরে মুবিকে বললেন– 'লোকটা আমার ভাষা বোঝে না। একে হাত থেকে অস্ত্রটা ফেলে দিতে বলো। তোমার বাবাকে বলো, যেন একটুও নড়াচড়া না করে। অন্যথায় তোমরা দুজন এক্ষুনি লাশে পরিণত হবে।'

ভয়ে ও বিস্ময়ে মুবির চোখদুটো কোটর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু তারপরও মেয়েটা অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাবার চেষ্টা করল– 'আমার বাবাকে ভয় দেখিয়ে আপনি আমাকে কবজা করতে চাচ্ছেন কেন? আমি তো নিজেই নিজেকে আপনার সামনে উপস্থাপন করে দিলাম।'

সুলতান আইউবির খঞ্জরের আগাটা মিগনানা মারিউসের ঘাড়েই ধরা। সেই অবস্থায়-ই তিনি বললেন– 'রণাঙ্গনে যখন তুমি আমার মুখোমুখি হয়েছিলে, তখন আমার ভাষা বলনি। এখন এত দ্রুত আমার ভাষাটা শিখে ফেললে...! একে এক্ষুনি অস্ত্র ফেলে দিতে বলো।'

মুবি তার ভাষায় মিগনানা মারিউসকে কী যেন বলল। সঙ্গে-সঙ্গে সে চোগার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা খঞ্জর বের করল। লম্বায় ঠিক সুলতান আইউবির খঞ্জরের সমান। সুলতান হাত থেকে তার খঞ্জরটা নিয়ে নিলেন এবং ঘাড়ে ধরে-রাখা নিজের খঞ্জরটা সরিয়ে নিয়ে বললেন– 'বাকি ছয় মেয়ে কোথায়?'

'আপনি আমাকে চিনতে ভুল করেছেন মহামান্য সুলতান! আমার সঙ্গে আর কোনো মেয়ে নেই। কোন মেয়েদের কথা বলছেন?' কম্পিত কণ্ঠে বলল মুবি।

সুলতান আইউবি বললেন– 'আল্লাহ আমাকে চোখও দিয়েছেন, মেধাও দিয়েছেন। একবার কাউকে দেখলে তার চেহারাটা আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়ে যায়। অর্ধেকটা নেকাবে ঢাকা তোমার এই মুখাবয়ব এর আগেও আমি দেখেছি। তোমরা যে-কাজে এসেছ, তার যোগ্যতা ও ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহ তোমাদের সেই মেধা দেননি। সরাইখানায় তোমরা দুজন ছিলে স্বামী-স্ত্রী। এখানে এসে হয়েছ পিতা-কন্যা। বাইরে ঘোড়ার কাছে দণ্ডায়মান তোমাদের সঙ্গীটা এখন তোমাদের ভৃত্য নেই। লোকটা এখন আইউবির বন্দি।'

কৃতিত্বটা আলী বিন সুফিয়ানের। মুবি তাঁকে বলেছিল, তারা সরাইখানায় এসে উঠেছে। তিনি দুজনকে নিজের কক্ষে বসিয়ে রেখে বের হয়েই ঘোড়ায় চড়ে ছুটে গিয়েছিলেন সেখানে। মুবি ও মিগনানা মারিউসের আকৃতির বিবরণ দিয়ে জিগ্যেস করলে কর্তৃপক্ষ জানাল, তারা দুজন স্বামী-স্ত্রী এবং সঙ্গের লোকটা তাদের ভৃত্য। তারা আরও তথ্য দিল, এখানে উঠে লোকদুটো বাজার থেকে

www.pathagar.com

কিছু কাপড় কিনে এনেছিল। তার মধ্যে মেয়েটার বোরকাসদৃশ চোগা এবং জুতাও ছিল।

এতটুকু তথ্য পাওয়ার পর আলী বিন সুফিয়ান আর কিছু জিগ্যেস করলেন না। তিনি কক্ষের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলেন। অনুসন্ধান চালিয়ে এমন কিছু বস্তু উদ্ধার করলেন, যা তাঁর সন্দেহকে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করে দিল।

সুলতান আইউবির সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের মতলব বুঝে ফেললেন আলী বিন সুফিয়ান। তিনি ফিরে এসে তাদের ঘোড়াগুলোকে নিরীক্ষা করে দেখখেন। অত্যন্ত উন্নত জাতের ঘোড়া। সরাইখানার কর্তৃপক্ষকে জিগ্যেস করে আলী বিন সুফিয়ান জানতে পারলেন, এরা তিনজন এসেছিল উটে চড়ে। এই ঘোড়াদুটো মেয়েটা সংগ্রহ করায়। বলেছিল, আমাদের অতি উন্নত ও দ্রুতগামী দুটো ঘোড়ার প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ আরও জানাল, মেয়েটার স্বামী বোবা। ভৃত্যটাও বোধহয় কথা বলতে পারে না। এখানে এসে অবধি দুজনের কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেনি। যা বলেছে সব মেয়েটাই বলেছে।

আলী বিন সুফয়ান যখন ফিরে এলেন, ততক্ষণে বৈঠক শেষ হয়ে গেছে। তিনি সোজা সুলতানের কাছে চলে গেলেন এবং তাঁকে আগন্তুকদের ব্যাপারে অবহিত করলেন। তারা তাঁকে যা বলেছে, তা-ও শোনালেন এবং ইতিমধ্যে সরাইখানা থেকে যেসব তথ্য এনেছেন, তা-ও সুলতানের কানে দিলেন। তাদের কক্ষ অনুসন্ধান করে সন্দেহজনক যা-যা পেয়েছেন, তাও দেখালেন এবং অভিমত ব্যক্ত করলেন, আমি নিশ্চিত, তারা আপনাকে হত্যা করতে এসেছে। আর সেজন্যই আপনার সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করা এদের এত প্রয়োজন। আমার প্রবল ধারণা, তারা পরিকল্পনা করে এসেছে, আপনাকে খুন করে বেরিয়ে যাবে এবং অন্যরা টের পেতে-না-পেতেই দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে ততক্ষণে শহর ত্যাগ করে চলে যাবে। এ-ও হতে পারে, এই সুন্দরী মেয়েটার ফাঁদে ফেলে আপনার শয়নকক্ষেই তারা আপনাকে হত্যা করতে চায়।

সুলতান আইউবি ভাবনায় পড়ে গেলেন। ক্ষণকাল মৌন থেকে বললেন– 'ওদের এখনই গ্রেফতার না করে আগে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

আলী বিন সুফিয়ান তাদের সুলতানের কক্ষে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে দরজা ঘেঁষে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডারকে ডেকে বললেন, ওই ঘোড়াদুটোকে আমাদের ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখো, জিনগুলো খুলে রাখো, সঙ্গের লোকটাকে তোমাদের প্রহরায় বসিয়ে রাখো। আর তল্লাশ নিয়ে দেখো, লোকটার সঙ্গে অস্ত্র আছে কি-না। থাকলে নিয়ে নাও।

নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হলো। মিগনানা মারিউসের সঙ্গী গ্রেফতার হলো। তাকে তল্লাশ নেওয়া হলো। পোশাকের মধ্যে লুকোনো একটা খঞ্জর পাওয়া গেল। ঘোড়াদুটোও জব্দ করা হলো।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি তাদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে একপর্যায়ে হাত থেকে একটা মুদ্রা নিচে ফেলে দিয়ে নিশ্চিত হলেন মেয়েটার সঙ্গী পুরুষটা বধির নয়। মুদ্রাপতনের শব্দ হওয়ামাত্র সে চকিতে পেছনে ফিরে তাকিয়েছিল।

♦♦♦

সুলতান আইউবি গম্ভীর কণ্ঠে মেয়েটাকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তাকে বলো, আমার জীবন খ্রিস্টানদের হাতে নয় – জীবন আমার আল্লাহর হাতে।'

মুবি তার নিজের ভাষায় মিগনানা মারিউসকে কথাটা বললে সে চমকিত হয়ে মুবিকে কী যেন বলল। মুবি সুলতান আইউবিকে সুধাল, ইনি জিগ্যেস করছেন, আপনারও কি খোদা আছেন, মুসলমানও কি খোদায় বিশ্বাস করে?

সুলতান আইউবি বললেন– 'তাকে বলো, মুসলমান সেই খোদাকে বিশ্বাস করে, যিনি নিজে সত্য এবং সত্যের অনুসারীদের ভালবাসেন। আমাকে কে বলে দিল, তোমরা আমাকে হত্যা করতে এসেছ? আমার খোদা বলেছেন। তোমার খোদা যদি সত্য হতো, তা হলে তোমার খঞ্জর আমাকে শেষ করে ফেলত। কিন্তু আমার খোদা তোমার হাতের খঞ্জরটা আমার হাতে এনে দিয়েছেন। এই বলে তিনি পার্শ্ব থেকে একটা তরবারি ও কিছু জিনিসপত্র বের করে তাদের দেখিয়ে বললেন– 'এই তরবারি আর এই জিনিসগুলো তোমাদের। সমুদ্রের ওপার থেকে এগুলো তোমরা নিয়ে এসেছ। কিন্তু তোমাদের পৌঁছার আগেই এগুলো আমার কাছে পৌঁছে গেছে।'

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বসা উঠে দাঁড়াল মিগনানা মারিউস। তার চোখদুটো কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এ-পর্যন্ত যত কথা হয়েছে, হয়েছে মুবির মাধ্যমে। এবার নিজেই বলতে শুরু করল। খোদা সম্পর্কে সুলতান আইউবির কথাগুলো শুনে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে নিজের ভাষায় বলে উঠল– এই লোকটিকে আমার সঠিক বিশ্বাসের অনুসারী বলে মনে হচ্ছে। আমি এর জীবন নিতে এসেছিলাম। কিন্তু এখন আমার জীবনটাই এর হাতে চলে গেল! একে বলো, তোমার বুকে যে খোদা আছেন, তাকে আমাকে একটু দেখাও; আমি তার সেই খোদাকে একনজর দেখতে চাই, যিনি বলে দিয়েছেন, আমরা তাকে হত্যা করতে এসেছি।'

এত দীর্ঘ আলাপের সময় নেই সুলতান আইউবির। নেই প্রয়োজনও। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দুজনকে জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়াই সঙ্গত ছিল। কিন্তু লোকটাকে তাঁর বিধ্বস্ত ও বিভ্রান্ত বলে মনে হলো। সুলতানের কাছে প্রতীয়মান হলো, লোকটা পাগল না হলেও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবশ্যই। তাই মিগনানা মারিউসের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বসুলভ কথা বলতে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

ইত্যবসরে ভেতরে প্রবেশ করলেন আলী বিন সুফিয়ান। সুলতান কী হালে আছেন দেখতে এসেছেন তিনি। সুলতান আইউবি স্মিত হেসে বললেন– 'কোনো অসুবিধা নেই আলী! আমি তার থেকে খঞ্জর নিয়ে নিয়েছি।'

আলী বিন সুফিয়ান প্রশান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বের হয়ে গেলেন।

মিগনানা মারিউস মুবিকে বলল, সুলতানকে বলো, আমার দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তাঁকে আমি আমার জীবনকাহিনি শোনানোর একটু সময় চাই। সুলতান আইউবি তাকে অনুমতি দিলেন। মিগনানা মারিউস আগের রাতে তার কমান্ডার ও সঙ্গীদের যে-আত্মকাহিনি শুনিয়েছিল, সুলতান আইউবিকেও সেই উপাখ্যান আনুপূর্বিক শোনাল। সুলতান আইউবি তার সেই করুণ কাহিনি তন্ময় হয়ে শুনলেন। তারপর যিশুখ্রিস্টের প্রতিকৃতির প্রতি, কুমারী মরিয়মের ছবির প্রতি এবং পাদরিদের মাধ্যম ছাড়া যে খোদার সঙ্গে কথা বলা যায় না, তার প্রতি তীব্র বিরাগ ও ঘৃণা প্রকাশ করে বলল– 'আমার মৃত্যুর আগে আপনি আপনার খোদার একটি ঝলক আমাকে দেখিয়ে দিন। আমার খোদা আমার পুত্র-কন্যাদের না খাইয়ে মেরে ফেলেছেন। আমার মায়ের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছেন। আমার নিরপরাধ সুন্দরী বোনকে মধ্যপ হায়েনাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আর ত্রিশটা বছরের জন্য আমাকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করেছেন। সেখান থেকে বের হয়ে এখন আমি নিপতিত হয়েছি মৃত্যুর মুখে। মহামান্য সুলতান, আমার জীবন এখন আপনার হাতে। সত্য খোদাকে একটু আমায় দেখিয়ে দিন; আমি তাঁর সমীপে ফরিয়াদ জানাব, তাঁর কাছে আমি ন্যায়বিচার প্রার্থনা করব।'

সুলতান আইউবি বললেন– 'তোমার জীবন আমার হাতে নয়– জীবন তোমার আল্লাহর হাতে। অন্যথায় এতক্ষণে তুমি থাকতে আমার জল্লাদের কবজায়। যে-খোদা তোমার থেকে আমার তরবারিকে বারণ করে রেখেছেন, তার দর্শনলাভে তোমাকে আমি ধন্য করব। কিন্তু সেই খোদার প্রতি তোমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। অন্যথায় তিনি তোমার আকুতি শুনবেন না, তুমি কোনোদিনও ন্যায়বিচার পাবে না।'

সুলতান আইউবি মিগনানা মারিউসের খঞ্জরটা তার কোলে ছুড়ে মারলেন। নিজে তার কাছে গিয়ে পিঠটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুবিকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তাকে বলো, আমি আমার জীবনটা তার হাতে সমর্পণ করছি; পিঠে খঞ্জর বিদ্ধ করে আমাকে হত্যা করে ফেলুক।'

মিগনানা মারিউস খঞ্জরটা হাতে তুলে নিল। অস্ত্রটা নেড়েচেড়ে গভীর দৃষ্টিতে দেখল। সুলতান আইউবির পিঠে দৃষ্টি বোলাল। তারপর উঠে ধীরে-ধীরে তাঁর সম্মুখে চলে গেল। তাঁকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিরীক্ষা করে দেখল। মিগনানা

www.pathagar.com

মারিউসের হাতটা কেঁপে উঠল। খঞ্জরটা সুলতানের পায়ের ওপর রেখে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সুলতানের ডান হাতটা টেনে ধরে চুমো খেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কান্নাজড়িত কণ্ঠে মুবিকে বলল, জিগ্যেস করো, ইনি কি নিজেই খোদা, না-কি নিজের বুকের মধ্যে খোদাকে বেঁধে রেখেছেন? খোদাকে একটু দেখাতে বলো আমায়।'

সুলতান আইউবি দুহাতে মিগনানা মারিউসের বাহুদুটো ধরে তাকে তুলে দাঁড় করালেন। তারপর বুকে জড়িয়ে নিয়ে নিজহাতে তার চোখের বিগলিত অশ্রুধারা মুছে দিলেন।

◆◆◆

মিগনানা মারিউস একজন বিভ্রান্ত মানুষ। তার মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভরে দেওয়া হয়েছিল প্রচণ্ড ঘৃণা আর ইসলামের বিরুদ্ধে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল বিষ। কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে আপন ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল সে। একপর্যায়ে যে-বিষয়টা তাকে এমন একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নামাল, সেটা এক ধরনের পাগলামি, একরকমের পিপাসা। সুলতান আইউবির দৃষ্টিতে লোকটা নিরপরাধ। কিন্তু তিনি মুক্তি না দিয়ে তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

পক্ষান্তরে মুবি যথারীতি প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা একটা মেয়ে, জঘন্য এক গুপ্তচর। যে-সাতটা মেয়ে সুদানিদের বরাবর খ্রিস্টানদের বার্তা নিয়ে এসেছিল এবং সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে সুদানিদের বিদ্রোহে নামিয়েছিল, মুবি তাদের একজন। মুবি ইসলামি সালতানাতের দুশমন, সুলতান আইউবির দেশের শত্রু। ইসলামি আইন তাকে ক্ষমা করে না।

সুলতান আইউবি মুবি ও মিগনানা মারিউসকে আলী বিন সুফিয়ানের হাতে তুলে দিলেন। জিজ্ঞাসাবাদে দুজনই অপরাধ স্বীকার করল। স্বীকার করে নিল, রসদ-কাফেলা তারা-ই লুট করেছে, বন্দি গুপ্তচর মেয়েদের তারা-ই মুক্ত করে নিয়েছে এবং রক্ষীবাহিনী, বালিয়ান ও তার সঙ্গীদেরও তারা-ই হত্যা করেছে।

একটানা তিন দিন জিজ্ঞাসাবাদ চলল। এ-সময়ে ধীরে-ধীরে মিগনানার মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে গেল। সে সুলতান আইউবিকে জিগ্যেস করল– 'ইসলামে দীক্ষিত করে মুবিকে আপনার হেরেমে স্থান দিয়েছেন কি?'

'তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমি আজ সন্ধ্যায় দেব।' ক্ষণকাল নীরব থেকে সুলতান আইউবি উত্তর দিলেন।

সন্ধ্যার সময় সুলতান আইউবি মিগনানা মারিউসকে সঙ্গে করে খানিক দূরে একটা জায়গায় নিয়ে গেলেন। সেখানে পাশাপাশি পাতানো লম্বা দুটা তক্তা। শাদা চাদরে কী যেন ঢেকে রাখা আছে তার ওপরে। একটা কোণ ধরে টান দিয়ে চাদরটা সরিয়ে ফেললেন সুলতান আইউবি। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল

www.pathagar.com

মিগনানা মারিউসের মুখাবয়ব। চোখের সামনে একটা তক্তার ওপর মুবির লাশ, অপরটাতে তার সঙ্গীর মৃতদেহ। সুলতান আইউবি মুবির মাথাটা ধরে সামনের দিকে টান দিলেন। ধড় থেকে আলাদা হয়ে মাথাটা সরে এল। তারপর মিগনানা মারিউসের পানে তাকিয়ে বললেন– 'মেয়েটাকে আমি ক্ষমা করতে পারিনি।' তুমি তাকে সঙ্গে করে এনেছ, যাতে রূপের ফাঁদে আটকে আমি আমার ঈমান হারিয়ে ফেলি। কিন্তু তার দেহটা আমার কাছে মোটেও ভালো লাগেনি। এ একটা অপবিত্র শরীর। তবে হাঁ; এখন তাকে বেশ ভালো লাগছে। আমি দু'আ করি, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।'

'কিন্তু আমাকে ক্ষমা করলেন কেন সুলতান!' আবেগাপ্লুত কণ্ঠে জিগ্যেস করল মিগনানা মারিউস।

'কারণ, তুমি এসেছিলে আমাকে হত্যা করতে। আর ও এসেছিল আমার জাতির চরিত্র ধ্বংস করতে। তোমার সঙ্গীও বুঝে-শুনে পরিকল্পনা অনুসারে এসেছিল মানুষ খুন করতে। আর তুমি এসেছ, আমার রক্ত ঝরিয়ে আল্লাহর দর্শন লাভ করতে।' জবাব দিলেন সুলতান আইউবি।

অল্প কদিন পরই ইসলাম কবুল করে সাইফুল্লাহ'য় পরিণত হয়ে গেল মিগনানা মারিউস। পরবর্তী সময়ে সুলতান আইউবির দেহরক্ষী হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জিত হয়েছিল তার।

সুলতান আইউবির মৃত্যুর পর সাইফুল্লাহ বাকি জীবনের সতেরোটি বছর কাটাল সুলতান আইউবির কবরের পাশে। আজ কেউ জানে না সাইফুল্লাহ'র সমাধি কোথায়।

www.pathagar.com

কায়রো থেকে মাইলদুয়েক দূরের একটা অঞ্চল। এখানকার এক দিকে উঁচু-নিচু টিলা, অপর তিন দিকে ধু-ধু মরুপ্রান্তর।

আজ লাখো জনতার পদভারে মুখরিত ও প্রকম্পিত এই অঞ্চলটা। চারদিক থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এসে-এসে আছড়ে পড়ছে অগণিত মানুষ। কেউ আসছে উটে চড়ে, কেউ ঘোড়ায়। কেউবা আসছে গাধার পিঠে করে। পায়ে হেঁটে আসছে অসংখ্য মানুষ।

চার-পাঁচদিন ধরে মানুষ আসছে আর আসছে। সমবেত হচ্ছে বিশাল-বিস্তৃত এই মরুপ্রান্তরে। কায়রোর বাজারগুলোতে লোকের সমাগম বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে এখানকার জৌলুস। সরাইখানাগুলোতে তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

দূরদূরান্ত থেকে এরা এসেছে সরকারি এক ঘোষণা শুনে। মিশরি ফৌজের সামরিক মহড়া হবে এখানে। ঘোড়সওয়ারি, উটসওয়ারি, ধাবমান উট-ঘোড়ার পিঠ থেকে তিরন্দাজি ইত্যাদি রণকৌশলের মহড়া দেখাবে মিশরি সৈন্যরা।

ঘোষণাটি প্রচারিত হয়েছে মিশরের গভর্নর সুলতান সুলাহুদ্দীন আইউবির পক্ষ থেকে। তাঁর উদ্দেশ্য দুটি। এক. এতে সাধারণ মানুষ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার উৎসাহ পাবে। দুই. এখনও যারা সামরিক শক্তিতে সুলতান আইউবিকে দুর্বল মনে করে, তাদের সংশয় দূর হবে।

এই সামরিক মহড়ার প্রতি জনসাধারণের বিপুল আগ্রহ দেখে সুলতান আইউবি বেজায় খুশী। কিন্তু খানিক চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে আলী বিন সুফিয়ানকে। তিনি সুলতানের সামনে নিজের অস্থিরতার কথা ব্যক্তও করেছেন। উত্তরে মুখে হাসি ফুটিয়ে সুলতান বললেন– 'আরে, মহড়ায় অংশগ্রহণকারী লোকদের সংখ্যা যদি এক লাখ হয়, তা হলে তাদের মধ্য থেকে আমরা পাঁচ হাজার সৈন্যও কি পাব না?'

'আমীরে মুহতারাম! আমি তো বিষয়টিকে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি। আপনার ধারণা অনুযায়ী মহড়ায় অংশগ্রহণকারী লোকদের সংখ্যা যদি এক লাখ হয়, তা হলে তাতে গুপ্তচর থাকবে অন্তত এক হাজার। পাড়া-গাঁ থেকে অনেক নারীও আসছে। তাদের বেশিরভাগই সুদানি ও শ্বেতাঙ্গিনী। ফলে মহিলারা অনায়াসেই তাদের মাঝে লুকিয়ে যেতে পারবে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

www.pathagar.com

'এই সমস্যাটা আমি ভালো করেই বুঝি। কিন্তু তুমি তো জান, আমি যে-মেলার আয়োজন করেছি, তা কত জরুরি। তুমি তোমার গোয়েন্দা বিভাগকে আরও সতর্ক করো।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি।

'হাঁ; তা আমি অবশ্যই করব। এই মেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার অস্থিরতার কথা আপনাকে পেরেশান করার জন্য বলিনি। এই মেলা সঙ্গে করে কী বিপদ নিয়ে আসছে, আপনাকে তা-ই শুধু আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কায়রোতে অস্থায়ী বেশ্যালয় খোলা হয়েছে, যা-কিনা উৎসুক জনতার দ্বারা পূর্ণ থাকে সারা রাত। অনেকে শহরের বাইরে তাঁবু গেড়েছে। আমার গুপ্তচররা আমাকে তথ্য দিয়েছে, তাঁবুগুলোর মাঝে জুয়াড়ি ও বেশ্যা মেয়েদের আস্তানাও রয়েছে। আগামী কাল মেলার প্রথম দিন। নর্তকী-গায়িকারা মেলায় অংশ-নেওয়া নিরীহ লোকদের পকেট উজাড় করে নিচ্ছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'মেলা শেষ হয়ে গেলে এসব নোংরামিরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমি এখনই এসবের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চাই না। মিশরের মানুষের বর্তমান নৈতিক অবস্থা ভালো নয়। নাচ-গান, বেশ্যাবৃত্তি দু-একদিনে নির্মূল করা যায় না। এ-মুহূর্তে আমার প্রয়োজন বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থী। ফৌজের সংখ্যা বাড়াতে হবে। তুমি তো জান আলী! আমাদের সৈন্যের কত প্রয়োজন। সেনাবাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বৈঠকে স্পষ্ট করেই আমি এ-ঘোষণা দিয়েছি।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি।

'আপনার বক্তব্যে আমার কোনোই দ্বিমত নেই। তবে আমীরে মুহতারাম, আমার গুপ্তচরদের দৃষ্টিতে আমাদের সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অর্ধেকই আমাদের বিরোধী। আপনি ভালো করেই জানেন, এদের মাঝে এমন লোকও আছে, যারা আপনাকে এই সিংহাসনে দেখতে চায় না। আর অবশিষ্ট যারা আছে, তাদেরও মন সুদানিদের সঙ্গে। আমি তাদের প্রত্যেকের পেছনে একজন করে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছি। তারা আমাকে এদের তৎপরতা ও গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আচ্ছা, কারও ভয়ংকর কোনো তৎপরতা চোখে পড়েছে কি?' কৌতূহলী কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন সুলতান আইউবি।

'তারা আপন ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে রাতের আঁধারে বিভিন্ন সন্দেহজনক তাঁবুতে ও পতিতালয়ে চলে যায়। দুজন কর্মকর্তা সম্পর্কে আমি এমনও রিপোর্ট পেয়েছি, তারা নিজঘরে নর্তকী ডেকে এনে আসর বসায়। এ-যাবত এর চেয়ে ভয়ংকর আর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে আমীরে মুহতারাম, দশ দিন আগে রোম-উপসাগরের কূলে যে-রহস্যময় পালতোলা

www.pathagar.com

নৌকাটা দেখা গিয়েছিল, আমার সব চিন্তা এখন তাকে ঘিরেই ঘুরপাক খাচ্ছে। বিষয়টা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

ঘটনাটা বিস্তারিত জানতে চাইলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। আলী বিন সুফিয়ান বললেন–

'রোম-উপসাগরের তীর থেকে আমাদের সৈন্যদের প্রত্যাহার করে আনার সময় সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখতে বিভিন্ন স্থানে দুজন-দুজন করে সৈন্য মোতায়েন রাখা হয়েছিল। জেলে ও যাযাবর বেশে আমি আমার ইন্টেলিজেন্স বিভাগের কয়েকজন লোককে রেখে এসেছিলাম। খ্রিস্টানরা ইচ্ছে করলেই যাতে হঠাৎ আক্রমণ করে বসতে না পারে এবং ওদিক থেকে কোনো চর যাতে মিশরে ঢুকতে না পারে, তার জন্যই ছিল আমার এই আয়োজন। কিন্তু সমুদ্রতট অতি দীর্ঘ হওয়ার কারণে সর্বত্র নজর রাখা সম্ভব হয়নি। দশ দিন আগে একটা জায়গা থেকে একটা পালতোলা নৌকা বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। সম্ভবত নৌকাটা কোনো এক রাতের অন্ধকারে ঢুকে গিয়েছিল।

'নৌকাটা যেতে দেখে আমাদের দুজন অশ্বারোহী ঘোড়া হাঁকায়। কিন্তু নৌকাটা যে-স্থান থেকে বেরিয়েছিল, সেখানে গিয়ে তারা কিছুই দেখতে পায়নি। তীরে কোনো মানুষ নেই। নৌকা চলে গেছে মাঝনদীতে। নৌকা ও পালের গঠনে তাদের মনে হয়েছে, ওটা মিশরি জেলেদের নয় – সমুদ্রের ওপারের হবে। আরোহীদ্বয় চারদিক ঘুরেফিরে কোনো তথ্য বের করতে পারেনি। এ-সংবাদ তারা কায়রোতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।'

ঘটনার বিবরণ দিয়ে আলী বিন সুফিয়ান বললেন–

'মেলার আয়োজনের কথা আমরা দেড় মাস ধরে প্রচার করছি। দেড় মাসে এ-সংবাদ ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং সেখান থেকে গুপ্তচর আসা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আমার তো প্রবল ধারণা, দর্শনার্থীদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের বহু গুপ্তচরও মেলায় ঢুকে পড়েছে। কায়রোতে নারী বেচা-কেনা এখন একটা স্বতন্ত্র পেশা। আপনার বুঝতে নিশ্চয় কষ্ট হবে না, যারা এই মেয়েদের ক্রয় করে, তারা সমাজের সাধারণ মানুষ নয়। কায়রোর বড়ো-বড়ো ব্যবসায়ী, আমাদের প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তারাই মেয়েদের খরিদ্দার। আর যে-মেয়েগুলো বিক্রি হচ্ছে, তাদের মাঝে যে গুপ্তচরও আছে, তাতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই।'

এসব রিপোর্টে সুলতান আইউবি মোটেও বিচলিত হলেন না। রোম-উপসাগরে খ্রিস্টানদের পরাস্ত করার পর প্রায় একটি বছর কেটে গেছে। আলী বিন সুফিয়ান সমুদ্রোকূলে গোয়েন্দা-নেটওয়ার্ক বিছিয়ে রেখেছেন। ইতিমধ্যে তিনি তথ্য পেয়ে গেছেন, খ্রিস্টানরা মিশরে বহু গুপ্তচর ও সন্ত্রাসী ঢুকিয়ে

www.pathagar.com

রেখেছে। তবে মিশরে তাদের পরিকল্পনা কী, সে-ব্যাপারে এখনও কিছু জানা যায়নি। বাগদাদ ও দামেশ্‌ক থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে জানা গেছে, খ্রিস্টানরা ওদিকেই বেশি চাপ তৈরি করে রেখেছে। বিশেষত, তারা সিরিয়ায় মুসলমান শাসকদের ভোগ-বিলাসিতা ও মদ-নারীতে মত্ত রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গির উপস্থিতিতে এখনই তারা সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার সাহস পাচ্ছে না। রোম-উপসাগরে যখন সুলতান আইউবি হাজার-হাজার সৈন্যসহ খ্রিস্টানদের নৌবহর ডুবিয়ে মেরেছিলেন, ঠিক তখন নুরুদ্দীন জঙ্গি খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের সন্ধিচুক্তিতে বাধ্য করেছিলেন এবং জিযিয়া আদায় করে নিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে বহু খ্রিস্টানসেনা সুলতান জঙ্গির হাতে বন্দি হয়েছিল। রেজিনাল্ড নামক একজন সেনাপতিও ছিল তাদের মাঝে। সুলতান জঙ্গি তাদের মুক্তি দেননি। কারণ, ইতিপূর্বে খ্রিস্টানরা মুসলমান কয়েদিদের শহীদ করেছিল। তা ছাড়া একে-একে অনেক প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করে চলেছে খ্রিস্টানরা।

সুলতান আইউবির স্বপ্ন হলো খ্রিস্টানদের হাত থেকে ফিলিস্তিন উদ্ধার করতে হবে এবং আরব ভূখণ্ডকে ক্রুশেডারদের অপবিত্র পদচারণা থেকে মুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি তিনি মিশরের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকেও শক্ত করতে চান। তাই একই সময়ে নানামুখী সেনা-অভিযান পরিচালনা এবং শত্রুদের চতুর্মুখী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাঁর বিপুলসংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন।

সুলতানের পরিকল্পনা অনুপাতে মিশরের সেনাবাহিনীতে নতুন ভর্তির গতি অনেক ধীর। এর কারণ বিলুপ্ত সুদানি বাহিনীর আইউবি-বিরোধী প্রোপাগাণ্ডা।

সুলতান আইউবির এখন যে-বাহিনীটি আছে, তার কিছু সৈন্য মিশর থেকে সংগৃহীত, কিছু সুলতান জঙ্গির পাঠানো। কিছু আছে, যারা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিলুপ্ত সুদানি বাহিনী থেকে এসে যোগ দিয়েছে।

মিশরের জনগণ এখনও এ-বাহিনীটি চোখে দেখেনি। দেখেনি তারা সুলতান আইউবিকেও। তাই মেলার আয়োজন করে সুলতান তাঁর সামরিক কর্মকর্তা ও কমান্ডারদের আদেশ দিয়েছেন, যেন তারা মেলায় আগত সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিশে যায় এবং সদাচার ও ভালোবাসা দিয়ে তাদের আস্থা অর্জন করে। সুলতান আইউবি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, তোমরা জনসাধারণেরই একজন। আমাদের উদ্দেশ্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রাজত্বকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করা এবং তাকে খ্রিস্টানদের অরাজকতা থেকে মুক্ত করা।

মেলা শুরু হওয়ার আগের দিন থেকে আলী বিন সুফিয়ান সুলতানকে গুপ্তচরদের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করতে থাকলেন। তিনি বললেন, আমীরে মুহতারাম, আমার মূলত গুপ্তচরদের কোনো ভয় নেই। আমার আসল শঙ্কা সেই

www.pathagar.com

মুসলমান ভাইদের, যারা কাফেরদের গোপন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে তৎপর। এই গাদ্দাররা না থাকলে আমাদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের কোনো পরিকল্পনাই সফল হতো না। আমি মেলায় যে-নর্তকীদের দেখতে পাচ্ছি, তাদের আমি ক্রুশেডারদের এক-একটা ফাঁদ বলে মনে করি। তবু আমার লোকেরা দিন-রাত সারাক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

'তোমার লোকদের বলে দাও, যেন কোনো গুপ্তচরকে হত্যা না করে। যাকেই সন্দেহ হবে, জীবিত ধরে নিয়ে আসবে। গুপ্তচর হলো দুশমনের চোখ-কান। আর আমাদের জন্য তারা জবান। ধরে এনে কায়দামতো চাপ সৃষ্টি করতে পারলে খ্রিস্টানদের অজানা পরিকল্পনার অনেক তথ্য বের করা যাবে।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি।

◆◆◆

মেলা-দিবসের ভোরবেলা। বিশাল-বিস্তৃত মাঠের তিন দিক দর্শনার্থীদের ভিড়ে গমগম করছে। সমরডংকা বাজতে শুরু করেছে। অশ্বখুরধ্বনি এমন শোনা যাচ্ছে, যেন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঊর্মিমালা ধেয়ে আসছে। ধুলোয় ছেয়ে গেছে মাথার ওপরকার নীল আকাশ।

দুই হাজারেরও অধিক ঘোড়া। প্রথমটা এইমাত্র প্রবেশ করল মাঠে। আরোহী সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। তাঁর দু-পাশে দুজন পতাকাবাহী। পেছনে রক্ষীবাহিনী। ঘোড়াগুলোর পিঠে ফুলদার চাদর বিছানো। প্রতিটা ঘোড়ার আরোহীর হাতে একটা করে বর্শা। বর্শার চকমকে ফলার সঙ্গে বাঁধা রঙিন কাপড়ের ছোটো একটি পতাকা। প্রত্যেক আরোহীর কোমরে ঝুলছে তলোয়ার। দুলকিচালে চলছে ঘোড়াগুলো। ঘাড় উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বসে আছে আরোহীরা। চেহারায় তাদের বীরত্বের ছাপ। তাদের ভাবভঙ্গিতে নিস্তব্ধতা নেমে এল দর্শনার্থীদের মাঝে। প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল সকলের ওপর।

দর্শনার্থীদের একটা দল সম্মুখের বৃত্তের ওপর দণ্ডায়মান। তাদের পেছনে আরেকটা দল ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট। তাদের পেছনে যারা আছে, তারা উটের পিঠে বসা। এক-একটা উট ও ঘোড়ায় দু-তিনজন করে লোক বসা।

তাদের সম্মুখে একস্থানে একটা শামিয়ানা টাঙানো, যার নিচে রাখা আছে কতগুলো চেয়ার। এখানে বসেছেন গুরুত্বপূর্ণ দর্শনার্থীবৃন্দ। বড়ো-বড়ো ব্যবসায়ীও আছেন এদের মাঝে। আছেন আইউবি সরকারের পদস্থ অফিসার ও দেশের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। কায়রোর বিভিন্ন মসজিদের ইমামদেরও দেখা যাচ্ছে এখানে। ইমামদের বসানো হয়েছে সকলের সামনে। কারণ, সুলতান আইউবি ধর্মীয় নেতৃবর্গ ও আলেমদের এতই শ্রদ্ধা করেন যে, তিনি তাদের উপস্থিতিতে তাদের অনুমতি ছাড়া বসেনও না।

www.pathagar.com

একপাশে উপবিষ্ট সুলতান আইউবির উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা খাদেমুদ্দীন আল-বারক। তারই পাশে বসেছে অতিশয় রূপসি এক তরুণী। মেয়েটার সঙ্গে বসা ষাটোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। দেখতে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বলে মনে হচ্ছে। আল-বারক একাধিকবার মেয়েটার প্রতি আড়চোখে তাকালেন। মেয়েটাও একবার তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুখ টিপে হাসল। তারপর বাঁকা চোখে তাকাল বৃদ্ধের প্রতি। সঙ্গে-সঙ্গে উবে গেল তার মুখের হাসি।

দর্শনার্থীদের সম্মুখে অশ্বারোহীদের মহড়া শেষ হয়ে গেছে। এল উষ্ট্রারোহী বাহিনী। উটগুলোও ঘোড়ার মতো রঙিন চাদরে সজ্জিত। প্রত্যেক আরোহীর হাতে একটা করে লম্বা বর্শা, যার ফলার সামান্য নিচে বাঁধা পতাকাসদৃশ তিন ইঞ্চি চওড়া ও দুফুট লম্বা দুরঙা কাপড়। প্রত্যেক আরোহীর কাঁধে ঝুলছে একটা করে ধনুক। উটের জিনের সঙ্গে বাঁধা আছে রঙিন তূণীর। অপূর্ব এক আকর্ষণীয় ঢংয়ে বসে আছে আরোহীরা। অশ্বারোহীদের দৃষ্টিও সম্মুখপানে নিবদ্ধ। ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে না একজনও। দর্শনার্থীদের উট আর এই বাহিনীর উট দেখতে এক রকম হলেও সামরিক বিন্যাস, ফৌজি চলন ইত্যাদির কারণে এদের ভিন্ন জগতের, ভিন্ন প্রকৃতির বলে মনে হচ্ছে।

আর-বারক পাশে উপবিষ্ট রূপবতী মেয়েটার প্রতি আবারও চোখ ফেললেন। এবার পূর্ণ চোখাচোখি হয়ে গেল দুজনে। একজনের আঁখিযুগল আটকে গেছে যেন অপরজনের চেহারায়। জাদুময়ী মেয়েটার দুচোখে বিদ্যুতের ঝলক অনুভব করলেন আল-বারক।

সলাজ হাসির রেখা ফুটে উঠল মেয়েটার ঠোঁটে। হঠাৎ যেন তার সম্বিৎ ফিরে এল। তাকাল অপর পাশে উপবিষ্ট বৃদ্ধের প্রতি। মুহূর্তমধ্যে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

ঘরে বউ আছে আল-বারক-এর। চার সন্তানের পিতা। কিন্তু এ-মুহূর্তে স্ত্রীর কথা মনেই নেই তার। দিব্যি ভুলে গেছেন সব। মেয়েটা তার এতটাই কাছে বসা যে, তার রেশমি ওড়না উড়ে এসে আল-বারক-এর বুকে এসে ঝাপটা দিল কয়েকবার। একবার নিজের হাতে সরিয়ে নিয়ে 'মাফ করবেন' বলে ক্ষমাও চাইল মেয়েটা। আল-বারক শুধু মুখ টিপে হাসলেন – বললেন না কিছুই।

উষ্ট্রারোহীদের পেছন দিয়ে আসছে পদাতিক বাহিনী। এদের মাঝে আছে তিরন্দাজ ও তরবারিধারী ইউনিট। এদের সকলের চলার ঢং একই তালের। একই রকম অস্ত্র এবং একই ধরনের পোশাক দর্শনার্থীদের মাঝে সেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলো, যা ছিল সুলতান আইউবির কাম্য। সৈন্যদের দেখতে শক্ত-সমর্থ, সুঠাম-সুদেহী, উৎফুল্ল ও শান্ত-সুবোধ বলে মনে হচ্ছে।

www.pathagar.com

পদাতিক বাহিনীর পেছনে আসছে মিনজানিক। অনেকগুলো ঘোড়া টেনে নিয়ে আসছে সেগুলো। প্রতিটা মিনজানিক ইউনিটের পেছনে আছে একটা করে ঘোটকযান। তাতে রাখা আছে বড়ো-বড়ো পাথর ও পাতিলের মতো বিশাল-বিশাল বরতন। বরতনগুলো তেলের মতো এক ধরনের তরল পদার্থে ভরা। মিনজানিক দ্বারা নিক্ষেপ করা হয় এগুলো। মিনজানিকের সাহায্যে একটা বরতন ছুড়ে মারলে তা দূরে গিয়ে ভেঙে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তরল পদার্থগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার ওপর নিক্ষেপ করা হলো অগ্নিতির। সঙ্গে-সঙ্গে তাতে আগুন জ্বলে উঠল দাউদাউ করে।

উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান দর্শনার্থীদের সম্মুখ দিয়ে সুলতান আইউবির নেতৃত্বে সামনে বেরিয়ে এল এসব আরোহী ও পদাতিক বাহিনী। রাস্তা থেকে মোড় ঘুরিয়ে আবার মাঠে ফিরে এসেছেন সুলতান। তাঁর সম্মুখে পতাকাবাহীদের ঘোড়া। ডানে-বাঁয়ে ও পেছনে রক্ষীবাহিনী। তাদের পেছনে সুলতান আইউবির নায়েব ও সালারদের বাহন।

মাঠে এসেই হঠাৎ থেমে গেলেন সুলতান আইউবি। একলাফে নেমে পড়লেন ঘোড়ার পিঠ থেকে। হাত নেড়ে দর্শনার্থীদের সালাম ও অভিনন্দন জানাতে-জানাতে চলে গেলেন শামিয়ানার ভেতরে। দাঁড়িয়ে গেল সবাই। সুলতান আইউবি সবাইকে সালাম করে বসে পড়লেন নির্দিষ্ট আসনে।

আরোহী ও পদাতিক বাহিনী মাঠ পেরিয়ে খানিক দূর অতিক্রম করে অদৃশ্য হয়ে গেল টিলার আড়ালে। দ্রুত বেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে মাঠে প্রবেশ করল এক অশ্বারোহী। তার এক হাতে ঘোড়ার লাগাম, অপর হাতে উটের রশি। ঘোড়ার গতির সঙ্গে তাল রেখে একটা উটও ছুটে আসছে তার পেছনে। মাঠের মধ্যখানে এসে আরোহী হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াটার পিঠে। সেখান থেকে লাফ দিয়ে চলে গেল উটের পিঠে। দাঁড়িয়ে থাকল সটান। আবার লাফিয়ে চলে এল ঘোড়ার পিঠে। সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে। ঘোড়া ও উটসহ এগিয়ে গেল কয়েক পা। লাফিয়ে চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। তার ঘোড়া ও উট ছুটে চলছে সমান তালে। ঘোড়ার পিঠ থেকে চলে গেল উটের পিঠে। ছুটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল একদিকে।

খাদেমুদ্দীন আল-বারক মাথাটা সামান্য এলিয়ে দিলেন বাঁ দিকে। এখন তার মুখ আর মেয়েটার মাথার মাঝে ফারাক দুই থেকে তিন ইঞ্চি। তার প্রতি তাকাল মেয়েটা। মুখ টিপে হাসল আল-বারক। মেয়েটা লজ্জা পেল। বৃদ্ধ তাকাল উভয়ের প্রতি। কপালে ভাঁজ পড়ে গেল তার।

আচমকা ঘোড়াগাড়িতে করে নিয়ে আসা ডেকচির মতো পাত্রগুলো টিলার পেছন থেকে উড়ে এসে নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করল মাঠে। একের-পর-এক পাত্র

www.pathagar.com

এসে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আর ভেঙে টুকরো-টুকরো হচ্ছে। তেল ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। অন্তত একশো পাত্র এসে নিক্ষিপ্ত হলো এবং তার তরল পদার্থগুলো চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এমন সময়ে টিলার ওপরে আত্মপ্রকাশ করল ছজন তিরন্দাজ। তারা জ্বলন্ত সলিতাওয়ালা তির ছুড়ল। মাঠের বিক্ষিপ্ত তরল পদার্থের ওপর এসে নিক্ষিপ্ত হলো তিরগুলো। সঙ্গে-সঙ্গে তাতে আগুন জ্বলে উঠল। মাঠের এক হাজার বর্গগজ জায়গা জুড়ে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করল।

ঠিক এমন সময়ে একদিক থেকে তিরগতিতে ছুটে এল চার অশ্বারোহী। কিন্তু কী আশ্চর্য! তারা আগুনের কাছে এসে থামল না, গতিও হ্রাস করল না। শাঁ-শাঁ করে ঢুকে পড়ল জ্বলন্ত শিখার মাঝে। নির্বাক অনিমেষ নয়নে তাদের প্রতি তাকিয়ে আছে দর্শনার্থীরা। লোকগুলো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে নাকি! কিন্তু-না; তারা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মাঝে দিব্যি দৌড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে গেল অন্যদিক দিয়ে। খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল দর্শনার্থীরা। আনন্দের আতিশয্যে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলল। আগুন ধরে গিয়েছিল দু-আরোহীর কাপড়ে। তারা ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে পানিতে লাফিয়ে পড়ে দু-তিনটা গড়ানি খেল। আগুন নিভে গেল।

এই শোরগোল, এই উল্লাস আর অশ্বারোহীদের এমন বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের প্রতি আল-বারক-এর একবিন্দু মন নেই। এর থেকে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। পাশের সুন্দরী মেয়েটাকে নিয়েই ঘুরপাক খাচ্ছে তার সব ভাবনাচিন্তা। অপরিচিতা একটা রূপসি মেয়ের প্রেমসাগরে হারিয়ে গেছেন তিনি।

আল-বারক-এর প্রতি একনজর তাকিয়ে মুচকি একটা হাসি দিয়েই আবার বৃদ্ধের প্রতি তাকাল মেয়েটা। এবার কেন যেন উঠে চলে গেল বৃদ্ধ। মেয়েটা তার গমনপথে তাকিয়ে থাকল। আর-বারকের জানা ছিল, মেয়েটা বৃদ্ধের সঙ্গে এসেছে। তাই জিগ্যেস করলেন– 'তোমার পিতা কোথায় চলে গেলেন?'

'পিতা নন– ইনি আমার স্বামী।' ভগ্ন মনে জবাব দিল মেয়েটা।

'স্বামী? তা এই বিয়ে কি তোমার বাবা-মা দিয়েছেন?' বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন আল-বারক।

'না; তিনি আমাকে কিনে এনেছেন।' ক্ষুণ্ন কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটা।

'এখন গেলেন কোথায়?' প্রশ্ন করলেন আল-বারক।

'আমার প্রতি নারাজ হয়ে চলে গেছেন। তার সন্দেহ, আমি আপনার সঙ্গে প্রেমনিবেদন করছি।'

www.pathagar.com

'আচ্ছা, সত্যিই কি তুমি আমার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ?' কৌতূহলী কণ্ঠে জানতে চাইলেন আল-বারক।

অপরূপা সুন্দরী মেয়েটার রাঙা ঠোঁটে সলাজ হাসি ফুটে উঠল। ফিসফিস করে মধুর কণ্ঠে বলল, বুড়োটাকে আমার আর ভালো লাগে না; আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। এর থেকে যদি কেউ আমাকে মুক্ত না করে, তা হলে আত্মহত্যা ছাড়া আমার কোনো পথ থাকবে না।

সামরিক মহড়া ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি দর্শনার্থীরা। তারা দেখেছে শুধু সুদানি ফৌজ, যারা শ্বেতহস্তি হয়ে বসেছিল রাজকোষের ওপর। তাদের কমান্ডাররা বাইরে বের হতো রাজার হালে। সঙ্গে সেনাবহর থাকলে তারা পল্লিবাসীদের জন্য আপদ হয়ে দেখা দিত। জনগণের গরু-ছাগল ছিনিয়ে নিয়ে যেত। কারও কাছে উন্নত জাতের একটা ঘোড়া দেখলে কেড়ে নিয়ে যেত। মানুষ বুঝত, সরকার সৈন্য পোষে প্রজাদের ওপর নিপীড়ন চালাতে।

কিন্তু সুলতান আইউবির বাহিনী তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এ-বাহিনীর একটা অংশ মহড়ার মাধ্যমে আজ অনুপম বীরত্ব দেখাল। অপর একটা অংশ সুলতানের পরামর্শে একাকার হয়ে গেছে জনতার মাঝে। উদ্দেশ্য, জনতার সঙ্গে মিশে, কথা বলে এই ধারণা সৃষ্টি করা যে, আমরা তোমাদের ভাই, তোমাদেরই একজন। তোমাদের কল্যাণেই আমাদের আবির্ভাব।

জনগণের সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী অসৎ সৈন্যদর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন সুলতান আইউবি।

সুলতান আইউবির সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রধান ও তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব খাদেমুদ্দীন আল-বারক এই অনুষ্ঠান থেকে একদম নিস্পৃহ। এদিককার কিছুই তার কানে ঢুকছে না। চোখেও পড়ছে না কিছুই। পার্শ্বস্থিত মেয়েটা জাদু হয়ে জেঁকে বসেছে তার মাথায়। মেয়েটার প্রেমসাগরে ডুবে গেছেন তিনি। মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা জমে উঠেছে দুজনের মাঝে। মেয়েটাকে একটা জায়গায় এসে মিলিত হওয়ার প্রস্তাব দিলেন আল-বারক। মেয়েটা বলল, আমি বৃদ্ধের কেনা দাসি। আমি তার হাতে বন্দি হয়ে আছি। তিনি আমাকে সারাক্ষণ চোখে-চোখে রাখেন। সে আরও জানাল, আমিসহ বৃদ্ধের স্ত্রী চারজন।

নিজের পদমর্যাদার কথা ভুলে গেলেন আল-বারক। প্রেমপাগল তরুণের মতো মিলনের জন্য মেয়েটাকে এমনসব জায়গায় উপস্থিত হতে প্রস্তাব করলেন, যেখানে বখাটেরা ছাড়া কেউ যায় না। একটা জায়গা পছন্দ হয়ে গেল মেয়েটার। শহরের বাইরে পরিত্যক্ত একটা পুরনো জীর্ণ ভবন। আল-বারক মেয়েটাকে বৃদ্ধের কবল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সাক্ষাতের দিন-ক্ষণ ঠিক করে দুজন আলাদা হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

◆◆◆

তৃতীয় রাতে আল-বারক ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। একজন শাসকের শান নিয়ে বের হতেন তিনি। কিন্তু আজ বেরুলেন চোরের মতো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাঁটা দিলেন একদিকে।

গভীর নিদ্রায় অচেতন কায়রো শহর। সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে সর্বত্র। সামরিক মহড়া শেষ হয়ে গেছে দুদিন আগে। চলে গেছে বহিরাগত দর্শনার্থীরা। অস্থায়ীভাবে নির্মিত পতিতালয়গুলো তুলে দেওয়া হয়েছে সরকারি নির্দেশে। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগ তদন্ত চালাচ্ছে বহিরাগত কোনো মেয়ে বা কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তি শহর কিংবা শহরতলির কোথাও রয়ে গেছে কি-না। মেলার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। মাত্র দুদিনে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছে চার হাজার যুবক। আরও হবে বলে আশা করছেন আইউবি।

খাদেমুদ্দীন আল-বারক শহরের বাইরে চলে গেলেন। নির্ধারিত ভবনটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। নীরব-নিস্তব্ধ রজনি। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। মেয়েটা বলেছিল, সে বৃদ্ধের কয়েদি এবং সারাক্ষণ তার চোখে-চোখে থাকতে হয়। তবু আল-বারক আশা করছেন, যে-করেই হোক মেয়েটা আসবে অবশ্যই। সম্ভাব্য বিপদের মোকাবেলার জন্য তার হাতে খঞ্জর আছে। নারী এমনই একটা জাদু, যা একবার কারও ওপর সওয়ার হয়ে বসলে আর রক্ষা থাকে না। নারীর প্রেমে-পড়া-পুরুষটা পরোয়া করে না কিছুরই। তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যায়। আল-বারক একজন পরিণত বয়সের পুরুষ। কিন্তু এখন তিনি একটা নির্বোধ আনাড়ি ছোকড়া।

ভবনটার কাছাকাছি চলে এসেছেন আল-বারক। এখানে সম্মুখে অন্ধকারে আপাদমস্তক কালো চাদরে আবৃত একটা ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল তার। কিন্তু পরক্ষণেই পলকের মধ্যে ছায়াটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আল-বারক-এর গা ছমছম করে উঠল। তিনি হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন। প্রেমের নেশা তার সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছে– জীবনের মায়া, আত্মমর্যাদাবোধ সব। তিনি পুরনো পরিত্যক্ত জীর্ণ ভবনটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক দিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়লেন। ভবনটাতে কবরের অন্ধকার বিরাজ করছে। সম্মুখে একটা কক্ষ। মাথার ওপর দিয়ে ফড়ফড় করে দ্রুতগতিতে উড়ে গেল কী একটা পাখি। শীতল বাতাসের ঝাপটা গায়ে লাগল তার। পরক্ষণেই একটা চিঁ-চিঁ শব্দ শুনতে পেলেন। বোঝা গেল এগুলো চামচিকা।

এখান থেকে বেরিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন আল-বারক। ঢুকে পড়লেন আরেকটা কক্ষে। কারও ক্ষীণ পদশব্দ কানে এল। এখানে কেউ আছে বলে

www.pathagar.com

অনুমান করলেন। কোমর থেকে খঞ্জরটা বের করে হাতে নিলেন। মাথার ওপর ভীতিকর ফড়ফড় শব্দ করে চামচিকারা উড়ছে। আল-বার্‌ক অস্ফুট স্বরে ডাক দিলেন– 'আসেফা?'

মেয়েটার নাম আসেফা।

'আরে, আপনি এসেছেন?' খানিক বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিগ্যেস করল আসেফা। কিন্তু কোনো জবাবের অপেক্ষা না করেই ছুটে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় আল-বার্‌ক-এর। লোকটাকে জড়িয়ে ধরে আবেগাপ্লুত চাপা কণ্ঠে বলতে শুরু করল– 'শুধু আপনার খাতিরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছি। আমাকে শিগগিরই ফিরে যেতে হবে। বুড়োকে মদের সঙ্গে বড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। জেগে উঠলে বিপদ হবে।'

'কেন; বিষ খাওয়াতে পারলে না?' জিগ্যেস করলেন আল-বার্‌ক।

'আমি কখনও কাউকে হত্যা করিনি। আমি মানুষ খুন করতে পারি না। একজন পরপুরুষের সঙ্গে প্রেমনিবেদন করার জন্য এমন একটা ভয়ংকর স্থানে আসতে হবে ভাবিনি কখনও।' আসেফা হাঁপাতে-হাঁপাতে উত্তর দিল।

আল-বার্‌ক মেয়েটাকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরলেন। ভোগের নেশায় উন্মাতাল তার মন। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল পেছনের কক্ষে। যে-কক্ষটা অতিক্রম করে আল-বার্‌ক এখানে এসে পৌঁছেছেন, তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল দুটা লণ্ঠন। লাঠির মাথায় তেলভেজা কাপড়ে আগুন জ্বালিয়ে বানানো প্রদীপ। আল-বার্‌ক আসেফাকে নিজের পেছনে নিয়ে লুকিয়ে ফেললেন। তার হাতে খঞ্জর। এরা কি এই পরিত্যক্ত ভবনে বসবাসকারী কালভূত, না-কি মেয়েটাকে ধাওয়া করতে তার স্বামীই এসে পড়ল! আল-বার্‌ক উৎকণ্ঠিত ভাবনার জগত থেকে এখনও ফিরে আসেননি। হঠাৎ গর্জে উঠল একটা কণ্ঠ– 'দুটাকেই খুন করে ফেলো।'

লণ্ঠনদুটো একেবারে নিকটে চলে এসেছে। আল-বার্‌ক ও আসেফা তার কম্পমান আলোয় চারজন মানুষ দেখতে পেল। একজনের হাতে বর্শা, তিনজনের হাতে তলোয়ার। একটা মাথা মাটিতে গেড়ে লণ্ঠনগুলোকে দাঁড় করিয়ে রাখল তারা। আলোকিত হয়ে উঠল ভবনের আঙিনা। আল-বার্‌ক-এর চারপাশে ক্ষুধার্ত সিংহের মতো ধীরে-ধীরে চক্কর দিতে শুরু করল চার ব্যক্তি। আসেফা তার পেছনে জড়সড় দণ্ডায়মান। পাশের কক্ষ থেকে আবার গর্জে উঠল একজন– 'পেয়েছিস্? জ্যান্ত ছাড়বি না কিন্তু!'

এটা আসেফার বৃদ্ধ স্বামীর কণ্ঠ।

আসেফা আল-বার্‌ক-এর পেছন থেকে সরে সামনে এগিয়ে এল। ক্ষোভ ও ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে বৃদ্ধকে উদ্দেশ করে বলল– 'সামনে আসো, আগে আমাকে খুন করো। আমি তোমাকে ঘৃণা করি, অভিসম্পাত দেই। কারও প্ররোচনায় নয়– আমি নিজের ইচ্ছায়ই এখানে এসেছি।'

www.pathagar.com

সশস্ত্র চার ব্যক্তি আল-বার্‌ক ও আসেফার চার দিকে দণ্ডায়মান। বর্শাধারী লোকটা ধীরে-ধীরে আসেফার প্রতি বর্শা এগিয়ে ধরল এবং আগাটা মেয়েটার পাঁজরে ঠেকিয়ে ধরে বলল– 'মরণের আগে বর্শার আগা কেমন দেখে নাও। কিন্তু এই বেটা তোমার আগে ছটফট করে তোমার সামনে মৃত্যুবরণ করবে, যার টানে তুমি এখানে ছুটে এসেছ।'

আসেফা মুখে কোনো জবাব না দিয়ে ঝট করে বর্শাটা ধরে ফেলল এবং ঝটকা একটা টান দিয়ে অস্ত্রটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তারপর আল-বার্‌ক থেকে সামান্য দূরে সরে গিয়ে ঝাঁজালো কণ্ঠে বলল– 'এস, সাহস থাকলে আমার সামনে এস। আমার আগে একে কীভাবে হত্যা কর আমি দেখব!'

আল-বার্‌ক খঞ্জর উঁচিয়ে মেয়েটার সামনে চলে এলেন। মেয়েটা যার হাত থেকে বর্শাটা ছিনিয়ে নিয়েছিল, তার ওপর খঞ্জরের আঘাত হানল। লোকটা পেছন দিকে পালিয়ে গেল। তার সঙ্গীরা পার্শ্ব পরিবর্তন করল। কিন্তু তরবারি উদ্যত করলেও তারা আল-বার্‌ক-এর ওপর আক্রমণ করল না। অথচ এই জায়গায় একটা লোককে হত্যা করা ব্যাপারই নয়। আসেফাও গর্জন করে চলছে এবং বারংবার এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করছে। কিন্তু তার প্রতিটা আঘাতই ব্যর্থ হচ্ছে। আল-বার্‌ক খঞ্জর দ্বারা আঘাত হানলেন একজনের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে হাঁক ছেড়ে দুজন চলে এল তার পেছনে। আসেফাও একলাফে তার পেছনে চলে এল। মেয়েটা হাতের বর্শা দিয়ে তরবারির মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু লাফ-ফাল আর তর্জন-গর্জন ছাড়া কিছুই করছে না।

একধারে দাঁড়িয়ে নিজের লোকদের উত্তেজিত করছে বৃদ্ধ। তারা আল-বার্‌ক ও আসেফার ওপর বারবার আক্রমণ চালাচ্ছে। আসেফাও তাদের ওপর বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আক্রমণ প্রতিহত করে পালটা আক্রমণের চেষ্টা করছেন আল-বার্‌ক। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মেয়েটার উপর্যুপরি আক্রমণ সত্ত্বেও একজন লোকও আহত হলো না। বৃদ্ধের লোকেরা তরবারিচালনায় পরাকাষ্ঠা দেখানো সত্ত্বেও আসেফা ও আল-বার্‌ক অক্ষতই রয়ে গেল। একটাও আঁচড় লাগল না তাদের গায়ে। হঠাৎ বৃদ্ধ উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল– 'আক্রমণ থামাও।'

সঙ্গে-সঙ্গে যুদ্ধ থেমে গেল।

'এমন অবাধ্য, অসভ্য ও নিমকহারাম মেয়েকে আমি আর ঘরে রাখতে চাই না। ছুঁড়িটা এত যে দুঃসাহসী, এমন যে নির্ভীক আমি আগে জানতাম না। এখন জোর করে ঘরে নিয়ে গেলেও সমস্যা; সুযোগ পেলে ডাইনিটা আমাকে নির্ঘাত মেরেই ফেলবে।' ঝাঁজালো কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ।

'আমি তোমাকে এর উপযুক্ত মূল্য দিয়ে দেব; কত দিয়ে কিনেছিলে বলো।' উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন আল-বার্‌ক।

www.pathagar.com

বৃদ্ধ ডান হাতটা প্রসারিত করে এগিয়ে এল। আল-বার্‌ক-এর সঙ্গে করমর্দন করে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল– 'মূল্য দিতে হবে না; আমার সম্পদের অভাব নেই। ওকে তুমি এমনিতেই নিয়ে যাও। তোমার সঙ্গে ওর এতই যখন সখ্য, তো ওকে আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম। তা ছাড়া ও যোদ্ধাবংশের সন্তান, আমি হলাম গিয়ে সওদাগর মানুষ। তোমার ঘরেই ওকে ভালো মানাবে। তুমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সরকারের কর্মকর্তা। আমি সুলতানের অনুগত ও ভক্ত। তোমাকে আমি নারাজ করতে পারি না। আমি মেয়েটাকে তালাক দিয়ে তোমার জন্য হালাল করে দিলাম। চলো বন্ধুরা! আমরা ফিরে যাই।'

বলেই তারা লণ্ঠনদুটো হাতে তুলে নিয়ে চলে গেল।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন আর-বার্‌ক। তার পায়ের তলার মাটিগুলো কাঁতে শুরু করেছে যেন। এমন একটা অভাবিত ঘটনা ঘটে গেল, যেন তার বিশ্বাসই হচ্ছে না। একে বৃদ্ধের প্রতারণা বলে সংশয় জাগল তার মনে। আশঙ্কা জাগল, পথে ওত পেতে বসে থেকে তারা দুজনকেই হত্যা করে ফেলে কি-না।

একটা বর্শা ছিল আসেফার হাতে। আল-বার্‌ক সেটা নিজের হাতে নিয়ে খানিক অপেক্ষা করে মেয়েটাকে নিয়ে ভবন থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ডানে-বাঁয়ে-পেছনে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল দুজন। কিছু একটা শব্দ কানে এলেই তারা চকিত নয়নে থমকে দাঁড়ায়। অন্ধকারে চারদিক দেখে নিয়ে আবার পথচলা শুরু করে।

শহরে প্রবেশ করার পর এবার আল-বার্‌ক-এর দেহে জীবন ফিরে এল। আসেফা আল-বার্‌ক-এর গলাটা জড়িয়ে ধরে জিগ্যেস করল– 'আপনি সত্যিই কি আমাকে বিশ্বাস করেন?' জবাবে মুখে কিছু না বলে আল-বার্‌ক মেয়েটাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন। আবেগের আতিশয্যে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না তার মুখ থেকে। একটা অচেনা মেয়ের প্রেম অতীত জীবনের সকল অর্জন ছিনিয়ে নিয়েছে আল-বার্‌ক-এর। আল-বার্‌ক-এর স্ত্রী বয়সে তার সমান। এতকাল মন উজাড় করে ভালোবাসা দিয়ে এসেছেন তাকে। কিন্তু আসেফাকে পেয়ে এখন তার মনে হচ্ছে, স্ত্রীর কোনো মূল্যই নেই তার কাছে।

সে-যুগে নারী বেচা-কেনা হতো। ঘরে একত্রে চারটা বউ রাখাকে ন্যায্য অধিকার মনে করত পুরুষরা। বিত্তশালীরা তো বিবাহ ছাড়াই দু-চারটা সুন্দরী মেয়ে ঘরে রাখত। এই নারী-ই ধ্বংস করেছিল মুসলিম আমীর-শাসকদের। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য খুঁজে-খুঁজে সুন্দরী মেয়েদের সংগ্রহ করে স্বামীকে উপহার দিত স্ত্রীরা।

আসেফাকে নিয়ে আল-বার্‌ক যখন ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন ঘরের সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সকালে জাগ্রত হয়ে স্ত্রী যখন স্বামীর শয্যায় অপরিচিতা

www.pathagar.com

একটা সুন্দরী তরুণীকে শুয়ে থাকতে দেখলেন, তখন তিনি এতটুকুও অনুভব করলেন না, স্বামী-সোহাগ তার শেষ হয়ে গেছে। উলটো বরং এই ভেবে আনন্দিত হলেন, যাহোক আমার স্বামী এমন একটা রূপসি মেয়ে পেয়ে গেছেন; নতুন শয্যাসঙ্গিনী জুটে যাওয়ায় আমার কর্তব্য অনেকখানি লাঘব হয়ে যাবে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি মুসলমানদের নারীর কবল থেকে এবং নারীকে মুসলমানদের থেকে মুক্ত রাখতে চান। পুরুষদের নারীলোলুপতা দেখে তিনি 'এক স্বামী এক স্ত্রী'র বিধান চালু করতে চাচ্ছেন। কিন্তু বাঁধ সেঁধেছে তাঁরই আমীর-উজীরগণ। ঘরে তাদের একাধিক নারী। তারা-ই নারীর প্রধান খরিদ্দার। খোলা বাজারে নারী বেচা-কেনা, সুন্দরী মেয়েদের অপহরণের ঘটনা ঘটছে তাদেরই কারণে। আমীর-শাসকদের নারীপূজার ফলেই ইহুদিরা নারীর মাধ্যমে সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাবার সুযোগ পাচ্ছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ভাবছেন, এই নারীরা-ই একদিন পুরুষের পাশাপাশি কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করত। জিহাদের ময়দানে ছিল তারা মিল্লাতের আধা শক্তি। এখন সেই নারী-ই কিনা পুরুষের বিনোদন ও বিলাস-উপকরণে পরিণত। এতে যে একটি জাতির সামরিক শক্তির অর্ধেক নিঃশেষ হয়ে গেছে শুধু তা-ই নয়– নারী এখন এমন একটা নেশায় পরিণত হয়েছে, যা জাতির বীর পুরুষদের কাপুরুষে পরিণত করেছে। এসব ভাবনা অস্থির করে তুলেছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে।

নারীর হৃত সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন সুলতান আইউবি। এ-লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনাও তিনি ঠিক করে রেখেছেন। তা হলো অবিবাহিতা মেয়েদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নেওয়া। তাঁর আশা, এই পন্থা অবলম্বন করলে বিলাসপ্রিয় আমীর-উজীরদের হেরেম শূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে তাঁর সালতানাতের খেলাফত ও ইমারাত হাতে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ এক কঠিন পদক্ষেপ। সুলতান আইউবির শত্রুর কাতারে আপনদের সংখ্যাই বেশি।

তিনি জানতেন, তাঁর জাতির মাঝে ঈমান-বিক্রেতাদের সংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলছে। কিন্তু তাঁর একান্ত নির্ভরযোগ্য ও প্রশাসনের পদস্থ এক কর্মকর্তা খাদেমুদ্দীন আল-বারকও যে এক রূপসি রক্ষিতাকে ঘরে তুলেছেন এবং মেয়েটার প্রেমনেশায় আপন পদমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের কথা ভুলে বসেছেন, সেই তথ্য এখনও তিনি জানেন না।

◆◆◆

মহড়ায় সুলতান আইউবির সামরিক শক্তি ও বাহিনীর বীরত্ব দেখে মিশরের মানুষ অতিশয় আনন্দিত ও প্রভাবিত। সুলতান আইউবি ভাষণ-বক্তৃতায় তেমন

www.pathagar.com

অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি সেদিনকার এই সমাবেশে বক্তব্য দেওয়া আবশ্যক মনে করলেন। তিনি বললেন– 'আমার এই বাহিনী জাতির মর্যাদার মোহাফেজ, ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী।' খ্রিস্টানদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার বিশ্লেষণ দিয়ে তিনি জনতার উদ্দেশে বললেন– 'আরব বিশ্বের মুসলিম আমীর ও শাসকদের বিলাসপ্রিয়তার কারণে খ্রিস্টানরা সেখানকার মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে রেখেছে। তারা পথে-পথে মুসলিম কাফেলা লুট করছে এবং অপহরণ করে মুসলিম মেয়েদের সম্ভ্রম বিনষ্ট করছে।' ভাষণে জনগণকে জাতীয় চেতনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুলতান আইউবি বললেন– 'আপনারা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে আপন মা-বোন-কন্যাদের ইজ্জত ও ইসলামের মর্যাদা সংরক্ষণ করুন।'

সুলতান আইউবির সেই বক্তব্য এতই জ্বালাময়ী ছিল যে, তা শ্রোতাদের যারপরনাই উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। সেদিন থেকেই যুবকরা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে শুরু করল।

দশ দিনে ছয় হাজার যুবক ভর্তি হলো। এদের অন্তত দেড় হাজার যুবক নিজ-নিজ উট সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ঘোড়া ও খচ্চর নিয়ে এসেছে প্রায় এক হাজারজন। সুলতান আইউবি সঙ্গে-সঙ্গে তাদের বাহনগুলোর উপযুক্ত মূল্য দিয়ে দিলেন এবং সেনাকর্মকর্তারা তাদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন।

মহড়ার তিন দিন পর।

সুলতান আইউবির সেনাবাহিনীতে তিনটা অপরাধ বেড়ে চলেছে। চুরি, জুয়াবাজি আর রাতে অনুপস্থিতি। অপরাধগুলো এর আগেও ছিল। কিন্তু ছিল অনুল্লেখযোগ্য। সামরিক মহড়ার পর এখন এগুলো মহামারির রূপ ধারণ করতে শুরু করেছে।

এই অপরাধগুলোর মূলে ছিল জুয়াবাজি। চুরির ব্যাপকতা এত বেশি ছিল যে, এক সিপাই অপর সিপাইর ব্যক্তিগত জিনিস চুরি করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে ফেলত। একরাতে ঘটে গেল একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা। হঠাৎ উধাও হয়ে গেল ফৌজের তিনটা ঘোড়া। অথচ, সিপাইদের সবাই উপস্থিত। ওপরে রিপোর্ট হলো। কর্মকর্তারা সিপাইদের সতর্ক করলেন, শাস্তির ভয় দেখালেন, আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিলেন। কিন্তু তবু অপরাধপ্রবণতা দিন-দিন বেড়েই চলছে।

একরাতে ধরা পড়ল এক সিপাই। সে কোথাও থেকে ক্যাম্পে ফিরছিল। এর আগে রাতে অনুপস্থিত থাকা সিপাইরা প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেত এবং তেমনিভাবেই ফিরে আসত। কিন্তু আজ একজন ধরা পড়ে গেল। লোকটা কম্পিত পায়ে এগিয়ে আসছিল। তাকে দেখে হাঁক দিল প্রহরী। সিপাই থেমে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

প্রহরী কাছে গিয়ে দেখল, লোকটার সারা গায়ে রক্ত, যেন রক্ত দ্বারা গোসল করে এসেছে। তাকে তুলে কমান্ডারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করা হলো। কিন্তু তাকে রক্ষা করা গেল না। মৃত্যুর পূর্বে সে বলেছিল, নিজের এক সিপাই সঙ্গীকে সে হত্যা করে এসেছে। তার লাশ ক্যাম্প থেকে আধা ক্রোশ দূরে একটা তাঁবুতে পড়ে আছে। তার বর্ণনামতে সেখানে তিনটা তাঁবু আছে। অধিবাসীরা যাবাবর। তাদের কাছে অনেক রূপসি তরুণী আছে। অনেক সিপাই রাতে সেখানে যাওয়া-আসা করে।

তাঁবুর যাযাবার অধিবাসী মেয়েরা শুধু দেহপসারিণী-ই নয় – তাদের প্রতিটা মেয়ে আপন-আপন খদ্দেরের মনে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত যে, আমার জীবন তোমার জন্য উৎসর্গিত; বিয়ে করে আমি তোমার স্ত্রী হয়ে জীবন কাটাতে চাই। পরে তদন্ত করে জানা গেছে, তারা তাদের খদ্দের সিপাইদের মাঝে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত ছিল।

তারই ফলে এই দুই সিপাই যাযাবরদের তাঁবুতে পরস্পর হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ল। একজন ঘটনাস্থলেই মারা গেল, অপরজন আহত হয়ে ক্যাম্পে ফিরে এসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে প্রাণ হারাল।

যাযাবরের তাঁবুতে নিহত সিপাইর লাশ আনতে কয়েকজন লোক পাঠানো হলো। একজন কমান্ডারও আছে তাদের সঙ্গে। মৃত সিপাইর দেওয়া নির্দেশনা মোতাবেক তারা ওখানে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু তাঁবু নেই। পড়ে আছে শুধু একটা লাশ। আলামতে বোঝা যাচ্ছে, এখানে তাঁবু ছিল; তুলে নেওয়া হয়েছে। রাতের বেলা পালিয়ে-যাওয়া-যাযাবরদের খুঁজে বের করা সম্ভব ছিল না। তারা সিপাইর লাশ তুলে নিয়ে ফিরে এল।

সুলতান আইউবিকে এই দুর্ঘটনার রিপোর্ট জানানো হলো। রিপোর্টে বলা হলো, সেনাবাহিনীতে অপরাধপ্রবণতা বেড়ে গেছে। তিনটা ঘোড়া চুরি হয়েছে। সুলতান আইউবি আলী বিন সুফিয়ানকে ডেকে বললেন, সিপাইবেশে ব্যারাকে গুপ্তচর ঢুকিয়ে তথ্য নাও, এসব অপরাধ বাড়ল কেন। আল-বারক-এর বাহিনীকেও সুলতান আইউবি এ-ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন।

এই 'কেন'র উত্তর নগরীতেই বিদ্যমান। কিন্তু সে-পর্যন্ত পৌঁছার সাধ্য নেই আলী বিন সুফিয়ানের গুপ্তচরদের। এটা দুর্গম একটা ভবন। এখানে একটা মিশরি পরিবার বাস করে। এই ভবন ও ভবনের অধিবাসীরা নগরীতে অত্যন্ত খ্যাতিমান ও প্রভাবশালী। বিপুল পরিমাণ দান-খয়রাত বণ্টন হয় এখানে। গরিব-অসহায় মানুষ এখান থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। মহড়ার সময় এরা সৈন্যদের জন্য দু-পোটলা স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিল সুলতান আইউবিকে। এটা একটা ব্যবসায়ী পরিবার। সুলতান আইউবির আগমনের আগে এই ভবনটা ছিল

www.pathagar.com

সুদানি বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের অতিথিশালা। সুলতান আইউবি এসে সুদানিদের নির্মূল করার পর এরা সুলতানের আনুগত্য মেনে নিয়েছে।

সুলতান আইউবি যেদিন আল-বারক ও আলী বিন সুফিয়ানকে সেনাবাহিনীর অপরাধপ্রবণতার রহস্য উদ্‌ঘাটনের নির্দেশ দিলেন, সেদিন এই ভবনেরই একটা কক্ষে বসা ছিল দশ-বারোজন লোক। কক্ষে মদের আসর চলছিল। এমন সময়ে প্রবেশ করল এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধকে দেখে সবাই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার সঙ্গে ছিল অতিশয় সুন্দরী একটা মেয়ে, যার মুখমণ্ডলের অর্ধেকটা নেকাবে ঢাকা। তারা কক্ষে প্রবেশ করামাত্র দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েটা মুখের নেকাব সরিয়ে ফেলল এবং বৃদ্ধের সঙ্গে এক পাশে বসে পড়ল।

'সেনাবাহিনীতে জুয়াবাজি ও অপকর্ম বেড়ে যাওয়ার সংবাদ এই গতকালই সুলতান আইউবির নিকট পৌঁছেছে। আমাদের আজকের এ-বৈঠক অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সুলতান আইউবি সৈনিকের বেশে সেনাবাহিনীতে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর এই চরবৃত্তিকে আমাদের ব্যর্থ করতে হবে। আমি তরতাজা যে-সংবাদটি নিয়ে এসেছি, তা বড়োই আশাব্যঞ্জক। একটা মেয়েকে কেন্দ্র করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে দুজন সিপাই একে অপরকে হত্যা করেছে। এটি আমাদের সাফল্যের সূচনা।' বলল বৃদ্ধ।

'তিন মাসে মাত্র দুজন মুসলমান সিপাই খুন হয়েছে। সাফল্যের এই গতি বড়োই ধীর। প্রকৃত সফল তো তখন হব, যখন সুলতান আইউবির কোনো সালার আরেক সালারকে হত্যা করবে।' বৃদ্ধের কথা কেটে বলল আরেকজন।

'আমি তো বরং সফলতা তাকে বলব, যখন কোনো সালার কিংবা নায়েব সালার সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করবে। আমি জানি, কোনো বাহিনীর এক হাজার সিপাই খুন হলেও তেমন কিছু যায়-আসে না। আমাদের টার্গেট আইউবি। আইউবিকে হত্যা করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। গত বছরের ঘটনাদুটোর কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। সমুদ্রতীরে আইউবিকে লক্ষ করে ছোড়া তির ব্যর্থ হয়ে গেল। রোম থেকে আমাদের বাহিনী এল; কিন্তু তারা সকলেই ধরা পড়ল। এতে বোঝা যায়, আপনারা সুলতান আইউবিকে হত্যা করা যত সহজ মনে করছেন, বিষয়টা তত সহজ নয়। তা ছাড়া এমনও তো হতে পারে, আইউবি নিহত হলে তার স্থলে যিনি আসবেন, তিনি আরও কঠোর, আরও কট্টর মুসলমান হবেন। তাই আমার প্রস্তাব হলো, তার বাহিনীকে সেই লোভনীয় ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করো, ক্রুশের পূজারিরা যেপথে নিক্ষেপ করেছে বাগদাদ ও দামেশকের আমীর-শাসকদের।' বলল বৃদ্ধ।

'ক্রুশের অনুসারী ও সুদানি বাহিনী পরাজিত হলো এক বছর হয়ে গেছে। এই এক বছরে আপনি কী-কী কাজ করেছেন? আপনি বড়ো দীর্ঘ সময় ব্যয়

www.pathagar.com

করেছেন। দুজন লোককে যে-করে হোক হত্যা করতেই হবে। তারা হলেন সালাহুদ্দীন আইউবি আর আলী বিন সুফিয়ান।' বলল একজন।

'আলী বিন সুফিয়ানকে যদি হত্যা করা যায়, তা হলে আইউবি এমনিতেই অন্ধ ও বধির হয়ে যাবে।' বলল আরেকজন।

'আমি সেই চোখগুলোকে হাত করে ফেলেছি, যারা সুলতান আইউবির বুকের প্রতিটি গোপন রহস্য স্পষ্ট দেখতে পায়' – বৃদ্ধ তার সঙ্গে-আসা-মেয়েটার পিঠে হাত রেখে বলল – 'এই সেই চোখ। দেখে নাও, এই চোখদুটোতে কেমন জাদু! তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবির পদস্থ এক কর্মকর্তা খাদেমুদ্দীন আল-বারক-এর নাম অবশ্যই শুনেছ। কেউ হয়তো তাকে দেখেছও। সালাহুদ্দীন আইউবির একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি দুজন। একজন আলী বিন সুফিয়ান আর অপরজন খাদেমুদ্দীন আল-বারক। আলী বিন সুফিয়ানকে হত্যা করা বোকামি হবে। আমি আল-বারককে যেভাবে কবজা করেছি, আলীকেও সেভাবে মুঠোয় আনতে হবে।

'কী বললেন, আল-বারক আপনার কবজায় এসে গেছে?' হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে জিগ্যেস করল একজন।

'হাঁ' – মেয়েটার রেশমি চুলে আঙুল বুলিয়ে বৃদ্ধ বলল – 'আমি তাকে এই শিকলে আটক করেছি। আজ বিশেষ করে এ-সুসংবাদটি শোনানোর জন্যই আপনাদের এখানে তলব করেছি। আমাদের এ-বৈঠক দ্রুত মুলতবি করতে হবে। কারণ, এভাবে একত্রে একস্থানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা ঠিক নয়। এ-মেয়েটিকে বোধহয় আপনারা সকলেই চিনবেন। এ যে এত বিচক্ষণতার সঙ্গে নাটক মঞ্চস্থ করতে পারবে, আমি তা কল্পনাও করিনি। বয়সে কচি হলে কী হবে, মেয়েটা কাজে বড়ো পাকা। গত একটা বছর আমি এমন কোনো সুযোগের সন্ধান করে ফিরছিলাম, যাতে আলী ও আল বারককে; না হয় অন্তত একজনকে ফাঁদে ফেলতে পারি। তাদের সঙ্গে আমি কখনও সাক্ষাৎ করিনি। তার কারণ, আমি তাদের কাছে পরিচিত হতে চাইনি।...

'সুলতান আইউবি তার সামরিক কর্মকর্তাদের শহর থেকে দূরে রাখেন। অবশেষে তিনি সামরিক মহড়া ও মেলার ঘোষণা দিলেন। আমি জানতে পারলাম, তিনি সেনাকমান্ডার ও সালারদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন মেলায় এসে তারা আমজনতার সঙ্গে বসে, তাদের সঙ্গে কথা বলে এবং ভীতি ছড়ানোর পরিবর্তে জনমনে আস্থা তৈরির চেষ্টা করে। আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেও আলী বিন সুফিয়ানকে কোথাও পেলাম না। এই মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। খুঁজে পেলাম আল-বারককে। তার একপাশে দুটা খালি চেয়ার পেলাম। কাছেরটাতে মেয়েটিকে বসিয়ে অপরটায় আমি বসে পড়লাম। আমি একে আট মাস ধরে ওস্তাদি কায়দা শিখিয়ে আসছি। মেয়েটি আমাকে নিজের

www.pathagar.com

বৃদ্ধ স্বামী এবং নিজেকে খরিদকৃতা মজলুম নারী পরিচয় দিয়ে আল-বার্‌ক-এর মতো ঈমানদার লোকটাকে নিজের রূপের ফাঁদে বন্দি করে ফেলেছে। দুজনে অন্যত্র সাক্ষাতের সময় ও স্থান ঠিক করে নিল। পতিত জীর্ণ ভবনটাতে নিয়ে এসে তার সঙ্গে কী ড্রামা খেলতে হবে, আমি তাকে শিখিয়ে দিলাম।...

'মেয়েটি যথাসময়ে ভবনটাতে চলে গেল। আর-বার্‌কও এল। চারজন লোক নিয়ে আমি পূর্ব থেকেই সেখানে লুকিয়ে ছিলাম। সেই চারজনের দুজন এখানে উপস্থিত আছে। আপনারা সবাই হয়তো তাদের চেনেন না। তারা আমাদের দলেরই লোক। মেয়েটি আল-বার্‌ক-এর কাছে প্রমাণ করল, তার খাতিরে সে নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত। আমাদের চার সঙ্গী আল-বার্‌ক ও মেয়েটির ওপর তরবারি দ্বারা আক্রমণ চালাল। মেয়েটি বর্শা দ্বারা মোকাবেলা করল।...

'নাটকটা এমন সুনিপুণভাবে মঞ্চস্থ করা হলো যে, আল-বার্‌ক-এর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগল না। অভাগার মাথায় এ-বুঝটুকুও এল না যে, তলোয়ার ও বর্শার এমন ঘোরতর লড়াই হলো; অথচ একটা লোকেরও গায়ে সামান্য আঁচড় লাগল না। এমনকি তার নিজের গায়েও একটা খোঁচা লাগল না! আমি এই বলে নাটকের ইতি টানলাম যে, মেয়েটি এত দুঃসাহসী আমি আগে জনতাম না। এমন সাহসী মেয়ে কোনো বীর পুরুষের পাশেই ভালো মানাবে। এই বলে আমি সন্তুষ্টচিত্তে মেয়েটিকে আল-বার্‌ক-এর হাতে তুলে দিলাম।'

'এমন পরিণত বয়সের একজন অভিজ্ঞ শাসক এত সহজে আমার ফাঁদে আটকে গেল ভেবে আমি বিস্মিত হই। আমি তাকে মদ-মাদকতায় অভ্যস্ত করে তুলেছি, যা পূর্বে কখনও সে পান করেনি। তার প্রথমা স্ত্রী আমার সঙ্গে একই ঘরে বাস করে। ছেলেমেয়েও আছে। কিন্তু আমাকে পেয়ে লোকটা সবাইকে ভুলে গেছে।' বলল মেয়েটা।

মেয়েটা কী-কী পদ্ধতিতে সুলতান আইউবির এমন একজন নির্ভরযোগ্য ও ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের বিবেক-বুদ্ধিকে নিজের মুঠিতে নিয়ে রেখেছে, সভাসদদের সামনে তার বিবরণ তুলে ধরল।

'এই তিন মাসে মেয়েটি আমাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির কয়েকটি মূল্যবান তথ্য দিয়েছে। সুলতান আইউবি বিশাল সেনাবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই বাহিনীর অর্ধেক থাকবে মিশরে। বাকি অর্ধেককে তিনি নিজের কমান্ডে রাজাদের বিরুদ্ধে লড়াবার জন্য নিয়ে যাবেন। দৃষ্টি তাঁর জেরুজালেমের ওপর। কিন্তু আমার মেয়েটি আল-বার্‌ক থেকে যে-তথ্য সংগ্রহ করেছে, তা হলো, আইউবি সবার আগে নিজের মুসলিম প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আপনজনদের ঐক্যবদ্ধ করবেন। কিন্তু ক্রুশের অনুসারীরা তাদের ঐক্য সেই পদ্ধতিতে বিনষ্ট করে দিয়েছে, যে-পদ্ধতিতে আমরা আল-বার্‌ককে নিজেদের কবজায় এনেছি।' বলল বৃদ্ধ।

www.pathagar.com

'তা হলে কি আমরা ধরে নিতে পারি, আল-বার্‌ক এখন আমাদেরই লোক?' জানতে চাইল একজন।

'না; আল-বার্‌ক এখনও একনিষ্ঠভাবেই আইউবির অনুগত। পাশাপাশি ততটুকু ভক্ত আমাদের এই মেয়েটিরও। মেয়েটি বড়ো বিচক্ষণতা ও আবেগের সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে সুলতান আইউবি, তার জাতি ও ইসলামের জন্য উৎসর্গিত বলে প্রকাশ করেছে যে, আর-বার্‌ক একে স্বজাতির একটি জানবাজ কন্যা মনে করে। এর রূপ-যৌবন ও প্রেম-ভালোবাসার ক্রিয়াই আলাদা। আল-বার্‌ককে আমরা আমাদের দলে ভেড়াতে পারব না। তার প্রয়োজনইবা কী। সে আমাদের হাতের পুতুল হয়েই তো কাজ করছে।' জবাব দিল বৃদ্ধ।

'সুলতান আইউবি আর কী করতে চান?' জিগ্যেস করল দলের এক সদস্য।

'সুলতান আইউবি সালতানাতে ইসলামিয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তিনি ক্রুশের সাম্রাজ্যে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। আমাদের যেসব গুপ্তচর সমুদ্রের ওপার থেকে এসেছিল, তাদের গ্রেফতার ও ব্যর্থ করে দিতে আইউবি আলী বিন সুফিয়ানের তত্ত্বাবধানে বিশাল একটা গ্রুপ তৈরি করেছেন। আল-বার্‌ক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তিনি জানবাজদের আলাদা একটা বাহিনীও গঠন করেছেন। তার পরিকল্পনা হলো, তাদের বিভিন্ন খ্রিস্টরাজ্যে পাঠিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতা চালাবেন। এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। সালাহুদ্দীন আইউবির পরিকল্পনা খুবই ভয়াবহ। ক্রুশেডবিরোধী সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবেই তিনি সামরিক মহড়ার আয়োজন করেছিলেন এবং সেনাবাহিনীতে সাত হাজার যুবক ভর্তি করেছেন। এখনও ভর্তি হচ্ছে। যারা ভর্তি হচ্ছে, তাদের মাঝে সুদানিও রয়েছে। আমি ওপর থেকে যে-নির্দেশনা পেয়েছি, তা হলো, আইউবির বাহিনীতে পাপের বীজ বপণ করতে হবে। সৈন্যদের মনে নারী ও জুয়ার আসক্তি ঢুকিয়ে দিতে হবে।' জবাব দিল বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ আরও তথ্য দিল, সুলতান আইউবির সামরিক মহড়া সমাপ্ত হওয়ার পরপর আমি সেনাদের মাঝে নিজের লোক ঢুকিয়ে রেখেছি। তারা খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে সৈন্যদের মাঝে জুয়াবাজি শুরু করিয়ে দিয়েছে। জুয়া আর নারী এমন দুটা বস্তু, যা মানুষকে চুরি ও খুনখারাবিতে লিপ্ত করে। বেশ্যা মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আমি আইউবির সেনাক্যাম্পগুলোর আশপাশে ছড়িয়ে দিয়েছি। তারা এতই বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করছে যে, তারা যে পেশাদার পতিতা, তা কাউকে বুঝতেই দেয় না। তারা সুলতান আইউবির সৈন্যদের পাপের পথে নিক্ষিপ্ত করার পাশাপাশি তাদের মাঝে দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করছে। বৃদ্ধ জানাল, ইতিমধ্যে আমার এই অভিযানের ফলও ফলতে শুরু করেছে। এই

www.pathagar.com

একেবারে তাজা খবর, দুজন সিপাই রাতের আঁধারে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে একই সময়ে একমেয়ের তাঁবুতে ঢোকে। মেয়েটির দখল নিয়ে তারা বিবাদে লিপ্ত হয়। সৈনিক মানুষ তো! এক কথা দুকথার পর যুদ্ধ বেঁধে গেল। একজন ঘটনাস্থলেই খুন হয়ে গেল। অপরজনের ব্যাপারে শুনেছি, সে রক্তাক্ত অবস্থায় ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে মারা গেছে। এ-রিপোর্ট চলে গেছে সুলতান আইউবির কাছে। তিনি আলী বিন সুফিয়ান ও আল-বারককে ডেকে ক্যাম্পে-ক্যাম্পে গুপ্তচর ঢুকিয়ে এই চুরি, জুয়াবাজি ও অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির কারণ উদ্‌ঘাটনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদের যে-মেয়েগুলো এ-কাজে নিয়োজিত আছে, আপনারা তাদের বলে দেবেন, যেন তারা ক্যাম্পের ধারেকাছেও না যায়।

বৃদ্ধ আরও জানাল, মেয়েটা পাঁচ-ছদিন পরপর নতুন তথ্য জানাতে তার কাছে আসে। যে-রাতে তার বাইরে বেরুবার প্রয়োজন পড়ে, সে-রাতে আল-বারককে মদের সঙ্গে একপ্রকার নেশাকর পাউডার মিশিয়ে খাইয়ে দেয়। তার ক্রিয়ায় লোকটা ভোর পর্যন্ত অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে। বৈঠকে এ-তথ্যও প্রকাশ করা হলো যে, মিশরের শহরনগর ও গ্রামগঞ্জে গোপন বেশ্যালয় ও জুয়ার আসর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফলাফল অনেক আশাব্যঞ্জক। প্রশিক্ষিত সুন্দরী মেয়েরা সুশীল ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকদের পাপের পথে নিক্ষেপ করে চলেছে। এখন থেকে চেষ্টা করতে হবে, মুসলিম মেয়েদের মাঝেও কীভাবে এই অশ্লীলতা ছড়ানো যায়।

গুপ্তচরদের গোপন এই অধিবেশন সমাপ্ত হলো। তারা সবাই একসঙ্গে না-বেরিয়ে একজন বের হওয়ার দশ-পনেরো মিনিট পর বের হয় দ্বিতীয়জন। এভাবে একে-একে সবাই আপন-আপন ঠিকানায় চলে গেল। চলে গেল বৃদ্ধও। রয়ে গেল শুধু আসেফা ও আরেকজন। অবশেষে আসেফাও মুখটা নেকাবে ঢেকে লোকটার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

◆◆◆

আল-বারক-এর ঘরে আসেফা এখনও এক রহস্যময়ী নারী। কাজটা অন্যায় না হলেও আল-বারক কাউকে জানতে দেননি, তিনি আরেকটা মেয়েকে বউ বানিয়ে ঘরে তুলেছেন। এতকাল একজন স্ত্রী নিয়ে ঘর করে চল্লিশ বছর বয়সে একটা সুন্দরী যুবতিকে বিয়ে করার কথা শুনলে বন্ধুরা ঠাট্টা করবে। কিন্তু এ-রহস্য তিনি বেশি দিন গোপন রাখতে পারেননি। আলী বিন সুফিয়ান শহর ও সেনাক্যাম্পগুলোর আশপাশে যে-গুপ্তচরদের ছড়িয়ে রেখেছিলেন, তাদের মাধ্যমে তিনি রিপোর্ট পেলেন, মহড়ার পর থেকে শহরে জুয়া ও অপকর্ম বেড়ে চলেছে।

একদিন এক গুপ্তচর আলী বিন সুফিয়ানকে রিপোর্ট দিল, সে গত তিন মাসে চারবার দেখেছে, রাতে যখন সব মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, তখন খাদেমুদ্দীন আল-

www.pathagar.com

বার্‌ক-এর ঘর থেকে কালো চাদরে আবৃতা এক মহিলা বের হয়। খানিক দূরে গেলে একজন পুরুষ তার সঙ্গ নেয়। গুপ্তচর জানাল, প্রথম দুবার আমি এতটুকুই দেখেছি। তৃতীয়বার মহিলার পিছু নিলাম। দেখলাম, মহিলা লোকটার সঙ্গে একটা ঘরে ঢুকে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে বের হয়ে তারই সঙ্গে ফিরে গেছে।

গুপ্তচর আরও জানাল, গত রাতেও আমি মহিলাকে আল-বার্‌ক-এর ঘর থেকে বের হয়ে উক্ত লোকটার সঙ্গে যেতে দেখে তাদের পিছু নিলাম। কিছুদূর গিয়ে তারা আগের ঘরটাতে ঢুকে পড়ল এবং কিছুক্ষণ পর অন্য একজনের সঙ্গে বেরিয়ে এল। সেখান থেকে বেরিয়ে ঢুকল শহরের অপর বিশাল এক ভবনে। আমি ভবনটার বেশ দূরে একস্থানে অবস্থান নিলাম। দীর্ঘসময় পর পনেরো-বিশ মিনিট অন্তর-অন্তর ভবন থেকে একে-একে বের হলো এগারোজন মানুষ। সবশেষে সঙ্গী পুরুষটার সঙ্গে মহিলাও বের হলো। আমি অন্ধকারে তাদের পিছু নিলাম। আল-বার্‌ক-এর ঘরের সামান্য দূর থেকে লোকটা অন্যদিকে চলে গেল আর মহিলা আল-বার্‌ক-এর ঘরে ঢুকে পড়ল।

আল-বার্‌ক-এর মতো উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তার বাসগৃহ সম্পর্কে রিপোর্ট করার সাহস একজন সাধারণ গুপ্তচরের থাকার কথা নয়। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ানের নীতি অত্যন্ত কঠোর। তাঁর গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদের বলে রাখা ছিল, স্বয়ং সুলতান আইউবির কোনো আচরণ বা গতিবিধিতেও যদি সন্দেহ দেখা দেয়, তারও রিপোর্ট করতে হবে। এ-ব্যাপারে কারও পদমর্যাদার তোয়াক্কা করা যাবে না। যখনই যার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেবে – হোক তা তুচ্ছ – সঙ্গে-সঙ্গে তা আলী বিন সুফিয়ানকে অবহিত করতে হবে।

এই গুপ্তচর চার-চারটিবার যা দেখেছে, আলী বিন সুফিয়ানের জন্য তা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি আল-বার্‌ক-এর স্ত্রীকে ভালো করেই জানেন। মহিলা এমন নন যে, রাতের বেলা পরপুরুষের সঙ্গে ঘর থেকে বের হবেন। আল-বার্‌ক-এর কোনো যুবতি মেয়েও নেই। তা ছাড়া আল-বারক্ নতুন কোনো যুবতিকে বিয়ে করে ঘরে তুললে সে খবর তো তাঁদের অজানা থাকত না।

বিষয়টা নিয়ে আলী বিন সুফিয়ান গভীর ভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি ভাববেন, আল-বার্‌ক আমার বন্ধু মানুষ; তার ঘরে নতুন করে কিছু একটা ঘটে থাকলে তা আমার জানবার কথা। তবে কি লোকটা কোনো নারীর খপ্পরে পড়ে গেল? রহস্যটা কীভাবে উদ্‌ঘাটন করা যায়!

মাথায় একটা বুদ্ধি এল আলী বিন সুফিয়ানের। তিনি গোয়েন্দা বিভাগের একটা মেয়েকে নির্যাতিতা নারীর বেশে আল-বার্‌ক-এর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। তাকে বলে দিলেন, তুমি গিয়ে বলবে, আমার স্বামী মারা গেছেন; ছেলে-সন্তান কেউ নেই। আমাকে সাহায্য করুন।

www.pathagar.com

আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশনা মোতাবেক মেয়েটা আল-বার্‌ক-এর ঘরে গেল। আল-বার্‌ক তখন ঘরে ছিলেন না। মেয়েটা কৌশলে ঘরের সর্বত্র ঘুরেফিরে দেখল। সে এক নবাগতা সুন্দরী তরুণীকে দেখতে পেল। মেয়েটা আল-বার্‌ক-এর প্রথমা স্ত্রীর কাছে গিয়ে নিজের ফরিয়াদ জানাল। বলল, খালাম্মা, দয়া করে আপনি হুজুরের কাছে আমার জন্য সুপারিশ করুন। কথায়-কথায় সে জিগ্যেস করে বসল, আপনার মেয়ের কি বিয়ে হয়ে গেছে?

আল-বার্‌ক-এর স্ত্রী জবাব দিল– 'ও আমার মেয়ে নয় – আমার স্বামীর নতুন বউ। তিন মাস হলো তিনি একে বিয়ে করেছেন।'

আলী বিন সুফিয়ানের জন্য এই তথ্য বিস্ময়কর। তাঁর মনে এ-সন্দেহটাই জেগেছিল যে, রাতের অন্ধকারে বের-হওয়া-মেয়েটা আল-বার্‌ক-এর স্ত্রী হতে পারে না। গুপ্তচর মেয়ের দেওয়া তথ্যের পর অপর এক মহিলার মাধ্যমে আলী বিন সুফিয়ান আল-বার্‌ক-এর প্রথমা স্ত্রীর কাছে বার্তা পাঠালেন– 'আমি বাইরে কোথাও আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তবে আল-বার্‌ক যেন ব্যাপারটা জানতে না পারে।' বার্তায় তিনি একথাও বললেন যে, আপনার পরিবার সম্পর্কে আমার অনেক জরুরি কথা আছে।

আলী বিন সুফিয়ান সাক্ষাতের স্থান ও সময় নির্ধারণ করে দিলেন।

আল-বার্‌ক অফিসের কাজে ব্যস্ত। তার প্রথমা স্ত্রী নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। আলী বিন সুফিয়ান মহিলাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। তিনি বললেন– 'আমি জানতে পেরেছি, আপনার স্বামী নাকি আরেকটা বিয়ে করেছে?'

মহিলা বললেন– 'আল্লাহর শোকর, আমার স্বামী মাত্র দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন – তৃতীয় বা চতুর্থ বিয়ে করেননি।'

আলী বিন সুফিয়ান জিগ্যেস করলেন– 'তা নতুন বউটা কেমন হলো?'

'খুবই সুন্দরী।' সংক্ষেপে উত্তর দিলেন মহিলা।

'ভদ্রও তো, না? তার প্রতি আপনার কোনো ধরনের সন্দেহ নেই তো?'

জবাবে মহিলা কিছুই না-বলে নীরবে কিছুক্ষণ ভাবনায় পড়ে থাকলেন। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর জবাবের অপেক্ষা না করে বললেন– 'আচ্ছা, আমি যদি বলি, মেয়েটা মাঝে-মাঝে রাতের আঁধারে বাইরে কোথাও চলে যায়, তা হলে রাগ করবেন না তো?'

মহিলা স্মিত হেসে বললেন– 'আমি নিজেই ভাবছিলাম, কথাটা কাকে বলব। আমার স্বামী মেয়েটার ভৃত্য হয়ে গেছেন। আমার সঙ্গে তো তিনি এখন কথাও বলেন না। অতি আদরের এই বউটার বিরুদ্ধে যদি কিছু বলতে যাই, তা হলে নির্ঘাত আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবেন। তিনি ভাববেন, হিংসাবশত আমি

www.pathagar.com

তার বদনাম করছি। মেয়েটা আসলেই খারাপ। আমার ঘরে ইতিপূর্বে কখনও মদের ঘ্রাণও আসেনি। আর এখন পিপার পর পিপা শূন্য হয়ে যায়।'

'মদ? আল-বার্‌ক মদপানও শুরু করেছে?' হঠাৎ চমকে উঠে জিগ্যেস করলেন আলী বিন সুফিয়ান।

'শুধু পানই করেন না – মাতাল-অচেতনও হয়ে যান। আমি ছবার মেয়েটাকে রাতের বেলা বাইরে যেতে দেখেছি। ফিরেছে অনেক বিলম্বে। আমি এ-ও দেখেছি, যে-রাতে মেয়েটা বাইরে যায়, সে-রাতে আল-বার্‌ক অজ্ঞানের মতো পড়ে থাকেন। সকালে জাগেন অনেক দেরিতে। মেয়েটা বড়ো বদমাশ। লোকটার সঙ্গে ও প্রতারণা করছে।' বললেন মহিলা।

'না; বদশাম নয় – মেয়েটা গুপ্তচর। আর সে ধোঁকা দিচ্ছে আল-বার্‌ককে নয় – গোটা জাতিকে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'কী বললেন? গুপ্তচর? আমার ঘরে শত্রুর গোয়েন্দা?' অকস্মাৎ শিউরে উঠলেন মহিলা। বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত কড়মড় করে বললেন– 'আপনি জানেন আমি শহীদ পিতার কন্যা। আমার স্বামী আল-বার্‌ক ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। নিজের জীবনটা ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। আমার সন্তানদের আমি জিহাদের জন্য গঠন করছি। আর এখন আপনি কিনা বলছেন, আমার সন্তানদের পিতা শত্রুপক্ষের একটা গোয়েন্দা মেয়ের কবজায় বন্দি! আমি আমার সন্তানদের পিতাকে ত্যাগ করতে পারি – জাতি ও ইসলামকে কোরবান হতে দিতে পারি না। যে করেই হোক, আমি দুজনকেই হত্যা করে ফেলব।'

'আলী বিন সুফিয়ান অনেক কষ্টে মহিলাকে শান্ত করলেন। বললেন, মেয়েটা যে গুপ্তচর, তা আমাদের নিশ্চিত হতে হবে। দেখতে হবে, আল-বার্‌ক কি গুপ্তচরদের দলে ভিড়ে গেছে, নাকি তাকে মদপান করিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। আলী বিন সুফিয়ান আল-বার্‌ক-এর স্ত্রীকে এ-ও জানালেন, আমরা গুপ্তচরদের হত্যা করি না – গ্রেফতার করে তাদের গ্যাং সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি।

আলী বিন সুফিয়ানের পরামর্শে শান্ত হয়ে আল-বার্‌ক-এর স্ত্রী চলে গেলেন। কিন্তু তার ভাবগতিকে মনে হচ্ছিল, ঈমানি চেতনাসমৃদ্ধা মহিলা ফুঁসে উঠতে পারেন যেকোনো মুহূর্তে। আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারেন যেকোনো সময়।

◆◆◆

খাদেমুদ্দীন আর-বার্‌ক আলী বিন সুফিয়ানের কেবল সহকর্মী-ই নন – একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুও বটে। বয়সেও দুজন সমান। রণাঙ্গনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইও করেছেন দুজনে। সুলতান আইউবির প্রবীণ সহচর। তথাপি নিজের

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিয়ের কথা আলী বিন সুফিয়ান থেকে গোপন রেখেছেন। বিষয়টা অবহিত হওয়ার পর আলী বিন সুফয়ান এ-প্রসঙ্গে তার সঙ্গে কোনো আলাপ করেননি। আল-বার্‌ক-এর মাধ্যমে বিষয়টা নিশ্চিত হতে সুকৌশলে তৎপরতা চালালেন। তিনি আল-বার্‌ক-এর বাড়ি আর মেয়েটা রাতের অন্ধকারে যে-বাড়িতে যাওয়া-আসা করে, দুয়ের মাঝে গুপ্তচর বসিয়ে দিলেন।

আল-বার্‌ক-এর প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে আলী বিন সুফিয়ানের কথা হলো দুদিন হয়ে গেছে। এ-সময়ে আসেফা ঘর থেকে বের হয়নি। রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে আলীর গোয়েন্দারা।

তৃতীয় রাতের দ্বিপ্রহরের পূর্বমুহূর্ত। আলী বিন সুফিয়ান ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ ত্রস্তব্যস্ত হয়ে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করল এক চাকর। তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল– 'ওমর এসেছে! তাকে খুব ভয়ার্ত দেখাচ্ছে!'

ধনুক থেকে বের-হওয়া-তিরের মতো দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন আলী বিন সুফিয়ান। দু-তিন লাফে বারান্দাটা অতিক্রম করে দেউড়ি পার হয়ে বাইরে চলে এলেন। বাইরে দণ্ডায়মান ওমর বলল– 'দ্রুত দশ-বারোজন অশ্বারোহী প্রস্তুত করুন। নিজের ঘোড়াও হাজির করুন। তার পর বলছি, কী ঘটেছে।'

চৌদ্দজন সশস্ত্র আরোহী, নিজের ঘোড়া ও তরবারি প্রস্তুত করার আদেশ দিয়ে আলী ওমরকে জিগ্যেস করলেন– 'এবার বলো ব্যাপার কী?'

আসেফার গতিবিধির অনুসরণে নিয়োজিত ছিল ওমর ও আজর নামের দুই গোয়েন্দা। আলী বিন সুফিয়ান তাদের আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন, ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়েটা কোথাও যেতে শুরু করলে সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

বড়ো ভয়ানক সংবাদ নিয়ে এসেছে ওমর। সে জানাল, এই সামান্য আগে আল-বার্‌ক-এর ঘর থেকে আপাদমস্তক কালো চাদরে ঢাকা একটা মেয়ে বের হয়েছে। পঞ্চাম-ষাট গজ পথ অতিক্রম করার পর সেই ঘর থেকে বের হলো একই রকম পোশাকপরিহিতা আরেক নারী। দ্রুত অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় মহিলা প্রথম মহিলার পেছনে চলে গেল। খানিকটা দূরে থাকতেই প্রথম মহিলা দাঁড়িয়ে গেল। গুপ্তচর দুজন লুকোনো ছিল আড়ালে। কেউই তাদের দেখতে পায়নি। তারা মহিলাদের অনুসরণও করছিল অতি সন্তর্পণে। মুখোমুখি হলো দুই মহিলা। কী যেন কথা হলো দুজনের মাঝে। হঠাৎ হাতে তালি বাজাল একজন। কাছাকাছি একস্থান থেকে বেরিয়ে এল একব্যক্তি। সে দ্বিতীয় মহিলাকে আটক করার চেষ্টা করল। মহিলা কী একটা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করল তার ওপর। লোকটা মহিলার ওপর পালটা আঘাত হানল।

কণ্ঠস্বর শোনা গেল প্রথম মহিলার– 'একে তুলে নিয়ে চলো'। দ্বিতীয় মহিলা আঘাত হানল তার ওপর। তার চিৎকারের শব্দ ভেসে এল। দ্বিতীয় মহিলা পুরুষ

www.pathagar.com

লোকটার আঘাত প্রতিহত করল। আরও একটা আঘাত হানল প্রথম মহিলার ওপর। আহত হয়ে পড়ল মহিলাদের দুজনই। আলী বিন সুফিয়ানকে সংবাদ দিতে দৌড়ে গেল ওমর। আজর লুকিয়ে থাকল সেখানেই। এরা কোথায় যায়, দেখার অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকল সে।

এরূপ বিশেষ সময়ের জন্য অতি দ্রুতগামী ও অভিজ্ঞ আরোহীদের একটি বাহিনী গঠন করে রেখেছিলেন আলী বিন সুফিয়ান। রাতে ঘুমায় তারা আস্তাবলে – ঘোড়ার কাছে। জিন-হাতিয়ার প্রস্তুত থাকে সব সময়। প্রয়োজন হলে রাতেও যেন তারা কয়েক মিনিটে প্রস্তুত হয়ে যথাস্থানে পৌঁছে যেতে পারে, তার প্রশিক্ষণ দিয়ে রাখা হয়েছে তাদের। বাহিনীটি এতই করিতকর্মা যে, সংবাদ পেয়ে আলী বিন সুফিয়ান পোশাক বদল ও ঘোড়া প্রস্তুত করতে-না-করতেই তারা এসে উপস্থিত হয়ে গেল।

আলী বিন সুফিয়ানের নেতৃত্ব ও ওমরের দিঙ্‌নির্দেশনায় বাহিনীটি ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছল। দুজন আরোহীর হাতে লাঠির মাথায় বাঁধা তেলভেজা কাপড়ের মশাল। ঘটনাস্থলে পড়ে আছে দুটা মানবদেহ। ঘোড়া থেকে নেমে দেখলেন আলী বিন সুফিয়ান। একজন আল-বার্‌ক-এর প্রথমা স্ত্রী, অপরজন ওমরের সহকর্মী আজর। দুজনই জীবিত ও রক্তাক্ত।

আজর জানাল, অপর দুজন এই মহিলাকে ফেলে চলে গেলে আমি এগিয়ে আসি। কিন্তু হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন পরপর তিনটা আঘাত হানে আমার ওপর। আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি। আক্রমণকারী পালিয়ে যায়। অপর মহিলা আল-বার্‌ক-এর ঘরের দিকে যায়নি– গেছে বরাবরের মতো ওই ভবনটার দিকে। বাড়িটা জানা আছে ওমরের।

আলী বিন সুফিয়ান দুজন আরোহীকে বললেন, তোমরা জখমিদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও; তাদের সেবা-চিকিৎসা দাও এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করো। অবশিষ্টদের ওমরের দিঙ্‌নির্দেশনায় সেই ভবনটার দিকে নিয়ে গেলেন, আসেফা যেখানে যাওয়া-আসা করে।

পুরনো আমলের বিশাল একটা বাড়ি। সঙ্গে সংযুক্ত আরও কয়েকটা ভবন। পেছনের দিক থেকে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শোনা গেল। আলী বিন সুফিয়ান তার সৈন্যদের ভবনটার দুদিক থেকে পেছনে পাঠিয়ে দিলেন। দুজনকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন সম্মুখের ফটকে। বলে দিলেন, ভেতর থেকে কেউ বোরোবার চেষ্টা করলে তাকে ধরে ফেলবে। পালাবার চেষ্টা করলে পেছন থেকে তির ছুড়ে শেষ করে দেবে।

চক্কর কেটে আলী বিন সুফিয়ানের সৈন্যরা ভবনের পেছনে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন সময়ে তারা একাধিক ধাবমান ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পেল। আলী বিন

www.pathagar.com

সুফিয়ান এক আরোহীকে বললেন– 'জলদি যাও; কমান্ডারকে বলো, দ্রুত ভবনটাকে ঘিরে ফেলে যেন ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং ভেতরের সবাইকে গ্রেফতার করে।'

আরোহী ক্যাম্পের দিকে ছুটে গেল।

আলী বিন সুফিয়ান উচ্চ কণ্ঠে তাঁর বাহিনীকে আদেশ করলেন– 'ঘোড়া হাঁকাও – ধাওয়া করো।' তিনি নিজেও ঘোড়া হাঁকালেন। উন্নত জাতের বাছাইকরা ঘোড়া তাঁর। তিনি বাতাসের গতিতে ছুটে চললেন। নগর এলাকা পেরিয়েই সামনে খোলা ময়দান।

ঘোড়া অন্ধকারে দেখা যায় না। ধাবমান অশ্বের শব্দের অনুসরণ করা হচ্ছে শুধু। নগরী ছেড়ে খোলা মাঠে এসে পড়েছে পলায়নকারীরা। এবার আত্মগোপন করা কঠিন হয়ে পড়ল তাদের জন্য। বিস্তৃত দিগন্তের দৃশ্যপটে এবার ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে তাদের।

তারা চারজন। উভয় পক্ষের মাঝে এখনও অন্তত একশো গজের ব্যবধান। আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশে ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকেই তির ছুড়ল দুই আরোহী। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো আক্রমণ। লোকগুলোকে বড়ো চতুর মনে হলো। যাচ্ছিল একত্রিতভাবে পাশাপাশি। এবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাদের ঘোড়া। ধেয়ে চলছে অবিরাম। আলী বিন সুফিয়ানের বাহিনীও এগিয়ে চলছে তীরগতিতে। ধীরে-ধীরে উভয় পক্ষের মধ্যকার দূরত্ব কমে আসতে থাকল। পলায়নকারীদের ঘোড়াও পরস্পর আরও বিচ্ছিন্ন হতে থাকল। সামনে ঘনসন্নিবিষ্ট একটা খেজুর বাগান। এখানে উপনীত হয়ে তাদের ঘোড়াগুলো একের-থেকে-অপরটা আরও দূরে সরে গেল। দুটা ডানে আর দুটা বাঁয়ে কেটে পড়ল। জায়গাটা বেশ উঁচু। ওপরে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘোড়াগুলো।

আলী বিন সুফিয়ানের বাহিনীও উঁচুতে আরোহণ করল। কিন্তু পলায়মান ছায়ামূর্তিগুলো এবার অনেক ব্যবধানে চলে গেল তাদের থেকে। চারজন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন, ওরা তার বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করতে চায়। তিনি উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিলেন– 'তোমরা বিভক্ত হয়ে ওদের ধাওয়া করো। আর দ্রুত ঘোড়া ছোটাও। ব্যবধান কমিয়ে ফেলো। ধনুকে তির সংযোজন করো।'

আলী বিন সুফিয়ানের বাহিনী চারভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। তারা কাঁধ থেকে ধনুক নামিয়ে তাতে তির সংযোজন করল। তারপর পলায়নকারী চারটা ঘোড়ার পিছু নিল। পলায়নকারীদের ঘোড়ার গতি আরও বেড়ে গেল। বেড়ে গেল আলী বিন সুফিয়ানের বাহিনীর ঘোড়ার গতিও। হঠাৎ উনিশটা ঘোড়ার খুরধ্বনি ভেদ

www.pathagar.com

করে কানে ভেসে এল ধনুক থেকে ছুটে-যাওয়া একটা তিরের শাঁ-শাঁ শব্দ। সঙ্গে একজনের চিৎকারধ্বনি– 'একটা শেষ করেছি, ঘোড়া কাবু হয়ে গেছে।'

এদিকে আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে যে-দুজন আরোহী আছে, তারাও তির ছুড়ল। অন্ধকারে তির লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং হচ্ছেও। তবু তারা একটা ঘোড়া ঘায়েল করতে সক্ষম হলো। ঘোড়াটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চক্কর কেটে চলে এল পেছনে। একজন বর্শার আঘাত হানল ঘোড়াটার ঘাড়ে। পেটে বর্শা ঢুকিয়ে দিল আরেকজন। অত্যন্ত শক্ত-সমর্থ ঘোড়া। দুটা আঘাত খাওয়ার পরও সটান দাঁড়িয়ে আছে এখনও। আরোহীদের জীবিত ধরতে হবে। আলীর এক সৈনিক হাত বাড়িয়ে এক আরোহীর ঘাড়টা ধরে ফেলল। তার ঘোড়া আহত। ঘোড়া থেমে গেল। আরোহী দুজন। একজন পুরুষ, একজন মেয়ে। মেয়েটা বসেছে পুরুষের সামনে। তাকে অচেতন বলে মনে হচ্ছে।

অন্ধকার রাত। এখন আর কোনো ধাবমান ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শোনা যায় না। এখন কানে আসছে শুধু কতিপয় মানুষের কথা বলার শব্দ আর দুলকিচালে চলমান কয়েকটা ঘোড়ার পদধ্বনি। আরোহীরা একে অপরকে ডাকাডাকি করছে। তাদের আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে, তারা পলায়মান লোকগুলোকে ধরে ফেলেছে।

আলী বিন সুফিয়ান সবাইকে একত্রিত করলেন। পলায়মান লোকগুলো এখন তার হাতে বন্দি। তাদের দুটা ঘোড়া আহত। সেগুলাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যমের হাতে।

তারা পাঁচজন। চারজন পুরুষ, একটা মেয়ে। মেয়েটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। পুরুষদের একজন বলল, আমাদের সঙ্গে তোমরা যেমন খুশি আচরণ করতে পার। কিন্তু এই মেয়েটা আহত। আমরা আশা করি, একে তোমরা বিরক্ত করবে না।

একটা ঘোড়ার জিনের সঙ্গে মশাল বাঁধা আছে। সেটা খুলে নিয়ে জ্বালানো হলো। মশালের আলোয় মেয়েটাকে নিরীক্ষা করে দেখা হলো। অতিশয় রূপসি এক যুবতি। গায়ের পোশাক রক্তরঞ্জিত। কাঁধে ও ঘাড়ের পার্শ্বে গভীর ক্ষত। প্রচুর রক্তক্ষরণে মুখমণ্ডলটা লাশের মতো শাদা। চক্ষুদ্বয় মুদিত। আলী বিন সুফিয়ান জখমের গর্তে একখণ্ড কাপড় গুঁজে আরেকটা কাপড় দ্বারা বেঁধে দিলেন। তারপর তাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে এক সৈনিককে বললেন, একে জলদি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। কিন্তু 'জলদি' যাওয়া কীভাবে। শহর এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। একজন বৃদ্ধও আছে কয়েদিদের মাঝে।

◆◆◆

বন্দিদের নিয়ে আলী বিন সুফিয়ান যখন কায়রো পৌঁছলেন, তখন রাত পেরিয়ে ভোর হয়েছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি রাতের ঘটনার খবর পেয়ে

www.pathagar.com

গেছেন আগেই। আলী বিন সুফিয়ান হাসপাতালে গেলেন। ডাক্তারগণ আহত বন্দি মেয়েটার ব্যান্ডেজ-চিকিৎসায় ব্যস্ত। তারা মেয়েটার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন। এই একটু আগে হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে মেয়েটা।

আল-বার্‌ক-এর প্রথমা স্ত্রী ও আজরের জ্ঞান ফিরে এসেছে। কিন্তু তাদের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। সুলতান আইউবি হাসপাতালে উপস্থিত। তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন– 'আমি অনেকক্ষণ যাবত এখানে আছি। আল-বার্‌ককে ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে ফিরে এসে আমাকে এক অদ্ভুত কথা শোনাল। বলল, আল-বার্‌ক অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। কক্ষে তার মদের পেয়ালা-পিপা। লোকটা মদপান করতে শুরু করল? স্ত্রীটা যে তার ঘরের বাইরে আহত হয়ে পড়ে আছে, সেই খবরটা পর্যন্ত তার নেই। তার স্ত্রীর সঙ্গে আমি এখনও কথা বলিনি; ডাক্তার নিষেধ করে দিয়েছে।'

'একজন নয় – আল-বার্‌ক-এর দুই স্ত্রী-ই আহত। এই যে-মেয়েটাকে আমরা মরুভূমি থেকে ধরে এনেছি, ও আল-বার্‌ক-এর দ্বিতীয়া স্ত্রী। আমরা একটা মূল্যবান শিকার ধরে এনেছি।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

সূর্যোদয়ের পর ঘুম ভাঙল আল-বার্‌ক-এর। চাকরের মুখে সংবাদ পেয়ে তিনি হাসপাতালে ছুটে এলেন। তার দুই স্ত্রী-ই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে হাসপাতালের বিছানায়। চার গুপ্তচরকে দেখানো হলো তাকে। চারজনের মাঝে বৃদ্ধকে দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন আল-বার্‌ক। তার জানামতে লোকটা তার দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামী।

মামলাটা নিজের হাতে তুলে নিলেন সুলতান আইউবি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেইস, যার সঙ্গে জড়িত প্রশাসন ও সামরিক বিভাগের এমন একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, সুলতান আইউবির ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও গোপন রহস্য সবই যার জ্ঞাত।

জ্ঞান ফিরেছে জখমিদের। জবানবন্দি নেওয়া হলো আল-বার্‌ক-এর প্রথমা স্ত্রীর। আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে কথা বলে ক্ষুব্ধ মনে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। জানালেন– 'ঘরে ফিরে গিয়ে আমি আসেফার গতিবিধির ওপর গভীর নজর রাখতে শুরু করি। রাতে না ঘুমিয়ে পাহারা দিতে থাকি। এক সুযোগে আসেফার শয়নকক্ষের দরজায় একটুখানি ছিদ্র করি। প্রথম দু-রাতে শুধু এতটুকুই দেখলাম যে, মেয়েটা আল-বার্‌ককে মদপান করাচ্ছে এবং বেহায়াপনা-উলঙ্গপনার চূড়ান্ত ঘটাচ্ছে। সুলতান আইউবি সম্পর্কে মেয়েটা এমন ধারায় কথা বলছে, যেন তিনি তার পীর ও মুরশিদ। খ্রিস্টানদের নিন্দাবাদ করছে। কথা বলছে সুলতান আইউবির সামরিক পরিকল্পনা বিষয়ে। সুলতান

www.pathagar.com

আইউবি কী করবেন এবং কী ভাবছেন, আল-বার্‌ক অবলীলায় মেয়েটাকে সব বলে যাচ্ছে।...

'দুই রাত আমি এই পর্যন্তই দেখলাম ও শুনলাম। তৃতীয় রাতে মঞ্চস্থ হলো সেই নাটক, অধীর চিত্তে আমি যার অপেক্ষায় ছিলাম। আসেফা আল-বার্‌ককে মধপান করাল এবং পুরোপুরি পশুতে পরিণত করে তুলল। দুটা শূন্য পেয়ালা হাতে নিয়ে আসেফা 'অপেক্ষা করুন; আরও আনছি' বলে কক্ষান্তরে চলে গেল এবং সুরাভর্তি আরও দুটা পেয়ালা নিয়ে ফিরে এল। একটা তুলে দিল আল-বার্‌ক-এর হাতে, অপরটা লাগাল নিজের মুখে। তৃতীয় পেয়ালাটা গলাধঃকরণ করে আল-বার্‌ক মুদিত নয়নে শুয়ে পড়ল; যেন হঠাৎ রাজ্যের ঘুম এসে তাকে চেপে ধরেছে।...

'আসেফা পোশাক পরল। আলতো পরশে গায়ে হাত বুলিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে আল-বার্‌ককে ডাকল। কিন্তু লোকটার কোনো সাড়া-শব্দ নেই। আসেফা হাত ধরে তাকে নাড়া দিল। কিন্তু-না, লোকটার বিন্দুমাত্র হুঁশ নেই। মেয়েটা মদের সঙ্গে নিদ্রাজনক পাউডার খাইয়ে আল-বার্‌ককে সম্পূর্ণ অচেতন করে ফেলল।...

'আসেফা গায়ে একটা কালো চাদর জড়িয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে নিল। তখন মধ্যরাত। সে কক্ষের বাতি নিভিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। আমার সমস্ত শরীরটায় যেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আমি নিজের কক্ষে প্রবেশ করে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলাম এবং হাতে খঞ্জর তুলে নিলাম। বের হতে গিয়ে দেখলাম, আসেফা ফিসফিস করে এক চাকরানির সঙ্গে কথা বলছে। বুঝলাম, এই চাকরানি তার সহযোগী।...

'আসেফা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। চাকরানি নিজের কক্ষে চলে গেল। বিলম্ব না করে আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং দ্রুত হেঁটে আসেফার পিছু নিলাম। বাইরে ঘোর অন্ধকার। পরিষ্কারভাবে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমি আসেফার পায়ের শব্দ অনুসরণ করে চলছি। মেয়েটা কোথায় যায় দেখা আমার উদ্দেশ্য। একপর্যায়ে বোধহয় আসেফা আমার পদশব্দ শুনতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু অন্ধকারে আমি তাকে ভালোভাবে দেখতে পাইনি। আমি আসেফার একেবারে সন্নিকটে এসে পড়লাম। হঠাৎ কী করব বুঝে উঠতে পারলাম না। মুখ থেকে বেরিয়ে এল– 'যাচ্ছ কোথায় আসেফা?"

মেয়েটার নিরাপত্তার জন্য একলোক চুপিসারে এগিয়ে চলছিল তা আল-বারকের প্রথমা স্ত্রীর জানা ছিল না। আসেফা হাততালি দিল এবং মুখে হাসি ফুটিয়ে আল-বার্‌ক-এর প্রথমা স্ত্রীকে বলল, তা আপনি কি আমার পিছু নিলেন, নাকি কোথাও যাচ্ছেন? এরই মাঝে পেছন থেকে ছুটে এসে মহিলার বাহু চেপে ধরল একজন। কিন্তু বন্ধন শক্ত হওয়ার আগেই মহিলা ঝাপটা দিয়ে নিজেকে

www.pathagar.com

লোকটার কবল থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। লোকটা মহিলার আঘাত প্রতিহত করে তার ওপর পালটা আঘাত হানল। খঞ্জর মহিলার পাঁজরে বিদ্ধ হলো। অমনি পেছনে সরে গিয়ে আহত মহিলা আসেফার ওপর আক্রমণ করল। খঞ্জর বিদ্ধ হলো মেয়েটার ঘাড় ও কাঁধের মাঝখানে। আসেফা চিৎকার দিয়ে উঠল ।

আসেফা মাটিতে পড়ে গেল। আল-বার্‌ক-এর প্রথমা স্ত্রীও বসে পড়লেন। দুজনই আহত। দুজনই রক্তাক্ত। দুজনই কাতরাচ্ছে। খানিক পর লোকটা এগিয়ে এসে আসেফাকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

আলী বিন সুফিয়ানের দুই গুপ্তচর ওমর ও আজর ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করছিল চুপিচুপি। অপর মহিলার পরিচয় তাদের জানা ছিল না। যে-লোকটা আসেফাকে তুলে নিয়ে গেল, ওমর তার পিছু নিল। দেখবে, লোকটা যায় কোথায়। আসেফা সব সময় যে-ভবনটাতে যাওয়া-আসা করত, তাকে সেখানেই নিয়ে যাওয়া হলো। আলী বিন সুফিয়ানকে সংবাদ জানাতে তখনই ছুটে গেল ওমর। আজর বসে থাকল সেখানেই। আল-বার্‌ক-এর আহত প্রথমা স্ত্রীও পড়ে আছেন অকুস্থলে। আর কেউ নেই সেখানে। আজর পা টিপেটিপে মহিলার কাছে গিয়ে বসে পড়ল একস্থানে। কিন্তু হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন খঞ্জরের আঘাত হানল তার ওপর। একে-একে তিনটা আঘাত হেনে পালিয়ে গেল লোকটা। আজর চৈতন্য হারিয়ে পড়ে থাকল সেখানে।

সন্ধ্যানাগাদ অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটল আল-বার্‌ক-এর স্ত্রী ও আজরের। তাদের বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন ডাক্তার-কবিরাজগণ। কিন্তু সারিয়ে তোলা গেল না একজনকেও। আল-বার্‌ক-এর স্ত্রী আলী বিন সুফিয়ানকে বলেছিলেন– 'আমি আমার স্বামীকে কোরবান করতে পারি; কিন্তু জাতি ও দেশের ইজ্জত কোরবান হতে দিতে পারি না।'

অবশেষে দেশ ও জাতির জন্য নিজের জীবনটা কোরবান করে তিনি জান্নাতে চলে গেলেন।

খাদেমুদ্দীন আল-বারক্‌কে সুলতান আইউবির কারাগারে বন্দি করে রাখা হলো। আল-বার্‌ক শতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, এ-অপরাধ আমি জেনে-বুঝে করিনি; আমি ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে বোকা বনে গিয়েছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি মদ আর সুন্দরী নারীর নেশায় পড়ে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর অনেক গোপন তথ্য-পরিকল্পনা দুশমনের হাতে তুলে দিয়েছেন। সুলতান আইউবি হত্যার শাস্তি ক্ষমা করতে পারেন; কিন্তু মধপান, বিলাসিতা আর দুশমনকে গোপন তথ্য সরবরাহের অপরাধ মার্জনা করতে পারেন না।

সেদিন আসেফার নিকট থেকে কোনো জবানবন্দি নেওয়া হলো না। জখম অপেক্ষা পরিণাম-চিন্তায়ই সে বেশি শঙ্কিত। মেয়েটা সৈনিক নয়– গুপ্তচর।

www.pathagar.com

শাহজাদির রূপ ধারণ করে শাহজাদাদের থেকে তথ্য বের করার প্রশিক্ষণ পেয়েছে সে। এমন একটা পরিণতি তাকে বরণ করতে হবে ভাবেনি কখনও। মেয়েটার সবচেয়ে বড়ো ভয়টা হলো, সে মুসলমানের কয়েদি; আর তার জানামতে মুসলমান মানেই হিংস্র, জংলি, বর্বর। এখন যে তার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে এ-ব্যাপারে সে পুরোপুরি নিশ্চিত।

একটা আশঙ্কা তার এ-ও ছিল যে, মুসলমানরা তার জখমের চিকিৎসা করাবে না। কক্ষে বসে-বসে ভয়-পাওয়া-শিশুটির মতো অঝোরে কাঁদছে আসেফা। আলী বিন সুফিয়ান তাকে সান্ত্বনা দিলেন, তোমার সঙ্গে আমরা সেই আচরণই করব, যা আমরা একজন আহত মুসলমান নারীর সঙ্গে করি। তবু তার ভয় কাটছে না। সে বারবার সুলতান আইউবির সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করছে। বিষয়টা সুলতান আইউবির কানে দেওয়া হলো।

সুলতান আইউবি মেয়েটার কাছে গেলেন। তার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'এ-মুহূর্তে আমি তোমাকে আমার কন্যা মনে করি।'

'আমি শুনেছি, সুলতান আইউবি তলোয়ারের নন– হৃদয়ের রাজা। আপনি এতই শক্তিধর বাদশা যে, আপনাকে পরাজিত করতে খ্রিস্টানদের সমস্ত রাজা একজোট হয়েছেন। সেই খ্রিস্টানদের হয়ে আজ আমি আপনার হাতে বন্দিনি। আমি জানি, দুশমনকে কেউ কখনও ক্ষমা করে না। আপনিও আমাকে ক্ষমা করবেন না। তবে আমি ধুঁকে-ধুঁকে মরতে চাই না। আপনি আপনার লোকদের বলুন, এক্ষুনি যেন তারা আমাকে একটু বিষ এনে দেন; আপনি আমাকে শান্তিতে মরতে দিন।' কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল আসেফা।

'তুমি বললে সারাক্ষণ আমি তোমার কাছে বসে থাকব। আমি তোমার সঙ্গে কোনো প্রতারণা করব না। তুমি আরও সুস্থ হও। ডাক্তার বলেছে, তুমি পুরোপুরি ভালো হয়ে যাবে। আমার যদি তোমাকে নির্যাতন করার ইচ্ছা থাকত, তা হলে সেই অবস্থায়-ই তোমাকে বন্দিশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখতাম; তোমার কাটা ঘায়ে আমরা নুনের ছিটা দিতাম। চিৎকার করে-করে তুমি সব অপরাধের কথা স্বীকার করতে, একজন-একজন করে সঙ্গীদের নাম-ঠিকানা বলে দিতে। কিন্তু আমরা কোনো নারীর সঙ্গে এমন আচরণ করি না। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে।' বললেন সুলতান আইউবি।

'সুস্থ হয়ে গেলে আপনারা আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন?' জিগ্যেস করল আসেফা।

'তুমি যেসবের আশঙ্কা করছ, তার কিছুই ঘটবে না। তুমি একটা রূপসি যুবতি এখানকার কেউ এ-দৃষ্টিতে তোমার প্রতি তাকাবে না। এমন অমূলক ভয় মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। মুসলমান নারীর অসম্মান করতে জানে না।

www.pathagar.com

তোমার সঙ্গে আমরা সেই আচরণই করব, যা ইসলামি বিধানে লেখা আছে।' বললেন সুলতান আইউবি।

আসেফা যে-ভবনটাতে যাওয়া-আসা করত, আহত হওয়ার পর তাকে যে-ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই ঘরে অনুসন্ধান চালানো হলো। ভবনটার কোনো মালিক নেই। গুপ্তচরদের আখড়া এটা। ভেতরেই ঘোড়ার আস্তাবল। অনুসন্ধান করে ভেতরে পাঁচজন লোক পাওয়া গেল। তাদের গ্রেফতার করা হলো। এই পাঁচজন এবং ধাওয়া করে যে-চারজনকে ধরে আনা হয়েছিল, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। কিন্তু তারা অপরাধ স্বীকার করল না। অবশেষে তাদের এমন একটা পাতাল কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে গেলে পাথরেরও জবান খুলে যায়। বৃদ্ধ স্বীকার করল, মেয়েটাকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করে সে আল-বার্‌ককে কাবু করেছিল। নাটকটা আনুপূর্বিক বিবৃত করল বৃদ্ধ। অন্যরাও ফাঁস করে দিল অনেক তথ্য। সেই ভবনটার রহস্যও উন্মোচিত হয়ে গেল, যাকে নগরীর মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখত। অনেকগুলো সুন্দরী মেয়েও রাখা ছিল সেই ঘরে, যাদের তারা দুটা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করত। এক. গুপ্তচরবৃত্তি। দুই. শাসক শ্রেণি ও উঁচু পরিবারের মুসলিম যুবকদের চরিত্র ধ্বংস করা। গুপ্তচর ও সন্ত্রাসীদের আখড়া এই ভবনটা।

গ্রেফতারকৃত গুপ্তচররা আরও জানাল, তারা সুলতান আইউবির বাহিনীতে তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদেরও ঢুকিয়ে দিয়েছে। সৈন্যদের মাঝে তারা জুয়ার অভ্যাস ছড়িয়ে দিয়েছে। এই জুয়া খেলার জন্য আইউবির সৈন্যরা এখন একে-অপরের অর্থ-সম্পদ চুরি করা শুরু করেছে। তারা শহরে ছড়িয়ে দিয়েছে পাঁচশোরও অধিক বেশ্যা নারী। তারা ফাঁদে ফেলে-ফেলে মুসলিম যুবসমাজকে বিলাসিতা ও বিপথগামিতার অন্ধকার পথে নিয়ে যাচ্ছে। চালু করা হয়েছে জুয়া খেলার গোপন আসর।

গুপ্তচররা আরও জানাল, তারা-ই অপসারিত সুদানিদের সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে উসকানি দিয়ে চলছে। তাদের প্রদত্ত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি হলো, সরকারের পদস্থ ছজন অফিসার তলে-তলে আইউবির বিরুদ্ধে কাজ করছে।

আসেফা খ্রিস্টান মেয়ে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তার নাম ফেলিমঙ্গো। বাড়ি গ্রিস। তেরো বছর বয়স থেকে তাকে এ-কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাকে মিশরের ভাষাও শেখানো হয়েছে। মুসলমানদের ঈমান-চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চরিত্র ধ্বংস করার জন্য খ্রিস্টানরা তার মতো আরও কয়েক হাজার রূপসি মেয়েকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এখন তারা সুলতান আইউবির মিশরে কর্তব্য পালন করছে।

মেয়েটাও কোনো কথা গোপন রাখেনি। পনেরো দিনের মাথায় তার জখম শুকিয়ে গেছে। তাকে যখন বলা হলো, তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে, তখন

www.pathagar.com

সে বলল– 'আমি আনন্দের সঙ্গে এই শাস্তি বরণ করে নিচ্ছি। আমি ক্রুশের মিশন সম্পন্ন করেছি।'

একদিন মেয়েটাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো।

ফেলিমঙ্গোর সঙ্গীদের প্রয়োজন রয়ে গেছে এখনও। তাদের চিহ্নিতকরা আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলো। তাদের মাঝে মুসলমানও আছে কয়েকজন। তাদের প্রত্যেককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। সুলতান আইউবি আল-বার্‌ক-এর শাস্তি ঠিক করলেন একশো বেত্রাঘাত। কিন্তু এই শাস্তি সহ্য করতে না-পেরে মরে গেলেন তিনিও। তার সন্তানদের রাষ্ট্রের দায়িত্বে নিয়ে এলেন সুলতান আইউবি। রাষ্ট্রীয় খরচে চাকরানি ও গৃহশিক্ষক নিয়োগ করে দেওয়া হলো পিতামাতাহারা এই ছেলেমেয়েগুলোর জন্য।

আমরা তাদের ঈমানবিক্রেতা আল-বার্‌ক-এর পুত্র-কন্যা বলব না– বলব, এরা এক বীরাঙ্গনা শহীদ জননীর সন্তান।

www.pathagar.com

১১৭১ সালের জুন মাস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি নিজকক্ষে উপবিষ্ট। অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল খলীফা আল-আজেদের দূত। সালাম দিয়ে বলল, মহামান্য খলীফা আপনাকে স্মরণ করেছেন। বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল সুলতান আইউবির মুখে। ভ্রূকুঞ্চিত করে দূতকে বললেন– 'খলীফাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, জরুরি কোনো কাজ থাকলেই যেন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান; অন্যথায় নয়। এ-মুহূর্তে আমার এতটুকুও অবসর নেই। তাঁকে আরও বলবে, আমার সামনে যেসব কাজ পড়ে আছে, তা হুজুরের দরবারে হাজেরি দেওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

দূত ফিরে গেল। সুলতান আইউবি নত মুখে কক্ষে পায়চারি শুরু করলেন।

ফাতেমি খেলাফতের যুগ। আল-আজেদ মিশরে এই খেলাফতের খলীফা। সে-যুগের খলীফারা হতেন রাজা। জুমার খুতবায় আল্লাহ ও রাসূলের নামের পরে খলীফার নামও উচ্চারণ করতে হতো। বিলাসিতা ছাড়া তাঁদের আর কোনো কাজ ছিল না। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি আর সালাহুদ্দীন আইউবি যদি না থাকতেন, কিংবা তাঁরাও যদি অপরাপর আমীর-উজীরদের মতো আয়েশি ও গাদ্দার হতেন, তা হলে সে-যুগের খলীফারা ইসলামি সাম্রাজ্যকে বিক্রি করে খেয়েই ফেলেছিলেন।

আল-আজেদও তেমনই একজন খলীফা। সুলতান আইউবি গভর্নর হয়ে মিশর আগমনের পর তিনি প্রথম-প্রথম বেশ কবার তাঁকে দরবারে ডেকে নিয়েছিলেন। আইউবি বুঝে ফেলেছিলেন, খলীফা তাঁকে অযথা বারবার তলব করার উদ্দেশ্য তাঁকে একথা বোঝানো যে, মিশরের সম্রাট ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আমি নই – তিনি।

খলীফা সুলতান আইউবিকে অনেক স্নেহ করতেন। ডেকে নিয়ে তাঁকে নিজের কাছে বসাতেন। কিন্তু তার ভাবগতিক ছিল রাজকীয়। কথা বলার ভঙ্গি ছিল শাসকসুলভ। আইউবিকে যতবার তলব করেছেন, করেছেন সম্পূর্ণ অকারণে এবং অনর্থক খোশগল্প করে কোনো কাজ ছাড়াই বিদায় দিয়েছেন। এ-কারণে রোম-উপসাগরে ক্রুশেডারদের পরাজিত করার এবং সুদানি সৈন্যদের বিদ্রোহ দমন করার পর সুলতান আইউবি খলীফাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

খলীফার প্রাসাদের জাঁকজমক আগুন ধরিয়ে রেখেছিলেন সুলতানের বুকে। সোনার পাত্রে পানাহার করেন তিনি। মদের পিপা-পেয়ালা তার হীরাখচিত। সুন্দরী মেয়েদের দ্বারা পরিপূর্ণ তার হেরেম। আরবি, মিশরি, মারাকেশি, সুদানি ও তুর্কি ছাড়া ইহুদি মেয়েও আছে তার রংমহলে। এ সেই জাতির খলীফা, যে-জাতির দায়িত্ব ছিল বিশ্বময় আল্লাহর বাণী প্রচার করা, যে-জাতি বিশ্ব কুফরি শক্তির ভয়াবহ সামরিক প্রতিরোধের সম্মুখীন।

খলীফার আরও কয়েকটা বিষয় শূলের মতো বিদ্ধ করছিল সুলতানকে। প্রথমত, খলীফার ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা ছিল সুদানি, হাবশি ও কাবায়েলি। তাদের আনুগত্য ছিল সংশয়পূর্ণ। দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহী ও ক্ষমতাচ্যুত সুদানি ফৌজের কমান্ডার ও নায়েব সালার ছিল দরবারে-খেলাফতের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি – খলীফার ডান হাত।

সুলতান আইউবির পরামর্শে আলী বিন সুফিয়ান চাকর-চাকরানি ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের বেশে খলীফার মহলে গুপ্তচর ঢুকিয়ে রাখেন। হেরেমের দুটা মেয়েকেও হাত করে তিনি তাদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তির দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তাদের রিপোর্ট অনুসারে খলীফা ছিলেন সুদানি কমান্ডারদের দ্বারা প্রভাবিত।

খলীফা ষাট-পয়ষট্টি বছর বয়সের বৃদ্ধ। তবুও রূপসি মেয়েদের নাচ-গান ছাড়া রাত কাটে না তার। তার এই চারিত্রিক দুর্বলতা সুলতান আইউবির প্রতিপক্ষের মোক্ষম সুযোগ। এই সুবিধাটা কাজে লাগাত তারা।

♦♦♦

১১৭১ সালের ফেব্রুয়ারি কি মার্চ মাস। খলীফা আল-আজেদের হেরেমে আগমন ঘটল নতুন একটা মেয়ের। অনিন্দ্যসুন্দরী এক তরুণী। আরবি পোশাকপরা জনাচারেক লোক এসে মেয়েটাকে উপহার হিসেবে খলীফার হাতে তুলে দিয়ে গেছে। দিয়েছে আরও মূল্যবান বেশ কিছু উপঢৌকনও।

মেয়েটার নাম উম্মে আরারা। নবাগতা এই তরুণী রূপের ফাঁদে ফেলে অল্প কদিনেই খলীফাকে বশ করে ফেলল। মহলের নারী গোয়েন্দামারফত ঘটনা সম্পর্কে অবগত হলেন আলী বিন সুফিয়ান।

কসরে-খেলাফতের এই কাণ্ডকীর্তি সবই সুলতান আইউবির জানা। কিন্তু খলীফার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের শক্তি তাঁর এখনও অর্জিত হয়নি। পূর্বেকার গভর্নর ও আমীরগণ চলতেন খলীফার সামনে অবনত মাথায়। তাদের সেই চাটুকারিতার ফলে মিশর আজ বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভ। তাদের আমলে খেলাফতের অস্তিত্ব ছিল বটে; কিন্তু ইসলামের পতাকা ছিল অবনমিত। সেনাবাহিনী ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যের; কিন্তু সুদানি সেনাপতি শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন নিজের হাতে। তার সম্পর্ক ছিল খ্রিস্টানদের সঙ্গে। তারই সক্রিয়

www.pathagar.com

সহযোগিতায় কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ায় খ্রিস্টানরা বসতি গড়া শুরু করেছিল। এই বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে ছিল অসংখ্য গুপ্তচর।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি সুদানি সৈন্যদের দমন করেছিলেন ঠিক; কিন্তু বেশ কজন সেনাপতি রয়ে গেছে এখনও। যেকোনো সময় তারা বিপদ হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। খেলাফতের রাজপ্রাসাদে তাদের অনেক প্রভাব।

খেলাফতের বিলাসপূর্ণ এই সিংহাসনের গায়ে এখনই হাত দিতে চাচ্ছেন না সুলতান আইউবি। কারণ, কিছুলোক এখনও খেলাফতের ব্যাপারে আবেগপ্রবণ। কিছু তো খলীফার সক্রিয় সহযোগী। তাদের মাঝে চাটুকারদের সংখ্যাই অধিক। এই চাটুকারদের মধ্যে উচ্চপদস্থ এমন কর্মকর্তাও আছেন, যাদের স্বপ্ন ছিল মিশরের গভর্নরের পদ দখল করা। কিন্তু সেই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত এখন সুলতান আইউবি।

গুপ্তচর ও স্বজাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা পরিপূর্ণ দেশ। গাদ্দারদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিলে খ্রিস্টানদের পালটা আক্রমণের আশঙ্কা প্রবল। তাই সুলতান আইউবি খেলাফতের মদদপুষ্ট শাসকবর্গকে এখনই শত্রুতে পরিণত করতে চাচ্ছেন না।

কিন্তু ১১৭১ সালের জুনের একদিন খলীফা তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি যেতে পারবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন। সুলতান কক্ষে পায়চারি করছিলেন। দারোয়ানকে ডেকে বললেন– 'আলী বিন সুফিয়ান, বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ, ফকীহ ঈসা এলাহকারী ও আন-নাসেরকে এক্ষুনি আমার কাছে আসতে বলো।'

◆◆◆

এই ব্যক্তিগণ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বিজ্ঞ উপদেষ্টা ও বিশ্বস্ত সহযোগী। সুলতান আইউবি তাদের উদ্দেশে বললেন–

'এইমাত্র খলীফার দূত আমাকে নিতে এসে গেল। আমি যেতে পারব না বলে জানিয়ে দিয়েছি। খেলাফতের ব্যাপারে আমি কঠোর ভূমিকায় নামতে চাই। এর প্রথম ধাপে আমি জুমার খুতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দিতে মনস্থ করেছি। এ-ব্যাপারে আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন।'

'এই কঠিন পদক্ষেপ হাতে নেওয়ার সময় এখনও আসেনি। মানুষ খলীফাকে এখনও পয়গম্বরের মতো শ্রদ্ধা করে। এতে জনমত আমাদের বিপক্ষে চলে যাবে।' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

'এখন মানুষ তাকে পয়গম্বর মনে করে। কদিন পর খোদা ভাবতে শুরু করবে। খুতবায় আল্লাহ-রাসূলের পাশে তার নাম উচ্চারণ করে আমরা-ই তো তাকে পয়গম্বর ও খোদার আসনে বসিয়েছি। কী ঈসা ফকীহ, আপনার পরামর্শ বলুন।' বললেন আইউবি।

www.pathagar.com

'আমি আপনার চিন্তা ও মূল্যায়নের সঙ্গে একমত। কোনো মুসলমান জুমার খুতবায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পাশাপাশি আর কোনো মানুষের নাম সহ্য করতে পারে না। তা-ও আবার এমন মানুষ, যিনি মদ-নারীসহ সব রকম পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত। শত-শত বছর ধরে খলীফাকে পয়গম্বরের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে বলে চিরদিনই তা বহাল রাখতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে আমি এমনই বুঝি। তবে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে এই পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তা আমি বলতে পারব না। বললেন ঈসা ফকীহ।

'প্রতিক্রিয়া হবে অত্যন্ত তীব্র। আর হবে আমাদের বিপক্ষে। তথাপি আমার পরামর্শ, হয়তো এই কুপ্রথার অবসান ঘটাতে হবে, অন্যথায় খলীফাকে খাঁটি মুসলমান বানিয়ে জনগণের সামনে উপস্থিত করতে হবে। তবে আমার দৃষ্টিতে দ্বিতীয়টি সম্ভব হবে না।' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

আলী বিন সুফিয়ান বললেন–

'জনমত সম্পর্কে আমার চেয়ে আর কে ভালো জানবে? জনগণ খলীফা আল-আজেদ নামের সঙ্গে নয় – সালাহুদ্দীন আইউবি নামের সঙ্গে পরিচিত। আমার গোয়েন্দা বিভাগের নির্ভরযোগ্য রিপোর্টে আমি নিশ্চিত হয়েছি, আপনার দু-বছরের শাসনামলে জনগণ এমন বহু সমস্যার সমাধান পেয়েছে, যার কল্পনাও তারা কখনও করেনি। দেশে ভালো কোনো হাসপাতাল ছিল না। চিকিৎসার অভাবে সাধারণ রোগেও মানুষ মারা যেত। এখন উন্নত মানের সরকারি হাসপাতাল আছে। স্থানে-স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে। আগে চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাক-ছিনতাইয়ের কারণে ব্যবসায়ীরা নিরাপদে ব্যবসা করতে পারত না। এখন তারও অবসান ঘটেছে। অপরাধপ্রবণতা আগের তুলনায় এখন অনেক কম। মানুষ এখন তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য সরাসরি গভর্নরের শরণাপন্ন হতে পারছে। জানাতে পারছে তাদের আর্জি-ফরিয়াদ। আপনার গভর্নর হয়ে মিশর আগমনের পূর্বে মানুষ সরকারি কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীর নামে সন্ত্রস্ত থাকত সব সময়। আপনি তাদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছেন। মানুষ এখন নিজেদের দেশ ও জাতির অংশ ভাবতে শিখেছে। খেলাফত থেকে তারা অবিচার-অবহেলা ছাড়া আর কিছুই পায়নি। আপনি তাদের সুবিচার উপহার দিয়েছেন। দিয়েছেন নাগরিক অধিকার। তাই আমি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি, জাতি খেলাফতের নয়– ইমারাতের সিদ্ধান্তই মেনে নেবে।'

সুলতান আইউবি বললেন–

'জাতিকে আমি সুবিচার দিতে পেরেছি কি পারিনি, তাদের অধিকার তাদের বুঝিয়ে দিতে পারলাম কি পারলাম না সেকথা আমি বলতে চাই না। আমি শুধু

www.pathagar.com

এটুকু জানি, দেশের ঈমানদার জনসাধারণের ঘাড়ে কোনো বাজে প্রথা চাপিয়ে রাখা যায় না। আমি জাতিকে শির্ক ও কুফরি থেকে মুক্তি দিতে চাই। দীন-ধর্মের অঙ্গ বলে পরিচিত এসব কুপ্রথাকে আমি ছিন্নভিন্ন করে অতীতের আস্ত াকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে চাই। এ-প্রথাটা যদি বহাল থেকে যায়, তা হলে অসম্ভব কী যে, কাল-পরশু আমিও নিজের নাম খুতবায় শামিল করে নেব! বাতি থেকে বাতি জ্বলে। শির্কের এই বাতি আমি নিভিয়ে ফেলতে চাই। কসরে-খেলাফত পাপের আড্ডায় পরিণত হয়েছে। সুদানি বাহিনী যে-রাতে মিশর আক্রমণ করেছিল, সে-রাতেও খলীফা মদ পান করে হেরেমের মেঝেয় বুঁদ হয়ে পড়ে ছিলেন। আমার কৌশল যদি ব্যর্থ হতো, তা হলে সেদিনই মিশরের বুক থেকে ইসলামের পতাকা হারিয়ে যেত। যে-রাতে আল্লাহর সৈনিকরা যখন ইসলাম ও দেশের জন্য শহীদ হচ্ছিল, খলীফা তখনও মদ আর নারী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।...

'সুদানিদের হামলা প্রতিহত করে আমি যখন তাকে ঘটনা অবহিত করতে গেলাম, তিনি তখন মত্ত ষাড়ের মতো ঢুলুঢুলু কণ্ঠে বলেছিলেন, "শাবাশ! শুনে আমি অনেক খুশি হলাম। বিশেষ দূতমারফত আমি তোমার পিতার কাছে এর মোকারকবাদ ও পুরস্কার পাঠাব।" তখন আমি তাকে বলেছিলাম, খলীফাতুল মুসলিমীন! আমি আমার কর্তব্য পালন করেছিমাত্র। এ-দায়িত্ব আমি পালন করেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে– পিতার মনোরঞ্জনের জন্য নয়।...

'খলীফা বললেন– "সালাহুদ্দীন, বয়সে তুমি এখনও নবীন; কিন্তু কাজ করে দেখালে একজন অভিজ্ঞ প্রবীণের মতো!" খলীফা আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেছিলেন, যেন আমি তার গোলাম। তা ছাড়া এই ধর্মহারা লোকটা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য একটা শ্বেত হস্তিতে পরিণত হয়ে বসেছে।'

পকেট থেকে একখানা পত্র বের করে সবাইকে দেখিয়ে সুলতান বললেন, ছয়-সাত দিন হলো নুরুদ্দীন জঙ্গি আমাকে এই পত্রখানা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন–

'খেলাফত তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। দুই অধীন খলীফার ওপর বাগদাদের কেন্দ্রীয় খেলাফতের প্রভাব শেষ হয়ে গেছে। আপনি লক্ষ রাখবেন, পাছে মিশরের খলীফা স্বাধীন শাসক হয়ে না বসেন। প্রয়োজনে তিনি সুদানি ও ক্রুশেডারদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতেও কুণ্ঠিত হবেন না। আমি ভাবছি, খেলাফত থাকবে শুধু বাগদাদে। খলীফা থাকবেন স্রেফ একজন। 'অধীন খলীফা'র প্রথা বিলুপ্ত করা হবে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতে রেখেছে। মিশরের খলীফার রাজত্বকে যদি আপনি তার মহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন, তা হলে আমি আপনাকে সামরিক ও আর্থিক

www.pathagar.com

সাহায্য দিয়ে যাব। সাবধানতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কারণ, মিশরের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও অনুকূল নয়। মিশরে আরও একটা বিদ্রোহ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। আপনি সুদানিদের ওপর কড়া নজর রাখুন।'

পত্রখানা পাঠ করে শুনিয়ে সুলতান আইউবি বললেন– 'আমাদের খেলাফত যে শাদা হাতি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই? আপনারা দেখছেন না, খলীফা আল-আজেদ যখন পরিভ্রমণে বের হন, তখন অর্ধেক সৈন্যকে তার নিরাপত্তার নামে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়? খলীফার চলার পথে গালিচা বিছিয়ে দিতে জনসাধারণের প্রতি চাপ সৃষ্টি করা হয়? যুবতি মেয়েদের খলীফার গায়ে ফুলের পাপড়ি ছিটাতে বাধ্য করা হয়?...

'ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা, সম্প্রসারণ ও জাতির উন্নয়নে যে-অর্থ ব্যয় হতে পারত, সেই অর্থ তিনি খরচ করছেন বিনোদনমূলক পরিভ্রমণে। আর সময় নষ্ট করা যাবে না। মিশরি জনগণ, এ-দেশের খ্রিস্টসমাজ ও অপরাপর সংখ্যালঘুদের কাছে আমাদের প্রমাণ দিতে হবে, ইসলাম রাজ-রাজড়াদের ধর্ম নয়। ইসলাম আরব মরুভূমির রাখাল-কৃষাণ ও উটচালকদের সত্য-সুন্দর ধর্ম। ইসলাম মানবজাতিকে মানবতার মর্যাদাদানকারী অনুপম এক জীবনব্যবস্থা।'

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ বললেন–

'খলীফার বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিতে গেলে আপনার নামে এই অপবাদ রটানো হতে পারে যে, খলীফাকে অপসারিত করে আপনি তার মসনদ দখল করতে চাচ্ছেন। সত্যের বিরোধিতা চির দিন হয়েছে এবং হতেই থাকবে।'

সুলতান আইউবি বললেন–

'আজ মিথ্যা ও বাতিলের শিকড় এত শক্ত হওয়ার কারণ, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধাচরণের ভয়ে মানুষ সত্য বলা ছেড়ে দিয়েছে। সত্যের বাণী আজ নিভৃতে কাঁদে। আমাদের শাসকরা জনসাধারণকে অনাহারে রেখে তাদের ওপর জোরপূর্বক শাসন চাপিয়ে তাদের গোলামির শিকলে বেঁধে রেখেছেন, যে-শিকল ছিঁড়ে মানবতার মুক্তি নিশ্চিত করেছিলেন আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.)। আমাদের রাজা-বাদশাহগণ এতই অধঃপাতে নেমে গেছেন যে, নিজেদের ভোগ-বিলাসিতার স্বার্থে তারা খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতছেন, তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছেন। আর এ-সুযোগে খ্রিস্টানরা ধীরে-ধীরে ইসলামি সাম্রাজ্যকে দখল করে চলছে। শুনুন শাদ্দাদ, আপনি বলেছেন, জনগণ আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে, তাই না? সাহসিকতার সঙ্গে গা ঝাড়া দিয়ে উঠুন। এসব বিরোধিতাকে তোয়াক্কা করলে আমাদের চলবে না।'

সুলতান আইউবির নায়েব আন-নাসের বললেন– 'আমরা বিরুদ্ধাচরণকে ভয় করি না শ্রদ্ধেয় আমীর! আপনি আমাদের রণাঙ্গনে দেখেছেন। শত্রুর বেষ্টনিতে

www.pathagar.com

অবরুদ্ধ হয়েও আমরা নির্ভীক চিত্তে লড়াই করেছি। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়েও জীবনপণ যুদ্ধ করেছি। যখন সংখ্যায় একেবারে নগণ্য ছিলাম, তখনও আমরা শত্রুবাহিনীর সয়লাব প্রতিরোধ করেছি। কিন্তু এ-মুহূর্তে আমি আপনাকে আপনারই বলা একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আপনি একবার বলেছিলেন– "যে-আক্রমণ বাইরে থেকে আসে, আমরা তা প্রতিরোধ করতে পারি। কিন্তু আক্রমণ যখন হয় ভেতর থেকে আর আক্রমণকারীরা হয় নিজেদেরই লোক, তখন আমরা থমকে যাই, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকি, হায়! এ কী হলো আল্লাহ!" মুহতারাম আমীরে মেসের, দেশের শাসনকর্তা-ই যখন দেশের শত্রু হয়ে যাবে, আপনার তরবারি তখন কোষের ভেতরেই ছটফট করতে থাকবে।'

সুলতান আইউবি বললেন–

'আপনি ঠিকই বলেছেন নাসের! তরবারি আমার খাপের মধ্যেই তড়পাচ্ছে! আপন শাসকদের বিরুদ্ধে বেরুতে চাইছে না আমার শাণিত অসি। দেশের শাসকবর্গ জনগণের মর্যাদার প্রতীক। শাসকমণ্ডলীকে আমি সব সময়ই শ্রদ্ধার চোখে দেখি। কিন্তু ভেবে দেখুন, তারা সেই মর্যাদা রক্ষা করছে কতটুকু? শুধু খলীফা আল-আজেদের কথা-ই বলছি না। আলী বিন সুফিয়ানকে জিগ্যেস করুন। তার গোয়েন্দা বিভাগ মসুল, হাল্‌ব, দামেশ্‌ক ও মক্কা-মদীনা থেকে যে-রিপোর্ট নিয়ে এসেছে, তা হলো বিলাসপ্রিয়তার কারণে যে যেখানকার গভর্নর বা শাসক, সে-ই সেখানকার সর্বময় ক্ষমতার মালিক হয়ে বসেছে। সালতানাতে ইসলামিয়া খণ্ডে-খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। খেলাফত এতই দুর্বল যে, শাসক-গভর্নরগণ এখন ব্যক্তিগত রাজনীতির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছেন।...

'আমি জানি, যদি আমরা জাতির এই বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলোকে একত্রিত করতে যাই, তা হলে তারা আরও এলোমেলো হয়ে পড়বে। আমাদের সামনে সমস্যার পাহাড় এসে দাঁড়াবে। কিন্তু আমি নির্ভয়ে কাজ করতে চাই। আশা করি, আপনারাও সাহসিকতার সঙ্গে আমাকে সহযোগিতা দিয়ে যাবেন। সালতানাতে ইসলামিয়ার এই পতন আমাদের ঠেকাতেই হবে। আপনারা যে যা পরামর্শ দিয়েছেন, আমি তার মূল্যায়ন করব। তবে এখন থেকে আমি খলীফার ডাকে তখনই সাড়া দেব, যখন জরুরি কোনো কাজ থাকবে। কী কাজে ডেকে পাঠালেন, খলীফাকে আগেই আমাকে তা অবহিত করতে হবে। অন্যথায় তার ডাকে একটি মুহূর্তও আমি নষ্ট করতে চাই না। আর আপাতত আমি জুমার খুতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দিচ্ছি।'

উপস্থিত সবাই সুলতান আইউবির এ-সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করলেন এবং তার বাস্তবায়নে পূর্ণ সহযোগিতা ও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

www.pathagar.com

♦♦♦

খলীফা আল-আজেদ তার খাস কামরায় উপবিষ্ট। দূত ফিরে গিয়ে জানাল, সুলতান আইউবি বলেছেন, কোনো জরুরি কাজ থাকলে তিনি আসতে পারবেন; অন্যথায় তিনি বেজায় ব্যস্ত।

শুনে খলীফা রাগে-ক্ষোভে আগুন হয়ে উঠলেন। দূতকে বললেন, রজবকে এক্ষুনি আসতে বলো।

রজব খলীফার নিরাপত্তা-বাহিনীর কমান্ডার। নায়েব সালারের সমান তার মর্যাদা। একসময় ছিল মিশরের সেনাবাহিনীর অফিসার। খলীফায় বডিগার্ড কমান্ডারের দায়িত্বপ্রাপ্তির পর সে কসরে-খেলাফত ও খলীফার নিরাপত্তা-বাহিনীতে দেখে-দেখে সুদানি হাবশিদের নিয়োগ দিয়েছে। রজব আইউবির বিরোধী এবং খলীফার চাটুকারদের অন্যতম।

খলীফার খাস কামরায় উম্মে আরারাও উপস্থিত। দূতের রিপোর্ট শুনে সে বলে উঠল, আইউবি আপনার একজন নওকর বই নয়। অথচ আপনি কিনা তাকে মাথায় তুলে রেখেছেন। লোকটাকে অপসারণ করছেন না কেন?

'কারণ, তার ফল ভালো হবে না। সেনাবাহিনীর কমান্ড তার হাতে। ইচ্ছে করলে সে এই বাহিনীকে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে।' কম্পিত কণ্ঠে বললেন খলীফা।

ইত্যবসরে রজব এসে উপস্থিত হলো এবং মাথা ঝুঁকিয়ে খলীফাকে সালাম করল। রাগে কাঁছেন খলীফা। ক্ষুব্ধ ও কম্পিত কণ্ঠে বললেন–

'আমি আগে থেকেই জানতাম, কমবখ্‌ত একটা অহংকারী ও অবাধ্য লোক। সালাহুদ্দীন আইউবির কথা বলছি...। আমি দূতমারফত লোকটাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সে এই বলে আমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল যে, কোনো জরুরি কাজ থাকলে আসব; অন্যথায় আপনার আহ্বান আমার কাছে অর্থহীন। কারণ, আমার সামনে জরুরি অনেক কাজ পড়ে আছে।'

রাগের মাথায় বলতে-বলতে হেঁচকি উঠে গেল খলীফার। তারপর প্রবল বেগে কাশি। তিনি দুহাতে বুকটা চেপে ধরলেন। চেহারার রং যেন হলুদ হয়ে গেছে। এমনি অবস্থায় তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বললেন–

'বদমাশটা এতটুকুও বুঝল না, আমি এক তো বৃদ্ধ, তার ওপর হৃদরোগের রুগী; অপ্রীতিকর সংবাদ আমাকে ক্ষতি করতে পারে। আমি এখানে শরীর-স্বাস্থ্যের চিন্তায় অস্থির আর সে কিনা দেখাচ্ছে কাজের গরজ!'

'তাকে আপনি কেন ডেকেছিলেন? আমাকে আদেশ করুন।' রজব বলল।

ডেকেছিলাম একথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে যে, তার মাথার ওপর একজন শাসকও আছেন। বোধহয় তুমিই আমাকে বলেছিলেন, সালাহুদ্দীন সার্বভৌম

www.pathagar.com

ক্ষমতার অধিকারী হতে যাচ্ছে। আমি বারবার তাকে এখানে ডেকে আনাতে চাই, তাকে আদেশ করতে চাই, যেন সে আমার অনুগত থাকে। ডেকে পাঠাতে হলে জরুরি কোনো কাজ থাকতে হবে এমন তো কথা নেই।' বুকের ওপর হাত রেখে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন খলীফা।

উম্মে আরারা মদের পেয়ালাটা খলীফার ঠোঁটের সঙ্গে ধরে বলল– 'আপনাকে কতবার বলেছি, মাথায় রাগ তুলবেন না। শতবার বলেছি, গোস্বা আপনার জন্য ক্ষতিকর! আপনি শান্ত হোন।'

পেয়ালাটা শূন্য হয়ে গেলে মেয়েটা একটা সোনার কৌটা থেকে এক চিমটি তামাকচূর্ণ নিয়ে খলীফার মুখে পুরে দিয়ে পানি পান করাল। বৃদ্ধ খলীফা মেয়েটার বিক্ষিপ্ত রেশমি চুলে বিলি কাটতে-কাটতে বললেন– 'তুমি না থাকলে আমার কোনো উপায় ছিল না। সবার দৃষ্টি এখন আমার সম্পদ ও মর্যাদার ওপর। আমার ব্যক্তিসত্তার ওপর কারও একবিন্দু নজর সেই। আমার একজন স্ত্রীর পর্যন্ত আমার প্রতি এতটুকু আন্তরিকতা নেই। এ-মুহূর্তে তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।'

খলীফা উম্মে আরারাকে টেনে কাছে নিয়ে গা ঘেঁষে বসিয়ে তার সরু কোমরটা বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরলেন।

'খলীফাতুল মুসলিমীন, আপনি বড়ো কোমলহৃদয় ও মহৎ মানুষ। সে কারণেই সালাহুদ্দীন আইউবি এমন গোস্তাখি করতে পারলেন। আপনি ভুলে গেছেন, সালাহুদ্দীন আরব বংশোদ্ভূত। তিনি আপনার বংশের লোক নন। তিনি কুর্দি। আমি ভেবে অবাক্ হই, এত বড়ো স্পর্ধা তাকে কে দিল! তার গুণ তো শুধু এটুকুই যে, তিনি একজন দক্ষ সৈনিক; রণাঙ্গনের শাহসাওয়ার; লড়তে জানেন, লড়াতে জানেন। কিন্তু এই যোগ্যতা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, মিশরের শাসনক্ষমতা তার হাতে তুলে দিতে হবে! সুদানের এত বিশাল, এত সুদক্ষ বাহিনীটাকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিলেন, যেভাবে শিশুরা তাদের হাতের খেলনা ভেঙে নষ্ট করে ফেলে। মহামান্য খলীফা, আপনি একটু চিন্তা করুন, এখানে যখন সুদানি সেনারা ছিল, নাজি ও আদরোশের মতো সালারগণ ছিলেন, তখন মানুষ আপনার কুকুরের সামনেও মাথা নত করত। সুদানি বাহিনীর সালার আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আপনার দ্বারে সারাক্ষণ করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আর এখন? এখন ডেকে পাঠালে একজন অধীন পর্যন্ত আপনার আহ্বান মুখের ওপর প্রত্যাখ্যান করে দেয়।' রজব বলল।

'রজব! সব দোষ তোমার!' হঠাৎ গর্জে উঠলেন খলীফা।

সহসা রজবের মুখটা শাদা হয়ে গেল। ভয়ার্ত ও বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে থাকল খলীফার প্রতি। উম্মে আরারা খলীফার বন্ধন ছাড়িয়ে চকিতে সরে

www.pathagar.com

ড়ল। খলীফা পুনরায় তাকে কাছে টেনে পূর্বাপেক্ষা অধিক শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চিবুক টিপে সস্নেহে বললেন– 'কী; ভয় পেয়েছ বুঝি? আমি রজবকে বলতে চাচ্ছি, আজ দু-বছর পর সে আমার কানে দিচ্ছে, আমার পুরনো বাহিনী ও তার সালার ভালো ছিল; সালাহুদ্দীনের তৈরী বাহিনী খেলাফতের পক্ষে কল্যাণকর নয়! কেন রজব! একথাটা কি তুমি আগেও জানতে? জানলে বললে না কেন? আজ যখন মিশরের গভর্নর খুঁটি শক্ত করে ফেলেছে, এখন কিনা বলছ, সে খেলাফতের অবাধ্য!'

'বিষয়টি আমি আগে থেকেই জানতাম। কিন্তু হুজুরের তিরস্কারের ভয়ে কখনও মুখ খুলিনি। সুলতান আইউবিকে নির্বাচন করেছে বাগদাদের খেলাফত। আমি ভেবেছিলাম, কাজটা আপনার পরামর্শেই হয়ে থাকবে। খেলাফতের মনোনয়নের বিরুদ্ধে মুখ খোলার দুঃসাহস আমি দেখাতে পারি না। আজ আমীরে মেসেরের গোস্তাখি আর আপনার মনঃকষ্ট আমাকে মুখ খুলতে বাধ্য করেছে। এর আগেও একাধিকবার আমি সালাহুদ্দীন আইউবিকে হুজুরের সঙ্গে গোস্তাখি করতে দেখেছি। বিপদ সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করা আমি আমার কর্তব্য মনে করি।' বলল রজব।

খলীফার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ উম্মে আরারা খলীফার হাতের আঙুলে আঙুল ঢুকিয়ে শিশুর মতো খেলছিল। এবার দুহাতে খলীফার চিবুক স্পর্শ করে জিগ্যেস করল– 'মনটা কি এখন ঠিক হয়েছে?'

খলীফা তার চিবুকটা টেনে নিয়ে পুলকভরা কণ্ঠে বললেন– 'ওষুধ-পথ্যে ততটা কাজ হয় না, যতটুকু হয় তোমার সান্নিধ্য আর ভালোবাসায়। আল্লাহ তোমাকে যে-রূপ দান করেছেন, তা-ই আমার সব রোগের মহৌষধ।' খলীফা উম্মে আরারার মাথাটা নিজের বুকের ওপর রেখে রজবকে বললেন– 'কেয়ামতের দিন যখন আমাকে জান্নাতে পাঠানো হবে, তখন আমি আল্লাহকে বলব, আমি হুর চাই না – আমাকে আমার উম্মে আরারাকে এনে দাও।'

'উম্মে আরারা শুধু রূপসি-ই নয় – অতিশয় বিচক্ষণও বটে। হুজুরের হেরেম ষড়যন্ত্রের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। উম্মে আরারা এসে সব কুচক্রীর মুখে ঠুলি পরিয়েছে। এখন আপনার কসরে-খেলাফতে আপনার স্বার্থবিরোধী কোনো আচরণ করার সাধ্য কারুর নেই।' বলল রজব।

উম্মে আরারার প্রেমপরশে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন খলীফা। নিশ্চল মূর্তির মতো উদাস মনে বসে আছেন তিনি। রজবের একটা শব্দও যেন কানে ঢোকেনি তাঁর। উম্মে আরারা তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল। বলল– 'রজব সালাহুদ্দীন আইউবির প্রসঙ্গে কথা বলছিল। আপনি মনোযোগসহকারে তার বক্তব্য শুনুন এবং আইউবিকে বাগে আনবার চেষ্টা করুন?'

www.pathagar.com

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে খলীফা বললেন– 'এ্যা, কী যেন বলছিলে রজব!'

'বলছিলাম, আমি এত দিন এ-কারণে মুখ বন্ধ রেখেছি যে, আমীরে মেসেরের বিরুদ্ধে কথা বললে আপনি তা মেনে নেবেন না। আর যা-ই হোক, সালাহুদ্দীন আইউবি একজন দক্ষ সেনানায়ক তো বটে!' বলল রজব।

'সালাহুদ্দীন আইউবির এই একটি গুণই আমার কাছে পছন্দনীয় যে, যুদ্ধের ময়দানে সে ইসলামের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হতে দেয় না। তার মতো সেনানায়কদেরই আমার বড়ো প্রয়োজন, যারা রণাঙ্গনে খেলাফতে ইসলামিয়ার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখে।' বললেন খলীফা।

'গোস্তাখি মাফ করবেন খলীফাতুল মুসলিমীন, সালাহুদ্দীন আইউবি খেলাফতে ইসলামিয়ার মর্যাদার জন্য লড়াই করেন না। তিনি যুদ্ধ করেন নিজের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। আপনি ফৌজের সালার থেকে নিয়ে একজন সাধারণ সিপাইকে জিগ্যেস করে দেখুন; সালাহুদ্দীন আইউবি তাদের দীক্ষা দিয়েছেন, লড়াই করে তিনি এমন একটি ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবেন, যার কোনো পরিসীমা থাকবে না। এতেই পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি এমন একটা সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছেন, যার সম্রাট হবেন তিনি নিজে। তার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন নুরুদ্দীন জঙ্গি। আইউবির হাতকে শক্তিশালী করতে তিনি দু-হাজার অশ্বারোহী ও সমসংখ্যক পদাতিক বাহিনী পাঠিয়েছেন। আপনিই বলুন, তিনি কি এ-সৈন্য মিশরের খলীফার অনুমতি নিয়ে পাঠিয়েছেন? খেলাফতের কোনো দূত কি আপনার কাছে পরামর্শ নিতে এসেছিল যে, মিশরে অতিরিক্ত সৈন্যের প্রয়োজন আছে কি-না? যা কিছু হয়েছে, খেলাফতকে উপেক্ষা করেই হয়েছে।' বলল রজব।

'তুমি ঠিকই বলছ রজব। এ-ব্যাপারে আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আর ওদিক থেকে আসা বাহিনীটা ফেরতও পাঠানো হয়নি!' বললেন খলীফা।

'ফেরত এজন্যে দেওয়া হয়নি যে, তাদের পাঠানোই হয়েছিল মিশরে আইউবির হাতকে শক্ত করার জন্য। মিশরের পুরাতন বাহিনীকে কৃষাণ আর ভিখিরিতে পরিণত করতে নুরুদ্দীন জঙ্গি এই বাহিনী পাঠিয়েছেন। নাজি, আদরোশ, ককেশ, আবেদ ইয়াযদান, আবু আজর ও এদের মতো আরও আটজন সুদক্ষ সালার এখন কোথায়? হুজুর হয়তো কখনও ভেবে দেখেননি, এদের প্রত্যেককে সালাহুদ্দীন আইউবি গুপ্তভাবে খুন করিয়েছেন। তাদের একটামাত্র অপরাধ ছিল, তারা ছিলেন রণনায়ক হিসেবে আইউবি অপেক্ষা যোগ্য। আইউবি প্রচার করেছেন, গাদ্দারি ও বিদ্রোহের অপরাধে খলীফা তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।' বলল রজব।

www.pathagar.com

'মিথ্যে – নির্জলা মিথ্যে। সালাহুদ্দীন আমাকে বলেছিল ঠিক যে, এরা বিশ্বাসঘাতক। আমি তাকে বলেছিলাম, সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করো, আদালতে মোকাদ্দমা দায়ের করো।' ঝাঁজালো কণ্ঠে খলীফা বললেন।

'আর মোকদ্দমা দায়ের না করিয়ে তিনি নিজেই সেই রায় ঘোষণা করলেন, খেলাফতের মোহর ছাড়া যার কোনো কার্যকারিতা নেই। ওই হতভাগা সালারদের অপরাধ ছিল, তারা সম্রাটদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেশ ও দশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা। বললে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না; তবু বাস্তব সত্য হলো, খ্রিস্টানরা আমাদের শত্রু মনে করে না। নুরুদ্দীন জঙ্গি আর শেরেকোহ'র আক্রমণ-আশঙ্কায়-ই কেবল তারা আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে আছে। এখন শেরকোহ নেই ঠিক; কিন্তু তার জায়গা দখল করেছেন সালাহুদ্দীন আইউবি। এই লোকটা মূলত শেরেকোহ'র-ই হাতেগড়া। শেরেকোহ তার সারাটা জীবন শুধু খ্রিস্টানদের সঙ্গে লড়াই করে ইসলামের শত্রু সৃষ্টি ও দুশমনের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। সালাহুদ্দীনের স্থলে যদি অন্য কেউ মিশরের গভর্নর হতেন, তা হলে সম্রাটগণ আজ আপনার দরবারে বন্ধুরূপে আগমন করতেন। হত্যা-লুণ্ঠন হতো না, এতগুলো প্রবীণ ও সুদক্ষ সেনানায়ক আমাদের হারাতে হতো না।' বলল রজব।

'কিন্তু রজব, খ্রিস্টানরা যে রোম-উপসাগর থেকে আক্রমণ করল?' প্রশ্ন তুললেন খলীফা।

'এর জন্যেও আইউবি-ই দায়ী। তিনি-ই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন, যা প্রতিহত করতে খ্রিস্টানরা আক্রমণ চালাতে বাধ্য হয়েছিল। সমস্যা যেহেতু তারই সৃষ্টি, তাই আক্রমণ যে হবে, তা পূর্ব থেকেই তার জানা ছিল। সেজন্য তিনি আগাম প্রতরোধব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। অন্যথায় তিনি কী করে জানলেন, রোম-উপসাগর থেকে খ্রিস্টানরা আক্রমণ করবে? তিনি তো অন্তর্যামী নন। এটা ছিল তার সাজানো নাটক, যে-খেলায় এতিম হলো হাজার-হাজার শিশু, বিধবা হলো অসংখ্য নারী। আর আপনি তার একাজে আমার উপস্থিতিতে তাকে বাহবা দিয়েছিলেন। তারপর তিনি সুদানি ফৌজকে – যারা ছিল আপনার একান্ত অনুগত – সামরিক মহড়ার নাম করে রাতের বেলা বাইরে নিয়ে গেলেন এবং অন্ধকারে তাদের ওপর তার নতুন বাহিনীকে লেলিয়ে দিলেন। পরে প্রচার করলেন, নাজির ফৌজ বিদ্রোহ করেছিল; তাই তাদের এই পরিণতি বরণ করতে হয়েছে। আপনি এত সরল-সহজ মানুষ যে, আইউবির এই চাল আর প্রতারণা বুঝে উঠতে পারলেন ন!' বলল রজব।

উম্মে আরারা খলীফার বুকে মাথা রেখে এমন কিছু অশ্লীল আচরণ করল যে, খলীফার মদের তীব্র নেশা জেগে উঠল। খলীফা এখন মেয়েটার হাতের

www.pathagar.com

খেলনা। রজবের কোনো কথা-ই যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। রূপসি কন্যা উম্মে আরারাকে নিয়েই ঘুরপাক খাচ্ছে খলীফার সমস্ত চিন্তাভাবনা।

এই ফাঁকে রজব সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে নিতান্ত অমূলক আরেকটা অপবাদ আরোপ করল– 'আইউবি আরও একটা প্রতারণামূলক আচরণ শুরু করেছেন। সুন্দরী যুবতি মেয়েদের ধরে এনে তিনি তাদের উপভোগ করেন। কয়েক দিন আমোদ-ফুর্তি করে এই বলে তাদের খুন করান যে, এরা খ্রিস্টানদের গুপ্তচর। দেশবাসীর মনে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে রেখেছেন, খ্রিস্টানরা গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তাদের মেয়েদের মিশর পাঠিয়েছে এবং তাদের দ্বারা এই জাতির চরিত্র বিনষ্ট করছে। আমি তো এদেশেরই একজন নাগরিক। দেশে কী ঘটছে সবই আমার জানা আছে। যারা দেশের পতিতালয়গুলোতে বেশ্যাবৃত্তি করছে, তারা মিশরি ও সুদানি নারী। দু-চারজন থাকলেও তারা গুপ্তচর নয় – এটা তাদের পেশা।'

'হাঁ; হেরেমের তিন-চারটা মেয়েও আমাকে বলেছে, সালাহুদ্দীন আইউবি ডেনে নিয়ে তাদের সম্ভ্রমহানি করেছে।' সুযোগটা কাজে লাগাল উম্মে আরারা।

শুনে খলীফা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন– 'আমার হেরেমের মেয়ে? তুমি এত দিন আমাকে বলনি কেন?'

'তার কারণ, এই অসুস্থ শরীরে আপনি সেই দুঃসংবাদ সহ্য করতে পারতেন না। এখন হঠাৎ মুখ ফস্‌কে কথাটা বেরিয়ে এল। হেরেমে আমি এমন ব্যবস্থা করে রেখেছি যে, এখন আর কোনো মেয়ে কারও আহ্বানে ইচ্ছে হলেই বেরুতে পারবে না।' জবাব দিল উম্মে আরারা।

'এক্ষুনি ডেকে এনে ওকে আমি বেত্রাঘাত করব; আমি এর প্রতিশোধ নেব!' বললেন খলীফা।

'প্রতিশোধ নিতে হবে অন্যভাবে। বর্তমানে দেশের জনসাধারণ আইউবির পক্ষে। এভাবে সরাসরি প্রতিশোধ নিতে গেলে মানুষ আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠবে।' বলল রজব।

'তবে কি এই অপমান আমাকে চোখ বুজে সহ্যই করে যেতে হবে?' বললেন খলীফা।

'না; আপনার অনুমতি ও সহযোগিতা পেলে আমি সালাহুদ্দীন আইউবিকে এমনভাবে হারিয়ে ফেলব, যেভাবে সে আমাদের প্রবীণ সালারদের গুম করেছিল।' বলল রজব।

'কাজটা তুমি কীভাবে করবে?' জিগ্যেস করলেন খলীফা।

www.pathagar.com

'কাজটা আমি হাশিশিদের দ্বারা করাব। তবে তারা অনেক অর্থ দাবি করছে।' বলল রজব।

'অর্থ যত লাগে আমি দেব; তুমি আয়োজন সম্পন্ন করো।' খলীফা বললেন।

♦♦♦

আজ বুধবার। পরশু শুক্রবার জুমার নামায। ঈসা এলাহকারী কায়রোর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীবকে বলে দিয়েছেন, যেন তিনি জুমার খুতবায় খলীফার নাম উল্লেখ না করেন।

তুরস্কের অধিবাসী এই খতীবের নাম ইতিহাসে নেই। জনসাধারণের কাছে তিনি 'আমীরুল উলামা' উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি নিজেও বেশ কবার খুতবা থেকে এই অপরীতি তুলে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্তি করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় এমনও পাওয়া যায়, সালাহুদ্দীন আইউবি এই খতীবেরই পরামর্শে খুতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছিলেন। তবে সুলতান আইউবির কথোপকথনের যেসব দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া যায়, তাতে প্রমাণিত হয়, এই সাহসী পদক্ষেপের কৃতিত্বের অধিকারী তিনি-ই।

শুক্রবার দিন। খতীব আমীরুল উলামা খুতবা পাঠ করলেন; কিন্তু খলীফার নাম উল্লেখ করলেন না। মসজিদের মধ্যম সারিতে উপবিষ্ট সুলতান আইউবি। খানিক দূরে অপর এক সারিতে বসা আলী বিন সুফিয়ান। জনগণের প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করতে জনতার মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছেন সুলতান আইউবির অপরাপর উপদেষ্টামণ্ডলী ও বিশ্বস্ত কর্মকর্তাবৃন্দ। আলী বিন সুফিয়ানের বিপুলসংখ্যক গোয়েন্দাসদস্যও মসজিদে উপস্থিত। খুতবা থেকে খলীফার নাম মুছে ফেলা একটি শক্ত পদক্ষেপই নয় – খেলাফতের আইনে গুরুতর অপরাধও বটে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির নির্দেশে সেই অপরাধই সংঘটিত হলো আজ। খলীফা আল-আজেদ ছাড়াও খেলাফতের বহু কর্মকর্তা সরাসরি প্রত্যক্ষ করলেন এই 'অপরাধকর্ম'।

নামায শেষ হলো। মুসল্লীরা যার-যার মতো চলে গেল। সুলতান আইউবি উঠে ধীর পায়ে খতীবের কাছে এগিয়ে গেলেন। সালাম-মুসাফাহার পর বললেন– 'আল্লাহ আপনার সহায় হোন শ্রদ্ধেয় ইমাম!'

খতীব আমীরুল উলামা বললেন– 'এই নির্দেশ জারি করে আপনি জান্নাতে আপন ঠিকানা গড়ে নিলেন।'

সুলতান আইউবি মসজিদ থেকে বেরোতে উদ্যত হলেন। কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। আবার খতীবের কাছে গিয়ে বললেন– 'খলীফার পক্ষ থেকে যদি ডাক আসে, তা হলে সরাসরি তার কাছে না গিয়ে

www.pathagar.com

আপনি আমার কাছে চলে আসবেন। আমি সঙ্গে করে আপনাকে খলীফার কাছে নিয়ে যাব।'

'মোহতারাম আমীরে মেসের, যদি গোস্তাখি মনে না করেন, তা হলে আমি বলব, মিথ্যা ও শেরেকের বিরুদ্ধে কাজ করা ও সত্য বলা যদি অপরাধ হয়, তা হলে সেই অপরাধের শাস্তি আমি একা-ই ভোগ করব। এর জন্য আমি আপনাকে কষ্ট দিতে যাব না। খলীফা যদি আমাকে তলব করেন, আমি একা-ই গিয়ে তার কাঠগড়ায় হাজির হব। মূলত আপনার নির্দেশে নয়– আল্লাহর হুকুমে আমি খুতবা থেকে খলীফার নাম বাদ দিয়েছি। আপনি দু'আ করুন। আল্লাহ আমার সহায় হোন।' খতীব বললেন।

◆◆◆

সন্ধ্যার পর।

সালাহুদ্দীন আইউবি আলী বিন সুফিয়ান, বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ ও উপদেষ্টামণ্ডলী থেকে দিনের রিপোর্ট শুনছেন। আলী বিন সুফিয়ান ছদ্মবেশে শহরময় গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারা নামাযের পর ঘুরে-ঘুরে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করেছে। আলী বিন সুফিয়ান আইউবিকে জানালেন, এমন কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি যে, কেউ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বলেছে, আজ খুতবায় খলীফার নাম উল্লেখ করা হয়নি। জনগণের মুখ থেকে কথা বের করতে এক গোয়েন্দা কয়েক স্থানে বলেছে, 'জামে মসজিদের খতীব আজ জুমার খুতবায় খলীফার নাম উচ্চারণ করেননি; কাজটা বোধ হয় তিনি ভালো করেননি।' প্রত্যুত্তরে অনেকে এমন ভাব প্রকাশ করেছে, যেন খুতবায় আজ খলীফার নাম উচ্চারণ করা হলো কি-না, তা তারা জানেই না, যেন খলীফার নাম উল্লেখ করা-না-করা তাদের কাছে কোনো ঘটনা-ই নয়। বেশ কজন মানুষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে– 'এতে কী আর আসে যায়! খলীফা আল্লাহ-রাসূল তো আর নন!'

এসব রিপোর্টে সুলতান আইউবি আশ্বস্ত হলেন, তাঁকে জনগণের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার যে-ভয় দেখানো হয়েছিল, বাস্তবে কোথাও তার প্রতিফলন ঘটেনি।

সে-বৈঠকেই সুলতান আইউবি নুরুদ্দীন জঙ্গির নামে বার্তা লিখলেন– '...আমি জুমার খুতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দিয়েছি। জনসাধারণের পক্ষে থেকে অনুকূল প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। আপনিও খুতবা থেকে কেন্দ্রীয় খেলাফতের আলোচনা তুলে দিন...।'

এ-মর্মে দীর্ঘ একখানা পত্র লিখে সুলতান আইউবি নির্দেশ জারি করলেন– 'আগামী কাল সকাল-সকাল দূতকে রওনা করাও।' তারপর আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন– 'খলীফার মহলের গুপ্তচরদের আরও সতর্ক থাকতে বলে

www.pathagar.com

দাও; সেখানে সামান্যতম সন্দেহজনক আচরণ দেখামাত্র যেন তারা সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের অবহিত করে।'

♦♦♦

সুলতান আইউবি রজবকে ভালো করেই জানতেন। তিনি জানতেন, রজব খলীফার আজ্ঞাবহ নায়েব সালার। তাই তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন– 'রজবের পেছনে একজন লোক সর্বক্ষণ ছায়ার মতো লাগিয়ে রাখো।'

রাতের বেলা। রজব মহলে নেই। সে সুলতান আইউবিকে হত্যা করার আয়োজন সম্পন্ন করতে বাইরে চলে গেছে। হাসান ইবনে সাব্বাহর হাশিশিদের সঙ্গে যোগসাজস করে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে সে।

আমোদে মেতে উঠেছেন খলীফা। প্রতিদিনকার মতো আজও বহির্জগত সম্পর্কে উদাসীন তিনি। উম্মে আরারার জাদুময়ী রূপ-দেহে মাতোয়ারা খলীফা। জুমার খুতবা থেকে নাম উঠে যাওয়ার সংবাদ এ-যাবত কেউ তাকে জানায়নি। আইউবিহত্যার প্রস্তুতি চলছে সেই আনন্দেই আত্মহারা তিনি।

তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়ানোর জন্য উম্মে আরারা খলীফাকে অতিরিক্ত মদ পান করাল। মদের সঙ্গে নিদ্রাজনক পাউডারও খাইয়ে দিল। বৃদ্ধের জ্বালাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য সব সময় এই প্রক্রিয়াটা-ই অবলম্বন করে উম্মে আরারা। আজও বৃদ্ধকে শুইয়ে দিয়ে, বাতি নিভিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। হাঁটা দিল নিজের কক্ষের দিকে। রাতে চুপিসারে এ-কক্ষেই তার কাছে আসা-যাওয়া করে রজব।

উম্মে আরারা কক্ষে প্রবেশ করছে। তার এক পা কক্ষের ভেতরে, এক পা বাইরে। এমন সময় পেছন থেকে কে একজন একটা কম্বল ছুড়ে মারল তার গায়ে। তার মুখ থেকে কোনো শব্দ বের হতে-না-হতেই দৌড়ে এসে লোকটা আরেক খণ্ড কাপড় দ্বারা তার মুখটা বেঁধে ফেলল। তারপর কাঁধে তুলে নিয়ে একদিকে হাঁটা দিল।

তারা ছিল দুজন। মহলের আঁকাবাঁকা গোপন পথ সবই যেন তাদের চেনা। তারা অন্ধকার সিঁড়িতে নেমে পড়ল। ওপরে লম্বা রশি বেঁধে রেখেছিল আগেই। সেই রশি ধরে-ধরে ঘোর অন্ধকারে চোরা পথ বেয়ে মেয়েটাকে কাঁধে করে নেমে পড়ল একজন। অপরজন হাঁটছে তার পেছনে। মহল থেকে নেমে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

দূরে দাঁড়িয়ে আছে চারটা ঘোড়া। ঘোড়াগুলোর কাছে সতর্ক অবস্থায় বসে আছে আরও দুজন লোক। আঁধার চিরে সঙ্গীদের আসতে দেখল তারা। আরও দেখল, কাঁধে করে কম্বলপ্যাঁচানো কী যেন একটা নিয়ে আসছে একজন।

www.pathagar.com

চারটা ঘোড়ায় চড়ে বসল চার সঙ্গী। একজন মেয়েটাকে কম্বলমোড়ানো অবস্থায়ই নিজের সামনে বসিয়ে দিল। একজন বলল, ঘোড়াগুলোকে এখনই দ্রুত হাঁকানো যাবে না। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজে প্রহরীরা সতর্ক হয়ে যাবে। ধীরে-ধীরে এগোতে শুরু করল চারটা ঘোড়া। বেরিয়ে গেল শহর থেকে।

♦♦♦

'এটা সালাহুদ্দীন আইউবিরই কাজ।'

'মিশরের গভর্নর ছাড়া এমন দুঃসাহস আর কেউ দেখাতে পারে না।'

'তিনি ছাড়া এ-কাজ আর করতেইবা পারে কে?'

উম্মে আরারার অপহরণের খবর ছড়িয়ে পড়েছে রাজমহলে। সবার মুখে একই কথা, সালাহুদ্দীন আইউবি ছাড়া আর কেউ এ-কাজ করাতে পারে না।

ফিরে এসেছে রজব। মহলের সর্বত্র তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান চালাল সে। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের গালাগাল করছে কমান্ডাররা। স্বয়ং কমান্ডাররাও সিপাইদের মতো থরথর করে কাঁছে।

মহলের একটা মেয়ের অপহরণ মামুলি ঘটনা নয়। তাও আবার সেই মেয়ে, খলীফা যাকে মহলের হীরক মনে করেন।

মহলের পেছনের গোপন পথে একটা রশি ঝুলছে দেখা গেল। মাটিতে পায়ের ছাপ, যা একটু দূরে গিয়ে ঘোড়ার খুরের চিহ্নে মিলিয়ে গেছে। এতে প্রমাণিত হলো, মেয়েটাকে রশির সাহায্যে নিচে নামানো হয়েছে। কেউ-কেউ সন্দেহ ব্যক্ত করল, মেয়েটা হয়তো স্বেচ্ছায় কারও সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু খলীফা উড়িয়ে দিলেন এ-সংশয়। বললেন– 'অসম্ভব! উম্মে আরারা স্বেচ্ছায় কারও হাত ধরে উধাও হতে পারে না। সে আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত।'

'এ সালাহুদ্দীন আইউবিরই কাজ। কসরে-খেলাফতের সবার মুখে এই একই কথা, আইউবি ছাড়া এ-কাজ করার সাহস আর কেউ করতে পারে না।' খলীফার উদ্দেশে বলল রজব।

কথাটা রজবই সবার কানে দিয়েছিল। উম্মে আরারার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ শোনামাত্র সে মহলময় ঘুরে-ঘুরে প্রত্যেকের কাছে মেয়েটার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছিল আর বলছিল– 'সুলতান আইউবি-ই এ-কাজ করেছে।' রজবের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে মহলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে সাধারণ কর্মচারীদের পর্যন্ত সকলে এই একই কথা আওড়াতে শুরু করেছে। আর কথাটা যখন খলীফার কানে দেওয়া হলো, তখন তিনি একটুও ভাববার প্রয়োজন বোধ করলেন না, এ-অভিযোগ ভিত্তিহীনও হতে পারে। তাকে আগেই জানানো হয়েছিল, সুলতান আইউবি নারীলোলুপ পুরুষ; তিনি মহলের মেয়েদের নিয়ে-নিয়ে নষ্ট করছেন। সঙ্গে-সঙ্গে খলীফা একজন দূতকে ডেকে পাঠালেন। দূত

www.pathagar.com

এলে তিনি বললেন– 'গভর্নরের কাছে যাও। গিয়ে বলো, যেন তিনি গোপনে মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিয়ে যান। তা হলে আর আমি এর প্রতিশোধ নেব না।'

♦♦♦

খলীফা আল-আজেদ যখন দূতের কানে এ-বার্তাটা প্রদান করছিলেন, ঠিক তখন কায়রো থেকে দশ মাইল দূরে তিনজন উষ্ট্রারোহী ধীরে-ধীরে শহর-অভিমুখে এগিয়ে চলছিল। তারা মিশরি ফৌজের টহলসেনা; ডিউটি শেষ করে শহরে ফিরছিল। তাদের সম্মুখে মাটি ও পাথরের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চল। তারা একটা উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করছিল।

হঠাৎ তাদের কানে নারীকণ্ঠের একটা আর্তচিৎকার ভেসে এল। সঙ্গে পুরুষালি কণ্ঠও শুনতে পেল। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারল, কোনো এক হতভাগী নারীর ওপর নির্যাতন চলছে। তারা দাঁড়িয়ে গেল। একজন উটের পিঠ থেকে নিচে নামল। একজন টিলার ওপরে উঠে চিৎকারধ্বনির দিক অনুসরণ করে কান খাড়া করে নীরবে দাঁড়িয়ে গেল। দেখল, টিলার অপর প্রান্তে চারটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। চারজন মানুষও আছে সেখানে। সব কজন সুদানি হাবশি। দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করছে অপরূপা এক যুবতি মেয়ে। এক হাবশি তাকে দুবাহু দ্বারা জড়িয়ে ধরে তুলে আনল। লোকটা মেয়েটাকে সঙ্গীদের মধ্যখানে দাঁড় করিয়ে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। হস্তদ্বয় নিজের বুকে চেপে ধরে বলল– 'তুমি পবিত্র মেয়ে; অযথা নিজেকে কষ্টে ফেলে আমাদের গোনাহগার করো না। অন্যথায় দেবতাদের রোষানল আমাদের পুড়ে ছারখার করে দেবে কিংবা পাথরে পরিণত করবে।'

'আমি মুসলিম। আমি তোমাদের দেবতাদের অভিসম্পাত করি। আমাকে ছেড়ে দাও। অন্যথায় আমি খলীফার কুকুর দ্বারা তোমাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলব।'মেয়েটা চিৎকার করে বলল।

'তোমার মালিকানা এখন খলীফার হাতে নয়। আকাশের বিজলি, সাপের বিষ আর সিংহের শক্তি যে দেবতার হাতে, তোমার মালিক এখন তিনি। তিনি তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছেন। এখন যে-ই তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে, মরুভূমির তপ্ত বালুকারাশি তাকেই ভস্ম করে ফেলবে।' বলল একজন।

এক হাবশি আরেক হাবশিকে বলল– 'আমি তোমাকে বলেছিলাম, এখানে থেমো না। কিন্তু তোমার কিনা বিশ্রামের প্রয়োজন। লাগাতার এগিয়ে চললে সন্ধ্যার আগে-আগেই আমরা গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারতাম।'

'কেন, ঘোড়াগুলো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে দেখতে পাচ্ছ না? তা ছাড়া সারাটা রাত আমরা একতিলও ঘুমোতে পারিনি। আমাদেরও তো একটু বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। যাক, চলো; একে আবার বেঁধে রওনা হই। বলল দ্বিতীয়জন।

www.pathagar.com

একজন উম্মে আরারাকে ঝাপটে ধরে রাখল। হঠাৎ পেছন দিক থেকে একটা তির এসে বিদ্ধ হলো তার পিঠে। উম্মে আরারাকে জড়িয়ে-ধরা-হাতটা তার শিথিল হয়ে এল। মেয়েটা ঝাপটা দিয়ে বন্ধনমুক্ত হয়ে পালাতে উদ্যত হলো। সঙ্গে-সঙ্গে আরেকজন ধরে টেনে তাকে ঘোড়ার আড়ালে নিয়ে গেল। শাঁ করে ছুটে এল আরেকটা তির। বিদ্ধ হলো অপর একজনের ঘাড়ে। ছটফট করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে-ও। উম্মে আরারাকে ধরে-রাখা-লোকটা ঘোড়ার বাগ ধরে তাকে ও ঘোড়াটাকে নিয়ে নিম্নভূমিতে নেমে পড়ল। চার হাবশির অপরজনও দৌড়ে নেমে পড়ল নিচে।

উষ্ট্রারোহীদের যে-লোকটা টিলার ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে-ই নিক্ষেপ করেছে তিরদুটা। সে জানাল, দেবতার কথা শুনে প্রথমে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে যখন শুনলাম, মেয়েটা বলছে, আমি মুসলমান; তোমাদের দেবতাকে আমি অভিসম্পাত করি, তখন আমার ঈমান জেগে উঠল। মেয়েটা যখন খলীফার নাম উল্লেখ করল, তখন আমি বুঝলাম, এ তো খলীফার হেরেমের মেয়ে। তা ছাড়া মেয়েটার পোশাক-পরিচ্ছদ ও গঠন-আকৃতিতে পরিষ্কার বোঝা গেল, এ কোনো সাধারণ মেয়ে নয়। নিশ্চয় একে অপহরণ করা হয়েছে এবং সুদান নিয়ে একে বিক্রি করা হবে। সাম্ত্রীর জানা ছিল, অল্প কদিন পর সুদানি হাবশিদের মেলা বসছে এবং সেই মেলায় সুন্দরী মেয়েদের বেচাকেনা হয়।

সুলতান আইউবি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, যেন তারা নারীর ইজ্জতের হেফাজত করে। একজন নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে প্রয়োজনে এক ডজন মানুষ হত্যা করার অনুমতিও দেওয়া ছিল তাদের। এ-বিষয়গুলোকে সামনে রেখে সাম্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যে করে হোক মেয়েটাকে উদ্ধার করতেই হবে। তাই সে দুটা তির নিক্ষেপ করে দুই হাবশিকে খুন করে ফেলেছে।

হাবশিরা মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে গেল। সাম্ত্রীর তিরের আঘাতে নিহত দুজনের ঘোড়াদুটোও তারা নিয়ে গেল। ফেলে গেল শুধু দুটা লাশ।

সাম্ত্রীদের সবাই উষ্ট্রারোহী। একটাও ঘোড়া নেই তাদের কাছে। উটে চড়ে অশ্বারোহীদের ধাওয়া করা বৃথা। অগত্যা লাশদুটো উটের পিঠে তুলে নিয়ে তারা কায়রো-অভিমুখে রওনা দিল।

অপহৃতা মেয়েটা কে এবং লাশদুটো কাদের, তা অনুমান করতে সক্ষম হয়েছিল সাম্ত্রীরা। তাই হেরেমের একটা মেয়েকে কারা অপহরণ করল, তার প্রমাণের জন্য লাশদুটো নিয়ে যাওয়া আবশ্যক মনে করল তারা।

www.pathagar.com

◆◆◆

কক্ষে অস্থির চিত্তে পায়চারি করছেন সুলতান আইউবি। রাগে-ক্ষোভে যেন আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। তাঁর নায়েব-উপদেষ্টাগণও উপস্থিত। নত মুখে বসে আছেন সবাই।

সুলতান আইউবি সর্বদাই সহনশীল মানুষ। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেই তিনি কাজ করেন সব সময়। কখনও আবেগপ্রবণ হন না। রাগের মাথায় কিছু বলেনও না, কিছু করেনও না। যত প্রতিকূল পরিস্থিতিরই শিকার হোন-না কেন, সকল অবস্থায় ঠান্ডা মাথায় কাজ করা-ই তাঁর অভ্যাস। প্রবল-থেকে-প্রবলতর রাগও তিনি হজম করে ফেলেন। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, যে-পরিস্থিতিতে প্রবল প্রতাপশালী যোদ্ধাও অস্ত্রসমর্পণ করতে বাধ্য হন। শত্রুর বেষ্টনিতে অবরুদ্ধ হয়েও তিনি ঠান্ডা মাথায় লড়াই করেছেন। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন, যখন তিনি বাহিনীসহ শত্রুর হাতে অবরুদ্ধ, তাঁর সৈন্যরা সাহস হারিয়ে ফেলেছে, খাবার নেই, পানি নেই, সৈন্যদের তূণীরে একটাও তির নেই। তাঁর বাহিনী অপেক্ষা করছে, কখন তিনি আত্মসমর্পণ করে এই কষ্ট থেকে তাদের মুক্তি দেবেন, তাদের জীবন রক্ষা করবেন। কিন্তু নিজের সাহস অটুট রেখে তিনি শুধু লড়াই-ই অব্যাহত রাখেননি, সৈন্যদের মাঝেও নবজীবন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

কিন্তু আজ? আজ তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। রাগে-ক্ষোভে চোখ থেকে যেন আগুনের হল্কা ঠিকরে পড়ছে। চেহারায় ক্ষোভ ও যন্ত্রণার ছাপ। ফলে কেউ কথা বলার সাহস পাচ্ছেন না। মাথা নুইয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে নীরবে বসে আছে সবাই।

'এই আজই আমি প্রথমবার আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম।' পায়চারি করতে-করতে সুলতান আইউবি বললেন।

খলীফার এই বার্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া কি সম্ভব নয়?' সাহস সঞ্চয় করে জিগ্যেস করলেন নায়েব সালার আন-নাসের।

'আমি সেই চেষ্টা-ই করছি। কিন্তু অভিযোগের ধরনটা দেখো। আমি কিনা খলীফার হেরেমের একটা মেয়েকে অপহরণ করিয়েছি! আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে লাঞ্ছিত করতে লোকটা কোনো পন্থা-ই তো বাদ রাখল না। সবশেষে কিনা আমার নামে হেরেমের মেয়ে অপহরণ করানোর অপবাদ! বার্তার নামে হুঁশিয়ারি পাঠালেন দূতের মুখে। তা না করে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে সরাসরি কথা বলতে পারতেন।' বললেন সুলতান আইউবি।

'তারপরও আমি আপনাকে পরামর্শ দেব, আপনি মাথাটা ঠান্ডা করুন, মনের উত্তেজনা দূর করুন।' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

সুলতান আইউবি বললেন– 'আচ্ছা, সত্যিই কি হেরেমের কোনো মেয়ে অপহৃতা হয়েছে? আমার তো মনে হচ্ছে, সংবাদটা মিথ্যে। এতক্ষণে হয়তো

www.pathagar.com

খলীফা জেনে ফেলেছেন, আমি জুমার খুতবা থেকে তার নাম তুলে দিয়েছি। বোধহয় তারই প্রতিশোধ হিসেবে তিনি আমার ওপর অপবাদ আরোপ করেছেন, আমি তার হেরেমের একটা মেয়েকে অপহরণ করিয়েছি।'

ঈসা এলাহকারীকে উদ্দেশ করে সুলতান বললেন– 'আজই আপনি মিশরের সব মসজিদে নির্দেশনামা জারি করে দিন, আগামীতে যেন কোনো ইমাম জুমার খুতবায় খলীফার নাম উল্লেখ না করেন।'

'আপনি খলীফার কাছে চলে যান এবং তার সঙ্গে কথা বলুন। তাকে বলুন, খলীফা জাতির মর্যাদার প্রতীক বটে; কিন্তু তাঁর আদেশ-নিষেধ এখন অচল। বিশেষত, যখন সারাদেশে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে, তখন তো খলীফার আইন মান্য করার জন্য কেউই বসে নেই। শত্রুর আশঙ্কা বাইরে থেকে যেমন, ভেতর থেকেও তেমনি। আমি তো আপনাকে এই পরামর্শও দেব যে, আপনি খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর সংখ্যা কমিয়ে দিন। সুদানি হাবশিদের বাদ দিয়ে মিশরি সৈন্য নিয়োগ করুন এবং খলীফার মহলের বরাদ্দ হ্রাস করুন। এসব পদক্ষেপের পরিণাম আমার জানা আছে। পরিস্থিতির মোকাবেলা আমাদের করতেই হবে। তবু মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।' আন-নাসের বললেন।

'আল্লাহ আমাকে এই অপমান থেকেও রক্ষা করবেন।' সুলতান বললেন।

এমন সময় দারোয়ান কক্ষে প্রবেশ করল। আলোচনা বন্ধ করে সবাই তার প্রতি তাকাল। সে সালাম দিয়ে বলল, মরুভূমির টহল-বাহিনীর কমান্ডার এসেছেন। তার সঙ্গে তিনজন সিপাই আছে। তারা দুজন সুদানির লাশ নিয়ে এসেছেন।'

দারোয়ানের এই আকস্মিক প্রবেশে সবাই বিরক্তি বোধ করলেন। কারণ, সুলতান আইউবি তখন অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছিলেন। দারোয়ানের এই অনুপ্রবেশে সেই আলোচনায় ছেদ পড়েছে। কিন্তু সুলতান আইউবি দারোয়ানকে বললেন– 'তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' সুলতান আগেই দারোয়ানকে বলে রেখেছিলেন, কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে যেন সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে অবহিত করে। রাতে ঘুম থেকে জাগানোর প্রয়োজন হলেও যেন নিঃসংকোচে জাগিয়ে তোলে।

কমান্ডার ভেতরে প্রবেশ করলেন। ধুলোমলিন তার চেহারা। দেখে পরিশ্রান্ত মনে হলো। সুলতান আইউবি তাকে বসতে বলে দারোয়ানকে বললেন– 'এর খাওয়ার ব্যবস্থা করো। কমান্ডার বললেন– 'একটা অপহৃতা মেয়েকে উদ্ধার করতে আমরা চার সুদানি হাবশির দুজনকে তিরের আঘাতে হত্যা করেছি। অপর দুজন মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। নিহত দুজনের লাশ আমরা সঙ্গে

www.pathagar.com

করে নিয়ে এসেছি।' কমান্ডার আরও জানালেন– 'মেয়েটা যাযাবর কিংবা সাধারণ ঘরানার কন্যা নয়। দেখে তাকে রাজকন্যা বলে মনে হয়েছে। কথা প্রসঙ্গে নিজেকে খলীফার মালিকানাধীন বলে দাবি করতেও শুনেছি।'

'মনে হয় আল্লাহ আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন।' বলেই তড়াক করে বসা থেকে উঠে সুলতান আইউবি কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। অন্যরাও তাঁর পেছনে-পেছনে বেরিয়ে এলেন।

কক্ষের বাইরে মাটিতে পড়ে আছে দুটা লাশ। একটা উপুড় হয়ে। পিঠে বিদ্ধ একটা তির। অপর লাশের ঘাড়েও একটা তির গাঁথা। পাশে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন সিপাই। তারা মিশরের গভর্নর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে এ-ই প্রথমবার দেখল। পরিচয় পেয়ে সালাম করে তারা পেছনে সরে গেল। সুলতান আইউবি তাদের সালামের জবাব দিয়ে মুসাফাহা করে বললেন– 'এই শিকার তোমরা কোথা থেকে মেরে আনলে?' যে-সান্ত্রী টিলার দাঁড়িয়ে তির ছুড়ে এদের হত্যা করেছে, সে সুলতান আইউবিকে পুরো ঘটনার বিবরণ দিল।

উপদেষ্টাদের প্রতি তাকিয়ে সুলতান আইউবি বললেন– 'আমার মনে হয়, মেয়েটা খলীফার সেই রক্ষিতা-ই হবে। আপনারা কী বলেন?'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। এদের খঞ্জরগুলো দেখুন।' বলেই আলী বিন সুফিয়ান নিহতদের খঞ্জরদুটো আইউবিকে দেখালেন। সান্ত্রী যখন সুলতানকে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিল, তখন আলী বিন সুফিয়ান লাশদুটার সুরতহাল পর্যবেক্ষণ করছিলেন। পরনে সুদানের কাবায়েলি পোশাক। পোশাকের ভেতরে কটিবন্ধ, যাতে বাঁধা আছে একটা করে খঞ্জর। এগুলো খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ ধরনের খঞ্জর। খঞ্জরের হাতলে কসরে-খেলাফতের মোহর অঙ্কিত।

আলী বিন সুফিয়ান বললেন– 'এরা যদি খঞ্জরগুলো চুরি না করে থাকে, তা হলো এরা কসরে-খেলাফতের নিরাপত্তা-বাহিনীর সিপাই। তাই আপাতত আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমাদের সান্ত্রীরা যে-মেয়ের ঘটনা জানিয়েছে, সে খলীফার হেরেমেরই অপহৃতা মেয়ে, যার অপহরণকারীরা খলীফার নিরাপত্তা-বাহিনীর সদস্য।'

'লাশগুলো তুলে খলীফার কাছে নিয়ে চলো।' সুলতান আইউবি বললেন।

'আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার, এরা সত্যিই খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য কি-না।' বলেই আলী বিন সুফিয়ান সেখান থেকে চলে গেলেন।

অল্পক্ষণ পরই আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে কসরে-খেলাফতের এক কমান্ডার এসে হাজির হলো। লাশদুটো তাকে দেখানো হলো। সে লাশগুলো দেখে বলল– 'এরা তো খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর সিপাই। গত তিন দিন যাবত এরা ছুটিতে ছিল। সাত দিনের ছুটি নিয়েছিল।'

www.pathagar.com

'আরও কোনো সিপাই ছুটিতে আছে কি?' জিগ্যেস করলেন আইউবি।

'আরও দুজন আছে।'

'তারা কি এদের সাথে একসঙ্গে ছুটি নিয়েছিল?'

'হাঁ; চারজন একত্রেই ছুটি নিয়েছিল।'

'কমান্ডার আরও এমন একটা তথ্য প্রকাশ করল, যা সবাইকে চমকিত করে তুলল। বলল– 'এরা সুদানের এমন একটা গোত্রের লোক, যারা রক্তপায়ী বলে খ্যাত। ফেরাউনি আমলের জঘন্য কিছু প্রথা এখনও তাদের সমাজে প্রচলিত আছে। তারা প্রতি তিন বছর অন্তর একটা উৎসব পালন করে। উৎসব হয় মেলার মতো। এই মেলা তিন দিন তিন রাত চলে। দিনগুলো তারা এমনভাবে ঠিক করে, যাতে চতুর্থ রাতে পূর্ণিমা থাকে। এ-গোত্রের বাইরের অনেক লোকও মেলায় অংশ নেয়। তারা আসে শুধু আমোদ করার জন্য। সুন্দরী যুবতি মেয়েদের বেচাকেনার জন্য মেলায় রীতিমতো হাট বসে। এই মেলার অন্তত একমাস পূর্ব থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকা; বরং কায়রোতে পর্যন্ত যাদের ঘরে যুবতি মেয়ে আছে, তারা সতর্ক হয়ে যায়। কেউ মেয়েদের ঘর থেকে বেরুতে দেয় না। যাযাবর পরিবারগুলো পর্যন্ত এ-সময়ে এই অঞ্চল থেকে অনেক দূরে চলে যায়। এই এক মাস চতুর্দিকে মেয়ে অপহরণ হয় আর এ-মেলায় বিক্রি হয়। চার সুদানি ফৌজও এই মেলা উপলক্ষ্যে ছুটিতে গিয়েছিল। আর মাত্র তিনদিন পর মেলা শুরু হচ্ছে।'

'আচ্ছা, তা হলে কি একথা বলা যায় যে, তারাই খলীফার হেরেমের মেয়েটাকে অপহরণ করেছে?' জিগ্যেস করলেন আলী বিন সুফিয়ান।

'একথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না। আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি, এই দিনগুলোতে উক্ত গোত্রের লোকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও মেয়ে অপহরণের চেষ্টা করে। তারা এতই রক্তপিপাসু যে, যদি কোনো মেয়ের অভিভাবক মেলায় গিয়ে নিজকন্যার সন্ধান পায় এবং তাকে ফিরিয়ে আনতে চায়, তবে নির্ঘাত তাকে জীবন হারাতে হয়। খদ্দেরদের মধ্যে মিশরের আমীর-উজীর-হাকীমও থাকেন। মেলায় এমন একটা অস্থায়ী পতিতালয় স্থাপন করা হয়, যেখানে সর্বক্ষণ মদ-জুয়া আর নারী নিয়ে আমোদ চলে।...

'এই উৎসব-অনুষ্ঠানের শেষ রাতটা হয় অত্যন্ত রহস্যময়। কোনো একটা গোপন জায়গায় একটা অসাধারণ সুন্দরী যুবতি মেয়েকে বলি দেওয়া হয়। কোন জায়গায় কীভাবে এই নারীবলি সম্পন্ন হয়, তা নির্দিষ্ট কজন লোক ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। হাবশিদের এক ধর্মগুরু – যাকে তারা খোদা বলেও বিশ্বাস করে– কাজটা সম্পন্ন করে। তার সঙ্গে থাকে স্বল্পসংখ্যক পুরুষ আর চার-পাঁচটা মেয়ে। বলি-দেওয়া-মেয়ের কর্তিত মাথা ও রক্ত সর্বসাধারণকে

www.pathagar.com

দেখানো হয়। কর্তিত মস্তক দেখে গোত্রের মানুষ পাগলের মতো নাচতে, গাইতে ও মদ পান করতে শুরু করে।' কমান্ডার বলল।

♦♦♦

অপহরণ-ঘটনার তথ্য উদ্ধারে নিরাপত্তা-বাহিনীর ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করলেন খলীফা। তথ্য বের করার লক্ষ্যে তিনি সেই ভোর থেকে সমগ্র বাহিনীকে প্রখর রোদের মাঝে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। কমান্ডারদের পর্যন্ত একতিল দানাপানি মুখে দিতে দেননি সারাটা দিন। রজব বারবার আসছে আর ঘোষণা দিচ্ছে– 'নিরাপত্তা-বাহিনীর সহযোগিতা ছাড়া আমার হেরেমের কোনো মেয়ে অপহরণ করা যেতে পারে না। এ-অপহরণে যে-ই সাহায্য করেছ, সামনে এসে হাজির হও। অন্যথায় সবাইকে এভাবে ক্ষুৎ-পিপাসায় মেরে ফেলা হবে। যদি মেয়েটা স্বেচ্ছায়ও পালিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলেও তো নিশ্চয় কেউ-না-কেউ দেখেছ। বলো, কে তার অপহরণে সাহায্য করেছ!'

কিন্তু-না, এতসব হুমকি-ধমকিতে কোনোই ক্রিয়া হচ্ছে না। সবার মুখে একটা-ই কথা, এ-ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না; আমি নির্দোষ।

খলীফা রজবকে একটা মহূর্তের জন্যও দাঁড়াতে দিচ্ছেন না। তিনি তাকে বলেছিলেন– 'উম্মে আরারার জন্য আমার কোনো আফসোস নেই। আমার পেরেশানির কারণ হলো, যে বা যারা এত কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মহলের একটা মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে পারে, তারা অনায়াসে আমাকে হত্যাও তো করতে পারে! তুমি বলেছিলে, এ-ঘটনা সালাহুদ্দীন ঘটিয়েছে; আমি তার প্রমাণ চাই।'

কিন্তু রজব প্রমাণ দেবে কোত্থেকে! সে আবারও প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে-থাকা-নিরাপত্তা-বাহিনীর নিকট ছুটে গেল। রাগে পাগলের মতো হয়ে গেছে লোকটা। সৈন্যদের উদ্দেশে পূর্বের বলা কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি শুরু করল। ঠিক এ-সময়ে মহলের দরজায় দণ্ডায়মান সান্ত্রীরা দরজা খুলে চেঁচিয়ে বলে উঠল– 'ওই তো আমীরে মেসের আসছেন'।

সুলতান আইউবির ঘোড়া প্রধান ফটকে প্রবেশ করল। তাঁর সামনে দুজন রক্ষীর ঘোড়া। আটজন আরোহী পেছনে। একজন ডানে, একজন বাঁয়ে। সকলের পেছনে সুলতান আইউবির একজন উপদেষ্টা আর গোয়েন্দাপ্রধান আলী বিন সুফিয়ান।

সুলতান আইউবির এই বহরের পেছনে চার চাকাবিশিষ্ট একটা গাড়ি। দুটা ঘোড়া টেনে এনেছে গাড়িটা। গাড়িতে শায়িত দুটা লাশ। একটা চিত হয়ে শুয়ে আছে আর অপরটা উবু হয়ে। লাশগুলোর গায়ে বিদ্ধ দুটা তির। লাশের সঙ্গে আছে তিনজন সিপাই।

www.pathagar.com

সংবাদ পেয়ে খলীফা বাইরে বেরিয়ে এলেন। সুলতান আইউবি ও তাঁর সঙ্গীরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। সুলতান আইউবি খলীফাকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সালাম-মুসাফাহা করলেন এবং হাতে চুমো খেলেন। তারপর কোনো ভূমিকা ছাড়াই বলে উঠলেন–

'আপনার হেরেমের অপহৃতা মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে আপনি যে-বার্তা পাঠিয়েছেন, আমি তা পেয়েছি। আমি আপনার দুজন নিরাপত্তাকর্মীর লাশ নিয়ে এসেছি। এই লাশদুটোই প্রমাণ করবে আমি নির্দোষ। আর হুজুরের খেদমতে আমি এই আরজিও পেশ করা আবশ্যক মনে করছি, সালাহুদ্দীন আইউবি আপনার ফৌজের সিপাই নয়। আপনি যে-খেলাফতের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সালাহুদ্দীন সেই খেলাফতেরই মনোনীত গভর্নর।'

খলীফা সালাহুদ্দীন আইউবির ভাবগতিক বুঝে ফেললেন। পাপের ভারে কুঁকিয়ে উঠল এই ফাতেমি খলীফার হৃদয়। সুলতান আউইবির প্রভাব আর মহান ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্তর করার সাহস তার নেই। তাই সুলতানের কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'আমি তোমাকে আপন পুত্র অপেক্ষা অধিক স্নেহ করি। ভেতরে এসে বসো সালাহুদ্দীন!'

'আমি এখনও একজন আসামি। এখনই আমাকে প্রমাণ দিতে হবে, হেরেমের মেয়ে-অপহরণে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন– তিনি দুটো লাশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই লাশদুটো কথা বলবে না ঠিক; কিন্তু তাদের নীরবতা, তাদের গায়ে বিদ্ধ হয়ে-থাকা-তিরই সাক্ষ্য দেবে, সালাহুদ্দীন কসরে-খেলাফতে সংঘটিত এ-অপরাধের সঙ্গে জড়িত নয়। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত না-করা পর্যন্ত আমি ভেতরে যাব না; আসুন।' বলেই সালাহুদ্দীন আইউবি লাশের গাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। খলীফাও তাঁর পেছনে-পেছনে হাঁটতে শুরু করলেন।

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে চার থেকে সাড়ে চারশো নিরাপত্তা সৈনিক। সুলতান আইউবি গাড়ি থেকে লাশদুটো তুলে তাদের কাছে নিয়ে রাখালেন এবং উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'আট-আটজন করে সিপাই সামনে এস এবং লাশগুলো দেখে বলো, এরা কারা?'

প্রথমে এল কমান্ডার ও প্লাটুন দায়িত্বশীলরা। লাশদুটো দেখেই তারা নাম উল্লেখ করে বলল– 'এরা তো আমাদের বাহিনীর অমুক-অমুক সিপাই!' তারপর এল আরও আটজন। তারাও লাশগুলো শনাক্ত করে বলল, এরা আমাদের সহকর্মী সিপাই।

এভাবে আটজন-আটজন করে সকল কমান্ডার-সিপাই এসে দেখে লাশদুটোর পরিচয় শনাক্ত করল।

www.pathagar.com

'আমি মেনে নিলাম, এই দুটো লাশ কসরে-খেলাফতের দুই নিরাপত্তাকর্মীরই। কিন্তু এদের হত্যা করল কে?' বললেন খলীফা।

টহলবাহিনীর যে-সান্ত্রী এদের হত্যা করেছিল, সালাহুদ্দীন আইউবি তাকে সামনে ডেকে এনে বললেন, সমবেত মজলিসে তোমার কাহিনি পুনর্ব্যক্ত করো।'

সান্ত্রী ঘটনাটা আনুপুঙ্খ বিবৃত করে শোনাল। তার বক্তব্য শেষ হলে সুলতান আইউবি খলীফাকে বললেন– 'অপহরণ করে আপনার মেয়েটাকে আমার কাছে নেওয়া হয়নি – তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সুদানি হাবশিদের মেলায় বিক্রি করার জন্য। প্রথা অনুযায়ী হাবশিরা তাকে বলিও দিতে পারে।'

লজ্জায় ও দুঃখে অধোবদন হয়ে উঠলেন খলীফা। তিনি সুলতান আইউবিকে বললেন– 'বসুন; ভেতরে আসুন'। কিন্তু ভেতরে যেতে অস্বীকার করলেন আইউবি। বললেন– 'আমি মেয়েটাকে জীবিত হোক, মৃত হোক উদ্ধার করে এনে আপনার খেদমতে হাজির হব। তবে আপনি মনে রাখবেন, হেরেমের একটা মেয়ের অপহরণ – যে এসেছিল উপহারস্বরূপ এবং যে আপনার বিবাহিতা স্ত্রীও নয় – রক্ষিতা; আমার কাছে বিন্দুসমান গুরুত্বও রাখে না। আল্লাহ আমাকে এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।'

'আমার পেরেশানির কারণ এই নয় যে, হেরেমের একটা মেয়ে অপহৃতা হয়েছে। আমার অস্থিরতার আসল কারণ হলো, যদি এভাবে নারী-অপহরণ চলতে থাকে, তা হলে দেশের আইন-শৃঙ্খলার পরিণতি কী হবে!' বললেন খলীফা।

'আর আমি বিচলিত এই ভেবে যে, খোদ ইসলামি সাম্রাজ্যই অপহৃত হয়ে যাচ্ছে। যাহোক, আপনি এত অস্থির হবেন না। আমার গোয়েন্দা বিভাগ মেয়েটাকে উদ্ধার করে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি।

খলীফা সুলতান আইউবিকে খানিকটা আড়ালে নিয়ে বললেন– 'সালাহুদ্দীন, আমি বেশ কিছুদিন যাবত দেখছি, তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছ। তোমার পিতা নাজমুদ্দীন আইউবকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তোমার মনে আমার প্রতি এতটুকুনও শ্রদ্ধাবোধ নেই। তা ছাড়া এই আজই আমি জানতে পারলাম, কায়রোর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব আমীরুল উলামা জুমার খোতবা থেকে আমার নাম তুলে দেওয়ার মতো গোস্তাখি করেছে। কাজটা সে তোমার ইন্ধনে করেনি তো?'

'আমার ইন্ধনে নয় – সরাসরি আমার নির্দেশে তিনি খোতবা থেকে আপনার নাম তুলে দিয়েছেন। শুধু আপনার নামই নয়, আপনার পরে যারা খেলাফতের মসনদে আসীন হবেন এবং তাদেরও পরে যারা আসবেন, সকলের নামই আমি খোতবা থেকে তুলে দিয়েছি।' বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন সুলতান আইউবি।

www.pathagar.com

'এই নির্দেশ কি ফাতেমি খেলাফতকে দুর্বল করার জন্য জারি করা হলো? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে, ফাতেমি খেলাফতের অবসান ঘটিয়ে আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র চলছে।' বললেন খলীফা।

'হুজুর অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তা ছাড়া মদপানের ক্রিয়ায় আপনার মস্তিষ্কও দুর্বল হয়ে গেছে। তাই আপনার কথাগুলো প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে।' বললেন সুলতান আইউবি। তারপর খানিক চিন্তা করে বললেন– 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কাল থেকে আপনার নিরাপত্তা-বাহিনীতে রদবদল হবে। রজবকে প্রত্যাহার করে আমি তার জায়গায় নতুন কমান্ডার দেব।'

'কিন্তু রজবকে যে আমি এখানে রাখতে চাই।' বললেন খলীফা।

'হুজুরের সমীপে আমার বিনীত নিবেদন, আপনি সামরিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করবেন না।' বলেই সুলতান আইউবি আলী বিন সুফিয়ানের প্রতি মনোযোগী হলেন। আলী বিন সুফিয়ান তখন পাঁচজন হাবশি রক্ষীসেনাকে সঙ্গে নিয়ে এদিকে আসছিলেন।

'এরা পাঁচজন ওই গোত্রের লোক। আমি নিরাপত্তা বাহিনীকে উদ্দেশ করে বললাম, ওই গোত্রের কেউ এখানে থাকলে বেরিয়ে আস। এরা পাঁচজন সারি থেকে বেরিয়ে এসেছে। কমান্ডার বলল, এরা আগামি পরশু থেকে ছুটিতে যাচ্ছে। আমি এদের হেফাজতে নিয়ে যাচ্ছি। মেয়েটার অপহরণে এদের হাত থাকতে পারে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'সালাহুদ্দীন আইউবি রজবকে ডেকে বললেন, আগামী কাল এখানে অন্য কমান্ডার আসবে। আপনি আমার কাছে চলে আসবেন। আমি আপনাকে মিনজানিকের দায়িত্ব দিতে চাই।'

শুনে রজবের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

◆◆◆

উম্মে আরারাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে হাবশি দুজন অনেক দূর চলে গেছে। এখন আর পেছন থেকে কারও পশ্চাদ্ধাবনের আশঙ্কা নেই। তারা একটা জায়গায় ঘোড়া থামাল। মেয়েটা পুনরায় মুক্ত হতে ছটফট শুরু করল। হাবশিরা তাকে বলল, তোমার এই তড়পানি বৃথা। আমরা তোমাকে ছেড়ে দিলেও এখন আর এই বালুকাময় প্রান্তর অতিক্রম করে তুমি কসরে-খেলাফতে জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে না। তারা মেয়েটাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল, আমরা তোমাকে অপমান করতে চাই না। বাস্তবিকই যদি তাদের উদ্দেশ্য খারাপ হতো, তা হলে এতক্ষণে তারা মেয়েটার সঙ্গে হায়েনার মতো আচরণ করত। কিন্তু তারা তেমন কিছুই করেনি। এমন একটা চিত্তাকর্ষক সুন্দরী মেয়ে যে তাদের হাতের মুঠোয়, সেই অনুভূতিই যেন তাদের নেই। তাদের যে-দুজন লোক মারা পড়েছে, তার

www.pathagar.com

একজন মৃত্যুর আগে উম্মে আরারার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে করজোড়ে নিবেদন করেছিল, পালাবার চেষ্টা করে যেন সে নিজেকে কষ্টে না ফেলে। মেয়েটা তাদের জিগ্যেস করল, তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তারা বলল, আমরা তোমাকে আসমানের দেবতার রানি বানাব।

তারা মেয়েটার চোখে পট্টি বেঁধে ঘোড়ার পিঠে বসাল। মেয়েটা পালাবার চেষ্টা ত্যাগ করেছে। এ-চেষ্টা যে বৃথা, তা সে বুঝে ফেলেছে।

ছুটে চলল ঘোড়া। উম্মে আরারা এক হাবশির সামনে ঘোড়ায় বসে ফোঁপাতে থাকল। দীর্ঘক্ষণ চলার পর শীতল বায়ুর পরশে সে বুঝতে পারল, এখন রাত হয়ে গেছে। আরও কিছুক্ষণ চলার পর ঘোড়া একস্থানে থেমে গেল। একটানা পথ চলায় মেয়েটা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। সারাটা শরীর ভেঙে দলা হয়ে এসেছে তার। ভয়ে অকেজো হয়ে গেছে তার মস্তিষ্ক।

ঘোড়া থামতেই মেয়েটা আশপাশে তিন-চারজন পুরুষ আর জনাতিনেক নারীর মিশ্রস্বর শুনতে পেল। তারা অবোধ্য এক ভাষায় কথা বলছে। অপহরণকারী হাবশিরা পথে তার সঙ্গে কথা বলেছে আরবিতে। কিন্তু তাদের বাচনভঙ্গি আরবি নয়।

উম্মে আরারার চোখে পট্টি বাঁধা-ই আছে। সে অনুভব করল, একব্যক্তি তাকে তুলে একটা নরম বস্তুর ওপর বসিয়ে দিচ্ছে। বস্তুটা পালকি। পালকি ওপরে উঠে গেল। শুরু হলো তার নতুন আরেক সফর। পালকি কাঁধে করে এগিয়ে চলছে বেহারা। তার সঙ্গে দপের মৃদুমধুর গুঞ্জরণ কানে আসতে শুরু করল। গান গাইতে শুরু করেছে মেয়েরা। সে গানের শব্দগুলো বুঝতে পারছে না বটে; কিন্তু গানের সুর-লয়ে জাদুর ক্রিয়া। তাতে উম্মে আরারার ভয়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। এই ভয়ের মাঝে এমনও প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করল, যেন নেশা বা আচ্ছন্নতা তাকে চেপে ধরছে। রাতের শীতল বায়ু সেই আচ্ছন্নতায় একপ্রকার মধুরতা সৃষ্টি করে চলেছে। উম্মে আরারার একবার ইচ্ছা জাগল, পালকি থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাবার চেষ্টা করি আর ওরা আমাকে মেরে ফেলুক। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, না, আমি যাদের কবজায় আটকা পড়েছি, তারা মানুষ নয় – অন্য কোনো শক্তি। স্বেচ্ছায় আমার কিছুই করা চলবে না।

উম্মে আরারা টের পেল, বেহারারা একের-পর-এক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। উঠছে তো উঠছেই। অন্তত ত্রিশটা ধাপ অতিক্রম করে এবার তারা সমতল জায়গায় চলতে শুরু করেছে। কয়েক পা এগিয়েই পালকি থেমে গেল। পালকিটা নিচে নামিয়ে রাখা হলো। উম্মে আরারার চোখ থেকে পট্টি খুলে দুচোখে হাত রাখল একজন। কিছুক্ষণ পর চোখের ওপর থেকে হাতের আঙুল সরতে শুরু করল এক-এক করে। মেয়েটা চোখে আলো দেখতে শুরু করল। ধীরে-ধীরে চোখ থেকে হাত সরে গেল।

www.pathagar.com

চোখ ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল উম্মে আরারা। হাজারো বছরের পুরনো একটা প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আছে সে। একদিকে প্রশস্ত একটা হলঘর। তার মেঝেয় বিছিয়ে-রাখা-ফরশ আলোয় ঝলমল করছে। দেওয়ালের সঙ্গে স্থানে-স্থানে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো দণ্ড। প্রদীপ জ্বলছে সেগুলোর মাথায়। একপ্রকার সুঘ্রাণ নাকে এল উম্মে আরারার, যার সৌরভ সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হলো তার কাছে। দফের মৃদু শব্দ আর নারীকণ্ঠের গানের আওয়াজ কানে এল। এই বাদ্য-শব্দ আর গানের লয়-তাল অপূর্ব এক গুঞ্জরণ সৃষ্টি করে চলেছে হলময়।

উম্মে আরারা সম্মুখে তাকাল। একটা চবুতরা চোখে পড়ল। চবুতরায় পাথরনির্মিত একটা মূর্তির মুখমণ্ডল ও মস্তক। চিবুকের নিচে সামান্য একটু গ্রীবা। এই পাথরের মুখমণ্ডল দীর্ঘকায় একজন মানুষের চেয়েও দেড়-দু ফুট উঁচু। মুখটা খোলা, যা এতই চওড়া যে, একজন মানুষ একটুখানি ঝুঁকে অনায়াসে তাতে ঢুকে পড়তে পারে। ধবধবে শাদা দাঁতও আছে মুখে। দেখতে মনে হচ্ছে, খিলখিল করে হাসছে মুখমণ্ডলটা। তার উভয় কান থেকে বেরিয়ে এসেছে দুটা দণ্ড। প্রদীপ জ্বলছে সেগুলোর মাথায়। হাতদুয়েক করে চওড়া চোখদুটো অকস্মাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল। আলো বিচ্ছুরিত হতে শুরু করল তার থেকে। পালটে গেল মেয়েগুলোর গানের লয়। তীব্র হয়ে উঠল দফের বাজনা। আলোকিত হয়ে উঠল পাথরের অভ্যন্তর। ধপধপে শাদা চোগাপরিহিত দুজন মানুষ ঝুঁকে বেরিয়ে এল মুখের অভ্যন্তর থেকে। লোকদুটোর গায়ের রং কালো। মাথায় বাঁধা লম্বা-লম্বা রংবেরঙের পক্ষিপালক। বাইরে এসেই একজন ডান দিকে, একজন বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে গেল।

পরক্ষণেই ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করল আরেকজন মানুষ। ঝুঁকে বাইরে বেরিয়ে এল সে-ও। বয়সে খানিকটা বৃদ্ধ মনে হলো তাকে। পরনে লাল বর্ণের চোগা, মাথায় মুকুট। দুকাঁধে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফনা তুলে বসে আছে মিশমিশে কালো দুটা সাপ। সাপদুটা কৃত্রিম। ভয়ে গা শিউরে উঠল উম্মে আরারার। নির্জীব ও নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকল সে।

ইনি এ-গোত্রের ধর্মগুরু বা পুরোহিত। চবুতরার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন তিনি। ধীরে-ধীরে উম্মে আরারার নিকটে এসে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার দুটা হাত নিজের দুহাতে নিয়ে চুমো খেলেন। আরবি ভাষায় মেয়েটাকে বললেন– 'তুমিই সেই ভাগ্যবতী মেয়ে, আমার দেবতা যাকে পছন্দ করেছেন। আমি তোমাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি।'

চৈতন্য ফিরে পেল উম্মে আরারা। কাঁদোকাঁদো কণ্ঠে বলল– 'আমি কোনো দেবতা মানি না। তোমাদের যদি দেবতায় বিশ্বাস থাকে, আমি তাদের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে ছেড়ে দাও। তোমরা আমাকে এখানে আনলে কেন!'

www.pathagar.com

'এখানে যে-ই আসে, প্রথম-প্রথম এমনই বলে। কিন্তু পরে যখন চোখের সামনে এই পবিত্র ভূখণ্ডের মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে, তখন বলে– "আমি এখানে চিরদিন থাকতে চাই।" আমি জানি, তুমি মুসলমানদের খলীফার প্রেয়সী। কিন্তু যিনি তোমাকে পছন্দ করেছেন, দুনিয়ার সব খলীফা আর আকাশের ফেরেশতাকুল তাকে সেজদা করে। তুমি জান্নাতে এসে পড়েছ।'

পুরোহিত চোগার পকেট থেকে একটা ফুল বের করে নাকের কাছে ধরলেন উম্মে আরারার। উম্মে আরারা হেরেমের রাজকন্যা। এমনসব আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করেছে, রাজকন্যারা ব্যতীত কেউ যার কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু এই ফুলের সৌরভ তার কাছে নিতান্তই অভিনব লাগছে। সুরভিটা হৃদয় ভেদ করে গেল উম্মে আরারার। সঙ্গে-সঙ্গে ভাবনার রংও পালটে গেল তার। পুরোহিত বললেন– 'এটা দেবতার উপহার।'

পুরোহিত মেয়েটার নাক থেকে ফুলটা সরিয়ে নিলেন।

ধীরে–ধীরে ডান হাতটা আগে বাড়াল উম্মে আরারা। পুরোহিতের ফুল-ধরা-হাতটা টেনে আনল নিজের কাছে। নাকের কাছে নিয়ে ফুলটা শুঁকে আবেশমাখা কণ্ঠে বলল– 'কী মনভোলানো উপহার! দেবেন এটা আমায়?'

'তুমি কি দেবতার এ-উপহার কবুল করেছ?' জিগ্যেস করলেন পুরোহিত। ঠোঁটে তার বিজয়ের হাসি।

'হাঁ; দেবতার এ-উপহার আমি বরণ করে নিয়েছি।' বলেই উম্মে আরারা পুনরায় ফুলটি নাকের কাছে ধরে চোখদুটো বন্ধ করে ফেলল, যেন ফুলের সৌরভে বিমোহিত-বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছে সে।

'দেবতাও তোমায় কবুল করে নিয়েছেন।' পুরোহিত বললেন। তারপর জিগ্যেস করলেন– 'এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?'

মেয়েটা ভাবনায় পড়ে গেল, যেন কিছু স্মরণ করার চেষ্টা করছে। খানিক পর মাথা দুলিয়ে বলল– 'আমি এখানেই তো আছি। না-না; আমি অন্য একজায়গায় ছিলাম – ধুত্তুরি ছাই! মনেই পড়ছে না কোথায় ছিলাম।'

'এখানে তোমাকে কে নিয়ে এসেছে?'

'কেউ নয় – আমি নিজেই এসেছি?'

'কেন, তুমি কি ঘোড়ায় চড়ে আসনি?'

'না, আমি উড়ে এসেছি।'

'কেন, পথে মরুভূমি, পাহাড়-জঙ্গল, বিরানভূমি এসব দেখনি?'

দেখিনি মানে? কত সবুজের সমারোহ আর কত রং-বেরঙের ফুল দেখেছি! উম্মে আরারা শিশুর মতো আপ্লুত কণ্ঠে জবাব দিল।

www.pathagar.com

'তোমার চোখে কেউ পট্টি বাঁধেনি?'

'পট্টি? কই না তো! আমার চোখ তো খোলা-ই ছিল! কত সুন্দর-সুন্দর মনভোলানো পাখি দেখেছি আমি!'

পুরোহিত উচ্চশব্দে কী যেন বললেন। উম্মে আরারার পেছন দিক থেকে চারটা মেয়ে ধেয়ে এল। এসেই পরনের পোশাক খুলে তাকে বিবস্ত্র করে ফেলল। উম্মে আরারা হেসে জিগ্যেস করল– 'এই অবস্থায় দেবতা আমাকে পছন্দ করবেন কি?' পুরোহিত বললেন– 'না; তোমাকে দেবতার পছন্দের পোশাক পরানো হবে।' মেয়েরা উম্মে আরারার কাঁধের ওপর চাদরের মতো একটা কাপড় ঝুলিয়ে দিল। এই চাদরে তার পুরোটা শরীর আবৃত হয়ে গেল। চাদরের পাড়ে কতগুলো রঙিন সুতোর টুকরো বাঁধা। মেয়েরা দুই পাড় একত্র করে বেঁধে দিল। চমৎকার একটা চোগায় পরিণত হয়ে গেল চাদরটা। উম্মে আরারার মাথার চুলগুলো রেশমের মতো কোমল। একমেয়ে চুলগুলো আঁচড়ে পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিল। উম্মে আরারার রূপ আরও বেড়ে গেল।

পুরোহিত হাসি মুখে উম্মে আরারার পানে তাকালেন। তিনি পাথরনির্মিত ভয়ংকর মুখমণ্ডলটার প্রতি হাঁটা দিলেন। দুটা মেয়ে উম্মে আরারাকে নিয়ে পুরোহিতের পেছনে-পেছনে এগিয়ে গেল। রাজকন্যার মতো হাঁটছে উম্মে আরারা। আশপাশে দৃষ্টি নেই তার। রাজকীয় ভঙ্গিমায় চলছে সে। পুরোহিতের অনুসরণে মেয়েদুটোর হাত ধরে চবুতরার সিঁড়িতে উঠতে শুরু করল। পুরোহিত পাথরের পাহাড়সম মুখমণ্ডলের গহ্বরে ঢুকে পড়লেন। উম্মে আরারাও তিনটা সিঁড়ি অতিক্রম করে ঝুঁকে ঢুকে পড়ল মুখের অভ্যন্তরে। মেয়েদুটো দাঁড়িয়ে থাকল বাইরে। তারা উম্মে আরারার হাত ছেড়ে দিল। এবার ধরলেন পুরোহিত নিজে। মুখের অভ্যন্তরটা অনেক প্রশস্ত। ফলে অনায়াসে সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে মেয়েটা। কণ্ঠনালি থেকে নিচে নেমে গেছে কয়েকটা সিঁড়ি। এই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল দুজন।

আবার একটা কক্ষ। তবে এটা তেমন প্রশস্ত নয়। এখানে বেশ কটা প্রদীপ জ্বলছে। এখানেও ফুলের মনমাতানো সৌরভ। কক্ষের ছাদ তেমন উঁচু নয়। দেওয়াল ও ছাদ গাছের পাতা ও ফুল দ্বারা ঢাকা। ফরাশের ওপর নরম ঘাস। ঘাসের ওপর ফুল ছিটানো।

এককোণে মনোরম একটা পিপা ও একটা পেয়ালা। পিপাটা কাত করে দুটা পেয়ালা ভরলেন পুরোহিত। একটা উম্মে আরারার হাতে ধরিয়ে দিলেন আর অপরটা রাখলেন নিজের হাতে। ঠোঁটের সঙ্গে লাগিয়ে পেয়ালাটা খালি করে ফেললেন দুজন।

'দেবতা কখন আসবেন?' উৎসুক কণ্ঠে জিগ্যেস করল উম্মে আরারা।

www.pathagar.com

'তুমি কি এখনও তাঁকে চিনতে পারনি?' তোমার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছেন? বললেন পুরোহিত।

উম্মে আরারা পুরোহিতের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বলল, হাঁ; এবার আমি দেবতাকে চিনতে পেরেছি। তুমি কি সে নও, যাকে আমি ওপরে দেখেছিলাম? আমাকে তুমি কবুল করেছ?'

'হাঁ; আজ থেকে তুমি আমার দুলহান।'

♦♦♦

'আমি আপনাকে আর কিছু জানাতে পারছি না। আমার আব্বাজান আমাকে বলেছিলেন, পুরোহিত মেয়েটাকে একটা ফুল শোঁকান, যার সৌরভ তাকে ভুলিয়ে দেয়, সে কে ছিল, কোথা থেকে এসেছে এবং কীভাবে তাকে এখানে আনা হয়েছে। সে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় পুরোহিতের দাসিতে পরিণত হয়ে যায়। জগতের যতসব বিশ্রী বস্তু তার চোখের সামনে সুশ্রী হয়ে দেখা দেয়। পুরোহিত তিন রাত তাকে পাতাল কক্ষে নিজের সঙ্গে রাখেন।'

খলীফার নিরাপত্তা বাহিনী থেকে নিয়ে আসা পাঁচ হাবশির একজন আলী বিন সুফিয়ানের সামনে ব্যক্ত করছিল তথ্যগুলো। যে-গোত্রের চার সিপাই উম্মে আরারাকে অপহরণ করেছিল, এই পাঁচজনও সেই গোত্রের লোক। যেহেতু অল্প কদিন পরই তাদের মেলা বসছে আর এরা পাঁচজন মেলায় অংশ নিতে ছুটিতে যাচ্ছে, তাই আলী বিন সুফিয়ান ধরে নিলেন, হেরেমের মেয়ে-অপহরণের বিষয়টা তাদের জানা থাকতে পারে। সেমতে খলীফার নিরাপত্তা-বাহিনী থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে আলী বিন সুফিয়ান এদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। প্রথম-প্রথম পাঁচজনই বলল, তারা এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না।

আলী বিন সুফিয়ান তাদের আশ্বস্ত করলেন, সত্য বললে তাদের কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না। তবু তারা অজ্ঞতাই প্রকাশ করতে থাকল। হায়েনা আর রক্তপিপাসু বলে প্রসিদ্ধ এ-গোত্রটা। সাজাশাস্তির ভয়ডর নেই তাদের মনে। আলী বিন সুফিয়ানের ধৃত পাঁচজনও বেশ সাহসিকতার সঙ্গে অস্বীকার করে চলল। অগত্যা তিনি সেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করতে বাধ্য হলেন, যা পাথরকেও মোমের মতো গলিয়ে দেয়।

আলী বিন সুফিয়ান আলাদা-আলাদাভাবে পাঁচজনকে এমন স্থানে নিয়ে গেলেন, যেখানকার আহ-চিৎকার বাইরের কেউ শুনতে পায় না। বিরামহীন অত্যাচার-নির্যাতনে কোনো আসামি মরে গেলেও জানতে পারে না কেউ।

এই পাঁচ সুদানি বড়ো কঠিনহৃদয় মানুষ বলে মনে হলো আলী বিন সুফিয়ানের কাছে। তারা রাতভর কঠোর নির্যাতন সইতে থাকল। আর আলী বিন সুফিয়ানও রাত জেগে তাদের মুখ খোলানোর চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। কিন্তু

www.pathagar.com

কোনো স্বীকারোক্তি আদায় করা যাচ্ছিল না তাদের মুখ থেকে। অবশেষে তিনি সর্বশেষ কঠোর পন্থাটি অবলম্বন করলেন।

কঠোর নির্যাতনের মুখে শেষ রাতে মধ্যবয়সি এক হাবশি আলী বিন সুফিয়ানকে বলল– 'আমি সবকিছু জানি; কিন্তু বলছি না দেবতার ভয়ে। বললে দেবতা আমাকে নির্মমভাবে মেরে ফেলবেন।'

'এর চেয়ে নির্দয় শাস্তি আর কী হতে পারে, যা আমি তোমাদের দিচ্ছি? তোমার দেবতা যদি সত্য হয়ে থাকে, তা হলে তোমাকে এই নির্যাতনের যাঁতাকল থেকে বের করিয়ে নেয় না কেন? তোমরা মৃত্যুকেই যদি ভয় কর, তা হলে মৃত্যু এখানেও আছে। তোমরা কথা বলো। আমার হাতে এমন দেবতা আছে, যিনি তোমাদের দেবতার কবল থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

আলী বিন সুফিয়ানের কঠোর শাস্তির মুখে লোকটা বেশ কবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। দেবতা নয়– বারবার মৃত্যু এসে চোখের সামনে হাজির হলো তার। আলী বিন সুফিয়ান তার মুখ খোলাতে সক্ষম হলেন। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়ে পানাহার করিয়ে তাকে আরামে শুইয়ে দিলেন।

লোকটা স্বীকার করল– 'উম্মে আরারাকে আমাদেরই গোত্রের চার ব্যক্তি অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তারা খলীফার নিরাপত্তা-বাহিনীর সিপাই। তারা আগেই ছুটিতে গিয়েছিল। পরিকল্পনা সম্পন্ন করে যাওয়ার সময় আমাদের অপহরণের রাত-ক্ষণ বলে গিয়েছিল। সেরাতে পাহারায় ডিউটি ছিল আমাদের পাঁচজনের। প্রধান ফটক দিয়ে তাদের দুজনকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার সুযোগ আমরাই করে দিয়েছিলাম। তাদের অপহরণ ও পলায়নে আমরা সব রকম সহযোগিতা দিয়েছি।'

হাবশি জানাল– 'মেয়েটাকে দেবতার বেদিতে বলি দেওয়া হবে। প্রতি তিন বছর পর-পর আমাদের গোত্রে চার দিনব্যাপী একটা উৎসবমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার শেষ দিন মেয়েটার বলিপর্ব সম্পন্ন হওয়ার কথা। আমাদের নিয়ম হলো, বলির মেয়ে ভিনদেশি, শ্বেতাঙ্গিনী, উচ্চবংশীয় ও চোখআঁধানো রূপসি হতে হয়।'

'তার মানে প্রতি তিন বছর পরপর তোমার গোত্র বাইরে থেকে একটা করে রূপসি মেয়ে অপহরণ করে নিয়ে আসে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'না; এটা ভুল প্রচারণা। তিন বছর পরপর মেলা বসে। আর নারীবলি হয় প্রতি পাঁচ মেলার পর। তবে মানুষ এটাই জানে, প্রতি তিন বছর পর নারীবলি হয়।' জবাব দিল হাবশি।

www.pathagar.com

নারীবলি কোথায় হয় হাবশি তাও জানাল। বলল– 'যে-জায়গায় মেলা বসে, তার থেকে এক-দেড় মাইল দূরে একটা পাহাড়ি এলাকা আছে। উক্ত এলাকায় দেবতারা বাস করে বলে জনশ্রুতি আছে এবং তাদের সেবার জন্য নিয়োজিত আছে অসংখ্য জিন-পরী। সেখানে ফেরাউনি আমলের একটা জীর্ণ প্রাসাদ আছে। আছে একটা ঝিল, যাতে বাস করে ছোটো-বড়ো অনেকগুলো কুমির। গোত্রের কেউ গুরুতর কোনো অপরাধ করলে তাকে পুরোহিতের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুরোহিত তাকে ঝিলে জীবন্ত নিক্ষেপ করেন। কুমিররা অপরাধীকে খেয়ে ফেলে।...

'সেই প্রাসাদেই বাস করেন পুরোহিত। প্রাসাদের একস্থানে পাথরনির্মিত বৃহদাকারের একটা মুখ ও মাথা আছে। তারই অভ্যন্তরে বাস করেন দেবতা। প্রতি পনেরো বছরের শেষ দিনগুলোতে বাইরে থেকে একটা মেয়ে অপহরণ করে এনে পুরোহিতের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুরোহিত মেয়েটাকে একটা ফুল শোঁকান। সেই ফুলের সৌরভে বিমোহিত হয়ে মেয়েটা ভুলে যায়, সে কে ছিল, কোথা থেকে এসেছে এবং তাকে কে এনেছে। ফুলের সঙ্গে একপ্রকার নেশাকর ঘ্রাণ মিশিয়ে দেওয়া হয়, যার প্রভাবে মেয়েটা পুরোহিতকে দেবতা ও স্বামী ভাবতে শুরু করে। ওখানকার নোংরা বস্তুও তার চোখে আকর্ষণীয় বলে প্রতিভাত হয়।...

'এখন পনেরো বছর পূর্ণ হওয়ার পথে। এই অল্প কদিন পরই মেয়েটাকে বলি দেওয়া হবে। আমরা নজন লোক মিশরের ফৌজে ভর্তি হয়েছিলাম। নির্ভীক ও জংলি হওয়ার কারণে আমাদের খলীফার নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। দুমাস আগে হেরেমের এই মেয়েটা আমাদের চোখে পড়ে। আমরা এমন রূপসি নারী জীবনে কখনও দেখিনি। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, একেই অপহরণ করে নিয়ে এবার বলির জন্য পুরোহিতের হাতে তুলে দেব। আমাদের এক সঙ্গী – যে গতকাল সান্ত্রীর হাতে মারা গেল – এলাকায় গিয়ে গোত্রের মোড়লকে বলে এসেছিল, এবার বলির জন্য আমরা মেয়ে এনে দেব। মেয়েটাকে আমরাই অপহরণ করেছি।'

◆◆◆

রিপোর্ট শুনে ভাবনার সমুদ্রে ডুবে গেলেন সালাহুদ্দীন আইউবি। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। সুলতান আইউবি মানচিত্র দেখে বললেন– 'জায়গা যদি এটা-ই হয়, তা হলে স্থান তো আমাদের নাগালের বাইরে। শহরের প্রবীণ লোকদের কাছ থেকে তুমি যে-তথ্য নিয়েছ, তাতে প্রমাণিত হয়, ফেরাউনের পতনের পর শত-শত বছর অতিবাহিত হলেও ফেরাউনি কালচার এখনও বহাল আছে। মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য,

www.pathagar.com

বেশি দূরে যেতে না পারলেও এই নিকট প্রতিবেশী সমাজ থেকে অন্তত কুফর-শির্কের অবসান ঘটাতে হবে। কে জানে, এ পর্যন্ত কত বাবা-মায়ের নিষ্পাপ কন্যা ওদের হাতে বলির শিকার হয়েছে। কত মেয়ে অপহৃতা হয়ে বিক্রি হয়েছে মেলায়! দেবতা-বিশ্বাসেরই মূলোৎপাটন করতে হবে। দেবতার নাম ভাঙিয়ে মেয়ে অপহরণ করিয়ে অপকর্ম আর আমোদ-ফুর্তিতে মেতে ওঠে তথাকথিত ধর্মগুরুরা! এই বর্বরতার অবসান ঘটাতেই হবে।'

'আমি গুপ্তচরমারফত জানতে পেরেছি, আমাদের ফৌজের কয়েকজন কমান্ডার ও মিশরের কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তি এ-মেলায় অংশ নেয় এবং মেয়ে ক্রয় করে কিংবা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মেয়েদের ভাড়া আনে। অপসারিত সুদানি সৈন্যদের বিপুলসংখ্যক লোক এ-মেলায় অংশ নিয়ে থাকে। কাজেই আমি মনে করি, আমাদের ফৌজ ও বেসামরিক লোকদের প্রাক্তন সুদানি ফৌজের সঙ্গে একত্র হওয়া এবং একত্রে উৎসব করা ঠিক নয়। এ-যৌথ বিনোদন জাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। আর বলির শিকার হওয়ার আগে-আগেই মেয়েটাকে উদ্ধার করে খলীফার সামনে এজন্যে পেশ করা প্রয়োজন, যাতে প্রমাণিত হয়, খলীফা আপনার ওপর অপহরণের যে-অপবাদ আরোপ করেছেন, তার কোনো ভিত্তি নেই।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমার এর বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই আলী! আমার দৃষ্টি আমার ব্যক্তিসত্তার ওপর নয়। আমাকে যে যত তুচ্ছই ভাবুক আমি ইসলামের মর্যাদা ও সমুন্নতির কথা ভুলতে পারি না। আমি নিজে কী আর ছাই! কথাটা তুমি মনে রেখো আলী! নিজের ব্যক্তিসত্তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সালতানাতের কর্তৃত্ব রক্ষা, দেশের উন্নতি ও ইসলামের প্রসার-প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে কোরবান করে দাও। ইসলামের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব ছিল খলীফার। কিন্তু কালক্রমে খলীফা এখন হয়ে পড়েছেন আত্মকেন্দ্রিক ও প্রবৃত্তির দাস। আমাদের খেলাফত আজ ফোকলা ও দুর্বল। আমাদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছে খ্রিস্টানরা। তুমি যদি সফলতার সঙ্গে আপন কর্তব্য পালন করতে চাও, তা হলে আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে চলতে হবে। খলীফা আমার প্রতি যে-অপবাদ আরোপ করেছেন, অনেক কষ্টে আমি তা সহ্য করেছি। ইচ্ছে করলে আমি এর উপযুক্ত জবাব দিতে পারতাম। কিন্তু তখন আমি ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তাম। আমার তো আশঙ্কা হচ্ছে, কদিন পর আমার আশপাশের লোকেরাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি, আত্মপ্রিয়তা ও ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি।

'গোস্তাখির জন্য ক্ষমা চাই মোহতারাম আমীর! বলি হওয়ার আগেই যদি আপনি মেয়েটাকে উদ্ধার করাতে চান, তা হলে আদেশ করুন। হাতে সময় বেশি নেই। পরশু থেকে মেলা শুরু হচ্ছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

www.pathagar.com

'সেনাবাহিনীতে ফরমান জারি করে দিন, এ-মেলায় কারও অংশ নেওয়ার অনুমতি নেই।' বলেই নায়েব সালারকে ডেকে সুলতান বললেন– 'যেলোক এই নির্দেশ অমান্য করবে, পদমর্যাদা যা-ই হোক, তাকে জনসমক্ষে পঞ্চাশ বেত্রাঘাত করা হবে। এক্ষুনি এই নির্দেশ সেনাবাহিনীকে জানিয়ে দিন।'

পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেছে। সুলতান আইউবি সংশ্লিষ্ট অফিসারদের ডেকে পাঠালেন। ঘোষণা দিলেন, কুসংস্কারের এই জঘন্য আড্ডাটা আমাদের ভাঙতেই হবে। স্থানটা ফেরাউনি কালচারের শেষ নিদর্শন বলে মনে হচ্ছে। সরাসরি সেনা-অভিযানের প্রস্তাব এল। কিন্তু সেই প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হলো যে, একে গোত্রের মানুষ সরাসরি আক্রমণ মনে করবে এবং সংঘর্ষ বাঁধবে। মেলায় অংশ-নেওয়া নিরীহ মানুষ ও নারী-শিশুরা মারা যাবে। স্বীকারোক্তি প্রদানকারী সুদানি হাবশিকে পথনির্দেশক হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার এবং যে-স্থানে মেয়েবলি হয়, সেখানে হঠাৎ কমান্ডো আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তাব এল। সুলতান আইউবি হাবশিকে নিয়ে যাওয়া ভালো মনে করলেন না। তিনি তাকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

সুলতান আইউবির নির্দেশে আগেই একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী গঠন করে রাখা হয়েছিল। দীর্ঘদিন যাবত প্রশিক্ষণ দিয়ে অভিজ্ঞরূপে গড়ে তোলা হয়েছে তাদের। একটি সুইসাইড স্কোয়াডও আছে তাদের সঙ্গে। ঈমানদীপ্ত এই স্কোয়াড এতই চেতনাসমৃদ্ধ যে, কোনো অভিযান থেকে জীবিত ফিরে না-আসতে পারাকে তারা গর্বের বিষয় মনে করে।

নায়েব সালার আন-নাসের ও আলী বিন সুফিয়ানের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, যে-স্থানে পুরোহিত বাস করেন এবং নারীবলি হয়, সেই দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় মাত্র বারোজন কমান্ডোসেনা ঢুকে পড়বে। হাবশির দেওয়া তথ্য অনুসারে বলির রাতে মেলা বেশ জমে ওঠে। কারণ, এটা মেলার শেষ দিন। গোত্রের লোকদের ছাড়া নারীবলির ঘটনা আর কেউ জানে না। জানলেও এই বলি কোথায় হয় কেউ বলতে পারে না।

এসব তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, পাঁচশো মিশরি সৈন্য অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দর্শক সেজে এদিন মেলায় ঢুকে পড়বে। তাদের দুশোজনের কাছে থাকবে তির-ধনুক। সে-যুগে সঙ্গে এসব অস্ত্র রাখা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এসবের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কমান্ডো সদস্যদের বলির স্থানটা স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করে দেওয়া হবে। তারা সরাসরি আক্রমণ না করে কমান্ডো স্টাইলে পাহাড়ে ঢুকে পড়বে। আকস্মাৎ প্রহরীদের হত্যা করে পৌঁছে যাবে আসল জায়গায়। যখন বলির জন্য মেয়েটাকে বেদিতে নিয়ে আসা হবে, হামলা করবে তখন। অন্যথায় তারা আক্রান্ত হয়ে মেয়েটাকে পাতাল কক্ষে গুম কিংবা খুন করে ফেলতে পারে।

www.pathagar.com

তথ্য পাওয়া গেছে, মধ্যরাতের পূর্ণ চন্দ্রালোকে বলিপর্ব সম্পন্ন করা হয়। পাঁচশো সিপাইকে এ-সময়ের পূর্বে বলির স্থানসংলগ্ন পাহাড়ের আশপাশে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। তাদের জানিয়ে দেওয়া হলো, কমান্ডোসেনারা যদি প্রতিপক্ষের ঘেরাওয়ে পড়ে যায় কিংবা অভিযান ব্যর্থ হয়, তা হলে তারা ওপর দিকে একটা সলিতাওয়ালা অগ্নিতির নিক্ষেপ করবে। এই তিরের শিখা দেখে তারা আক্রমণ চালাবে।

চারজন জানবাজ বেছে নেওয়া হলো। দু-বছর আগে নুরুদ্দীন জঙ্গি সুলতান আইউবির সাহায্যার্থে যে-বাহিনীটি পাঠিয়েছিলেন, তাদের থেকে বাছাবাছা পাঁচশো সৈন্য নেওয়া হলো। এরা এসেছিল আরব থেকে। এদের ওপর মিশর ও সুদানের রাজনীতি এবং তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের কোনো প্রভাব ছিল না। ইসলামপরিপন্থী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তারা ছিল উচ্চকণ্ঠ, কুসংস্কার নির্মূলে ছিল বদ্ধপরিকর। তাদের ধারণা দেওয়া হলো, তারা একটা ভ্রান্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছে এবং নিজেদের তুলনায় অধিক সৈন্যের মোকাবেলা করতে হতে পারে। লড়াই হতে পারে রক্তক্ষয়ী। আবার এমনও হতে পারে যে, তাদের সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারবে না– যুদ্ধ ছাড়াই অভিযান সফল হয়ে যাবে। তাদের পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেওয়া হলো এবং সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হলো। পাহাড়ে আরোহণ, মরুভূমিতে দৌড়ানো এবং উটের মতো দীর্ঘ সময় পিপাসায় অতিবাহিত করেও অকাতরে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রশিক্ষণ আছে তাদের পূর্ব থেকেই।

বলির রাত আসতে আর ছদিন বাকি। কমান্ডো বাহিনী ও পাঁচশো সৈন্যকে তিন দিন তিন রাত মহড়া দেওয়া হলো। চতুর্থ দিন উটে চড়িয়ে তাদের রওনা করানো হলো। মধ্যম গতিতে উটের গন্তব্যে পৌঁছতে সময় লাগবে এক দিন এক রাত। উটচালকদের নির্দেশ দেওয়া হলো, তারা কমান্ডোদের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে দূরে কোথাও নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে।

পাঁচশো সৈন্যের বাহিনীটি মেলার দর্শকবেশে দুজন-দুজন, চারজন-চারজন করে লরি ও উটে চড়ে মেলার দিকে রওনা হলো। তাদের কমান্ডারও একই বেশে তাদের সঙ্গে রওনা হয়েছে। পশুগুলো তাদের সঙ্গে থাকবে।

মেলার শেষ রাত।

মেঘমুক্ত নীল আকাশের আলোঝলমল চাঁদের পূর্ণতা লাভ করতে আর অল্প বাকি। স্বচ্ছ কাচের মতো পরিষ্কার মরুর পরিবেশ। মেলায় বিপুল দর্শকের সমাগম। পিনপতনের স্থানটুকু নেই কোথাও। একধারে অর্ধনগ্না মেয়েরা নাচছে ও গাইছে। সুন্দরী মেয়েদের দেদারছে বেচাকেনা চলছে একজায়গায়। ভিড়টা বেশি ওখানেই। একটা মঞ্চ পাতানো আছে সেখানে। তাতে একটা করে মেয়ে

www.pathagar.com

আনা হচ্ছে। চারদিক থেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে ক্রেতারা। মুখ হাঁ করিয়ে দাঁত দেখছে। নেড়েচেড়ে দেখছে মাথার চুল। পরখ করছে দেহের কোমলতা-কঠোরতা। তারপর দরদাম নিয়ে আলোচনা। অবশেষে বেচাকেনা। জুয়ার আসরও আছে মেলায়। আছে মদের আড্ডাও। মেলার চারধারে বহিরাগত দর্শনার্থীদের থাকার আয়োজন।

উৎসবে যোগদানকারী লোকদের ধর্ম ও চরিত্রের কোনো বালাই নেই। আদর্শিক অনুশাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তারা। মেলাঙ্গন থেকে খানিক দূরের পাহাড়ি অঞ্চলের কোনো এক নিভৃত ভূখণ্ডে যে নারীবলির আয়োজন চলছে, তা তাদের অজানা। একজন মানুষ যে সেখানে দেবতা হয়ে বসে আছে, তাও তারা জানে না। তারা শুধু এটুকু জানে, পাহাড়বেষ্টিত এই অঞ্চলটা তাদের দেবতাদের আবাস। জিন-ভূত তাদের পাহারা দেয়। সেখানে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারে না কোনো মানুষ।

তাদের এ-ও জানা নেই, আল্লাহর পাঁচশো জানবাজ সৈনিক তাদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং রক্ত-মাংসের বারোজন মানুষ তাদের দেবতাদের রাজত্বের সীমানায় ঢুকে পড়েছে। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কীভাবে প্রবেশ করতে হবে, সালাহুদ্দীন আইউবির চার জানবাজকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে। কঠোর প্রহরার কারণে তারা সেপথে ঢুকতে পারেনি। তাই তাদের অন্য এক দুর্গম পথ দিয়ে ঢুকতে হয়েছে। তাদের বলা হয়েছিল, পাহাড়ের আশপাশে কোনো মানুষ থাকবে না। কিন্তু এসে তারা দেখতে পেল, মানুষ আছে। তার মানে ধৃত হাবশির প্রদত্ত তথ্য সঠিক নয়। পাহাড়টার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এক বর্গমাইলের বেশি নয়। তারা অত্যন্ত সাবধানে ও বিক্ষিপ্তভাবে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ একটা গাছের তলায় স্পন্দনশীল একটা ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল এক কমান্ডোর। তৎক্ষণাৎ সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, অতি সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে ছায়াটার পেছনে চলে গেল এবং নিকটে গিয়েই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুবাহু দ্বারা ঘাড়টা ঝাপটে ধরে খঞ্জরের আগাটা তার বুকে ঠেকিয়ে ধরল। জিগ্যেস করল, এখানে কী করছিস তুই? আর কে আছে তোর সঙ্গে?

ছায়ামূর্তিটা একজন হাবশি লোক। কমান্ডো কথা বলছে আরবিতে। হাবশি আরবি বোঝে না। এমন সময়ে এসে পড়ল আরেক কমান্ডো। সে-ও খঞ্জর তাক করে ধরল হাবশির বুকে। তারা হাবশিকে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করল। হাবশিও ইঙ্গিতে উত্তর দিল। তার উত্তরে সন্দেহ জাগল, এখানে কঠোর পাহারা আছে। কমান্ডোদ্বয় হাবশির ধমনি কেটে দিল। লোকটা মাটিতে পড়ে গেল।

কমান্ডোরা আরও সতর্কতার সঙ্গে সম্মুখে এগিয়ে চলল। গহীন জঙ্গল। সামনে একটা পাহাড়। আকাশে চাঁদটা উঠে এসেছে আরও ওপরে। ঘন

www.pathagar.com

পাহাড়ের ভেতরটা গাছগাছলিতে ঘোর অন্ধকার। তারা পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল।

পাহাড়ের অভ্যন্তরে – যেখানে মেয়েটাকে পুরোহিতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে – চলছে আরেক তৎপরতা। পাথরের মুখের সামনে চবুতরায় একটা জাজিম বিছানো। তার ওপর বিশাল একটা তলোয়ার। নিকটেই বড়ো একটা পেয়ালা। জাজিমের ওপর ছড়িয়ে আছে কতগুলো ফুল। পাশে একস্থানে আগুন জ্বলছে। চবুতরার চারদিকে জ্বলছে কতগুলো প্রদীপ। ঘোরাফেরা করছে চারটা মেয়ে। পরনে তাদের দুটা করে চওড়া পাতা। বাকি শরীর নগ্ন। আছে চারজন হাবশি। তাদের কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত শাদা চাদরে আবৃত।

উম্মে আরারা পাতাল কক্ষে পুরোহিতের সঙ্গে উপবিষ্ট। তার এলো চুলে বিলি কেটে খেলা করছেন পুরোহিত। মেয়েটা আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলছে– 'আমি আংগুকের মা আর তুমি আংগুকের বাবা। আমার সন্তানরা মিশর ও সুদানের রাজা হবে। তাদের আমার রক্ত পান করিয়ে দাও। আমার সুদীর্ঘ সোনালি চুলগুলো কেটে ঘরে রেখে দাও। তুমি আমার থেকে দূরে সরে গেলে কেন? এস, আমার কাছে এসে বসো।'

পুরোহিত উম্মে আরারার গায়ে তেলের মতো কী একটা পদার্থ মালিশ করতে শুরু করলেন।

'আংগুক' এই গোত্রটার নাম। মদের নেশা একটা আরব মেয়েকে এই গোত্রের 'মা' বানিয়ে দিয়েছে। বলির জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে সে। পুরোহিত সম্পন্ন করছেন তার নিয়মনীতির শেষ পর্ব।

পদে-পদে হোঁচট-ধাক্কা খেতে-খেতে চড়াই বেয়ে ওপরে উঠছে বারোজন কমান্ডোসেনা। দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে তাদের। পাহাড়ের বেশিরভাগ অঞ্চল ঝোপঝাড়ে ঠাসা। আকাশের পূর্ণ চাঁদ এখন মাথার ওপর। আস্তে-আস্তে গাছগাছালির ফাঁক গলিয়ে চাঁদের আলোকরশ্মি চোখ পড়তে শুরু করেছে। সেই কিরণে তারা একস্থানে একজন হাবশিকে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেল। তার এক হাতে বর্শা, অপর হাতে ঢাল। লোকটা দেবজগতের পাহারাদার। নীরবে মেরে ফেলতে হবে তাকেও। কিন্তু লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে পেছন দিক থেকে হামলা করার সুযোগ নেই। সামনাসামনি মোকাবেলা করাও ঠিক হবে না। তাই ঝোপের মধ্যে নীরবে বসে পড়ল এক কমান্ডো। লোকটার সম্মুখে একটা পাথর ছুড়ে মারল আরেকজন। চমকে উঠল হাবশি। পাথরটা কোত্থেকে এল দেখার জন্য এগিয়ে এল এদিকে। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা-কমান্ডোর ঠিক সামনে এসে পৌঁছামাত্র ঘাড়টা তার এসে পড়ল কমান্ডোর দু-বাহুর মাঝে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা খঞ্জর বিদ্ধ হলো তার বুকে। প্রহরীকে খুন করে

www.pathagar.com

বারোজনের কমান্ডো বাহিনী খানিক বিলম্ব করল সেখানে। পরক্ষণেই এগিয়ে গেল অতি সাবধানে। পা টিপেটিপি অগ্রসর হলো সামনের দিকে।

বলির জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে উম্মে আরারা। পুরোহিত শেষবারের মতো বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে হাঁটা দিলেন তিনি। বাইরে দণ্ডায়মান চার হাবশি পুরুষ ও মেয়েরা মুখ ও মস্তকে আলোর ঝলক দেখতে পেল। পাথরমুখের সম্মুখে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল তারা। মুখে কী একটা মন্ত্র পাঠ করতে-করতে পুরোহিত পাথরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলেন। উম্মে আরারা তার সঙ্গে।

পুরোহিত উম্মে আরারাকে জাজিমের ওপর নিয়ে গেলেন। হাবশি পুরুষ ও মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে চারদিকে। উম্মে আরারা আরবিতে বলল– 'আমি আংগুকের ছেলেমেয়েদের জন্য গলা কাটাচ্ছি। আমি তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। আর বিলম্ব না করে এবার আমার গলাটা কেটে দাও। আমার মাথাটা আংগুকের দেবতার পায়ের ওপর রেখে দাও। দেবতা এই মাথার ওপর মিশর ও সুদানের মুকুট রাখবেন।'

চার হাবশি পুরুষ ও মহিলা পুনর্বার সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। উম্মে আরারাকে জাজিমের ওপর আসন গেড়ে বসিয়ে মাথাটা নত করে দিলেন পুরোহিত। সুতীক্ষ্ণ ধারালো তরবারিটা ঘাড়বরাবর উত্তোলন করলেন তিনি।

সবার সামনে-সামনে হাঁটছিল যে-কমান্ডো, থেমে গেল সে। তারপর হাতের ইশারায় থামতে বলল পেছনের সঙ্গীদের। পাহাড়ের চূড়া থেকে চবুতরা ও পাথরের মাথা দেখতে পেল তারা। চবুতরার ওপরে নত মুখে আসন গেড়ে বসে আছে একটা মেয়ে। ফকফকা জোৎস্নালোক। বেশ কটা প্রদীপ ও বড়ো-বড়ো মশালের আলোয় দিবালোকের মতো উজ্জ্বল করে রেখেছে জায়গাটা। মেয়েটার কাছে দণ্ডায়মান লোকটার হাতে তলোয়ার। মেয়েটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার গায়ের রং-ই বলছে, সে হাবশি গোত্রের মেয়ে নয়।'

কমান্ডোসেনারা এখনও বেশ দূরে এবং তাদের অবস্থান পাহাড়ের চূড়ায়। সেখান থেকে তির ছুড়লে ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। আবার ওখান থেকে নিচে নেমে আসাও অসাধ্য। নিচের দিকে কোনো ঢালু নেই। সামনে খাড়া দেওয়াল।

কমান্ডোরা বুঝে ফেলল, মেয়েটাকে বলির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। একটা ধারালো তরবারি তার মাথাটাকে দ্বিখণ্ডিত করল বলে। হাতে সময় এতই কম যে, উড়ে গিয়ে বলির স্থলে পৌঁছতে না পারলে তাকে রক্ষা করা যাবে না। চূড়া থেকে নিচে তাকিয়ে তারা একটা ঝিল দেখতে পেল। এই সেই ঝিল, যেখানে বাস করে অসংখ্য কুমির।

www.pathagar.com

ডান দিকে খানিকটা ঢালু পথ। এটিও প্রায় খাড়া দেওয়ালেরই মতো। ঝোপঝাড় ও গাছপালা আছে এখানে। সেটা অবলম্বন করে একে অপরের হাত ধরে ঢালু বেয়ে নামতে শুরু করল তারা। পেছনের কমান্ডো হঠাৎ দেখতে পেল, সামনের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে এক হাবশি। তার এক হাতে ঢাল, অপর হাতে বর্শা। নিক্ষেপের জন্য তিরের মতো তাক করে রেখেছে বর্শাটা। কমান্ডোদের ওপর চাঁদের আলো পড়ছে না। নিশ্চিত কিছু বুঝে উঠতে পারেনি হাবশি এখনও। ধনুকে তির জুড়ে নিল পেছনের কমান্ডো। ছুটে গেল তির। রাতের নিস্তব্ধতায় তিরের শাঁ-শাঁ শব্দ কানে বাজল সবার। হাবশির ধমনিতে গিয়ে বিদ্ধ হলো তিরটা। মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল সে। ঢালু বেয়ে নিচে নেমে এল কমান্ডোরা।

তরবারির ধারালো বুকটা উম্মে আরারার ঘাড়ে রাখলেন পুরোহিত। আবার ওপরে তুললেন। পার্শ্বস্থিত নারী-পুরুষরা সেজদা থেকে উঠে আসন গেড়ে বসে ধীর; অথচ জ্বালাময়ী কণ্ঠে কী যেন পাঠ করতে শুরু করল। পুরোহিত তরবারি উঁচু করে দাঁড়িয়ে। দু-একটা নিঃশ্বাসের বিলম্ব আর। তরবারি আঘাত হানল বলে। ঠিক এমন সময়ে একটা তির এসে বিদ্ধ হলো পুরোহিতের বগলে। তরবারি-ধরা-হাতটা তার নিচে পড়ে যায়নি এখনও। একই সঙ্গে আরও তিনটা তির এসে বিদ্ধ হলো পাঁজরে। চিৎকার জুড়ে দিল মেয়েরা। জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল হাবশি পুরুষরা। দেখতে-না-দেখতে আরও এক ঝাঁক তির এসে আঘাত হানল পুরোহিতের সহচরদের। ধরাশায়ী হয়ে পড়ল দুজন। এদিক-সেদিক দৌড়ে পালিয়ে গেল মেয়েরা। উম্মে আরারার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। দিব্যি মাথাটা নত করে বসে আছে মহিলা।

দ্রুত দৌড়ে বেদিতে পৌঁছে গেল কমান্ডোরা। চবুতরায় উঠে তুলে নিল উম্মে আরারাকে। নেশার ঘোরে প্রলাপ বকছে এখনও মেয়েটা। এক জানবাজ নিজের গায়ের জামা খুলে পরিয়ে দিল তাকে। উম্মে আরারাকে নিয়ে রওনা দিল তারা।

হঠাৎ বারো-তেরোজন হাবশি ঢাল-বর্শা নিয়ে ছুটে এল একদিক থেকে। বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল সুলতান আইউবির কমান্ডোরা। তির-ধনুক ছিল তাদের চারজনের কাছে। তারা তির ছুড়ল। অবশিষ্টরা লুকিয়ে থাকল একজায়গায়। হাবশিরা নিকটে এলে পেছন দিক থেকে তাদের ওপর হামলা চালাল লুকিয়ে-থাকা-কমান্ডোরা। এক তিরন্দাজ কমান্ডো ধনুকে সলিতাওয়ালা তির স্থাপন করল। সলিতায় আগুন ধরিয়ে ছুড়ে মারল ওপর দিকে। অনেকখানি ওপরে উঠে থেমে যখন তিরটা নিচে নামতে শুরু করল, তখন তিরের মাথায় জড়ানো সলিতার শিখা জ্বলে উঠল।

www.pathagar.com

মেলার জাঁকজমক মন্দীভূত হয়নি এখনও। উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের পাঁচশো লোক মেলাঙ্গন থেকে পৃথক হয়ে তাকিয়ে আছে পাহাড়ি ভূখণ্ডের দিকে। বেশ দূরে শূন্যে একটা শিখা দেখতে পেল তারা। হঠাৎ জ্বলে উঠে নিচে নামছে শিখাটা। তারা উট-ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আছে। কমান্ডার আছে তাদের সঙ্গে। তারা প্রথমে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল, যেন সন্দেহ না জাগে কারুর মনে। কিন্তু খানিক দূরে গিয়েই তারা দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকাল। মেলার লোকেরা মদ-জুয়া, উলঙ্গ নারীর নাচ-গান আর গণিকাদের নিয়ে এতই মত্ত যে, তাদের দেবতাদের ওপর কী প্রলয় ঘটে যাচ্ছে, তার কোনোই খবর নেই তাদের।

কমান্ডো বাহিনী এই আশঙ্কায় অগ্নিতির নিক্ষেপ করেছিল যে, হাবশিদের সংখ্যা বোধহয় অনেক হবে। কিন্তু পাঁচশো সৈন্য অকুস্থলে পৌঁছে মাত্র চৌদ্দ-পনেরোটা লাশ দেখতে দেখ। তার তেরোটা হাবশিদের আর দুটা তাদের দুই কমান্ডোর। এরা হাবশিদের বর্শার আঘাতে শাহাদাতবরণ করেছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারদিকের খোঁজখবর নিল সৈন্যরা। তারা পাথরের মুখমণ্ডলের কাছে ও পাতাল কক্ষে গেল এবং যা-কিছু পেল সব কুড়িয়ে নিল। তার মধ্যে ছিল একটা ফুল। ফুলটা প্রাকৃতিক নয়– কৃত্রিম– কাপড়ের তৈরী। নির্দেশনা অনুসারে পাঁচশো সৈন্য জায়গাটা দখল করে সেখানে অবস্থান নিল আর কমান্ডো বাহিনী উম্মে আরারাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে কায়রো অভিমুখে রওনা হলো।

ভোরবেলা।

মেলার জাঁকজমক শেষ হয়ে গেছে। রাতভর মদ পান করে বহু মানুষ এখনও অচেতন পড়ে আছে। দোকানিরা ফিরে যাওয়ার জন্য মালামাল গুটিয়ে নিচ্ছে। মেয়ে-ব্যাপারীরাও চলে যাচ্ছে। মেলাঙ্গন থেকে বের হতে রাস্তায় মরুবাসীদের ভিড় পড়ে গেছে।

আংগুক গোত্রের লোকেরা অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে কখন তাদের মাঝে বলি-দেওয়া-নারীর চুল বিতরণ করা হবে।

এ-গোত্রের যারা দূরদূরান্তের পল্লি অঞ্চলে বাস করে, তারা একনাগাড়ে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে দূরে দাঁড়িয়ে দেবপুরীর প্রতি তাকিয়ে আছে। প্রবীণরা নবীনদের সান্ত্বনা দিচ্ছে, একটু অপেক্ষা করো; পুরোহিত এক্ষুনি চলে আসবেন, দেবতাদের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেবেন এবং আমাদের মাঝে চুল বিতরণ করবেন। কিন্তু এবার দেবতাদের কোনো বার্তা যে আসবে না, তা কেউ জানে না।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। দেবতাদের কোনো সংবাদ আসছে না। সংশয়ে পড়ে গেল এক শ্রেণির যুবক। সব মিথ্যে বলে সন্দেহ জাগল তাদের মনে।

www.pathagar.com

কিন্তু কারুর এতটুকু সাহস নেই যে, ওখানে গিয়ে দেখে আসবে পুরোহিত আসছেন না কেন।

◆◆◆

'ডাক্তারকে ডেকে আনো; মেয়েটা নেশার ঘোরে এমন করছে।' সুলতান আইউবি বললেন।

উম্মে আরারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সামনে বসে বিড়বিড় করছে– 'আমি আংগুকের মা। তুমি কে? তুমি তো দেবতা নও। আমার স্বামী কোথায়? আমার মাথাটা কেটে দেবতাকে দিয়ে দাও। আমাকে আমার ছেলেদের জন্য উৎসর্গ করো।'

অনর্গল বকে যাচ্ছে উম্মে আরারা। নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন সে। মাথাটা ঢুলুঢুলু করছে তার।

ডাক্তার এলেন। তিনি রুগীর অবস্থা দেখেই সব বুঝে ফেললেন এবং একটুখানি ওষুধ খাইয়ে দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার দু-চোখের পাতা বুজে এল। তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। উম্মে আরারা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

সুলতান আইউবি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনলেন। অভিযান চালিয়ে সেই পার্বত্যাঞ্চলে কী-কী পাওয়া গেল তা-ও জানলেন। তিনি নায়েব সালার আন-নাসের ও বাহাউদ্দীন শাদ্দাদকে নির্দেশ দিলেন, আপনারা পাঁচশো সৈন্য নিয়ে এক্ষুনি রওনা হোন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিন। মূর্তিটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিন। জায়গাটা ঘেরাও করে রাখুন। আক্রমণ এলে মোকাবেলা করুন। এলাকার মানুষ যদি বশ্যতা স্বীকার করে, তা হলে তাদের স্থানটা দেখিয়ে মমতার সঙ্গে বুঝিয়ে দিন, এ ছিল স্রেফ প্রতারণা।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'আমরা পাঁচশো সৈন্য নিয়ে ওখানে পৌঁছলাম। আমাদের যে-বাহিনীটি পূর্ব থেকে ওখানে অবস্থান করছিল, তার কমান্ডার আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। হাজার-হাজার সুদানি কাফ্রি দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কেউ-কেউ উট-ঘোড়ায় সওয়ার। হাতে তাদের বর্শা, তরবারি ও তির-ধনুক। আমাদের সকল সৈন্যকে আমরা সেই পার্বত্যাঞ্চলের চারদিকে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলাম যে, তাদের মুখ বাইরের দিকে। তারা তির-ধনুক-বর্শা নিয়ে প্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকল। আমরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছিলাম। আমি আন-নাসেরের সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করলাম। মূর্তিটা দেখেই আমি বলে উঠলাম, এ তো ফেরাউনের প্রতিকৃতি।...

www.pathagar.com

'আশেপাশে পড়ে আছে হাবশিদের অনেকগুলো লাশ। আমরা পুরো এলাকা ঘুরেফিরে দেখলাম। দুটা পাহাড়ের মাঝে একটা জীর্ণ প্রাসাদ। ফেরাউনি আমলের মনোরম প্রাসাদ এটা। দেওয়ালের গায়ে সে-যুগের কিছু লিপি। আমাদের সন্দেহ রইল না, এখানে ফেরাউনেরই আবাস ছিল।...

'দেওয়ালের মতো খাড়া এক পাহাড়ের পাদদেশে একটা ঝিল। ঝিলে অনেকগুলো কুমির। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ভেতরে ঢুকে গেছে ঝিলের পানি। পানির ওপর পাহাড়ের ছাদ। বড়ো ভয়ংকর জায়গা। আমাদের দেখে সবগুলো কুমির কূলে এসে পড়ল। তারা আমাদের দেখতে থাকল। আমি সৈনিকদের বললাম, হাবশিদের লাশগুলো ধরে-ধরে ঝিলে নিক্ষেপ করো; ক্ষুধার্ত প্রাণীগুলোর ভালো আহার মিলবে। সৈনিকরা লাশগুলোকে টেনেহ্যাঁচড়ে ঝিলে নিক্ষেপ করল। কুমিরের সংখ্যা যে কত, তার হিসাব নেই। লাশগুলো নিক্ষেপ করামাত্র দেখলাম, যেন সেগুলো দৌড়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে চলে গেল। সবার শেষে এল পুরোহিতের লাশ। লোকটা বহু মানুষকে কুমিরের মুখে নিক্ষেপ করেছিল। আর আজ নিজেই নিক্ষিপ্ত হলো একটা কুমিরের মুখে।...

'দুজন সিপাই চারটা মেয়েকে ধরে আনল। তারা একস্থানে লুকিয়ে ছিল। মেয়েগুলো বিবস্ত্রা। কোমরে বাঁধা দুটা করে পাতা– একটা সামনে, একটা পেছনে। আমি ও নাসের অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সৈনিকদের বললাম, জলদি এদের ঢাকো। সৈনিকরা তাদের পোশাক পরাল। এবার আমরা তাদের পানে তাকালাম। মেয়েগুলো অত্যন্ত রূপসি। তারা কাঁদছে আর ভয়ে থরথর করে কাঁছে। আমাদের অভয় পেয়ে তারা কথা বলল এবং সেখানকার সব ইতিবৃত্ত খুলে বলল। বড়ো লজ্জাকর সেসব ঘটনা। নারীজাতির এ-অবমাননা কোনো মুসলমানের সহ্য হওয়ার কথা নয়। আপন-পর, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ইসলাম সব নারীকে সমানভাবে ইজ্জত করে। একজন মুসলমানের কাছে একজন মুসলিম নারীর যে-মর্যাদা, একজন অমুসলিম নারীর মর্যাদা তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। যাহোক, মেয়েগুলোর বক্তব্যে আমরা বুঝলাম, তারা ফেরাউনদের খোদা বলে বিশ্বাস করে। তাদের গোত্রের মানুষ মানুষকে খোদা মানে।...

'জায়গাটা বেশ মনোরম। সবুজ-শ্যামলিমায় ঘেরা সমগ্র এলাকা। ভেতরে পানির ঝরনা। এই ঝরনার পানি থেকেই ঝিলের উৎপত্তি। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি ছায়া দিয়ে রেখেছে। কোনো শৌখিন ফেরাউনের অঞ্চলটা পছন্দ হয়ে গেলে একে সে বিনোদপুরি বানিয়েছিল। নিজের খোদায়িত্বের প্রমাণস্বরূপ তৈরি করেছিল এই মূর্তিটা। নির্মাণ করেছিল পাতাল কক্ষ। লোকটা বহুদিন আনন্দ করে গেছে এখানে।...

www.pathagar.com

'একসময় দিন বদলে গেল। খসে পড়ল ফেরাউনদের ক্ষমতার নক্ষত্র। মিশরে এল আরেক মিথ্যা ধর্ম। কেটে গেল কিছুদিন। অবশেষে জয় হলো সত্যের। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মুখরিত ধ্বনি শুনতে পেল মিশর। আল্লাহর সমীপে মাথানত করল মিশরের মানুষ। কিন্তু সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মিথ্যা তখনও টিকে থাকল এই পার্বত্য এলাকায়। আলহামদু লিল্লাহ, মহান আল্লাহর অপার কৃপায় আমরা মিথ্যার এই শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেললাম। মূর্তিপূজাসহ জঘন্যতম কুসংস্কার থেকে এই ভূখণ্ডটা পবিত্র করলাম।'

সৈন্যরা জায়গাটা ঘিরে ফেলল। প্রস্তরনির্মিত বেদিটা ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল। চবুতরাটাও গুঁড়িয়ে দিল। পাতাল কক্ষটা ইট ও পাথর দ্বারা ভরে দিল। বাইরে হাজার-হাজার হাবশি বিস্ময়য়াভিভূত চোখে দাঁড়িয়ে কাণ্ড দেখছিল। ডেকে তাদের ভেতরে নিয়ে দেখানো হলো, এখানে কিছুই ছিল না। বলা হলো, ধর্মের নামে তোমাদের সঙ্গে এত কাল শুধুই প্রতারণা করা হয়েছে।

মেয়েগুলোকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। মেয়েদের বাপ-ভাইরাও সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা তাদের বোন-কন্যাদের নিয়ে গেল। তাদের বলা হলো, এখানে একজন অমানুষ বাস করত। সে ধর্মের নামে মানুষের জীবন নিয়ে তামাশা করত। এখন সে কুমিরের পেটে।

হাজার-হাজার হাবশিকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশে কমান্ডার বক্তৃতা করলেন তাদেরই ভাষায়। তারা সবাই নীরব। তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো হলো। এবারও তাদের মুখে কোনো কথা নেই। কখনও-কখনও মনে হচ্ছিল, রক্ত নেমে এসেছে তাদের চোখে। প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে মরছে যেন তারা।

অবশেষে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হলো– 'যদি তোমাদের সত্য খোদাকে দেখার ইচ্ছা থাকে, তা হলে এস দেখিয়ে দিই। আর এখন তোমরা যে-জায়গাটায় বসা আছ, তাকে যদি দেব-দেবীর আবাস মনে কর, তা-ও বলো; এই পাহাড়গুলোকেও আমরা ধুলোয় মিশিয়ে দিই। তারপর তোমরা দেখবে কোন খোদা সত্য।'

সংজ্ঞা ফিরে এসেছে উম্মে আরারার। মেয়েটা সুলতান আইউবিকে সব ঘটনা খুলে বলল। চৈতন্য ফিরে আসার পর এবার তার সব ঘটনা-ই মনে এল। বলল, পুরোহিত দিন-রাত যখন-তখন তাকে উপভোগ করত। বারবার তার নাকে একটা ফুল শোঁকাত। পুরোহিত তাকে বলি দেওয়ার কথা বলে রেখেছিল। কমান্ডো বাহিনী যথাসময়ে না গিয়ে পৌঁছলে এখন তার মস্তক থাকত গর্তে আর দেহ কুমিরের পেটে। ভয়ে কাঁপতে লাগল মেয়েটা। চোখে অশ্রু নেমে এল তার। সুলতান আইউবির হাতে চুমু খেয়ে বলল– 'আল্লাহ আমাকে

www.pathagar.com

আমার পাপের শাস্তি দিয়েছেন। আমি জীবনে বহু অপরাধ করেছি। আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।' মানসিকভাবে বড়ো বিধ্বস্ত উম্মে আরারা।

সিরিয়ার এক বিত্তশালী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে উম্মে আরারা জানাল, আমি তার কন্যা। লোকটা মুসলমান এবং বিখ্যাত একজন ব্যবসায়ী। সিরিয়ার আমীরদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

তৎকালে আমীরগণ একটা শহর কিংবা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ভূখণ্ড শাসন করতেন। তারা কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে কাজ করতেন। দশম শতাব্দির পর এই আমীরগণ সম্পূর্ণরূপে বিলাসিতায় ডুবে গেলেন এবং বড়ো-বড়ো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুললেন। তাদের সঙ্গে তারা ব্যবসা করতেন এবং সুদও গ্রহণ করতেন। সুন্দরী মেয়েদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল তাদের হেরেম। তারা নারী আর মদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়লেন।

উম্মে আরারাও এমনি এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর কন্যা। বারো-তেরো বছর বয়সেই পিতার সঙ্গে আমীরদের নাচ-গানের আসরে যোগ দিতে শুরু করল। অসাধরণ রূপসি বলে পিতা শৈশব থেকেই তাকে আমীরদের কালচারে অভ্যস্ত করে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন।

উম্মে আরারা জানাল– 'আমার বয়স যখন চৌদ্দ বছর, তখনই আমীরগণ আমার প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে ওঠেন। দুজন আমীর আমাকে বহু মূল্যবান উপহারও দিয়েছিলেন। আমি নিজেকে পাপের হাতে তুলে দিলাম। ষোলো বছর বয়সে পিতার অজান্তে গোপনে আমি এক আমীরের রক্ষিতা হয়ে গেলাম।'

বিত্তশালী পিতার রূপসি কন্যা উম্মে আরারা। ঐশ্বর্যের মাঝে তার জন্ম, লালন-পালন ও যৌবন লাভ। লাজ-লজ্জার সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না তার। তিন বছরের মাথায় পিতার হাত ফস্‌কে বেরিয়ে গেল। স্বাধীন চিত্তে আরও দুজন আমীরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলল। বাক্‌পটু রূপসি কন্যা হিসেবে উম্মে আরারার নাম এখন সবার মুখে-মুখে।

অবশেষে পিতা তার সঙ্গে সমঝোতা করে নিলেন। পিতার সহযোগিতায় তিনজন আমীর তাকে নতুন এক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন। ইসলামি সাম্রাজ্য ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত এই তিন আমীর। উম্মে আরারার পিতাও এই ষড়যন্ত্রে জড়িত। খেলাফত ধ্বংসের কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে উম্মে আরারাকে। একসময়ে এক খ্রিস্টানও এসে যোগ দিল এই প্রশিক্ষণে।

স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন এই আমীরগণ। এর জন্যে প্রয়োজন খ্রিস্টানদের সহযোগিতা। তাকে নুরুদ্দীন জঙ্গি ও খেলাফতের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা হলো। এই অভিযানে তিন খ্রিস্টান মেয়েকে যুক্ত করে একটা টিম গঠন করে নিল ক্রুশেডাররা।

www.pathagar.com

কঠোর প্রশিক্ষণ দিয়ে তারা উম্মে আরারাকে উপহারস্বরূপ খলীফা আল-আজেদের খেদমতে পাঠিয়ে দিল। তার দায়িত্ব প্রথমত খলীফার অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবির প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করা এবং সাবেক সুদানি ফৌজের যে-কজন অফিসার এখনও বাহিনীতে রয়ে গেছে, তাদের খলীফার কাছে ভিড়িয়ে সুদানিদের আরেকটা বিদ্রোহের প্রতি উৎসাহিত করা। দ্বিতীয়ত, সুদানি ফৌজকে বিদ্রোহে নামিয়ে অস্ত্র ও নানাবিধ উপায়ে তাদের সহযোগিতা করার জন্য খলীফাকে প্রস্তুত করা এবং সম্ভব হলে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির একটি দলকে প্ররোচনা দিয়ে বিদ্রোহী বানিয়ে তাদের সুদানিদের সঙ্গে যুক্ত করা। খলীফা আর কিছু করতে না পারলেও তাকে দিয়ে অন্তত এটুকু করানো যে, নিজের নিরাপত্তা বাহিনীকে সুদানিদের হাতে অর্পণ করে নিজে সুলতান আইউবির কাছে চলে যাবেন এবং তাকে বলবেন, আমার রক্ষীবাহিনী বিদ্রোহী হয়ে গেছে।

সারকথা, সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে এমন একটা যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করা, যা তাঁকে মিশর ছেড়ে পালাতে বাধ্য করে এবং বাকি জীবনটা তার একঘরে হয়ে কাটাতে হয়।

উম্মে আরারা সুলতান আইউবিকে জানাল, সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু পিতা তাকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহরই মূলোৎপাটনের প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং ইসলামি সাম্রাজ্যের আমীরগণ শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে আপন সাম্রাজ্যের পতনের কাজে ব্যবহার করে।

রূপ-যৌবন, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও বাক্‌চাতুর্যে অল্প কদিনে খলীফাকে নিজের মুঠোয় নিয়ে এল উম্মে আরারা। সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল খলীফাকে। রজবকেও জড়িত করে নিল এ-ষড়যন্ত্রে। আরও দুজন সামরিক কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে আইউবির বিরুদ্ধে মাঠে নামল রজব। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীতে মিশরিদের বাদ দিয়ে সুদানিদের টেনে আনতে শুরু করল সে।

উম্মে আরারা খলীফার মহলে এসেছে দু-আড়াই মাস হয়েছে। এই স্বল্প সময়েই মেয়েটা রানি হয়ে গেছে মহলের। গোটা কসরে-খেলাফত এখন ওঠে-বসে তারই ইঙ্গিতে।

উম্মে আরারা সুলতান আইউবিকে আরো জানাল, খলীফা আপনাকে হত্যার পরিকল্পনা এঁটেছেন। দায়িত্বটা কাঁধে তুলে নিয়েছে রজব। হাবশিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সে হত্যার আয়োজন সম্পন্ন করেছে।

ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা এবং বিলাসপ্রিয়তায় বিরক্ত হয়ে সুলতান আইউবি খলীফার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে দিয়েছিলেন আগেই। এরই মধ্যে

www.pathagar.com

কাকতালীয়ভাবে ঘটে গেল এসব ঘটনা। খলীফা যাদের দ্বারা সুলতান আইউবিকে কোণঠাসা করাতে চেয়েছিলেন, তাদেরই হাতে মহলের রানি উম্মে আরারার অপহরণ ও আইউবির হাতে তার উদ্ধারের মধ্য দিয়ে দৈবাৎ ফাঁস হয়ে গেল অনেক তথ্য।

অবশেষে আইউবি-হত্যার পরিকল্পনাও গোপন রইল না। উম্মে আরারার অপহরণকে কেন্দ্র করেই ইতিমধ্যে সুলতান আইউবি খলীফার নিরাপত্তা-বাহিনী থেকে বদলি করে দিয়েছেন রজবকে। তার স্থলে পাঠালেন নিজের বিশ্বস্ত এক নায়েব সালারকে। কিন্তু এসব ঘটনা সুলতান আইউবির জন্য জন্ম দিল নতুন এক বিপদের।

উম্মে আরারাকে নিজের আশ্রয়ে রেখে দিলেন সুলতান। অনুতাপের আগুনে পুড়ে মরছে মেয়েটা। অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় সে। ভয়াবহ এক বিপদে নিক্ষেপ করে আল্লাহ তার চোখ খুলে দিয়েছেন। ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেবেন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করছেন সুলতান আইউবি।

ফেরাউনদের শেষ চিহ্নটা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে পরদিন আন-নাসের ও বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ কায়রো ফিরে এলেন।

♦♦♦

আট দিন পর। রাতের শেষ প্রহর। সুলতান আইউবি ঘুমিয়ে আছেন। চাকর এসে তাঁকে জাগিয়ে তুলে বলল, আন-নাসের, আলী বিন সুফিয়ান এবং আরও দুজন নায়েব এসেছেন। ধড়মড় করে উঠে বৈঠকখানায় ছুটে গেলেন সুলতান। অভ্যাগতদের একজন এক টহল-বাহিনীর কমান্ডার।

সুলতান আইউবিকে জানানো হলো, প্রায় ছয় হাজার সুদানি সৈন্য মিশরের সীমান্ত অতিক্রম করে একজায়গায় শিবির স্থাপন করেছে। তাদের মধ্যে আছে পদচ্যুত সুদানি বাহিনীর কিছু সদস্য ও কাফ্রি গোত্রের বেশ কিছু লোক। এই কমান্ডার তথ্য জানতে ছদ্মবেশে দুজন উষ্ট্রারোহীকে তাদের ছাউনিতে পাঠিয়েছিলেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তাদের উদ্দেশ্য কায়রো-আক্রমণ। উষ্ট্রারোহীদ্বয় নিজেদের পর্যটক দাবি করে বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে কথা বলে শেষে এই বলে ফিরে এল যে, এ-অভিযানকে সফল করতে প্রয়োজনে সৈন্য দিয়ে তাদের সাহায্য করবে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তারা এদিক-ওদিক থেকে আরও সৈন্য আগমনের অপেক্ষা করছে এবং আগামী কালই সেখান থেকে কায়রো-অভিমুখে রওনা হবে।

সব শুনে সুলতান আইউবি আদেশ করলেন, খলীফার নিরাপত্তা-বাহিনীতে মাত্র পঞ্চাশজন সৈন্য আর একজন কমান্ডার রেখে অন্যদের ছাউনিতে ডেকে পাঠাও। খলীফা আপত্তি জানালে বলবে, এ আমার আদেশ।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, আপনার ব্রাঞ্চের সুদানি ভাষায় পারদর্শী একশো লোককে বিদ্রোহী বেশে এই কমান্ডারের সঙ্গে এক্ষুনি রওনা করিয়ে দিন। কমান্ডারের প্রতি তাকিয়ে বললেন, এই একশো লোক ওই দুই উষ্ট্রারোহীর সঙ্গে সুদানি বাহিনীতে গিয়ে যোগ দেবে। উষ্ট্রারোহী সান্ত্রী দুজন বলবে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা তোমাদের সাহায্য নিয়ে এসেছি। তাদের বলে দেবে, যেন তারা বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে এবং রাতে তাদের পশু ও রসদ কোথায় থাকে চিহ্নিত করে রাখে। সুলতান আইউবি আন-নাসেরকে বললেন, আপনি অতিশয় দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী, কমান্ডো বাহিনী ও ক্ষুদ্র একটা মিনজানিক প্লাটুন প্রস্তুত করে রাখুন।

'আমি ভেবেছিলাম, সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে শহর থেকে দূরে থাকতেই ওদের শেষ করে দেব।' আন-নাসের বললেন।

'না। মনে রেখো নাসের, দুশমনের সংখ্যা তোমাদের অপেক্ষা কম হলেও মুখোমুখি সংঘাত এড়িয়ে চলবে। রাতে কমান্ডো বাহিনীকে ব্যবহার করবে, দুশমনের ওপর আকস্মিক হামলা চালাবে। পার্শ্ব ও পেছন থেকে আঘাত হেনে পালিয়ে যাবে। দুশমনের রসদ নষ্ট করবে, পশুদের ধ্বংস করবে। তাদের অস্থির করে রাখবে এবং শত্রুবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। তাদেরকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দেবে না। ডানে-বাঁয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য করবে। মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হতে হলে মনে রাখবে, রণাঙ্গন মরুভূমি। সবার আগে পানির উৎস দখল করবে। সূর্য ও বাতাস তাদের প্রতিকূলে রাখবে। তাদের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি করে নিজের পছন্দসই জায়গায় নিয়ে যাবে। মনে রাখবে, সুদানিদের কায়রো পৌঁছার কিংবা আমাদের সৈন্যদের মুখোমুখি লড়াইয়ে জড়িয়ে ফেলার স্বপ্ন আমি পূরণ হতে দেব না।'

সুলতান আইউবি আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন– 'যে-একশো সৈন্যকে সুদানি বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে পাঠাবে, তাদের বলে দেবে, যেন তারা ছাউনিতে গুজব ছড়িয়ে দেয়, ছয়-সাত দিনের মধ্যে সালাহুদ্দীন আইউবি ফিলিস্তিন আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। কাজেই আমাদের কটা দিন অপেক্ষা করে তাঁর অনুপস্থিতির সময়টাতে কায়রো আক্রমণ করতে হবে।'

এমন বেশ কিছু আদেশ-নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আইউবি বললেন– 'আজ আমি কায়রো থাকব না।' তিনি কায়রো থেকে অনেক দূরবর্তী একটা জায়গার নাম বললেন। সেখানে দুশমনের কাছাকাছি তার হেডকোয়ার্টার রাখতে চান, যাতে সরাসরি নিজে যুদ্ধের তত্ত্বাবধান করতে পারেন।

সকলে বৈঠকখানায়-ই ফজর নামায আদায় করলেন। সুলতান আইউবির পরিকল্পনা মোতাবেক কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে গেল। প্রস্তুতির জন্য আইউবি নিজের কক্ষে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

সুদানিদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে। ইতিপূর্বে তাদের একটা বিদ্রোহ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল দু-বছর হলো। তখন থেকেই তারা পুনরায় বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিল খ্রিস্টানরা। তারা মিশরে বিপুলসংখ্যক গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারা একদিন যে কায়রো আক্রমণ করবে, তা ছিল সুনিশ্চিত। কিন্তু ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি, এমন আচম্বিত ঘটে যাবে ভাবেননি সুলতান আইউবি। হাবশি গোত্রের ওপর সুলতান আইউবির সামরিক অভিযানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল সুদানিরা। তারই প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাদের এই আকস্মিক সেনা-অভিযান। হাবশিদের ওপর আইউবির সামরিক অভিযানের পর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই তারা সেনাসমাবেশ ঘটাল এবং কায়রো-আক্রমণের জন্য রওনা হলো।

দুই উষ্ট্রারোহীর সঙ্গে একশো সশস্ত্র মুসলিম সেনা যখন সুদানি বাহিনীতে যোগ দিল, সুদানিরা তখন মিশর সীমান্ত থেকে অনেক ভেতরে পৌঁছে গিয়ে ছাউনি ফেলেছে। সুলতান আইউবি রাতে শহর ত্যাগ করে এমন একস্থানে চলে গেলেন, যেখান থেকে সুদানিদের গতিবিধির খবর নেওয়া ছিল খুবই সহজ। সুদানি বাহিনীতে প্রবেশকারী আইউবির সেনারা কর্মকর্তাদের তথ্য জানাল, সুলতান আইউবি কয়েকদিনের মধ্যে ফিলিস্তিন আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। এ-সংবাদ শুনে সুদানি সেনাকর্মকর্তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আইউবির অনুপস্থিতির সময়টাতেই তারা কায়রো অভিযান পরিচালিত করবে বলে স্থির করল। ফলে সেনাছাউনি আরও দুদিন বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিল। পরদিন রাত থেকে সুলতান আইউবির কাছে তাদের খবরাখবর আসতে শুরু করল।

তার একদিন পর রাতে সুলতান আইউবি পাঁচটা মিনজানিক, বেশকিছু অগ্নিগোলা ও অগ্নিতির দিয়ে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী পাঠিয়ে দিলেন।

মধ্যরাত। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সুদানি বাহিনী। এমন সময় তাদের রসদ-ডিপোতে অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করল। পরক্ষণেই ছুটে আসতে লাগল অগ্নিতির। ভয়ংকর অগ্নিশিখায় আলোকিত হয়ে উঠল নিঝুম রাতের শূন্য আকাশ। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল সুদানি বাহিনীতে। সঙ্গে-সঙ্গে মিনজানিকগুলোকে সেখান থেকে পেছনে সরিয়ে নিয়ে গেল আইউবির সেনারা। পঞ্চাশজন অশ্বারোহী তিন-চারটা দলে বিভক্ত হয়ে দ্রুত ঘোড়া হাঁকাল এবং সুদানি বাহিনীর ডান ও বাম পার্শ্বের সৈন্যদের পদপিষ্ট করে এবং বর্শা দ্বারা দমাদম আঘাত হেনে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল। খাদ্যসম্ভারে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে আর আতঙ্কিত উট-ঘোড়াগুলো দিগ্‌বিদিক ছোটাছুটি করছে। সুলতান আইউবির সৈন্যরা এ-ছাউনিতে আরও একবার হামলা চালাল এবং বৃষ্টির মতো তির নিক্ষেপ করে উধাও হয়ে গেল।

www.pathagar.com

পরদিন সংবাদ পাওয়া গেল, আগুনে পুড়ে, উট-ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে এবং সুলতান আইউবির কমান্ডো বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে কমপক্ষে চারশো সুদানি সৈন্য নিহত হয়েছে। তাদের সমস্ত খাদ্যসম্ভার ও অস্ত্রের ডিপো পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে।

সুদানি সৈন্যরা ছাউনি তুলে সেখান থেকে চলে গেল এবং রাতে এমন একটা জায়গায় শিবির স্থাপন করল, যার আশপাশে উঁচু-উঁচু মাটির টিলা। কমান্ডো হামলার আশঙ্কা নেই এখানে। এবার টহল বাহিনী ছাউনির চতুর্পার্শ্বে অনেক দূর পর্যন্ত পাহারা দিতে শুরু করল। তথাপি তারা আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেল না। এবারও তারা ঠিক আগের রাতের মতো আক্রমণের শিকার হলো। সুলতান আইউবির কমান্ডোরা দুজন প্রহরীকে কাবু করে খুন করে ফেলল। টিলার ওপর থেকে অগ্নিতির ছুড়তে শুরু করল তিরন্দাজ বাহিনী। ভোরের আলো ফোটার পূর্ব পর্যন্ত এ-হামলা চালিয়ে তারা উধাও হয়ে গেল। আক্রমণকারীরা কোত্থেকে এল, কোথায়ইবা গেল কিছুই বুঝতে পারল না সুদানি বাহিনী। এ-হামলায় তারা গতরাত অপেক্ষা বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলো।

সন্ধ্যার পর আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবিকে গুপ্তচরমারফত প্রাপ্ত রিপোর্ট সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি জানালেন, সুদানি বাহিনী আমাদের কমান্ডো বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়ে এ্যাকশনে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে তারা আগামী কালই অভিযান চালাবে। সুলতান আইউবি একটি রিজার্ভফোর্স আটকে রেখেছিলেন নিজের কাছে। গত দু-রাতের অভিযানে তারা অংশ নেয়নি। তিনি জানতেন, দু-একটি অপারেশনের পর দুশমন সতর্ক হয়ে যাবে। তিনি পরদিন সুদানি বাহিনীর ডানে ও বাঁয়ে চারশো করে পদাতিক বাহিনী প্রেরণ করলেন। তাদের বলে দিলেন, যেন তারা সুদানি বাহিনী থেকে আধা মাইল দূর দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। সুদানিরা যখন দেখল, শত্রুবাহিনীর দুটা দল রণসাজে সজ্জিত হয়ে তাদের পার্শ্ব দিয়ে এগিয়ে চলছে, তখন তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল, শত্রুবাহিনী পেছন কিংবা পার্শ্ব থেকে আক্রমণ করতে পারে এই আশঙ্কায় দু-পার্শ্বর সৈন্যদের দুদিকে ছড়িয়ে দিল এবং আইউবির এই বাহিনীর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

বাহিনী সুলতান আইউবির নির্দেশনা মোতাবেক সামনে এগিয়ে চলল। এতে সুদানিরা ধোঁকায় পড়ে গেল। ঠিক এমন সময় আচমকা পাঁচশো অশ্বারোহী টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সুদানি বাহিনীর মধ্যস্থলে আক্রমণ করে বসল। অশ্বারোহীদের এই আকস্মিক তীব্র আক্রমণে সমগ্র বাহিনীতে প্রলয় সৃষ্টি হয়ে গেল। পার্শ্ব থেকে তিরন্দাজ বাহিনী তাদের প্রতি বৃষ্টির মতো তির ছুড়তে শুরু করল। এভাবে সুলতান আইউবির মাত্র এক হাজার তিনশো সৈন্য অন্তত

www.pathagar.com

ছয় হাজার শত্রুসেনাকে ক্ষণিকের মধ্যে বিপর্যস্ত করে তুলল। সুকৌশলে গ্যাড়াকলে আটকিয়ে তাদের এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত করল যে, মিশরের মরুপ্রান্তর তাদের লাশে ভরে গেল। জীবনে-রক্ষা-পাওয়া-সুদানিদের দু-চারজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও বেশিরভাগই আইউবি-বাহিনীর হাতে বন্দি হলো।

এ ছিল সুদানিদের দ্বিতীয় বিদ্রোহ, যাকে তাদেরই রক্তে ডুবিয়ে ভন্ডুল করে দিলেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি।

সুলতান আইউবি বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য সংগ্রহ করলেন। তিনি গ্রেফতারকৃত সব কজন সুদানি কমান্ডার ও বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে সকল কর্মকর্তা ও সিপাইদের কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত লোকদের নাম-পরিচয়ও পেয়ে গেলেন। তাদের তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। রজব ও তার মতো আরও যেসব সালার এই রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মতৎপরতায় জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেল, তাদের আজীবনের জন্য কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করলেন। এই ষড়যন্ত্রে এমন কতিপয় কর্মকর্তার সম্পৃক্ততার তথ্যও পাওয়া গেল, যাদের সুলতান আইউবির একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত মনে করা হতো। এ-তথ্যে সুলতান আইউবি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর নির্ভরযোগ্য সালার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের জানিয়ে দিলেন, এই পরিস্থিতিতে মিশরের প্রতিরক্ষা ও সালতানাতের অস্তিত্ব সুদৃঢ় করার জন্য এখনই আমাদের সুদান দখল করা একান্ত আবশ্যক।

সুলতান আইউবি খলীফা আল-আজেদের নিরাপত্তা বাহিনীটি প্রত্যাহার করে নিলেন। খেলাফতের মসনদ থেকে খলীফাকে অপসারণ করার পর ঘোষণা দিলেন, এখন থেকে মিশর সরাসরি বাগদাদের খেলাফতের অধীনে পরিচালিত হবে। খেলাফতের একমাত্র মসনদ থাকবে বাগদাদে।

সুলতান আইউবি আটজন রক্ষীর সঙ্গে উম্মে আরারাকে নুরুদ্দীন জঙ্গির কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

www.pathagar.com

পরশমণি
প্রকাশন

ISBN. 984-70063-0004-5

www.pathagar.com